হরিদাসের গুপ্তকথা

অপূর্ব্ব উপন্যাস

প্রবীণ লেখক—

শ্রীপঞ্চানন রায় চৌধুরী প্রণীত

প্রকাশক—

শ্রীতারাচাঁদ দাস

৮২, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট্

কলিকাতা

১৩৩৭

তৃতীয় সংস্করণ]

মূল্য ১॥০ টাকা

প্রকাশক—

শ্রীতারাচাঁদ দাস

৮২, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট্

কলিকাতা

The Copy-Rights of this Book are the property of

Tara Chand Dass.

Rights Strictly Reserved.

1930.

চক্রবর্ত্তী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

২নং নিমুগোস্বামী লেন,

ভূমিকা।

নিবিড় কানন মধ্যে একটি সুরভি কুসুম বিকশিত হইলে তাহার সুবাসে যেমন সমগ্র বনস্থলি আমোদিত করে, তেমনি বংশে একটি সুপুত্র জন্মিলে তার বিমল যশে সেই বংশ উজ্জ্বল হ'য়ে থাকে। ইতিহাস প্রায় ধনীপক্ষে চাটুকার হইয়া থাকে, সুতরাং অন্ধকারময় খনিতে মণির ন্যায় অজ্ঞাত কুলশীল কোন দরিদ্রের গৃহে কোন মহাপুরুষ জন্মিলে প্রায় তার কোন খোজ খবর রাখে না।

প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের এই হরিদাস সুদূর পাঞ্জাবে এক প্রবাসী ব্রাহ্মণের গৃহে উদয় হইয়াছিলেন এবং বাইশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসের মহামন্ত্র লইয়া সংসারের সহিত সকল সম্বন্ধ ছেদন করিয়া ফেলেন। এই বাইশ বৎসরকাল সংসারে কিরূপ ভাবে, কিরূপ দরের লোকের সহিত অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং কোন অপরাধ না করিয়া যেরূপ পুনঃ পুনঃ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন, তাহাই এই পুস্তকে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

যদি এই সংসারে বহুরূপী ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোক চিনিবার কাহারও সাধ হয়, মুসলমান রাজত্বের অন্তিমকালে ও ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাতে এই স্বর্ণ-প্রসূ বাঙ্গালা দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা জানিতে যদি বাসনা জন্মায়, ইতিহাস প্রসিদ্ধ অনেক বড় বড় লোকের বিচিত্র গুপ্ত রহস্য জানিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমাদের এই ইতিহাসের সহিত আলাপ করুন, কখনই ফললাভে বঞ্চিত হইবেন না। ভয় বিস্ময় ক্রোধ প্রভৃতি রসে অন্তরার্ণব উদ্বেলিত হইয়া উঠিবে।

বিনয়াবনত—

শ্রীপঞ্চানন রায় চৌধুরী।

নবীন-সন্ন্যাসী

হরিদাসের গুপ্তকথা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কিসের মন্ত্রণা।

মানুষ সংসারে আসে, আবার কালপূর্ণ হ'লেই চলে যায়; কিন্তু কেন যে আসে, দিন কয়েক পরে কোথায় যে যায়, তা প্রায় কেহ ভেবে দেখে না; কেবল বাহ্য-চাক্‌চিক্যশালী, আপাত-মধুর পরিণামবিরস সংসার পাইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠে।

আমিও সংসারে আসিয়াছি, কেন যে আসিয়াছি, আসিবার উদ্দেশ্য যে কি, তাহা প্রথমে বুঝিতে পারি নাই; কাজেই মনে নানাপ্রকার সন্দেহের উদয় হ'য়েছিল। কারণ সংসারে প্রবেশ ক'রেই দেখিলাম, এখানে সব বিপরীত; শঠ ধনে মানে সমুজ্জল, কিন্তু ঈশ্বর-প্রেমিক ধার্ম্মিক অন্নাভাবে ক্লিষ্ট, সতী মর্ম্ম-পীড়ায় পীড়িতা, কিন্তু বারাঙ্গনা, অশেষ সৌভাগ্যবতী। তৃণ-সংলগ্ন অগ্নির ন্যায় পাপীর সৌভাগ্য একবার প্রজ্জলিত হ'য়েই যে জন্মের মত নির্ব্বাণ হ'য়ে যায়, তাহা তখন বুঝি নাই, কাজেই অন্তরে একটু সন্দেহের ছায়া পতিত হ'য়েছিল। কেন না ততদূর তলিয়ে বোঝ্‌বার ক্ষমতা তখন আমার জন্মায় নাই।

সংসারে প্রবেশ ক'রে, অনেক রকমারি কপট মানুষের সঙ্গে মিশে যে

অভিজ্ঞতা লাভ ক'রেছি, আমার নিজের জীবনে সে সকল অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে, সাধারণের উপকারের জন্য; ভ্রমান্ধ মানবের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করবার আশয়ে, তাহা আমি অবিকল লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এই অসার সংসারে অর্থের যে কতদূর মোহিনীশক্তি, ধর্ম্মজ্ঞানপরিশূন্য, নীচাশয় স্বার্থপরদের হৃদয়াভ্যন্তর যে কিরূপ ভয়ানক, রাজার মঙ্গলময় নিয়ম সকল অত্যাচারপ্রিয় রাজকর্ম্মচারী ও সম্পন্ন প্রজার নিকট যে কীদৃশ অকিঞ্চিৎকর, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমার এই গ্রন্থ মধ্যে প্রাপ্ত হইবেন।

দুঃখের বোঝা মস্তকে লইয়া আমি সংসার রঙ্গভূমে দিন কয়েক অভিনয় করবার জন্য প্রবেশ ক'রেছিলাম, তার উপর কপট মনুষ্যের ষড়যন্ত্রে অনেক প্রাণ-সঙ্কট বিপদে পতিত হ'য়েছিলাম; কিন্তু হেমন্তকালে শিশির-সম্পাতে কমলদল যেমন ছিন্ন-ভিন্ন হ'য়ে যায়, তেমনি সেই কৃপাময়ের কৃপা বরিষণে আমিও সকলপ্রকার বিপদ হ'তে মুক্ত হ'য়েছিলাম, কিছুতেই আমাকে অভিভূত করিতে পারে নাই।

তদানিন্তন রাজধানী মুর্শিদাবাদের খুব প্রান্তভাগে একটা জঘন্য পল্লীর মধ্যে কিষণজি বাজপাই নামক এক হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের বাসায় আমি বাস করিতাম। আমাদের বাসায় অধিক লোক ছিল না; কর্ত্তা, গিন্নি তাহাদের একটী কন্যা ও আমি ভিন্ন অন্য কোন পরিজন ছিল না। কেবল আমাদের পরিচর্য্যার জন্য দু'জন চাকর ও কলির বিধাতাপুরুষ বিশেষ একজন রসুইয়ে ব্রাহ্মণমাত্র ছিল।

কর্ত্তাটির বয়স ৪০।৪৫ বৎসরের অধিক হইবে না। বর্ণটুকুন ফিট্ গৌর, মুখখানি বেশ পুরোন্ত, হাত-পাগুলি সুদৃঢ়, চক্ষুদ্বয় আকর্ণ বিস্তৃত ও সমুজ্জ্বল ছিল, ফলতঃ প্রতিভাবান্ মনুষ্যের লক্ষণ সকল তাঁহার শ্রীঅঙ্গে বর্ত্তমান ছিল। তবে তাঁহার দৃষ্টি কিছু বক্র, ললাটদেশ অপ্রসন্ন ও বদনমণ্ডল সর্ব্বদা চিন্তার আক্রমণে আক্রান্ত থাকিত। আমি তখন

বালক, সংসারের চাতুরী আদৌ শিক্ষা করি নাই, কাজেই এইরূপ ভাবের প্রকৃত কারণ তখন বুঝিতে পারি নাই।

কর্ত্তা পরিচয়ে হিন্দুস্থানি ব্রাহ্মণ ছিলেন বটে, কিন্তু কথাবার্ত্তা ধরণ-ধারণ সব বাঙ্গালীর ন্যায় ছিল। বাড়ীতে বাঙ্গালীর ন্যায় কাপড় পরিতেন কেবল বাহিরে যাইবার সময় ঢিলে ইজার চাপ্‌কান্ চোগা ও মস্তকে হাতে বাঁধা আধ থান কাপড়ের একটা বিরাট পাগ্‌ড়ি শোভা পাইত।

গিন্নিকে দেখিলে কর্ত্তা অপেক্ষা অধিক ছোট বলে বোধ হয় না। কিন্তু উনানের অগ্নি নির্ব্বাণ হ'লেও যেমন তাহার ঈষৎ উত্তাপ থাকে, তেম্‌নি যৌবন-লতিকা তাহার দেহতরুর আশ্রয় ত্যাগ করিলেও এখন অনেকটা সাবেকের ঢং বর্ত্তমান আছে। বিশেষতঃ নিজের দেহের উপর গিন্নির যত্ন কিছু বেশী, নানাবিধ বেশ-বিন্যাসে রাত দিন ফিট্‌ফাট্ থাকিতে তিনি নিতান্ত ভালবাসিতেন।

গিন্নির গড়নটা একটু মাঝারি ধরণের, বর্ণটা ঈষৎ ফ্যাকাসে ও চক্ষু দু'টী ভাসা-ভাসা, কিন্তু একটু কোঠরগত এবং কাজলের ন্যায় ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ রেখায় অঙ্কিত। গিন্নির খুব ক'সে কাপড় পরা অভ্যাস, কাজেই কটীদেশ ক্ষীণ, হাত-পাগুলি গোলগাল, ঠোট দু'খানি পাতলা ও বক্ষঃস্থল বেশ উন্নত। দেখিলে বোধ হয় মা ষষ্ঠীর কৃপা হ'তে বঞ্চিত হ'য়েছেন, অর্থাৎ দেহ বৃক্ষে কখন কোন ফল ফলে নাই।

এই কর্ত্তা ও গিন্নি আমাকে ঠিক ছেলের ন্যায় ভালবাসিতেন, আমিও তাঁহাদিগকে পিতামাতা বলিয়া জানিতাম; কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে আমার সেই সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল, মনের ধারণা লয় হইয়া গেল এবং কুসুমে কীটের ন্যায় আমার সু-নির্ম্মল চিত্তভূমে এই প্রথমে চিন্তা প্রবেশলাভ করিল। তখন পারশীর খুব চলন ছিল, কাজেই কর্ত্তা আমার জন্য একজন মৌলবী নিযুক্ত ক'রে দিয়েছিলেন, তিনি প্রত্যহ আমাকে পারশী পড়াইয়া থাকেন।

কোন বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র কষ্ট নাই, কিন্তু আমি যে এখানে পরম-সুখে বাস করিতেছি, তাহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়।

আমরা যে বাড়ীটায় বাস করিতেছি, তাহা দোতলা বটে, কিন্তু নীচেকার ঘরগুলি অন্ধকূপ সদৃশ, কাজেই বাসের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত; বাবু সপরিবারে উপরতলায় বাস করিয়া থাকেন। বাড়ীখানি নিতান্ত জীর্ণ, চিরকাল উলঙ্গ অবস্থায় আছে, অর্থাৎ ইহজন্মে কখন বালির কাজ কি চুণের পোচড়া তাহাতে পড়ে নাই, কাজেই শত শত দন্তবিকাশপূর্ব্বক কালের করাল চিহ্নের সাক্ষ্য প্রদর্শন কর্‌ছে। ছাতের উপর তু'একটি অশ্বথ গাছ জন্মেছে এবং তাহার সরু সরু শিকড় ঘরের মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছে।

উপরে উঠিলে প্রথমেই বাবুর বৈঠকখানা, যদিও বাড়ীখানি খুব পুরাতন, কিন্তু তথাপি এই ঘরটী বেশ সাজান; হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন গোবর-গাদায় পদ্মফুল ফুটিয়াছে। বৈঠকখানার ঠিক পার্শ্বেই একটি ছোট কুঠ্‌রি, কিন্তু এই ঘরটী রাত্র দিন বন্ধ থাকে, সুতরাং এই ঘরের মধ্যে যে কি আছে, তাহা আমি জানি না; কাজেই সে ঘর সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারিলাম না।

বাবুর বাটীর সদর দরজাও রাত্র দিন বন্ধ থাকে; কোন লোক ডাকিলে তাহার পরিচয় নিয়ে তবে দোর খুলিয়া দেওয়া হয়। বাবু কেন যে এত সাবধানে বাস করেন, তাহা আমি তখন বুঝিতে পারি নাই।

এ সময় আমার বয়স ১৫।১৬ বৎসরের অধিক হইবে না। মৌলবি সাহেব প্রস্থান করিয়াছেন, আমি বৈঠকখানার সম্মুখের দরদালানে বসিয়া পুরাতন পড়া দেখিতেছি, এমন সময় সদর দ্বারে ধাক্কার শব্দ শ্রুত হইলাম প্রথমতঃ চাকর গিয়া দোর খুলিয়া দিল এবং তুষ্‌মন চেহারার একটা লোক উপরে উঠিয়া বাবুর বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। এই লোকটা আমাদের অপরিচিত নহে; অনেকবার আমাদের বাড়ীতে

আসিয়াছে, কিন্তু কি উদ্দেশে লোকটা যে আমাদের বাড়ী আসে, তাহা আমি তখন জানিতে পারি নাই।

আগন্তুকের বয়স প্রায় ৪০ বৎসর। বর্ণ কাল, কিন্তু ততদূর পালিস করা নয়; হাত-পাগুলি বেঁটে, মুখখানা গোল, চোখ দু'টার মধ্যে একটা অন্যটার অপেক্ষা ছোট, নাক্‌টা একটু বসা, ঠোঁট দু'খানি পুরু পুরু ও বদন-মণ্ডল মা শীতলার অনুগ্রহের চিহ্নে চিহ্নিত। ফলতঃ যে যে লক্ষণ দেখিলে লোকে দুষ্‌মন চেহারা বলে, এ লোকটার সর্ব্বাঙ্গে সেই সেই লক্ষণ বিরাজমান। গোঁপটী প্রায় আকর্ণবিস্তৃত এবং গালপাট্টা সমেত দাড়িতে মুখের চেহারা আরও ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছে।

লোকটা হিন্দুস্থানী ধরণের মালকোঁচা মেরে কাপড় প'রেছে, গায়ে একটা পাতলা নিমুর মেরজাই, পায়ে একজোড়া আধমণ ওজনের নাগরা জুতা ও মাথায় আধ থান কাপড়ের একটা বৃহৎ পাগ্‌ড়ি। আমি লোকটাকে পূর্ব্ব হ'তেই চিনি, তার নাম দেবীপ্রসাদ বক্সী।

দেবীপ্রসাদের কোন পুরুষে কেহ কখন বক্সীগিরি চাকরী করিয়াছিল কি না তাহা জানি না; তবে সকলে তাহাকে ঐ নামে ডাকে। তিনি যে কি জাতি, তাহা ঠিক জানিতে পারি নাই।

বক্সীজি উপবেশন কর্‌লে বাবু হেসে হেসে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগ্‌লেন; যদিও তিনি হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ বলিয়া সকলের কাছে পরিচিত, কিন্তু কথাবার্ত্তা প্রায় চাঁচাছোলা বাঙ্গালা ভাষায় কন।

বাবু দেবীপ্রসাদের সহিত দু' একটা বাজে কথা ক'য়ে তারপর এক গাল হেসে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "তবে বক্সীজি! কিছু নূতন খবর থাকে তো বল? অমন শুধু নাটাই আর রোজ রোজ ঘোরানো ভাল লাগে না।

বক্সীজি বাবুর কথা শুনে সেই লম্বা গোঁফে তা দিয়ে ছোট চোখ্‌টা বুজিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে উত্তর কর্‌লে, হুজুর! চারে বড় মাছ আছে, এখন

খেলিয়ে তুল্‌তে পার্‌লে হয়। বাবু বক্সীর কথা শুনিয়া আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে হে, লোক্‌টা কে? স্পষ্ট ক'রে বল'?

বক্সী সেইরকম ভাবে একটু মুচ্‌কে হেসে বল্‌লে, "আজ্ঞে সে খুব একটা বড় দাঁও; হাতে যদি লাগে, তাহ'লে খাসা মজুরী পোষাবে।" বাবু আরও অধৈর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আর বাজে কথায় কাজ, কি লোকটা কে তা বল? ভেবে দেখি কিছু ফল্‌বে কি না।"

বক্সী। আজ্ঞে, ভেবে আর দেখ্‌তে হবে না; ফ'লে ব'সে আছে। তার বাপ একজন বিখ্যাত ধনী, প্রায় ২০০০০০০৲ কুড়ি লক্ষ টাকার বিষয়, তবে কিছু দৃষ্টি-কৃপণ, সেইজন্য বিধাতা সদয় হ'য়ে তা'কে একটি পুত্ররত্ন প্রদান ক'রেছেন; তিনিই ভিটায় ঘুঘু চরাবেন।

বাবু। লোক্‌টার নাম কি বলুন দেখি?

দেবী। মাণিকলাল সরকার।

বাবু। কোন্ মাণিকলাল?

দেবী। আজিমগঞ্জের বার্লো সাহেবের রেশমের কুটীর দাওয়ান। দাদনের ছলে অনেক তাঁতির সর্ব্বনাশ ক'রে নিজের ভুঁড়ি ফাঁপিয়েছে। এই সময় কিছু সৎপাত্রে ব্যয় হোক্।

সল্‌তে তেলমুখো ক'রে দিলে যেমন আলো উজ্জ্বল হ'য়ে উঠে, তেম্‌নি দেবীপ্রসাদের কথা শুনে তাহার মুখমণ্ডল আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌লো; তিনি নেয়াপাতি ভুঁড়িটা নাচিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন "হ্যাঁ, এটা নেহাৎ চুনো পুঁটী নয়, কাৎলা বটে, এখন গাথ্‌তে পার্‌লে হয়, যেন চার ঘুরিয়ে দিয়ে মাছ না পালায়।"

দেবীপ্রসাদ ঈষৎ বীরদর্পের সহিত উত্তর করিল "হুজুর যে কুঁড়ো মসলা খাইয়েছি, তার আর বাপের সাধ্য নাই যে পালায়। বিশেষ তার বাপের পাপের বিষয়; কাজেই তাহা প্রায়শ্চিত্তে ব্যয় হবে। কর্ত্তার পুত্রটী যেমন রত্ন হ'য়ে উঠেছে, তাতে বেশী দিন যাবে না। শীঘ্রই

বাছাধনকে গা ঢাল্‌তে হবে। অনেক মেহনত ক'রে তবে এই স্বীকারটা যোগাড় ক'রেছি।"

কর্ত্তা তারিফ ক'রে কহিল, এই সহরে তুমি একজন এক নম্বরের কেজো লোক ; তোমার মতন অন্য আর কেহ নাই। তাহ'লে কবে ঠিক্ করলে ?

দেবী। আজ্ঞে, শুভ কার্য্যে দেরী করতে নাই। কি জানি যদি কোন বিঘ্ন ঘটে, সেইজন্য এই শনিবার দিন স্থির করলাম। আপনি এর মধ্যে সব যোগাড় ঠিক ক'রে রাখ্‌বেন।

কর্ত্তা। কি রকম যোগাড় করতে হবে, ইসারায় একটু ব'লে দাও ?

দেবী। যোগাড় যে রকম দস্তুর আছে তাই করবেন, তবে বেশীর মধ্যে একজনকে খুব একটা সুবো মানুষ সাজাতে হবে, আর কিছু অধিক রেস্ত দেখাতে হবে, কারণ জল না দিলে কাণের জল বেরোয় না।

কর্ত্তা। আচ্ছা তাই হবে, আমি আখ্‌ড়া থেকে দু'জন কেযো লোক আনাবো, তারাই কাম হাসিল করবে। আমি সব ঠিক ক'রে রাখ্‌বো, দেখো তোমার কথার যেন নড় চড় না হয়। দেবীপ্রসাদ মা কালীর মতন খানিকটা জিব বার ক'রে উত্তর করলে "বাপ্‌রে, হুজুরের কাছে যা বল্‌ব তা কি কখন মিথ্যা হ'তে পারে। আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকুন, শনিবার রাত নয়টার মধ্যে এ গোলাম শিকার সহ হাজির হবে। এদিক্‌কার চন্দ্র ওদিকে গেলেও তার অন্যথা হবে না। দেবীপ্রসাদ এই কথা ব'লে সেদিনকার মত বিদায় হইল, বাবুও অন্দর মহলে প্রবেশ করিলেন, কেবল আমি সেই দর-দালানে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম যে এরা কিসের এ মন্ত্রণা করিলেন। যদিও আমি ইহাদের সকল কথা শুনিতে পাইয়াছিলাম, কিন্তু প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারি নাই। তবে এটা যে কু-পরামর্শ, কাহার সর্ব্বনাশ করিবার মন্ত্রণা, তাহা যেন আমার অনুমানে বোধ হইল। এমন সময় বামুনঠাকুর আমাকে ডাকিলেন, আমিও বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এরা কে ?

বৈঠকখানার পশ্চিম দিকে বাবুর অন্দর মহল, সেখানে দু'টা দরদালান-যুক্ত ঘর, একটা ঘরে বাবু ও অন্য ঘরে তাঁহাদের কন্যা একটা বৃদ্ধা চাক্‌রাণী সহ বাস করেন। আমি কর্ত্তার গৃহের সামনেকার দরদালানে শয়ন করিয়া থাকি।

এক দিন আহারাদির পর সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রাদেবীর সুকোমল অঙ্কে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, অন্তরাকাশে কোনরূপ চিন্তা-মেঘের নামমাত্র নাই; রাত্রি বোধ হয় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, এমন সময় হঠাৎ আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমি জাগ্রত হ'য়ে শুনলাম যে, ঘরের মধ্যে গিন্নি যেন রেগে একটু চেঁচিয়ে কথা ক'চ্ছেন। আমি নিতান্ত কৌতুহলাক্রান্ত চিত্তে ও স্থির কর্ণে সেই শয্যার উপর শুইয়া রহিলাম।

গিন্নি পঞ্চমে সুর তুলে বল্‌লেন "আঃ মরণ আর কি, দড়ি কলসী নিয়ে আঘাটায় নাবোগে, তোমার আর নরলোকে মুখ দেখিয়ে কাজ নাই। ছিঃ মরবার সময় হ'লো এখনো মিথ্যা কথা প্রতারণা জুচ্চুরি ছাড়্‌লে না! তোমাকে আর কি বল্‌বো, সকলি আমার কপালের দোষ!"

গিন্নির এই রোখা রোখা কথায় বাবু খুব নরম হ'য়ে আম্‌তা আম্‌তা ভাবে বল্‌তে লাগ্‌লেন, "বলি তুমি যদি রাগ কর, তাহ'লে আমি দাঁড়াই কোথা? তুমি ভেবে দেখ দেখি, আমি তোমার জন্য কি না ক'রেছি।" যেমন আগুণে ঘি পড়্‌লে দপ্‌ ক'রে জ্বলে উঠে, সাপকে লাঠি মার্‌লে যেমন ফোস্‌ ক'রে উঠে, তেম্‌নি গিন্নী-ঠাকুরাণী আরো রাগ ক'রে বাবুর কথায় বাধা দিয়ে বিদ্রূপের স্বরে বল্‌লেন, "আঃ মরণ আর কি, উনি

আমার জন্য সব ক'রেছেন আর আমি কিছু করিনি। আমি কার জন্য জাত কুল খোয়ালেম, কার পরামর্শে অমন সংসার ছারেখারে দিলাম, কার মন রাখ্‌বার জন্য নারীসুলভ কোমলতা বিসর্জ্জন দিয়ে পিশাচিনীর অপেক্ষা নিষ্ঠুরা হ'লাম ; কিন্তু হায় এত ক'রেও তোমার মন পেলাম না। এখনো আমার সঙ্গে চাতুরী খেল্‌ছো ?"

গিন্নীর কথা শেষ হইলে বাবু অনেকটা জড়সড় ভাবে মিনতির স্বরে উত্তর করিলেন, তোমার দিব্য ছোটবউ ! আমি তোমার সঙ্গে কিছুমাত্র চাতুরী করিনি ; তোমাকে যা যা ব'লেছি সব সত্য, একটাও মিথ্যা নয়। শনিবার অবধি অপেক্ষা কর, তারপর নিশ্চয়ই তোমার আদেশ পালন করবো। হাতে টাকা না হ'লে তো কোন কার্য্য হবে না ; কাযেই আগে রেস্তর যোগাড় দেখ্‌তে হবে।

গিন্নী আগেকার সুর নরম ক'রে বাবুকে বল্‌লেন, "আবার কার সর্ব্বনাশ করবার মতলব করছ, পরের ভিটায় ঘুঘু না চরালে ত আর তোমাদের হাতে টাকা আস্‌বে না ? সংসারে এত লোক কত প্রকার সৎ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করছে, কিন্তু তোমাদের পরের গলায় ছুরি না দিলে দিন যায় না !"

গিন্নীর কথায় বাবু অনেকটা বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লেন, "আঃ ! ধান ভান্‌তে শিবের গীত আন কেন ? এ সংসারে টাকাই হ'চ্ছে একমাত্র জিনিস ; টাকা হাতে না থাক্‌লে সব দিক অন্ধকার দেখ্‌তে হয়। এই বোঝ না কেন, ইংরাজেরা সাত সমুদ্র তের নদী পার হ'য়ে কেবল টাকার জন্য এ দেশে এসেছে, আর রেশমের কারবারের ছল ক'রে, তাঁতিদের বুকের রক্ত শুষে নিজেরা বড় মানুষি করছে ; যে বেটা বোকা, সে বেটাই ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রে সংসারের সার আয়েস হ'তে বঞ্চিত হয়। যে বুদ্ধিমান্ এবং সংসারের সুখভোগ করা যাহার প্রধান উদ্দেশ্য, সে কখন ঐ সব মেয়েলি কথা গ্রাহ্য করে না। আমার মতে ইংরাজেরা খুব বুদ্ধিমান ও

চতুর; কারণ তারা ধর্ম্মের বড় ধার ধারে না। কিরূপে উপার্জ্জন হবে এই চিন্তায় রাত্র-দিন ব্যস্ত থাকে।

কর্ত্তার এই সারগর্ভ বক্তৃতা শেষ হ'লে গিন্নী পূর্ব্বাপেক্ষা নরম স্বরে বল্‌লেন, "কেন, টাকা টাকা ক'রে মর্‌বার আবশ্যক কি? অন্য জায়গায় গেলে অবশ্য তার কিছু খরচ পত্র হবে; তার অপেক্ষা ঘরে ঘরে কাজ সার না? ওর চেয়ে ভাল ছেলেতো আর বাহিরে পাচ্চো না।" গিন্নীর কথায় কর্ত্তা একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে বল্‌তে লাগ্‌লেন, "পাগল আর কি! তা কি কখন হয়? তোমার মেয়ের জন্য খুব সুন্দর বর নিয়ে আস্‌বো; টাকা ছাড়্‌লে কি না পাওয়া যায়? টাকায় বাঘের দুধ মেলে, আমি নিশ্চিন্ত আছি, হাতে কিছু টাকা লাগ্‌লেই বর খুজ্‌তে বেরুবো, তোমাকে আর কিছু বল্‌তে হবে না।

কর্ত্তা বল্‌তে বারণ কর্‌লেন বটে; কিন্তু গিন্নি তবু নিশ্চিন্ত না হ'য়ে ঈষৎ নম্রস্বরে কহিল "কেন আমি যা বল্লেম তা কি মন্দ কথা? ছেলেটি তো মন্দ নয়, রূপে গুণে সমান; টাকা নাই থাক্‌লো তাতে ক্ষতি কি? মেয়ের কপালে সুখ থাক্‌লে পাতার ঘরও অট্টালিকা হয়। কর্ত্তা বিরক্তির সহিত কহিল "আঃ রাম হ'তে না হ'তে রামায়ণ গাওনা কর কেন? তুমি যা বল্‌চো, তা হবার নয়, হ'লে আমি নিজে উদ্যোগী হ'য়ে এ কাজ কর্ত্তাম। গোড়ার কথা জান্‌লে তুমি কখনই বল্‌তে না। গুরুর অনুরোধ ব'লে রেখেছি। গিন্নী কহিলেন, গোড়ার কথা কি?

আমি যদিও এ কথার উত্তর শুনিবার জন্য কাণ খাড়া করিয়া রইলাম, কিন্তু কর্ত্তা এমনি আস্তে আস্তে কথা কহিতে লাগিলেন যে, আমি তাহার একবর্ণও বুঝিতে পারিলাম না।" গিন্নি আর কথাটি না ক'য়ে নিরস্ত হ'লেন, কাজেই ঘরটী নিস্তব্ধ হইল।

অল্পক্ষণ পরেই বুঝিলাম যে, কর্ত্তা ও গিন্নি উভয়েই সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রাদেবীর শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান পাইয়াছেন; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আজ

আমি দেবীর সেই সাধারণ ভোগ্য কৃপা হ'তে বঞ্চিত হ'লেম্। কারণ কর্ত্তা গিন্নির কথায় আমার মনে একটা বিষম খট্‌কা উপস্থিত হ'য়েছে। আমি সেই শয্যায় শুয়ে মনে মনে ভাবতে লাগ্‌লাম যে, প্রকৃতপক্ষে এরা কারা ? কারণ গিন্নি যে ভাবে কথা কইলেন, তাতে খুব সন্দেহ হ'তে পারে; স্ত্রী পুরুষে এরূপ ভাবে কথোপকথন কখনই সম্ভবপর নহে। গিন্নি এক প্রকার স্পষ্টই বল্‌লেন যে, "কার জন্য জাতকুল নষ্ট করলাম—কার পরামর্শে অমন সোণার সংসারে আগুন লাগাইয়া দিলাম।" এ সব কথার মানে কি ? শেষে গিন্নি যা বল্‌লেন, তাতে বেশ বোঝা গেল যে, গিন্নি তার মেয়ের বিবাহের কথা বলছেন। কর্ত্তা প্রথমে টাকার ওজর করলে, শনিবারে টাকা পাবো ব'লে আশ্বাস দিলে, তারপর গিন্নি টাকা যাতে না খরচ হয়, তার জন্য ঘরে ঘরে কাজ সারতে বল্‌লেন। কর্ত্তা সেই কথায় রেগে উঠে আপত্তি ক'রে বল্‌লেন, "না তা হবে না, কিছুতেই হবার নয়, হবার হ'লে আমি নিজে উদ্যোগী হ'য়ে কর্ত্তাম। নিশ্চয় গিন্নি আমাকে, লক্ষ্য ক'রে এ কথা ব'লেছিলেন। তারপর গিন্নি গোড়ার কথা জিজ্ঞাসা করলে; চুপি চুপি কি বল্‌লেন, নিশ্চয় আমার কথাই হ'য়েছিল, তার আর সন্দেহ নাই।

যদিও কর্ত্তার সব কথার মানে বুঝ্‌তে পার্‌লেম না, কিন্তু ভাবে এটা বেশ বুঝলেম যে, আমি এদের বাড়ীর ছেলে নয়; এরা দয়া ক'রে আমাকে প্রতিপালন ক'চ্চেন। কর্ত্তা নিশ্চয় ভিতরের কথা চুপি চুপি গিন্নিকে ব'লেছেন। তিনি যেরূপ টাকার মহিমা কীর্ত্তন করলেন, তাতে বেশ বোধ হ'লো যে, উনি টাকার জন্য না পারেন এমন কাজ জগতে নাই; কিন্তু তা হ'লেও আমার দ্বারায় কিসে উনি লাভবান্ হবেন ? তার পর ওর গুরুদেব কে ? তিনি ওকে কি আজ্ঞা ক'রেছেন ? শয্যার উপর শয়ন করিয়া মনে মনে এই সব কথা ভাবতে লাগলেম্, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। প্রাণে বড় ভয় হইল, বুক্ দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিতে

লাগিল, স্বেদজলে সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হইল, দারুণ পিপাসায় কণ্ঠদেশ বিশুষ্ক হইয়া উঠিল। ঘোর মানসিক যাতনায় কাতর হইয়া শয্যার উপর শরবিদ্ধ হরিণের ন্যায় ছট্‌ফট করিতে লাগিলাম; কিছুতেই শান্তিলাভে সমর্থ হইলাম না। মনে দারুণ উৎকণ্ঠা, বিষম সন্দেহ, ভয়ানক ত্রাস আসিয়া উপস্থিত হইল। যতই এই সকল কথা ভাবি; ততই অনিষ্ট-চিন্তা অন্তরে উদয় হইয়া প্রাণকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। আমাকে এরা পুত্রের ন্যায় যত্নে পালন ক'চ্চেন, শেষে এরাই আমাকে কোন বিপদে ফেল্‌বেন, এ তো আমার সহসা বিশ্বাস হয় না। আর তাতে এদেরই বা কি লাভ হইবে? কিন্তু তা হ'লে নির্জ্জনে প্রাণের কপাট খুলে কর্ত্তা গিন্নীকে চুপি চুপি কি এমন গোড়ার কথা বল্‌লেন যে, গিন্নী শুনেই একেবারে জল হ'য়ে গেলেন। আর কোন কথাটি বল্‌লেন না, এরই বা মানে কি? বিশেষ গিন্নী যদি কর্ত্তার বিবাহিতা স্ত্রী হবেন, তা হ'লে কি ক'রে কর্ত্তার মুখের উপর বল্‌লেন যে, "কার জন্য আমি জাতিকুল নষ্ট করিয়াছি।" এ কথারই বা মানে কি?

যদিও আমি সে সময় ছেলেমানুষ, কিন্তু তবু স্বামী ও স্ত্রীতে যে এরূপ বাক্যালাপ অসম্ভব, তা আমি বেশ বুঝতে পার্‌লাম; কাজেই বিষম সন্দেহ ও বিস্ময়ের যুগপৎ আক্রমণে আমার চিত্তভূমি আক্রান্ত হ'লো। আমি নিবিষ্ট মনে এই সকল বিষয় ভাবিতে লাগিলাম; কিন্তু কোন বিষয়ের মীমাংসা করিতে পারিলাম না, সন্দেহের তুফানে মন প্রাণ ভাসিতে লাগিল। ক্রমে উহার প্রধান বার্ত্তাবহ স্নিগ্ধ সমীরণের শৈত্যতা অনুভব করিতে করিতে আমার ঈষৎ তন্দ্রা উপস্থিত হইল। সুতরাং সুশীতল বারিবর্ষণে প্রদীপ্ত পাবক যেরূপ প্রশমিত হয়, তেম্‌নি আমার অন্তরের সুদারুণ চিন্তানল তখনকার মতন নির্ব্বাপিত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কূপে কমল।

আমি প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া নিয়ম মত আমার পারসী পাঠ্য পুস্তক লইয়া পড়িতে বসিলাম; কিন্তু কিছুতেই পাঠে নিবিষ্টচিত্ত হইতে পারিলাম না। রজনীর সেই সব কথা স্মরণপথে উদয় হইয়া বাত্যাবিতাড়িত সাগরের ন্যায় অন্তরকে নিতান্ত আকুল করিয়া তুলিল; সহস্র চেষ্টা করিয়াও মনকে শান্ত করিতে পারিলাম না। একবার মনে করিলাম যে, গিন্নীকে স্পষ্ট করিয়া তাহাদের গুরুদেবের কথা, আর এরাই বা প্রকৃতপক্ষে কারা তা জিজ্ঞাসা করি; তিনি আমাকে যেরূপ স্নেহ করেন, তাতে বোধ হয় তিনি আমাকে কখনই কোন বিষয় গোপন করিবেন না। আমার তাপদগ্ধ অন্তরকে সুশীতল করিবার অভিপ্রায়ে নিশ্চয় সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন; কিন্তু আবার তখনই ভাবিয়া দেখিলাম যে, তাহা করিলে কখনই সুফল প্রসব করিবে না, বরং হিতে বিপরীত হইবে। কারণ আমি তাহাদের গুপ্তকথা শুনিয়াছি, ইহা তাঁহাদের জ্ঞাত হইলে নিশ্চয় আমার কোন বিশেষ অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা; সুতরাং জলে জলবিম্বসম আমার মনের ইচ্ছা মনেতেই লয় হইল,—জিজ্ঞাসা করিতে আর সাহস হইল না।

আমি আমার পুস্তক বন্ধ করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম; গিয়া দেখি যে, গিন্নী অন্য দিন অপেক্ষা মুখ ভার করিয়া বসিয়া আছেন। দেখিলেই বোধ হয় যে, তাঁহার চিত্তভূমি কখনই প্রশান্ত নহে।

গিন্নী প্রকৃতপক্ষে আমাকে কিন্তু পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন; রমণীসুলভ অনেক সদ্‌গুণ তাঁহার অন্তরে রাজত্ব করিত। তখন আমি বালক,

সুতরাং সংসারের চাতুরী কিছুমাত্র বুঝি নাই ; সে সময় অকপটে সকলকে বিশ্বাস করিতে আমি প্রস্তুত ; কাজেই গিন্নীর সেই মৌখিক স্নেহে আমি যে মুগ্ধ হইব, তাহার আর বিচিত্র কি ? কুটিল মানব স্বার্থের জন্য যে পিশাচের অধম হইতে পারে, এতদূর কপট বহুরূপী হয়, কোমলতাময় নয়নরঞ্জক সুন্দর শরীরের অভ্যন্তরে যে এত কাঠিন্যভাব নিহিত থাকে, সংসারের সার সম্পত্তি রমণী যে এতদূর রাক্ষসী হইতে পারে, তখন তাহা আমি আদৌ বুঝিতে পারি নাই। কাজেই সে সময় আমি সহজেই প্রতারিত হইয়াছিলাম।

বাস্তবিক সে সময় গিন্নীর যত্নে আমি তাঁহার নিতান্ত বশীভূত হইয়াছিলাম ; তাঁহাকে আমি জননীর ন্যায় ভয় ও ভক্তি করিতাম ; আজ্ঞানুবর্ত্তী ভৃত্যের ন্যায় তিনি যখন যা আজ্ঞা করিতেন, অনতিবিলম্বে তাহা সম্পাদন করিতাম। মা বলিয়া ডাকিতাম, তিনিও ভালবাসিতেন, কখন কোনরূপ সন্দেহ হয় নাই। কিন্তু গত রাত্রে গিন্নীর নিজের মুখের কথা শুনে, মনে ভয়ানক খট্‌কা হ'লো ; আমার সম্বন্ধে যাহাই হোক্ না, গিন্নী কর্ত্তার বিবাহ করা স্ত্রী কি না জানিবার জন্য অন্তরে অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল। কিন্তু কোন উপায় নাই ; কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না ; কাজেই মনের কথা তখনকার মত আমার মনেই লয় হইল।

আমি গিন্নীর নিকটে গেলে তিনি আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু কাষ্ঠ-হাসি হেসে খুব স্নেহস্বরে আমাকে বল্‌লেন, "কেন বাছা! আজ সকাল বেলা বেড়িয়ে বেড়াচ্চ ? কেতাব নিয়ে পড়্‌তে ব'সনি কেন ?" আমি আর কোন উত্তর না ক'রে বল্‌লেম, "সকালে মৌলবী সাহেব আসেন না, বৈকালে আসেন ; আমিও সেই সময় পড়ি।" তাড়াতাড়ি আমি খুব কাঁচা জবাব দিয়াছিলাম, জেরা করিলে আমাকে ঠকিতে হইত ; কিন্তু তিনি সে সব কথা না বলিয়া খুব আত্মীয়ভাবে কহিলেন, "বটে, এইবার

আমি কর্ত্তাকে বল্‌বো যে, দু'বেলা যেন মৌলবী এসে পড়িয়ে যায়; টাকার উপর মায়া কর্‌লে ছেলে পুলের কখন লিখা পড়া হয় না, জলের মতন খরচ কর্‌তে হয়। এইবার হ'তে সকাল বিকাল মৌলবী পড়াতে আস্‌বে, তুমিও বাছা খুব মনযোগের সহিত লেখা পড়া শিখ্‌বে, বদ্‌ছেলের সঙ্গে খেলা ক'রো না, বাড়ী থেকে কখনো বাহির হ'য়ো না, ইত্যাদি অনেক জ্ঞানগর্ভ ও নীতিকথা প্রায় আধ ঘণ্টা ধ'রে গিন্নী আমাকে শুনালেন; আমি চুপ ক'রে সঙের মতন দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার বোধ হয় গিন্নীর সেই সমস্ত উপদেশ কোন গতিকে ৺মদনমোহন তর্কলঙ্কারের কর্ণগোচর হইয়াছিল, তাহারই সার ভাগ সংগ্রহ করিয়া তিনি বালকের জন্য নীতি পুস্তক প্রণয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

গিন্নীর উপদেশের স্রোত রুদ্ধ হইলে আমি এক "যে আজ্ঞে" বলিয়া তাঁহার সকল কথার উত্তর দিলাম। তিনি সেইরূপ প্রসন্ন মুখে হাস্‌তে হাস্‌তে আমার সঙ্গে অনেক বাজে কথা বল্‌তে লাগ্‌লেন; আমি নিতান্ত বিনীতভাবে সকল কথার যথাযথ উত্তর দিতে লাগ্‌লাম।

অন্য দিন অপেক্ষা গিন্নীকে আমার উপর অনেকটা সানুকুল দেখিয়া দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব মনে মনে স্থির করিলাম; কিন্তু যে কথা আমার মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া আমাকে অশান্তির ক্রোড়ে শায়িত করিয়াছে, সেই সকল রহস্যপূর্ণ কথা জিজ্ঞাসা করিতে কিছুতেই সাহস হইল না। শেষে কথায় কথায় অনেকটা অবসর বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা! আপনার মুখে শুনিয়াছিলাম যে, কর্ত্তা বিষয় কর্ম্মের জন্য মুর্শিদাবাদে থাকেন, অন্য জায়গায় আপনাদের দেশ আছে, কিন্তু বাবু ত বারমাস এখানে বাস করেন; আমার বোধ হয় আপনার মেয়ের বিবাহের সময় আমরা সকলেই আপনাদের দেশে যাবো।"

আমার কথায় ক্ষণেকের জন্য গিন্নীর মুখমণ্ডল গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিল; কিন্তু তখনই তিনি আত্মসংযম করিয়া পূর্ব্বেকার মত ঈষৎ

হাস্য করিয়া কহিলেন, "যাবে বৈ কি! তোমাকে ছেড়ে আমাদের যেতে মন সর্‌বে কেন?

গিন্নীর এই ফাঁকা উত্তরে আমার মনের কৌতূহল কিছুমাত্র তৃপ্ত হইল না। আমি পুনরায় খুব বিনয়-নম্র-স্বরে বলিলাম, "তাহ'লে বিবাহের সম্বন্ধ এক রকম স্থির করিয়া রাখিয়াছেন?" চতুরা গিন্নী প্রশ্নের আভাষে অনেকটা আমার মনের কথা বুঝিলেন, সুতরাং আর বেশী বাড়াবাড়ি করিতে তার ইচ্ছা হইল না; কাজেই আমাকে এক কথায় নীরব করিবার অভিপ্রায়ে কহিলেন, "কে জানে বাবা! আমি ওসব কথায় থাকিনি; তবে শুনেছি যে, কর্ত্তা নাকি আমাদের দেশের একজন জমিদারের ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন। উনি জ্ঞানী মানুষ, তাতে আবার ওঁর বড় আদরের মেয়ে, উনি ভাল বই কখনই মন্দ পছন্দ করিবেন না। আমরা মেয়ে মানুষ, আমাদের সে সব কথায় কাজ কি? কাজেই আমি সে সব কথা খুটিয়ে জিজ্ঞাসা করি নাই।"

আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, পাছে আমি ও সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করি, সেই জন্য ধড়িবাজ গিন্নী একেবারে কথায় মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন। গিন্নী যে আমার নিকট সমস্ত মিথ্যা কথাগুলি কহিলেন, তাহাতে আর কোন সংশয় রহিল না। সুতরাং মনে মনে গিন্নীর উপর বিজাতীয় ঘৃণা উপস্থিত হইল; কিন্তু মুখে কিছুমাত্র প্রকাশ করিলাম না।

ভাবে বোধ হইল যে, গিন্নী আমার মনের ভাবের অনেকটা আভাস বুঝিতে পারিয়াছেন; তিনি আমার মুখের দিকে একবার তীব্র কটাক্ষ করিয়া সেইরূপ হাসি হাসি মুখে কহিলেন, "ওরে বাবা ছেলে! এ বাঙ্গালা-দেশে আমাদের ঘরের ছেলে পাওয়া যায় না, সেই জন্য মেয়ে আজও আইবড় আছে; দেশ থেকে ছেলে আন্‌লে তবে বিবাহ হইবে। এ দেশে তেমন ছেলে পাওয়া গেলে দেওয়ার কোন হানি ছিল না; কিন্তু তেমন যে পাওয়া যায় না।"

আমার বোধ হয় যে, আমার মনের সন্দেহ অপনয়ন করিবার জন্য গিন্নী আরও কতকগুলি মোলাম কথা খরচ করিতেন, কিন্তু তাহা হইল না, কারণ আমরা যাহার বিবাহের সম্বন্ধের কথাবার্ত্তা কহিতেছিলাম, সেই ব্যক্তি আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। কাজেই গিন্নীর মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, গিন্নীর কন্যার বয়স প্রায় ১১।১২ বৎসর, নাম নির্ম্মলা। সূর্য্যকিরণ পতিত হইলে হীরক যেরূপ সমুজ্জ্বল হয়, সেইরূপ ভাবী-যৌবনের ঈষৎ ছায়ায় নির্ম্মলার রূপের প্রভা যেন সমধিক পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে; অথচ বালিকা সুলভ চাপল্য এখন সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই। বসন্তের আগমনের অনতিপূর্ব্বে যেমন মলয় মারুত প্রবাহিত হইয়া তাহার শুভাগমন জগতে বিজ্ঞাপিত করে, তেমনি নির্ম্মলার যৌবনোদ্গমের প্রারম্ভেই যুবতীর নিত্যসহচরী লজ্জা আসিয়া তাহার সুকোমল দেহটি আক্রমণ করিয়াছে। কারণ পূর্ব্বে নির্ম্মলা আমার নিকট আসিয়া বসিত, আমাকে দাদা বলিয়া ডাকিত, আমার মুখে কত উপকথা শুনিত, কিন্তু এখন সে ভাব অনেকটা অপনীত হইয়াছে; এখন আর নির্ম্মলা অকুণ্ঠিতভাবে আমার নিকট আসে না; কোন বিশেষ প্রয়োজন হইলে নম্রমুখী হইয়া কথা কহে, আমার চক্ষের সহিত তাহার চক্ষু মিলিত হইলে করস্পর্শ লজ্জাবতী লতার ন্যায় চক্ষু দুইটি অবনমিত হইয়া পড়ে। স্বর্গীয় সঙ্গীতের ন্যায় সুমধুর কুটীলতাবিহীন সেই উচ্চহাস্য এখন পক্ক বিম্বসম অধরের কোনে লুক্কায়িত হইয়াছে, নৃত্যশীল খঞ্জনের ন্যায় চঞ্চলগতি অপেক্ষাকৃত মন্থর হইয়াছে, স্বরও ক্রমে গম্ভীর হইয়া আসিতেছে, ফলতঃ স্বভাবের অকাট্য নিয়মানুসারে নির্ম্মলার দেহ ও মনের সম্যক্ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে।

বাস্তবিক পূর্ণযৌবনের সুষমা অপেক্ষা এরূপ স্ফুটিতন্মুখ যৌবনের সৌন্দর্য্য সমধিক মনোরম ও নয়নের প্রীতিপ্রদ। ইহাতে যৌবনসুলভ

গর্ব্বের নাম গন্ধ নাই, কিন্তু সরলতার প্রাচুর্য্য আছে; যৌবনের সেই লালসাপরিপূর্ণ কটাক্ষে প্রাণের মধ্যে তুষের আগুণ প্রজ্জ্বলিত করে; কিন্তু কুটীলতাবিহীন অচঞ্চল এইরূপ কটাক্ষে হৃদয় শীতল হয় ও অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উদয় হইয়া থাকে। পূর্ণ যুবতীর সৌন্দর্য্য অনেকটা কৃত্রিমতায় পরিপূর্ণ, হৃদয় গাঢ় কপটতার আবরণে আবৃত, কিন্তু ইহাদের সৌন্দর্য্য স্বভাবপ্রদত্ত চারুসাজে সজ্জিত, অন্তর গগণভ্রষ্ট নীহারের ন্যায় বিমল ও শিশুর সুমধুর হাস্যের সম পবিত্র। যুবতীর অন্তরার্ণব ভীম আকাঙ্খার তরঙ্গে রাত্রি দিন উদ্বেলিত; কিন্তু ইহাদের হৃদয় বাত্যাবিহীন প্রশান্ত সাগরের ন্যায় স্থির, মন সংসারের সার বস্তু সন্তোষের নিত্য নিকেতন। সংসারের কোনপ্রকার কালীমা এখনও নির্ম্মলার অন্তরে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই, জগতের কোনপ্রকার চাতুরী এখনও শিক্ষা করে নাই; সুতরাং তাহার চরিত্র শুভ্র বসনের ন্যায় বিমল, অনাঘ্রাত কুসুমের সম পবিত্র ও যজ্ঞীয় হবির তুল্য বিশুদ্ধ।

নির্ম্মলা একটু দীর্ঘাঙ্গী; কিন্তু তাহাতেই তাহার স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য আরও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। নবীন-নীরদনিন্দিত ভ্রমর কৃষ্ণ-কেশ-কলাপ নিতম্ব চুম্বিত; বর্ণ বিশুদ্ধ সুবর্ণ অপেক্ষা সমুজ্জ্বল, কামের কোদণ্ডসম ভ্রূযুগল পরস্পর সংযুক্ত; কুরঙ্গনিন্দিত আকর্ণ-বিস্তৃত নয়নযুগল যেন লাবণ্যসাগরের বিকসিত পদ্ম; রতিকান্তের কেতন স্বরূপ সুগঠন নাসিকাটি সমোন্নত, অধরদ্বয় পক্ক বিম্বসম আরক্তিম; ফলতঃ শারদীয় শশিতুল্য সেই নিরমল বদনমণ্ডল বিধাতার শিল্পনৈপুণ্যের যে পরাকাষ্ঠা, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

কণ্টক পরিপূর্ণ মৃণালের ন্যায় সুললিত বাহুযুগল তাহার সুন্দর দেহের অনুরূপ; অঙ্গুলিগুলি চম্পকদাম সদৃশ, কটী ক্ষীণ, নিতম্বদেশ বর্দ্ধিতোন্মুখ, কদম্ব-কোরকসম বক্ষঃস্থল ঈষৎ উন্নত; যেন অভ্রভেদী পর্ব্বত উৎপন্ন হইবার প্রথম স্তর পড়িয়াছে। নির্ম্মলার অনন্য সাধারণ স্বর্গীয় লাবণ্য

নিবিষ্টমনে নিরীক্ষণ কর্‌লে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, বিধাতা জগতের যাবতীয় রম্য বস্তুর সারভাগ সংগ্রহ করিয়া এই রমণীরত্ন সৃজন করিয়াছেন।

পঙ্কিল হ্রদে কনকপদ্মের ন্যায়, সাপের মাথায় মাণিকের মতন, কুটীলতা-বিহীন সরলা নির্ম্মলা নিতান্ত কুটিল, চোর, স্বার্থপর কিসণলাল বাবুর বাটীতে বাস করিতেছে। তাহার আলোকসামান্য নিরুপমা রূপের আলোকে বাবুর বাটী আলোকিত; স্বর্গীয় সঙ্গীত-সন্নিভ, পিকের ঝঙ্কার সম সুমধুর কণ্ঠস্বরে রাত্রিদিন শব্দায়মান।

নির্ম্মলা গিন্নীর নিকট উপস্থিত হইলে গিন্নীর মুখের ভাব অনেকটা পরিবর্ত্তন হইল, আমার সহিত যে কথা হইতেছিল, তাহা সহসা বন্ধ হইয়া গেল, তিনি মেয়েকে নিকটে বসাইয়া মিষ্ট কথায় আদর করিতে লাগিলেন। নির্ম্মলা আমাকে দেখিয়া লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া রহিল, প্রভাতের তপনসম তাহার বদনমণ্ডল ঈষৎ আরক্তিম হইয়া উঠিল। আমি সতৃষ্ণ-নয়নে সেই অভিনব সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলাম এবং দেখিতে দেখিতে ক্রমে মুগ্ধ হইয়া সম্পূর্ণরূপে আত্মহারা হইলাম, কিন্তু অধিকক্ষণ সেরূপ ভাবে দেখিতে সাহস হইল না, কাজেই অনতিবিলম্বে আমার সুখস্বপ্ন ভগ্ন হইল। পাছে চতুরা গিন্নী কোনরকম সন্দেহ করেন, সেই আশঙ্কায় আমি তখনই সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

আজব চিঠি।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে দুই দিন কেটে গেল, এই দুই দিনের মধ্যে বিস্তীর্ণ জগতের কত স্থানে যে কত অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, কত লব্ধপ্রতিষ্ঠ রাজ্যের, কত উন্নত গ্রামের যে ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কত সুখের সংসার যে সহসা শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, তার আর ইয়ত্তা নাই। সময় প্রতি মুহূর্ত্তে সুখমত্ত মানবের আয়ু-ধন নিঃশব্দে হরণ করিয়া অপার কাল-সাগরে মিশিতেছে। যে চতুর, ভাগ্য যার একান্ত অনুকূল, ক্ষণস্থায়ী মনুষ্য জন্মকে সার্থক করা যার উদ্দেশ্য, সেই আপাত-মধুর পরিণাম-বিরস জগতের প্রলোভন হইতে পৃথক্ থেকে এই নিয়ত-গতিশীল সময়ের সদ্ব্যবহার দ্বারায় জীবনকে নিত্য সুখভোগের অধিকারী করে, আর যে আলস্যের অনুগত, বিলাস পরায়ণ ও ঘোর মূর্খ, সেই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর অনিত্য সুখে মত্ত হ'য়ে সুধাময় নিত্যসুখে বঞ্চিত হয়। বহুমূল্য হীরকের সহিত একখণ্ড লোষ্ট্রের বিনিময় করে, শুকের উপযুক্ত সুবর্ণ পিঞ্জরে বায়সকে আবদ্ধ রাখে, সুতরাং পরিণামে সুদারুণ অনুতাপানলে যে সেই সব হতভাগ্যের মর্ম্মস্থল নিয়ত দগ্ধ হয় তাহা নিশ্চয়।

এক দিকের হিসাবে আমার ক্ষুদ্র জীবনের দুই দিন কাটিয়া গেল ও অন্য দিকের হিসাবে আমি দুই দিনের বড় হইলাম, অর্থাৎ আমার বয়স যাহা ছিল, তাহার দুই দিন বাড়িল। এই দুই দিন আমি নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ভাবে যাপন করিলাম। আমার মনে যে কি একটা খট্‌কা হইয়াছে, কোন্ বিষয় যে আমি রাত্রি দিন ভাবি, চতুরা গিন্নী আমার মুখের

বিষণ্নভাব দেখিয়া অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং যাহাতে আমার চিত্তাকাশ পূর্ব্বেকার ন্যায় বিমল হয়, তাহার জন্য গিন্নী অশেষ প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার হুকুমক্রমে সকালে মৌলবী সাহেব আমাকে পড়াইতে আসেন, আমার আহারের সময় দুবেলা গিন্নী স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণ ঠাকুরের উপর খপরদারী করেন, খুব মিষ্ট ভাষায় কথা কন, ফলতঃ পূর্ব্বেকার অপেক্ষা সকল বিষয়েই আমার আদর ও যত্ন বাড়িয়া উঠিল।

কনোজি বামুনের ছেলে মুর্শিদাবাদে পাওয়া যায় না ব'লে যে, তাহার মেয়ের বিবাহ হয় নাই, এ কথা আমাকে বোঝাইবার জন্য গিন্নী অনেকগুলি মোলাম্ কথা খরচ করিয়াছিলেন। আমি ঘাড় হেঁট করিয়া সকল কথা শুনিতাম বটে, কিন্তু কোন কথাই আমার বিশ্বাস হইত না। আমার প্রতি গিন্নীর এত আদর, এত যত্ন সমুদয় যে কপটতা-মিশ্রিত তাহা আমি বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলাম, সুতরাং সেরূপ স্বার্থমূলক মৌখিক স্নেহে যে আমার মন প্রাণ শীতল হইত না তাহা বলাই বাহুল্য।

যদিও আজকাল আমার চিত্ত-সাগর প্রশান্ত নহে, রাত্র দিন তরঙ্গ উঠিতেছে, কিন্তু তথাপি সেই বাটীতে নিতান্ত মনকষ্টে আমাকে দিনপাত করিতে হইত না। সুবিস্তীর্ণ মরুভূমে ওয়েসীসের ন্যায় কিষণলাল বাবুর পাপ-সংসারে আমার মন-প্রাণ মুগ্ধকর এক বস্তু ছিল; অন্ধকারময় পথভ্রষ্ট পথিক ক্ষণপ্রভার ক্ষণপ্রভায় যেমন পথ প্রাপ্ত হয়, নির্ব্বাণ স্থানে মন্দ মন্দ সমীরণ সঞ্চারিত হইলে যেমন সকলের মন প্রাণ সুশীতল হইয়া থাকে, তেম্‌নি আমার নিতান্ত মনকষ্টের সময় অকলঙ্ক শশীসম নির্ম্মলার বদনকমল নিরীক্ষণ করিলে সকলপ্রকার দুশ্চিন্তা অপনীত হইয়া মনে একপ্রকার অভূত-পূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইত, আমি সে সময় সমগ্র জগৎকে বিস্মৃত হইতাম। জাগতিক সকলপ্রকার চিন্তা আমার অন্তর হইতে দূরীভূত

হইত, আমার বোধ হইত, যেন আমি পাপময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া অমরাবতীতে ভ্রমণ করিতেছি।

নির্ম্মলাকে দেখিলে কেন যে আমার অন্তরের ঈদৃশ ভাবান্তর উপস্থিত হইত তাহা তখন আমি বুঝিতে পারিতাম না। সে সময় আমি উৎকট বাসনার বশীভূত হই নাই, দারুণ লোভের অনলেও আমার হৃদয় প্রজ্জ্বলিত হয় নাই; কিন্তু তথাপি নির্ম্মলাকে না দেখিলে কিছুতেই মনে শান্তিলাভ করিতে পারিতাম না।

আজকাল নির্ম্মলা আমার নিকট আসিলে, পূর্ব্বেকার ন্যায় নয়ন ভরিয়া তাহাকে দেখিতে সাহস হইত না; নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবে তস্করের ন্যায় ভয়ে ভয়ে দেখিতে হইত, কিন্তু কিছুতেই দেখিবার পিপাসা মিটিত না। নয়ন হইতে অন্তরাল হইলে আমার মানসপটে সেই মনমোহিনীর মোহিনী মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকিত। এইস্থানে আমার যাহা মনের ভাব, তাহা অকপটে ব্যক্ত করিলাম, কিন্তু নিতান্ত লজ্জাশীলা সরলা নির্ম্মলার মনের ভাব একমাত্র সর্ব্ব-নিয়ন্তা জগদীশ্বর ব্যতীত আর সকলের পক্ষে অপরিজ্ঞাত।

শনিবার প্রাতঃকালে নিয়মমত আমি বারান্দায় বসিয়া আমার পার্সী পুস্তক পড়িতেছি, তখন বেলা প্রায় নয়টা, মৌলবী সাহেব আমাকে পাঠ করিতে দিয়া প্রস্থান করিয়াছেন, আমি মনে মনে সেই নূতন পাঠ মুখস্থ করিতেছি, এমন সময় বাবু অন্দরমহল হইতে বাহিরে আসিলেন। বাবু আমার নিকট দাঁড়াইয়া খুব স্নেহ-স্বরে আমাকে কহিলেন, "বাবা হরিদাস! একটা কাজ কর্‌তো বাবা!" আমি বিনীত ভাবে উত্তর করিলাম, "কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।" বাবু আমার মুখের দিকে একবার কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "এমন কিছু নয়, একখানা পত্র লিখে দিচ্ছি, তুমি সেইখানা দেবীপ্রসাদ বক্সীকে দিয়ে আস্‌বে, বড় জরুরি খবর তাতে আছে, খবরদার যেন আর কোন লোকের হাতে না পড়ে। তোমাকে বড় ভালবাসি ও প্রাণের সহিত বিশ্বাস করি ব'লে এমন জরুরি কাজে

পাঠাচ্ছি।” আমি বিনীত ভাবে উত্তর করিলাম, “দেবীপ্রসাদ বাবুর ঠিকানা আমি তো জানি না, তাহ’লে আমি কি ক’রে যাবো?” কর্ত্তা আদর ক’রে আমার পীঠে খুব আস্তে একটা ফুলো চাপড় মেরে সস্নেহে কহিলেন, ‘আরে হাবা ছেলে, লোকে জিজ্ঞাসা ক’রে দিল্লী লাহোর চলে যাচ্ছে, আর তুমি ঠাকুর সাহেবের আখড়ায় গিয়ে এই চিঠিখানা দিয়ে আস্তে পার্‌বে না? বিশেষ ঐ পত্রখানা যার নামে লিখ্‌ছি, সে লোক্‌টা নামজাদা ও সবাই তাকে চেনে, তুমি যাকে জিজ্ঞাসা কর্‌বে সেই দেখিয়ে দিবে। সহরের যাবতীয় সৌখিন বড় মানুষের ছেলেরা বড় বড় কাজের জন্য তার ওখানে সর্ব্বদা যাতায়াত ক’রে থাকে।

কর্ত্তা বক্তৃতার ঢঙ্গে তাহার ডাহিনের দোহার দেবীপ্রসাদের অনেক গুণানুকীর্ত্তন করিলেন, তিনি যে সহরের মধ্যে একটা নামজাদা উচুদরের মানুষ তাহাও বলিতে ভুলিলেন না, কিন্তু তাঁহার কথাগুলি আমার এক কাণ দিয়া প্রবেশ করিয়া অন্য কাণ দিয়া বাহির হইয়া গেল, তাঁহার একটি কথাও আমার বিশ্বাস হইল না। কারণ সে দিন কর্ত্তার সঙ্গে দেবীপ্রসাদের সেই কথাবার্ত্তা আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছিলাম, কাহার বিপক্ষে যে একটা ষড়যন্ত্র হইতেছে, তাহা অনুমানে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম, সুতরাং দেবীপ্রসাদ যে সৎ লোক নয়, একটা নিষ্ঠুর হৃদয় বদ্‌মাইস তাহাতে আর আমার সন্দেহ ছিল না, কাজেই কথার মুখে তাহার ঈদৃশ লম্বা চওড়া সুখ্যাতি কিরূপে সত্য বলিয়া আমার বিশ্বাস হইবে, তবে আমি মুখে কোন কথা বলিলাম না, কেবল কাঠের পুতুলের মতন দাঁড়াইয়া রহিলাম। কর্ত্তা আমাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া বৈঠকখানার মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং প্রায় আধ ঘণ্টা পরে একখানি পত্র হাতে করিয়া বাহিরে আসিলেন।

কর্ত্তা সেই পত্রখানি আমার হাতে দিয়া বলিলেন “এখানি অতি সাবধানের সহিত কোঁচার খুটে বাঁধিয়া রাখ এবং বরাবর ঠাকুর সাহেবের

আখড়ায় গিয়ে দেবীপ্রসাদের হাতে এই পত্র দিও, খবরদার যেন অন্য কাহারও হাতে না পড়ে। যদি তাকে দেখ্‌তে না পাও, তাহ'লে চিঠি নিয়ে ফিরে এসো। এর মধ্যে সঙ্গিন সঙ্গিন খবর লেখা আছে। খবরদার দেবীপ্রসাদ ছাড়া আর কাহারও হাতে পত্র দিও না। কর্ত্তা এইরূপে আমাকে পুনঃ পুনঃ সাবধান ক'রে ঠাকুর সাহেবের ঠিকানাটা ব'লে দিলেন, আমি তাঁকে প্রণাম ক'রে, পত্রখানা কাপড়ের খুটে বেঁধে তখনি যাত্রা করিলাম।

খানিক দূর যাইতে না যাইতেই বালসুলভ কৌতুহলে আমার হৃদয় পূর্ণ হইল। আমি ভাবিতে লাগিলাম যে, কর্ত্তা যখন এই পত্রখানি দেবীপ্রসাদ ছাড়া আর কাহারও হাতে যাতে না পড়ে, তার জন্য পুনঃ পুনঃ আমাকে এত সাবধান ক'রে দিলেন, তখন অবশ্য কোন বিশেষ গোপনীয় কথা লেখা আছে; তা না থাক্‌লে বাবু কখনই আমাকে এত সাবধান ক'রে দিতেন না। বিশেষতঃ তিনি নিজে ব'লেছিলেন, এতে সঙ্গিন সঙ্গিন খবর আছে। পূর্ব্বেকার ন্যায় বাবুর উপর আমার ততদূর বিশ্বাস নাই, সেই রাত্রে কর্ত্তা ও গিন্নীর কথা শুনে প্রাণে বিষম খট্‌কা ও ভয়ানক সন্দেহ হইয়াছে; বাবু যে ছদ্মবেশী ও নিতান্ত অর্থলোলুপ তা আমি অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছি। সুতরাং এ হেন কর্ত্তা দেবীপ্রসাদের মতন বদ্‌মাইস লোককে কি গোপনীয় কথা লিখেছেন, জান্‌বার জন্য নিতান্ত কৌতুহল হইল, সুতরাং কৌশল করিয়া কর্ত্তার পত্রখানি পড়িবার উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম।

আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির অভিপ্রায়ে পথিপার্শ্বস্থ কাজি জেহানকাদের নামক একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের বাটীসংলগ্ন উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিলাম ও বৃহৎ পুষ্করিণীর চাঁদনীতে বসিয়া পত্রখানি উত্তমরূপে দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম যে, পত্রখানি খামে মোড়া ও আঠার দ্বারায় উত্তমরূপে জোড়া আছে।

যদিও এখন আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, একের পত্র অন্যের পাঠ করা নিতান্ত অন্যায় ও অভদ্রাসূচক ; কিন্তু সে সময় আমি কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া কর্ত্তা বক্সীকে কি লিখিয়াছেন পড়িবার জন্য নিতান্ত ব্যগ্র হইলাম, এবং পত্রের যে যে স্থান জোড়া, তথায় জল দিয়া উত্তমরূপে ভিজাইলাম এবং একটা সরু কাঁটা দিয়া খুব আস্তে আস্তে সাবধানে এক দিক্ খুলিয়া পত্রখানি বাহির করিয়া লইলাম। তাহাতে এই লেখা ছিল—

শ্রীশ্রীদুর্গা।

শরণং।

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষ—

পরে ভাইজীউর কুশল ৺স্থানে নিয়ত প্রার্থনা করিতেছি, তাহাতে অত্রানন্দ হয়, পরে ভাইজীউর কহতমত, আগত শনিবারের জন্য সকলপ্রকার যোগাড় করিয়াছি, কিন্তু বিছ্ মোল্লায় গলদ্ হইয়া পড়িয়াছে, সেই জন্য ভাইজীউর নিকট এই আশীর্ব্বাদী চিঠি ভেজিতে হইয়াছে।

সে দিনকার কাজের আঞ্জামের জন্য আমি আমার যে দু'জন বিশ্বাসী লোক ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে একজন হঠাৎ একটা তুচ্ছে কাজ বেগতিক হওয়ায় পিঁজরায় আটক পড়িয়াছে ও অন্য জন গা ঢাকা দিয়াছে। কাজেই তুমি তোমার পছন্দ মত দু'জন কেজো লোক ঠিক করিয়া আসিবে এবং তাহাদের হাতে একসুট্ রাজা সাজ্‌বার পোষাক ও সরঞ্জাম যোগাড় করিয়া পাঠাইবে ; কারণ ইঁদুরে আমার নিজের পোষাকটা একেবারে মাটি করিয়া ফেলিয়াছে।

তুমি সব রকম কাজের লায়েক, খুব হুসিয়ার লোক আনিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কাজেই তোমায় অধিক লেখা বাহুল্য। আমি আর আর সব প্রস্তুত করিয়া রাখিলাম, তুমি যথাকালে শীকার সহ উপস্থিত হইবে। ইতি ১১ চৈত্র, সন ১১৭২ সাল। আশীর্ব্বাদক—

কিষণলাল বাজপাই।

পত্রখানি পাঠ করিয়া সেইরূপে খামের মধ্যে পূরিয়া আবার বন্ধ করিলাম, বুঝিলাম হইাতে বিশেষ কোন সঙ্গিন খবর নাই। তবে কি জন্য যে কর্ত্তা যাহাতে পরের হাতে পত্র না পড়ে, তার জন্য সাবধান কল্লেন, এর কারণ তো কিছুমাত্র ঠিক করিতে পারিলাম না।

আমি পত্রখানি সমস্তই পড়িলাম বটে, কিন্তু তাহার প্রকৃত মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কর্ত্তা লিখিয়াছেন যে, আমার একজন লোক গা ঢাকা দিয়াছে ও একজন লোক পিঁজ্‌রায় আটক আছে; এ কথার মানে কি? মানুষ ত আর জানোয়ার নয় যে পিঁজ্‌রায় থাক্‌বে। তবে কর্ত্তা এমন কথা কেন লিখ্‌লেন? তারপর রাজা সাজ্‌বার পোষাক চেয়ে আন্‌তে লিখেছেন কেন—রাজা সাজ্‌বার তার কি প্রয়োজন।

যদিও আমি পত্রের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু তাহাতে যে কোন ভয়ানক গোপনীয় কথা লেখা আছে, তাহা আমার বোধ হইল না; কাজেই অনেকটা প্রফুল্ল চিত্তে দেবীপ্রসাদের বাসা উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

বাবু আমাকে কহিয়াছিলেন যে, বাজারের পূর্ব্ব দিকের গলি ধরিয়া বরাবর গিয়া গঙ্গার ধারে পড়্‌বে, সেই বাগানের মধ্যে ঠাকুর সাহেবের আখ্‌ড়ায় গেলে দেবীপ্রসাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।

আমিও বাবুর নির্দ্দেশক্রমে সেই গলির রাস্তা দিয়া গঙ্গার ধারে পড়িলাম এবং তথা হইতে ঠাকুর সাহেবের আখ্‌ড়া জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ক্রমে সেই বৃহৎ আমবাগান দেখিতে পাইলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

০ঃ*ঃ০—

বাবু দেবীপ্রসাদ।

কর্ত্তার নিকট হ'তে শুনেছিলাম যে, গঙ্গার ধার হইতে আধ ক্রোশ যাইলে দেবীপ্রসাদের বাসা প্রাপ্ত হইব; কিন্তু আমার বোধ হইল যে, প্রায় দুই ক্রোশ পথ পর্য্যটন করিয়া তবে সেই আম বাগান দেখিতে পাইলাম; প্রকৃত পক্ষে আমি সেই রৌদ্রে ভ্রমণ করিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

আমি যে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তথায় জনমানবের বসতি নাই; সম্মুখে এক বৃহৎ প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে। সেই প্রান্তর পার হইয়া আম বাগানে প্রবেশ করিতে হয়। সেই প্রান্তরে শত শত মুসলমানের পুরাতন সমাধি-মন্দির বিরাজ করিতেছে; এ ছাড়া সহরের সমস্ত মৃত অশ্ব, গাভী, মহিষ প্রভৃতি সেই মাঠে নিক্ষেপ করিয়া থাকে।

দিনের বেলায় সেই মাঠ পার হইবার সময়ে ভয়ে আমার বুক গুর্ গুর্ করিতে লাগিল। চারি দিক্ ধূ ধূ করিতেছে; জনমানবের সাড়া শব্দ নাই, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ; কেবল ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল শকুনি প্রভৃতি মাংসাশী পক্ষীর পক্ষতাড়নজনিত শব্দ শ্রুত হইতেছে ও ক্বচিৎ কোন বৃক্ষকোটরে পিপাসিত চাতক ফটিকজল ব'লে জলদের নিকট জল প্রার্থনা করিতেছে, ইহা ব্যতীত আর সমস্ত স্থির। প্রকৃতি দেবী যেন গভীর ধ্যানে নিমগ্না, গাভীকুল আহারে বীতস্পৃহ ও তরুচ্ছায়ায় রোমন্থনে ব্যস্ত।

আমি সাহসে ভর করিয়া সেই মাঠ পার হইলাম এবং সেই আম বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। খানিক দূর গিয়া দেখি যে, প্রকৃতি

দেবীর স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় এক নূতন পুষ্করিণী জলজ কুসুমে শোভিত হইয়া সালঙ্কারা কামিনীর মত পরিদৃশ্যমান হ'চ্ছে ; সেই পুষ্করিণীর তটে একখানি উলুর আট্‌চালা শোভা পাচ্ছে। আমি সেই আট্‌চালার নিকটস্থ হইয়া দেখিলাম যে, তাহার রকের উপর মৃগছাল পাতিয়া গৈরিক বসন পরিহিত একজন দীর্ঘকায় পুরুষ বসিয়া আছে।

বাস্তবিক লোক্‌টা লম্বে প্রায় পাঁচ হাতের উপর ; কিন্তু প্রস্থে আধ হাতের অধিক হইবে না। বয়স প্রায় ষাটি বৎসরের উপর, হাত দু'খানি আরণ্যক-নরের অনুরূপ ; মাথায় জটার নাম মাত্র নাই, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে পাকা চুলে বাবরীর আঁদ্‌রা রহিয়াছে। লোকটার মুখ একটু লম্বা, নাকটি বাঁশীর মত সরল, চোখ ছোট ও তারা দু'টি বিড়ালের ন্যায় কটা, মুখে গোঁপ দাড়ির চিহ্ন নাই, বোধ হয় সন্ন্যাসী ঠাকুর সপ্তাহে দুইবার পরামাণিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

সন্ন্যাসী ঠাকুরের বুক, কাঁদ খুব ঘন পাকা চুলে আচ্ছাদিত ; গলায় ছোট বড় প্রভৃতি রুদ্রাক্ষের মালা লম্বিত ; কপালে রক্তচন্দনের দীর্ঘ ফোঁটা ; কাণে তূলা সহ আতর। সন্ন্যাসী ঠাকুরের সাম্‌নে পঞ্চপাদ্দ, পিছনে একটি ছোট তাকিয়া ও বামপার্শ্বে উত্তম ছিটের ঘেরাটোপে ঘেরা একটা হাতবাক্স রহিয়াছে। তিনি তাঁহার ঈষৎ আরক্তিম ক্ষুদ্র চক্ষুদ্বয় অর্দ্ধ নিমিলিত করিয়া গভীর ধ্যানে মগ্ন আছেন।

আমি সেই আট্‌চালার নিকটস্থ হইয়াই বুঝিতে পারিলাম যে, বাবুর নিদেশমত ঠাকুর সাহেবের আখ্‌ড়ায় উপস্থিত হইয়াছি ; আমি দেখিলাম যে, আট্‌চালার সাম্‌নে প্রায় পাঁচ ছয় কাঠা জমীতে নানাপ্রকার ফুলের গাছ শোভা পাইতেছে ; উঠানের ঠিক মধ্যস্থলে প্রস্তর দিয়া বাঁধানো এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ বহুরূপ শাখা চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ করিয়া আছে, এবং নানাপ্রকার সুকণ্ঠ পক্ষীকুল তাহাতে আশ্রয় লইয়াছে, স্বর্গীয় সঙ্গীতের ন্যায় মনোমুগ্ধকর তাহাদের কুজন পথিকের কর্ণে অমৃত বরিষণ করিতেছে।

ফলতঃ কোলাহল-পরিশূন্য সেই মনোহর স্থানে ভাবুকের চিত্ত আকৃষ্ট হইবার অনেক উপকরণ তথায় প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে।

আমি নিবিষ্টমনে সেই স্থানের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছি, এমন সময় সেই সন্ন্যাসীঠাকুর একবার সম্পূর্ণরূপে চাহিলেন এবং আমাকে দেখিতে পাইয়া অভদ্র লোকের ন্যায় নিতান্ত রুক্ষস্বরে কহিলেন, "তুই বেটা কেরে ?"

আমি যদিও সুসভ্য সন্ন্যাসীঠাকুরের সুমিষ্ট কথায় নিতান্ত আপ্যায়িত হইয়াছিলাম, কিন্তু তখন উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে আমার ইচ্ছা বা সাহস হইল না, কাজেই আমি বিনীতভাবে কহিলাম, "কিষণলাল বাবু বক্সিজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন।"

জোঁকের মুখে লবণের ন্যায় আমার উত্তরে সন্ন্যাসী খুব নরম হ'য়ে পড়লেন, তিনি আপনাআপনি বাবুর গুণগান গাইতে লাগিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, সব কথাগুলি আমি বুঝিতে পারিলাম না, কারণ অর্দ্ধেক কথা তাঁহার কণ্ঠমধ্যে রহিয়া গেল। আমি সন্ন্যাসী ঠাকুরের ভাবভঙ্গী দেখিয়া ঠিক বুঝিতে পারিলাম যে, কোন তেজস্কর পদার্থ তাঁহার উদরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নিজের কিঞ্চিৎ মহিমা প্রকাশ করিতেছেন।

স্রোতের ন্যায় বাবুর সুখ্যাতি সন্ন্যাসীর মুখ হইতে বহির্গত হইতেছে; তাহার আর বিরাম নাই। যেন দেবী সরস্বতী তাঁহার কণ্ঠে উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু সেরূপ অসার প্রলাপ শুনিতে আমার ইচ্ছা হইল না কাজেই আমি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া কহিলাম, "মহাশয়! কোথায় গেলে দেবীপ্রসাদ বক্সীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে ?"

দুই তিনবার খুব উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিবার পর তবে তাঁহার কর্ণ-গোচর হইল। তিনি আমার দিকে চাহিয়া সেইরূপ জড়িতস্বরে বলিলেন, "বক্সীর কাছে যাবে ? আচ্ছা বাপধন! ঐ পুকুরের ওপারে যে সব ঘর আছে দেখ্‌তে পাচ্ছো, ঐখানে যাও; তাহ'লেই দেখা হবে।

কিন্তু বাবা! যাবার সময় আমার কাছ দিয়ে যেয়ো, একেবারে তাজা করে ছেড়ে দেবো; আটদেঁড়ে ভাউলের মতন সাঁ সাঁ ক'রে ঘরের ধন ঘরে চ'লে যাবে। আমি সন্ন্যাসী ঠাকুরের কথার শেষভাগগুলি মনোযোগের সহিত শুনিলাম না; আমার কথার উত্তর পাইয়াই আমি বক্সীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সে স্থান হইতে যাত্রা করিলাম। বিশেষ সন্ন্যাসী ঠাকুরের গতিক ও তাঁহার শ্রীমুখের মিষ্ট কথা শুনিয়া তাঁহার উপর আমার আদৌ ভক্তি হইল না।

আমি সন্ন্যাসীর নির্দ্দেশমত পুষ্করের ধার দিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, একখানি সামান্য উলুর ঘরের সম্মুখে একটা আম গাছের তলায় খাটিয়া পাতিয়া দেবীপ্রসাদ শুইয়া আছেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ উলঙ্গ কেবল সামান্য একটু ল্যাঙ্গোটে লজ্জা নিবারণ করিয়াছে। আমি পূর্ব্ব হইতেই বক্সিজীকে একজন ভদ্রলোক বলিয়া জানিতাম; তিনিও হাজার, দু'হাজারের কম কথা কহিতেন না, নিজেকে খুব বড় মানুষের ছেলে বলিয়া পরিচয় দিতেন। কিন্তু আজ তাঁকে এরূপ সামান্য কুঁড়ে ঘরে, এত সামান্য অবস্থায় থাকিতে দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলাম। আমার বেশ বোধ হইল যে, বক্সিজী সেই সাদা লিনুন মেরজাই ও পাগড়ীটি বোধ হয় কোন কলসী বা হাঁড়ির ভিতর রাখেন; তারপর বেরোবার সময় সেগুলি পরিয়া এক খিলি পান খাইয়া, কাণে একটু আতর গুঁজিয়া, বেমালুম ভদ্রলোক সাজেন।

আমার পায়ের শব্দ পাইয়া বক্সীজি সেই খাটিয়ার উপর হইতে ঘাড় উচু করিয়া সেই ছোট চোখটা বন্দ করিয়া আমাকে দেখিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ আমি তাঁহার দৃষ্টিপথের পথিক হইলে বিস্ময়ের পূর্ণ লক্ষণ সেই ভীষণ মুখমণ্ডলে প্রকটিত হইল। ক্রমে আমি তাঁহার নিকটস্থ হইলে সে খাটিয়া হইতে উঠিয়া সহাস্যে আমাকে কহিলেন, "আরে এসো হে ছোক্‌রা! ঠিক চিনে তো এসেচো? তোমার খুব সাহস আছে, বাঃ!

তুমি বড় কাজের ছোক্‌রা হ'তে পার ; ভাল ক'রে কাজ শেখ,তবে আখেরে ভাল হবে। নিশ্চয় কিষণজি ভায়া তোমার কোন গুণ বুঝেছিল, সেই জন্য বিশ্বাস ক'রে একটা কাজে পাঠিয়েছে, যাই হোক্ এখন খবর কি বল দেখি ?

আমি সেই খাটিয়ার উপর বসিয়া মুখে কোন কথা না কহিয়া কর্ত্তার পত্রখানি বক্সীর হাতে দিলাম ; তিনি পত্রখানি না খুলে তার চারি দিক্ দেখ্‌তে লাগ্‌লেন এবং হঠাৎ আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেড়টা চোখ লাল করিয়া নিতান্ত কর্কশ-স্বরে কহিলেন, "পাজি নেমোকহারাম জ্যেঠা ছেলে ! কারে চিঠি পড়্‌তে দিয়েছিলি, সাত্য ক'রে বল ?" বক্সীর কথায় ভয়ে আমার মুখ শুষ্ক হইয়া গেল, ভয়ে বুক গুর্ গুর্ করিতে লাগিল। আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, আমি যে পত্র খুলিয়াছিলাম, তাহা চতুর বক্সী জানিতে পারিয়াছে। বিশেষ যদিও আমি খুব সাবধানে পত্র খুলিয়াছিলাম, কিন্তু তথাপি তিন চার স্থানে অল্প অল্প ছিঁড়িয়া গিয়াছে ও অনেকটা অপরিষ্কার হইয়াছে ; কাজেই বক্সী যে জানিতে পারিবে তাহার-আর বিচিত্র কি ?

আমি ভয়ে অভিভূত হইয়া কি উত্তর দিব ভাবিতেছি, এমন সময় বক্সীজি খুব সপ্তমে উঠে বল্‌তে লাগ্‌লো, "তুই যে রকম ভয়ানক নেমোকহারামি ক'রেছিস্, এ রকম কাজে জান্ যায় ; কাঁচা মাথাটি দিতে হবে ! ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু এলেও তোকে বাঁচাতে পার্‌বে না। কিষণজি ভায়া শুন্‌লে কখনই মাপ কর্‌বে না ; এ রকম বেয়াদবী যদি মাফ্ করা যায়, তাহ'লে ব্যবসা বাণিজ্য সব খারাপ হ'য়ে যাবে।"

আমার সে সময় যদিও প্রাণে খুব ভয় হ'য়েছিল, কিন্তু আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, তার জন্য আমার প্রাণদণ্ড হইতে পারে ? বিশেষ কর্ত্তার পত্র পড়িবার দরুণ বক্সীর যে কি ব্যবসা বাণিজ্য মাটী হইয়া গেল, তাহা আমি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

বাস্তবিক বক্সীর সেই তিরস্কারে আমি নিতান্ত ভীত হইলাম; সামান্য কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য যে ভয়ানক গর্হিত কার্য্য করিয়াছি, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম; কিন্তু তখন অন্তরে অনুতাপের সেবা ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। আমার বিশেষ ভয় হইল যে, পাছে বাবু এই কথা শুনেন; কেননা, তিনি যদি ক্রুদ্ধ হইয়া বাটী হইতে আমায় বহিষ্কৃত করিয়া দেন, তাহা হইলে ত নির্ম্মলাকে আর দেখিতে পাইব না; সুতরাং আমার জীবন ধারণ করা দুষ্কর হইবে। আমার সে সময় নিজের প্রাণের ভয় কিছুমাত্র হইল না, কেবল নির্ম্মলার চিন্তা প্রবল হইয়া আমার অন্তরকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল, আমি বক্সীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য হাত যোড় করিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিলাম, "দোহাই বক্সী মশাই! আমি দিব্য ক'রে বল্‌ছি, এই পত্র আমি কাহারো হাতে দিই নাই। আমার কেমন কুবুদ্ধি হইল আমি নিজে এই পত্রখানা খুলিয়া পড়িয়াছি; কিন্তু কিছুমাত্র বুঝিতে পারি নাই। আমাকে এইবার ক্ষমা করুন, আমি এমন অন্যায় কর্ম্ম আর কখন করিব না। আপনার পায়ে পড়ি, আপনি ওসব কথা বাবুকে বলিবেন না।"

আমি কাঁদ কাঁদ ভাবে এই কথাগুলি বলিলে দেবীপ্রসাদ বক্সী আমার উপর অনেকটা সদয় হ'লেন এবং একটু মুচ্‌কে হেসে তারপর জোর ক'রে গম্ভীর হ'য়ে কহিলেন, "আচ্ছা চিরকাল তুই যদি আমার বশে থেকে কাজ কর্ম্ম করিস্, তাহ'লে এ যাত্রা তোকে আমি বাঁচাইতে পারি। আর মন দিয়ে আমার কাছে কাজ কর্ম্ম শিখ্‌লে তুই একটা মানুষের মত মানুষ হবি। তোকে আর পরের অন্নদাস হ'য়ে থাক্‌তে হবে না, চাই কি তোর তরফে চাকর চাক্‌রাণি খাট্‌বে। তোর মতন একটা বেশ চালাক চতুর ছোড়া পেলে, আমি বড় মানুষের ছেলেদের জেবের মাল নিজের টেঁকে আছে ব'লে বোধ করি। তুই আমার কথা মতন কাজ করিস্, আমি তোর আখেরে ভাল করব।

যদিও আমার সেটা নিতান্ত অসময়, প্রাণেও যথেষ্ট ভয়ের সঞ্চার হ'য়েছে, কিন্তু তথাপি দেবীপ্রসাদ বাবুর মুরুব্বিয়ানার কায়দা দেখিয়া ও আমার ভাল করবার কথা শুনিয়া আমি একটু না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। তবে আমার ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য তাহার নিকট হ'তে আমাকে যে কি কাজ কর্ম্ম শিখিতে হইবে, তাহা আমি তখন ভালরূপে বুঝিতে পারি নাই। শেষে তিনি নিজেই ব'লে ছিলেন যে, "তোর মতন একটা চালাক চতুর ছেলে পাল্লায় থাক্‌লে, বড় মানুষের ছেলেদের জেবের মাল আমার ট্যাকে আছে ব'লে বোধ হয়। এ কথার মানে কি? দেবীপ্রসাদ যে রকম দরের লোক তাতে তার দ্বারায় সকল প্রকার অকার্য্য সাধন হওয়া সম্ভব। তবে নিজের দোষে আমি এখন ইহার কায়দায় পড়িয়াছি, সুতরাং তাহার মুখের উপর কোন কথা বলিতে আমার সাহস হ'লো না। তবে মনে মনে বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, ইহার কাছে যে কাজ কর্ম্ম শিখিতে হবে, তাহা কখন ভদ্রলোকের উপযুক্ত হবে না। বেটার কথার ভাবে স্পষ্ট বোধ হ'চ্ছে যে, বেটা আমাকে চুরি বিদ্যা শিখাইবে। যাই হোক্, এখন তো এ দায় হ'তে রক্ষা হই, তারপর যা মনে আছে তাই ক'র্ব্বো।

আমি চুপ করে ব'সে আছি। এমন সময় দেবীপ্রসাদ আমার মুখের দিকে একবার কটাক্ষ ক'রে বল্‌লে, "কেমন রে, আমার কথা মতন কাজ ক'র্ত্তে সম্মত আছিস্ তো?" আমি তখন পাপিষ্ঠের ভয়ানক কায়দায় পড়িয়াছি, কাজেই কাঁদ কাঁদ ভাবে উত্তর করিলাম, "দোহাই বক্সী মহাশয়! আমি চিরকাল আপনার বশে থাক্‌বো, আপনি যা হুকুম ক'র্ব্বেন তাই শুন্‌বো, কখন অবাধ্য হবো না।" আমার এই কথা শুনে পাপিষ্ঠের ক্রোধানল প্রশমিত হইল এবং অনেকটা প্রসন্নভাবে কহিল "তোর আর কোন ভয় নাই। এখন প্রাণ খুলে ভরপুর মজা মার্‌গে; আর যদি মালটাকে টপ্‌কাতে পারিস্, তাহ'লে আমি মুরুর্ব্বি হ'য়ে তোর সব যোগাড়

ক’রে দেবো। কাকের মাংস যদি কাকে খায় তার চেয়ে আর আয়েস নাই; পাপিষ্ঠ এই কথা ব’লে মুলা-নিন্দিত দন্তগুলি বিকাশপূর্ব্বক হা হা ক’রে হাসিয়া উঠিল।

পাপাত্মা নির্ম্মল স্বভাবা নির্ম্মলাকে লক্ষ ক’রে যে শেষের কথাগুলি বলিয়াছে, তাহা বুঝিতে আমার বাকী রহিল না। কাজেই বিষম রোষে আমার দেহের শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল এবং ইচ্ছা হইল যে, এক পদাঘাতে পাপিষ্ঠের মুখের চেহারা পরিবর্ত্তন করিয়া-দি। কিন্তু পাছে হিতে বিপরীত হয়, পাপাত্মা কর্ত্তাকে পত্রের কথা বলিয়া দেয়, এই আশঙ্কায় ইচ্ছামত কার্য্য করিতে সাহসে কুলাইল না।

দেবীপ্রসাদ আমার মুখের দিকে একবার চাহিয়া খুব মোলায়েমভাবে কহিল, “রৌদ্রে অনেক দূর হ’তে এসেছো, মুখখানিও শুকিয়ে গেছে, এখন একটু জলটল খাও।” দেবীপ্রসাদ এই কথা ব’লে সেই ঘরের দিকে গিয়ে একটু চেঁচিয়ে বল্লেন, “বলি ফুলু! ঘরে কিছু আছে কি?”

বক্সীর এই কথায় সেই কুঁড়ের ভিতর হইতে নিতান্ত কর্কশস্বরে কে উত্তর দিল “হাঁ, ঘরে থাক্‌বার মধ্যে কেবল উনুনটা আছে; পোড়ারমুখো—আল্‌প্লেয়ে! কাল প্রাতঃকালে ঘটীটা অবধি বাঁধা দিয়ে গুলি খেয়েছিস্, আজ আবার ওখানে ব’সে ব’সে সাউখুড়ি নাড়া হ’চ্ছে।”

দেবীপ্রসাদ এইরূপ মিষ্ট সম্বোধনে কিছুমাত্র গরম বা অপ্রস্তুত না হ’য়ে সেইরূপ দন্ত বিকাশপূর্ব্বক কহিলেন, “তোমার ভাই সব সময় ঠাট্টা! একজন অপর লোক রয়েছে, সে তোমার তামাসা বুঝ্‌বে না, তাই হয় ত কি মনে ক’চ্ছে। এখন একবার বাইরে এসে দেখ দেখি, কে এসেছে।” বক্সীর আহ্বানে সেই মিষ্টভাষিণী বাহিরে আসিয়া সেই আম গাছের তলায় দাঁড়াইল। সেই রমণীরত্নকে দেখিয়া আমার মনে সন্দেহ হইল যে, ইনি ঘরের মধ্য হইতে আসিলেন, কি এই আম গাছ হইতে নামিলেন। বাস্তবিক এই দিনের বেলায় সেই রমণীর শ্রীমুখকমল

দেখিয়া আমার মনে হঠাৎ ভয়ের সঞ্চার হইল; বোধ হয় রাত্রিতে দেখিলে আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িতাম।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ইহার নাম ফুলকুমারী, যেমন জাপান বার্ণীসের ন্যায় কালো ছেলের নাম লালচাঁদ রাখে, হস্তীনিন্দিত কোটরগত যার চক্ষু, তাকে যেমন আদর ক'রে লোক পদ্মপলাশলোচন ব'লে ডাকে, তেমনি নিশ্চয় কোন রসিক পুরুষ এই সুন্দরীর নাম ফুলকুমারী রাখিয়াছিলেন। ফুলকুমারীর বয়স কত তাহা ইতিহাসে লেখে নাই, সুতরাং আমরা কল্পিত কথা বলিয়া সুন্দরীর ক্রোধানলে পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন করিতে স্বীকৃত নহি।

কোথায় মা কবিজন হৃদি-বিহারিণী বাগেশ্বরি! কোথায় মা শ্বেত শতদল শোভিত শারদে! মা এই ঘোর কলিকালে মিথিলা, নবদ্বীপ, গৌড় প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগর পরিত্যাগ ক'রে তুমি মহারাজা ইংরাজের রাজধানী কলিকাতার স্থান বিশেষে আসিয়া বাস করিতেছ; মাগো! তোমারই কৃপায় লক্ষ লক্ষ টীস্, শত শত নভেল, সহস্র সহস্র নাটক প্রত্যহ প্রেসরূপ মাতাল, বমির ন্যায় উদ্গীরণ করিতেছে। মা! সহরের রঙ্গমঞ্চগুলি আজকাল তোমার প্রিয় বৈঠকখানা; সেই জন্য ঘণ্টায় তিন চারিখানি হস্ত পদ ও মস্তক পরিশূন্য নাটক প্রসূত হইতেছে; দেবি, যাহারা গর্ভধারণ করিবার পূর্ব্বে ক্যানাইয়ের মা হইয়াছে, বানান ভুল, ব্যাকরণ ভুল যাদের নিজস্ব সম্পত্তি, আজ কাল তারাই তোমার সুসন্তান; মাগো! এ অধম তো তাদের মধ্যে একজন। তবে মা, কি অপরাধে এ দাস তোমার সাধারণ-ভোগ্য কৃপা-হ'তে বঞ্চিত হইবে? মাগো দাসের প্রতি কৃপা কটাক্ষ কর, গুটিকয়েক মোলায়েম কথা জুগিয়ে দাও, জিহ্বায় এক পা ও আমার কলমে এক পা দিয়ে দাঁড়িয়ে বর দাও, আমি যেন ফুলকুমারীর ন্যায় সাকারা সুন্দরীর রূপ বর্ণন করিতে সক্ষম হই।

আমার হলোফান এজাহারে কহিতে পারি যে, ফুলকুমারীর চুল দেখিয়া কখন কোন সর্প গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করে নাই; কেন না, তাহার পাতলা চুলগুলি কাঁদের নীচে আসিয়া পড়িত না। ফুলকুমারী সখ করিয়া যখন সেই কেশে কবরী বাঁধিত, তখন ঠিক অগ্রহায়ণ মাসের কুম্‌ড়া বড়ি বলিয়া অনেকের ভ্রম হইত।

ফুলকুমারীর মুখখানি চাঁদের মতন বটে, কিন্তু অমাবস্যার; কোটর প্রবিষ্ট সেই ছোট ছোট চোখ দু'টি দেখে মনের খেদে হাতী নিবিড় বনে গিয়ে প্রবেশ ক'রেছে, কুচও লজ্জায় সুটির মধ্যে লুকাইয়া আছে। নাক্‌টি তিল ফুলের মতন নয় বটে, কিন্তু টেয়া-পাখীর ঠোঁটের অনুরূপ; ভ্রূযুগল জ্ঞাতি-বিবাদে মত্ত হইয়া পরস্পর পৃথক্ হইয়া আছে; শ্রীমতীর ওষ্ঠদ্বয় যেন সুদূর আফ্রিকাখণ্ড হইতে হাওলাৎ করিয়া আনিয়াছে।

ফুলকুমারীর কুচযুগ পর্ব্বত শিখরের মতন উচ্চ নহে বা তাহা দেখিয়া কস্মিন্ কালেও কোন দাড়িম্ব বিদীর্ণ হয় নাই; কারণ শ্রীমতীর পয়োধর যুগল নাভী-সরোবরে স্নান করিবার জন্য অনেক দিন হইল যাত্রা করিয়াছে।

পাছে ফুলকুমারীর পায়ের উপমা না মেলে, এই ভয়ে বিধাতা হাড়গিল্লার সৃষ্টি করিয়াছেন; বাহু দেখে লজ্জায় সুজ্‌না ডালকে গাছের উপর ঝুলিয়ে রাখ্‌লেন; দাঁতের বাহার দেখে মূলাকে মাটির নীচে পুত্‌লেন। ফুলকুমারীর বত্রিশটী দাঁতের মধ্যে ত্রিশটী অন্দরমহলে বাস করে, আর সম্মুখের দু'টি, মাথা উঁচু করিয়া রাত্র দিন তাহাদের পাহারা দেয়; এই প্রকাশমান দুই দন্তের দ্বারায় তাহার রূপ উথলিয়া পড়িতেছে। মুখেরও শত গুণ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, রাত্রিকালে ঐ সৌন্দর্য্য নয়নগোচর হইলে নিতান্ত সাহসিক পুরুষেরও ভয়ের সঞ্চার হয়। পথিক দেখিলে মনে মনে রাম নাম জপ করিতে বাধ্য হয়।

ফুলকুমারীর পা হইতে মাথা অবধি দেখিলে বোধ হয় যে, একখানি

আবলুস্ কাঠের তক্তার উপর কোন কাঁচা কারিকর যেন কালো পাথরের মুণ্ড তৈয়ারি ক'রে বসাইয়া রাখিয়াছে।

ফুলকুমারী একখানি আড়্ময়লা লালপেড়ে সাড়ী পরিধান করিয়াছে। শির ওঠা ওঠা শুক্‌নো, হাতে দু'গাছি পিতলের বালা ও সেই ঢেউ খেলানো নাকে একটি ছোট তিলক শোভা পাইতেছে। শ্রীমতী একগাল পান খাইয়া যেন রক্তদন্তী সাজিয়াছেন ও সম্মুখের সেই বিরাট দন্তদ্বয় রক্তবর্ণে শোভিত হইয়া সংকীর্ত্তনের ধ্বজার ন্যায় উচ্চ হইয়া আছে।

ফুল ঘর হইতে বাহির হইয়া আমাদের নিকট দাঁড়াইলে, বক্সীজি আমার কাছে নিজের মান বাঁচাইবার জন্য কহিলেন, ফুলু! সব সময় ও রকম কি ঠাট্টা কর্‌তে আছে! ও রকম কথায় যে ভদ্রলোকের মান যায়; তোমার প্রাণ খড়ির মত ধপ্‌ধপে সাদা কি না, সেইজন্য অত তলিয়ে বুঝে দেখ না, মুখে যা আসে তাই ব'লে ফেল, কিন্তু আমার মত সকলে ত সুরসিক নয় যে, তোমার ডায়মন্‌কাটা তামাসা বুঝ্‌তে পার্‌বে? কাজেই গোলা লোকে হয় তো তোমার কথা সত্য ব'লে মনে কর্‌তে পারে। যাই হোক্, এই ছোক্‌রা কিষণজি বাবুর বাড়ী থেকে এসেছে, এই পত্র এনেছে, নিশ্চয় এতে কোন খোস্ খবর আছে; বিশেষ আজ রাত্রে বাবুর বাড়ীতে একটা খুচরা কাজ হবার কথা আছে, বোধ হয় তারই সম্বন্ধে কোন কথা এই পত্রে আছে। তুমি একবার ঠাকুরের ওখান থেকে কিছু জলখাবার যদি পাও তো নিয়ে এসো; চাকর বেটারা এখন নাই যে, বাজার থেকে কিনে আন্‌বে।"

দেবীপ্রসাসের এই কথায় শ্রীমতী ফুলু হাসিল কি না, তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না, কারণ সম্মুখের সেই দন্তদ্বয় সকল সময়ে সমভাবেই প্রকাশমান। কাজেই নারায়ণের শোওয়া বসার ন্যায় সেই বিধুবদনের মধুর হাস্য স্থির করা দুষ্কর, তবে শ্রীমতী বক্সীর কথায় আর কোন প্রতিবাদ না করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

ফুলু প্রস্থান করিলে দেবীপ্রসাদ এতক্ষণের পর পত্রখানি খুলে পাঠ করিল এবং গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ ভাবিয়া আমাকে কহিল, "দেখ হরিদাস! রাত নয়টার সময় আমি তোমাদের বাসায় যাবো, আমি যদি তোমাকে কোন ব'লে থাকি, খবরদার কাহারো নিকট প্রকাশ ক'রো না, আর আমিও প্রাণান্তে তোমার কথা বাবুকে বলিব না; তুমি কিষণজি বাবুকে ব'লো যে, এত তাড়াতাড়ি ভাল লোক ত পাওয়া যাইবে না, কাজেই খোদ ঠাকুরকে জোটাতে হচ্ছে, এ ছাড়া আর উপায় নাই। তুমি কেবল এই কয়টি কথা বাবুকে বল্‌বে।"

বক্সীর কথা শেষ হইলে ফুলকুমারী সুন্দরী একখানা ফেণি বাতাসা ও এক গ্লাস জল এনে আমাকে দিলেন। পাছে দেবীবাবু রাগ করে, এই ভয়ে সেই সুন্দরীর করকমল হইতে বাতাসা ও জল লইলাম এবং নিতান্ত অনিচ্ছাস্বত্বেও কিঞ্চিৎ বাতাসা খাইয়া জলপান করিলাম। বক্সিজী আমাকে তাহার মৌখিক উত্তরটি আর একবার তালিম দিয়া বিদায় প্রদান করিলেন; আমি সেই সব বদ্‌মাইসদের কাণ্ডকারখানা ভাবিতে ভাবিতে বাসা উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

ভয়ানক ব্যাপার।

বেলা আন্দাজ তিনটার সময় আমি দেবীপ্রসাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম এবং সেই আটচালার নিকট দিয়া যাইতে লাগিলাম। কিন্তু বাহিরে সেই সন্ন্যাসী ঠাকুরকে দেখিতে পাইলাম না, কেবল আটচালার

ভিতর হইতে সেতারের আওয়াজ ও ফরমাসি গোচ হাসির গট্‌রা শুনিতে পাইলাম; আমি আর অধিকক্ষণ তথায় অপেক্ষা না করিয়া বাটী উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম।

আমি ক্রমে সেই মাঠ পার হইয়া রাস্তার উপর উঠিলাম এবং গঙ্গাতীরের রাস্তা ধরিয়া পশ্চিম মুখে চলিলাম। যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলাম যে, যেরূপ দেবতা, বাহনও তার তদনুরূপ হয়; কিষণজি বাবু নিজে যে রকম দরের লোক, তাহার বন্ধুবান্ধবগুলিও সেইরূপ দরের। কারণ জলের সঙ্গে যেমন তৈল কিছুতেই মিশ্রিত হয় না, তেমনি সাধুর সহিত অসাধু ব্যক্তির মিলন একান্ত অসম্ভব। বাবু নিজে ছদ্মবেশী ও পাপ-পরায়ণ, সেইজন্য এই সকল ঘোর কপটি দুরাত্মাদের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছেন। এই যে ঠাকুর সাহেবের আখ্‌ড়া দেখিলাম, ইহা নিশ্চয় পাপের নিকেতন, যাবতীয় অপকর্ম্মের আগার। আর নিজে ঠাকুরও যে কুকুর অপেক্ষা অধম, তাহার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

দেবীপ্রসাদকে পূর্ব্ব হইতে বদ্‌মাইস লোক ব'লে আমার ধারণা ছিল; কিন্তু তাহার অবস্থা যে এতদূর শোচনীয়, তাহা আমি জানিতাম না। মেষ-চর্ম্মাবৃত বাঘের ন্যায় এই সংসারে কপটি পাপাত্মারা বিচরণ করে। তাদের কপটতাজাল ছিন্ন করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। নরকের কীট অপেক্ষা অধম কত শত নরাধম যে এই সংসারে সাধুর বেশ ধারণ করিয়া সরলমতি মনুষ্যের সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহার আর সংখ্যা নাই। বিষপূর্ণ পাত্র যেমন অল্পেতে আচ্ছাদিত থাকে, তেমনি এই সব পাপাত্মারা মৌখিক মিষ্ট কথা কহিয়া যে কত শত সংসার জ্ঞান হীন, অন্ধবিশ্বাসী, নিরীহ ব্যক্তিদের প্রতারিত করে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। মিথ্যা কথা, কপটতা, পরস্বাপহরণ, যাদের জীবনের সারব্রত, তারা যদি সভ্য বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে এ সংসারে আর অসভ্য কে? যে স্থানে সভ্যতার কিছু বেশী প্রাবল্য, সেই স্থানেই প্রায় ঈদৃশ কপটতার আতিশয্য হইয়া থাকে।

বিধাতা যে সকল হাঁড়ির উপযুক্ত সরা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা শ্রীমতী ফুলকুমারী সুন্দরীকে দেখিয়া আমার নিশ্চয় বিশ্বাস হইল। কারণ শ্রীমান্ যেমন দেবা, শ্রীমতীও তেমন তাহার উপযুক্ত দেবী, হুঁকোর খোলে ঘন কালো কালীতে দুর্গা নাম লিখিলে যেমন দেখায়, উল্লুকে ভাল্লুকে জড়াজড়ি কর্‌লে যেমন বাহার খোলে, কালো মেয়েমানুষ নীলাম্বরি কাপড় পর্‌লে যেমন মানায়, শ্রীমান্ ও শ্রীমতী পাশাশি দাঁড়ালে ঠিক সেইরূপ শোভা হইয়া থাকে।

আমি শ্রীমতী ফুলকুমারীর শ্রীমুখের একটি কথা শুনেই স্থির করিলাম যে, তিনি কখনই দেবীপ্রসাদের বিবাহকরা স্ত্রী নয়। পরিণয়ের পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ ধর্ম্মপত্নী সহস্র কষ্টেও স্বামীকে সেরূপভাবে সম্বোধন করে না, পতি শত অপরাধে অপরাধী হইলেও সতী স্ত্রী তাহার অপরাধ প্রচ্ছন্ন রাখিতে চেষ্টা করে। তাহ'লে নিশ্চয়ই ফুলু বক্সীর উপপত্নী হইবে। পাপাত্মা বাহিরে অনন ভদ্রলোক, কথায় কথায় লোককে ধর্ম্মোপদেশ দেয়, আর নিজে এরূপ পশুভাবে জীবন যাপন করে। বর্ণচোরা-আমের ন্যায় এই সব জুয়াচোরেরা কেবল পরের সর্ব্বনাশ করিয়া জগতে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। যে কেহ সরলভাবে তাদের কথা সত্যজ্ঞানে বিশ্বাস করে, পাপিষ্ঠদের মতে তাহার তুল্য নির্ব্বোধ আর কেহই নাই; তাহার সর্ব্বনাশ করিতে বিশেষ কোন হানি নাই। হায়, দু'দিনের জন্য বিদেশে এসে যে এরা দেশের কথা একেবারে সব ভুলে গেল, খেলা ঘরের খেলা পেয়ে একেবারে মেতে উঠ্‌লো, নিজের নিজের মনুষ্যত্বকে বলী দিতে কুণ্ঠিত হ'লো না, এই দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্মলাভ তার পক্ষে বিড়ম্বনায় পর্য্যবসিত হইল, দিন পেয়েও সেই দীনবন্ধুর শরাপন্ন হ'তে পার্‌লে না। সোণার পিঁজরায় একটা কাল প্যাচা পুষে হেথায় অমূল্য জীবনধন অপব্যয় কর্‌লে। সেই পরম কারুণিক পরমপিতা পরমেশ্বর তাঁহার স্পষ্টভ্রান্ত-মানবদের ভবসাগরের প্রলোভনরূপ তুফান

হ'তে পার হবার জন্য প্রত্যেক দেহীর দেহ-তরীতে বিবেককে কাণ্ডারি ক'রে দিয়েছেন। সেই বিবেক-ভ্রান্ত মানবকে পদে পদে সাবধান ক'রে দেয়; এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তিকে উত্তেজিত কর্‌বার জন্য সাধ্যমতে চেষ্টা করে। কিন্তু এরা তার নিষেধে বধির হ'য়ে, পুনঃ পুনঃ পাপ কার্য্যে রত হ'য়ে ক্রমে ক্রমে হৃদয়খানি পাষাণে পরিণত ক'রেছে এবং বিবেকের কার্য্যকারী ক্ষমতা একেবারে নষ্ট ক'রে দিয়েছে। এখন এহেন মানবে ও পিশাচে কোন প্রভেদ নাই। দেবীপ্রসাদ প্রমুখ পাষণ্ডেরা যে সেই দরের লোক, ধর্ম্মজ্ঞান কি হিতাহিত বোধ ইহাদের যে আদৌ নাই। তাহা ইহাদের দৃষ্টে বেশ বুঝিতে পারিতেছি।

এই সকল নরপ্রেত যে কার্য্যোদ্ধারের জন্য সমবেত হইবে, তাহা কখনই সু হইবে না, নিশ্চয় তাহার তলে কোন লোমহর্ষণ ভয়াবহ ব্যাপার লুকানো আছে। এই সকল বদ্‌মাইস একত্র হ'য়ে কি করবে, তাহা যে কোন উপায়ে হোক্ আমাকে নিশ্চয় দেখ্‌তে হবে।

আমি মনে মনে এই স্থির ক'রে দ্রুত পদসঞ্চারে বাসায় আসিয়া উপস্থিত. হইলাম। আমি বাড়ী আসিয়া দেখিলাম যে, খোদ কর্ত্তা দু'জন চাকরের সাহায্যে বৈঠকখানাটি ফিট্ করিয়া সাজাইয়াছেন, দেয়ালগিরিতে বাতি দিয়াছেন, তাকিয়ার ওয়াড়গুলি পরিবর্ত্তন করিয়াছেন এবং একখানি ধপ্‌ধপে ফর্‌সা চাদর পূর্ব্বেকার ময়লা চাদরখানির স্থান অধিকার করিয়া আছে।

আমাকে দেখিয়া বাবু তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন ঠিক্ চিনে যেতে পেরেছিলে তো? দেবীপ্রসাদ আমার পত্রের কি উত্তর দিলে?" আমি নিতান্ত বিনীতভাবে কহিলাম, "তিনি কোন পত্র লেখেন নাই, কেবল মুখে বলিয়া দিয়াছেন যে, এতো তাড়াতাড়ি ভাল লোক পাওয়া যাইবে না। কাজেই খোদ্ ঠাকুর সাহেবকে যোগাড় করতে হবে।"

কর্ত্তা আমার কথা শুনে ভ্রুকুটী ক'রে আপনা আপনি কহিল, "সে বেটা তো রাঘব বোয়াল, অল্পে বেটার পেট ভর্‌বে না, তা অপেক্ষা একটা সস্তার লোক পেলে এ সময় ভাল হতো।" আমি বাবুর কথা শুনিয়াও শুনিলাম না, বিশ্রাম করিবার জন্য বরাবর বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

ক্রমে সন্ধ্যাসতী ধরাতলে পদার্পণ করিলেন; সমস্ত দিন কপট মনুষ্যের পশুবৎ ব্যবহার সন্দর্শনে দেব-দিবাকর ক্রোধে রক্তিমাবরণ ধারণ করিয়া পশ্চিম গগণে লুক্কায়িত হইলেন। পতি বিরহে পদ্মিনী সতী অপার দুঃখনীরে নিমগ্না হইল; পরশ্রীকাতরা কুমুদিনী পদ্মিনীর দুর্দ্দশায় প্রফুল্লিত হইয়া হাস্য করিবার জন্য বিকসিত হইল; পক্ষীকুল এই অন্যায় আচরণ নিরীক্ষণ করিয়া ছি ছি করিতে করিতে স্ব স্ব নীড়ে প্রত্যাগত হইল। [illegible] দুষ্ট অন্ধকার আসিয়া ধরা সুন্দরীকে আক্রমণ করিল।

স[illegible]ত দেখিয়া বাবু বৈঠকখানায় আলো জ্বালিলেন; একখানা রূপোর [illegible]য় পান, একটা গোলাবপাশ ও আতরদানি সেই ফরসা বিছানার উপর রাখিলেন, নিজেও উত্তম বেশ ভূষায় ভূষিত হইয়া তাকিয়া ঠেস্ দিয়া বসিয়া রহিলেন। কিন্তু অধিকক্ষণ তাঁহাকে সেরূপ আলস্যে ও উৎকণ্ঠিতভাবে অতিবাহিত করিতে হইল না, কারণ সঙ্কেত মত দরজা উদ্‌ঘাটিত হইল এবং দুইজন লোক গৃহে প্রবেশ করিল।

সেই দু'জন লোক প্রবিষ্ট হইয়া বরাবর বৈঠকখানায় আসিয়া বসিল, বাবু হাসি হাসি মুখে তাদের খুব আদর অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন, আমি অন্দরমহল হইতে আসিয়া জানালা দিয়া এই দুইজন লোককে দেখিবামাত্র একজনকে চিনিলাম ও অপার বিস্ময়-সাগরে মগ্ন হইলাম।

আমি সেই আট্‌চালার রকের উপর যে মিষ্টভাষী সন্ন্যাসীকে দেখিয়াছিলাম, তিনি সম্পূর্ণরূপে ভোল ফিরাইয়া আর একটা লোকের সহিত

আমাদের বাটীতে আসিয়াছে। আমি ইতপূর্ব্বে যে বেশে সন্ন্যাসী ঠাকুরকে দেখিয়াছিলাম, এখন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এরূপ ভয়ানক পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, এ যে সে লোক, তাহা চিনিয়া উঠা নিতান্ত দুষ্কর।

সন্ন্যাসী ঠাকুর পাকাচুলে উত্তমরূপে টেরি কেটেছেন, তার উপর উত্তম লাট্টুদার পাগ্ড়ি শোভা পাচ্ছে। গেরুয়া বসনের পরিবর্ত্তে রেশমী কাপড়ের পা-জামা পরিধান করিয়াছেন, সন্ন্যাসী ঠাকুরের গায়ে এক রঙা সাটীনের চাপ্‌কান, তদুপরি মখমলের এক কাবা, আঙ্গুলে ৭।৮টী আংটী, গলায় এক ছড়া পাথর বসান চেনহার ও পায়ে এক জোড়া লপেটা জুতো শোভা পাইতেছে; আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লুম যে, বাবু আমাকে এঁরই আখড়ায় পাঠিয়ে ছিলেন, ইহার নাম ঠাকুর সাহেব।

ঠাকুরের সঙ্গী লোকটার নাম আমি তখন জানি নাই, তাহার বয়স আন্দাজ ৩২।৩৩ বৎসর, দেখিতে একটু বেঁটে, বর্ণ কাল, মুখখানা গোল, চক্ষু দু'টা ছোট ও কুঁচের মত লাল। লোকটার গোঁপ দাড়ি অধিক উঠে নাই, কেবল জুলপিটা খুব লম্বা ক'রে কামানো, গলাটা একটু ছোট, কাজেই সুকিঞ্চিৎ ঘাড়েগর্দ্দানে, হাত পাগুলি বেশ গোলগাল ও তাহার দেহের ঠিক অনুরূপ।

লোকটা খুব চোস্ত চুড়িদার পা-জামা পরেছে, গায়ে একটা সাদা লিনুর চাপ্‌কান ও মাথায় হাতে বাঁধা পাগ্ড়ি রহিয়াছে। যদিও সেই লোক্‌টা ভদ্রোচিত বসন ভূষণে ভূষিত, কিন্তু তথাপি তাহার আকার কর্কশতা পরিশূন্য নহে; মুখমণ্ডলে ঘোর নিষ্ঠুরতা ও স্বার্থপরতার চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে।

আমি পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, এই কপট সন্ন্যাসীর নাম ঠাকুর সাহেব, ইনি আখ্ড়ার কর্ত্তা, তারই নিজের মতন অনেকগুলি শিষ্য আছে, পরের সর্ব্বনাশ করাই তাদের জীবনের সারব্রত; নিশ্চয়

সেই সব পাপাত্মাদের নীরস অন্তর শয়তানের আবাস ভূমি ও যাবতীয় গুরুতর পাপ কার্য্যের আধার।

আমি ঠাকুর সাহেবের কপটতা দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলাম, লোকে বৃদ্ধ বয়সে দেহের নশ্বরত্ব বুঝিতে পারে, সুতরাং জাগতিক সকল প্রকার ভোগ বিলাসে আর কিছুমাত্র স্পৃহা থাকে না, তখন নিতান্ত চঞ্চল মন, সেই চিন্তামণির চরণ চিন্তায় ব্যস্ত হয়, মৃত্যুর জন্য সতত প্রস্তুত হইয়া থাকে; কিন্তু এ লোকটা চরমকালেও যখন এতদূর বহুরূপী, তখন এর অপেক্ষা ভয়ানক লোক এই ধরাতলে বিরল, নিশ্চয় এ বেটা সর্প অপেক্ষা ক্রুর, ব্যাঘ্র অপেক্ষা হিংস্র। আজ যখন এরূপ রূপ পরিবর্ত্তন ক'রে এই রাত্রিকালে আমাদের বাড়ী আসিয়াছে, তখন নিশ্চয় আজ একটা কাণ্ড হইবে। এই সব ছদ্মবেশী বদমাইস লোক একত্রিত হ'য়ে কি করে, দেখিবার জন্য আমার অন্তর পূর্ব্ব হইতেই কৌতূহলে পূর্ণ হইল। কাজেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমি সেই জানালার ধারে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

বাবুর অনুমতিক্রমে একজন ভৃত্য আসিয়া তামাক সাজিয়া দিয়া গেল; ঠাকুর সাহেব সেই ক্ষুদ্র চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত একান্তমনে তামাকে মনোনিবেশ করিল, উভয় পার্শ্ব হইতে রাশি রাশি ধোঁয়া লাঙ্গুলাকৃতি হইয়া শূন্যে মিশিতে লাগিল; তারপর তামাকের মূল্য সম্যক্ প্রকারে আদায় হইলে ঠাকুর সাহেব হুঁকাটি ত্যাগ করিল ও বাবুর দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "কৈ হে ভায়া! তোমার শীকার কোথায়? ক্রমে যে রাত হ'তে লাগ্‌লো।" বাবু উত্তর কর্‌লেন, কিছুমাত্র ভাব্‌বেন না, দেবীপ্রসাদ নিজে সঙ্গে ক'রে আন্‌বে। তার মতন কেজো লোকে যে কাজের ভার নিয়েছে, তখন যে রকমে হউক, সে নিশ্চয় হাসিল কর্‌বে।"

ঠাকুর। তাতো বুঝ্‌লেন, কিন্তু আমাদের মজুরী তো ভাল রকম পোষাবে? খুব উঁচুদরের লোক তো"

বাবু একগাল হেসে কহিল, উঁচুদরের লোক না হইলে কি আর কৃষ্ণ নগরাধিপতির সহিত খেল্‌তে সাহস করে। বক্সীর মুখে শুনেছি যে, খুব বেশী রকম রেস্ত নিয়ে আস্‌বে।" ঠাকুর একটু মচ্‌কে হেসে বল্‌লে, "তা হ'লেই হ'লো। কাছে রেস্ত কিছু বেশী থাক্‌লে, যে কোন উপায়ে হউক, আমাদের বাগে আস্‌বে, সেইজন্য গোলা লোক সঙ্গে না এনে, এই রহিমমোল্লাকে আন্‌লাম, এর দ্বারায় দুই রকম কাজ চল্‌বে।"

আমি তখন বুঝ্‌তে পার্‌লেম যে, ঠাকুরের সঙ্গীর নাম রহিমমোল্লা; নামেই স্পষ্ট বোধ হইল যে, এ লোকটা মুসলমান। পাপাত্মাদের অসাধ্য কোন কার্য্যই নাই; কপটতার আবরণে আবৃত হ'য়ে ধর্ম্মের মুখোস পরে কেবল পরের সর্ব্বনাশ করিবার উপায় অনুসন্ধান করিতেছে, কিন্তু তার সঙ্গী রহিম মোল্লার দ্বারায় যে কি দু-রকম কাজ হইবে, তাহা তখন আমি বুঝিতে পারি নাই।

আমি দুরাত্মাদের কাণ্ড দেখিবার জন্য সেই জানালার ধারে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় পুনরায় সদরদ্বার উদ্ঘাটিত হইল ও আর দুইজন লোক আমাদের গৃহে প্রবেশ করিয়া বরাবর উপরে আসিতে লাগিল। পাছে আমাকে দেখিতে পায় এই ভয়ে আমি তথা হইতে একটু অন্তরালে দাঁড়াইলাম ও তাহারা বৈঠকখানায় গিয়া বসিলে, আমি পুনরায় সেই জানালার ধারে আসিলাম।

আমি দেখিলাম যে, দেবীপ্রসাদ আর একজন অল্পবয়স্ক যুবককে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে।

যুবকের বয়ঃক্রম ২৫ বৎসরের অধিক হইবে না; আকার কিছু দীর্ঘ, বর্ণ কিটু গৌর, চক্ষুদ্বয় আকর্ণ বিস্তৃত ও উজ্জ্বল নাসিকাটি সরল ও উন্নত, কার্ম্মুকের ন্যায় ভ্রূযুগলযুক্ত, ললাটদেশ খুব প্রশস্ত; ফলতঃ যে যে লক্ষণ থাকিলে লোককে সুপুরুষ বলে, এই যুবকের সেই সেই লক্ষণ তাহার বদন মণ্ডলে বিদ্যমান আছে।

যুবকের বাহুযুগল খুব দৃঢ় মাংসল, বক্ষঃস্থল বিশাল, অঙ্গুলীচয় চম্পক-দাম সদৃশ ও তিন চারিটি বহুমূল্য অঙ্গুরী দ্বারায় সুশোভিত; অভিনব যৌবন সমাগমে তাহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্যক্ প্রকারে সবল ও সুদৃঢ় হইয়াছে এবং তাহাকে দেখিলে খুব বলবান্ বলিয়া বোধ হয়।

যুবকের সর্ব্বাঙ্গ সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীর ন্যায় বসনে ভূষণে ভূষিত। পরিধেয় একখানি উত্তম ঢাকাই ধুতি; গায়ে মসলিনের একটা আলখাল্লা, তস্য উপর কিংখাপের এক ফতুয়া ও সর্ব্বোপরি একখানি বেনারসী ওড়না ব্রাহ্মণের উপবীতের ন্যায় বাঁধা রহিয়াছে।

যুবকের গলায় দুই তিনটি চাবিযুক্ত এক ছড়া সরু সোণার গোট, অঙ্গুলিতে হীরকাঙ্গুরী ও পায়ে এক জোড়া উত্তম জরির লপেটা জুতা শোভা পাইতেছে।

বুধবার রাত্রে বাবুর সহিত বক্সীর যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা আমার স্মরণ হইল; সুতরাং আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, এই যুবকই আজিমগঞ্জের বার্লো সাহেবের কুঠির দাওয়ান মাণিকলাল সরকারের পুত্র; আমি তখন ইহার নাম জানি নাই, কাজেই তাহা বলিতে পারিলাম না।

কর্ত্তাবাবুর অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত হইয়া সকলে আসন পরিগ্রহ করিলে, বক্সী সেই ছোট চোখ্‌টা বুজিয়ে সেই যুবককে সম্বোধন করিয়া কহিল, "বাবুজি! স্বর্গে উঠ্‌তে গেলে যেমন সিঁড়ি ভাঙ্‌তে হয়, তেমনি এ সব আয়েসের জায়গায় আস্‌তে হ'লে একটু কষ্ট স্বীকার করতে হয়। যেমন কাঁটা গাছে গোলাপ ফুল ফোটে, অন্ধকার খনির মধ্যে হীরক থাকে, সেইরূপ কিষণজি বাবু এই সামান্য পল্লী মধ্যে বাস করিতেছেন, কিন্তু সহরের যাবতীয় সৌখিন বড় লোক এখানে আসেন; এই দেখুন না, আপনার সঙ্গে একটু আমোদ কর্‌বেন ব'লে স্বয়ং মহারাজ আজ এখানে পদার্পণ ক'রেছেন।

বক্সীর কথা শেষ হইলে যুবক সসম্ভ্রমে জাল মহারাজকে অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজের রাজধানী কোথায়?"

নিজের মুখে নিজের পরিচয় দেওয়া রাজাদিগের নিয়মবিরুদ্ধ কার্য্য; কাজেই জাল রাজাবাহাদুর নিজের পদমর্য্যাদা বজায় রাখিবার জন্য গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। সুতরাং আমাদের বাবু নকিবের পদ গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "মহারাজ বঙ্গদেশের কৃষ্ণনগরাধিপতি; ইঁহার নাম মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়। দুরাত্মা সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনচ্যুত হইবার পর মীরজাফর এখন নবাব হইয়াছেন; নূতন নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জমিদারী সম্বন্ধে কোন বন্দোবস্ত করিবার জন্য মহারাজ মুর্শিদাবাদে শুভাগমন করিয়াছেন। আমি পূর্ব্বে মহারাজের সরকারে চাকরী করিতাম, আমার প্রতি মহারাজের বিশেষ অনুগ্রহ আছে, সেইজন্য অধমের কুটীরে পদার্পণ করিয়াছেন। মহারাজ আমার এখানে খুব ছদ্ম-বেশে আসিয়াছেন, সেইজন্য কোন সিপাহী কি ভৃত্যবর্গ সঙ্গে আসে নাই।

কর্ত্তাবাবুর নিকট পরিচয় শুনিয়া, যুবক আরও সম্ভ্রমের সহিত কথা কহিতে লাগিল; ঠাকুর সাহেব ওরফে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাজা রাজড়ার ন্যায় খুব গম্ভীরভাবে দু' একটী কথায় তাহার উত্তর দিলেন; অনেক মিষ্টালাপের পর বক্সী কহিল, আর বাজে কথায় আবশ্যক কি? মহারাজ যখন দয়া ক'রে এখানে পায়ের ধূলা দিয়েছেন, তখন আসুন, আজ একটু খেলা যাক্।

যুবক উত্তর করিল, "ক্ষতি কি, আমিও দুইশত মোহর সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি।"

যুবকের এই সুসংবাদে সকলের মুখমণ্ডল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। 'শুভস্য শীঘ্রং' এই মহাবাক্য উচ্চারণ ক'রে আমাদের বাবু তাকের উপর হ'তে এক জোড়া নূতন তাস পাড়্লেন ও চাবিশুদ্ধ একটি সুন্দর হাত বাক্স কৃত্রিম রাজা বাহাদুরের পাশে রাখ্লেন

তারপর চারিজনে মুখোমুখি হইয়া বসিল ; আমাদের বাবু তাস লইয়া খুব তাসিয়া দুইখানা করিয়া সকলকে দিলেন। রাজা বাহাদুর সেই বাক্স খুলিয়া পাঁচখান মোহর বাহির করিয়া কহিলেন; "তা হ'লে আর অধিকে আবশ্যক নাই, প্রথমে পাঁচখান ক'রে রেস্ত বাঁধা যাক্।"

ঐই প্রস্তাবে সকলে স্বীকৃত হইল। আমাদের বাবু কেবল তাস দিতে আরম্ভ করিলেন; খেলোয়াড়দের মধ্যে কেহ বা হাতে তাস রাখিল, কেহ বা সব ফেলিয়া দিল। যে সকল কথা কস্মিনকালেও শুনি নাই, যাহার কিছুমাত্র অর্থ বুঝি না, সেই সকল কথা পরস্পরে বলিতে লাগিল। দোঁস, এস্ ইমরিত প্রভৃতি কত কথাই বলিল; সব কথা এখন আমার স্মরণ হইতেছে না। তবে এইমাত্র মনে হয় যে, একবার জাল রাজা বাহাদুর 'কাতুর কাতুর' বলে চীৎকার ক'রে উঠেন, আর তার একটু পরেই সেই যুবক 'মাচ' এই কথা ব'লে তাসে চুমো খেয়ে তিনখানা তাস ফেলে দিলে ও সকলের কোল হইতে মোহরগুলি কুড়াইয়া লইল।

এই রকম ভাবে তাহারা খেল্‌তে লাগ্‌লো, অনবরত মোহরের ঝমাঝম শব্দ শোনা যেতে লাগ্‌লো; সেই জান্‌লার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার, অত্যন্ত বিরক্ত বোধ হইল, কাজেই বাটীর মধ্যে না গিয়া সেই বারাণ্ডার এক পার্শ্বে শয়ন করিলাম ও এই সব ছদ্মবেশী বদ্‌মাইসসের কার্য্যকলাপ ভাবিতে ভাবিতে ত্বরায় ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইলাম।

ক্ষণেক পরে আমি এক পিস্তলের শব্দে জাগরিত হইলাম ও চক্ষু খুলিয়া দেখি যে, বৈঠকখানা হইতে একটা লোক বাহির হইয়া দ্রুতবেগে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। আমি এই ব্যাপারে নিতান্ত ভীত ও বিস্মিত হইলাম; তাড়াতাড়ি সেই জানালার নিকট উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলাম,

তাহাতে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, ভয়ে বুক দুর্ দুর্ করিতে লাগিল। আমি দেখিলাম যে, বাবু, বক্সী ও ঠাকুর সাহেব তিন জনে মুখোমুখি বসিয়া চুপি চুপি কি কথা কহিতেছেন ও রাজপারিষদ সেই রহিমমোল্লা ঠিক দোরের নিকট পড়িয়া মৃত্যু যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। তাহার ঠিক বুকে গুলি বিদ্ধ হইয়াছে ও রক্তে সেই স্থানটা প্লাবিত হইয়াছে।

এই ভয়ানক দৃশ্য দেখেই আমি স্থির করিলাম যে, সেই যুবক খুন করিয়া পলায়ন করিয়াছে; কিন্তু তার ন্যায় ভদ্র সন্তান যে সহসা এরূপ ঘোর অপরাধ করিবে তাহা অসম্ভব। নিশ্চয় এই সব পাপাত্মারা তাহার উপর কোন অত্যাচার করিবার উপক্রম করিয়াছিল, সেই জন্য বোধ হয় যুবক কেবল আত্মরক্ষার জন্য এই কার্য্য করিয়াছেন।

আমি এই সকল মনে ভাবিতেছি, এমন সময় ঠাকুর, বাবুকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "আর ভাব্‌লে কি হবে? যা হবার তা তো হ'য়ে গেছে, ও বেটার নিকট যে পিস্তল ছিল তা কি ক'রে জান্‌বো। যাই হোক্, আজ তো আর কিছু হবে না, কারণ রাত্রি অধিক নাই, কাল রাত্রিতে লাস সাম্‌লানো যাবে। আমি আখ্‌ড়া থেকে লোক পাঠিয়ে দেবো, এখন আমরা আসি, তোমার ছোট্ ঘরে লাসটা রেখে দাও।"

ঠাকুর সাহেবের কথা শেষ হইলে বক্সী ও বাবুতে হাত ধরাধরি ক'রে রহিমমোল্লার মৃত-দেহ সেই ছোট কুটীরের মধ্যে রাখিয়া চাবি বন্ধ করিল ও বাবুকে চুপি চুপি কি বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিল, পাছে আমাকে দেখিতে পায়, এই আশঙ্কায় আমি ত্বরিতপদে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিষম সন্দেহ।

আমি আমার শয্যার উপর শয়ন করিলাম বটে, কিন্তু কিছুতেই আমার সুনিদ্রা হইল না। এই সমস্ত ঘোর কপট ছদ্মবেশী পাপাত্মাদের কার্য্যকলাপ আমার স্মৃতিপথে উদয় হওয়ায় ব্যাত্যাবিক্ষোভিত রত্নাকরের ন্যায় আমার অন্তর নিতান্ত আকুল হ'য়ে উঠ্‌ল। আমি আঁচে অনেকটা বুঝিতে পারিলাম যে, এই ধনবান্ যুবককে ঠকাইয়া টাকা লইবার জন্য এই উদ্যোগ হ'য়েছে, খুব বেশী রকম টাকা পাইবার অভিপ্রায়ে ঠাকুর সাহেবকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সাজালেন। এই যুবককে প্রবঞ্চনা জালে জড়িত কর্‌বার আশায় বুধবারে বাবু ও বক্সীতে এই পরামর্শ হ'য়েছিল, এই যুবক যদি সচ্চরিত্র ও ন্যায়-পরায়ণ হ'তেন, তাহ'লে কখনই এ সব ভয়ঙ্কর লোকের সহিত সংস্রব রাখ্‌তেন না, এরূপ জঘন্য স্থানে এসে জুয়া খেল্‌তে স্বীকৃত হ'তেন না, নিশ্চয় ইহার অন্তর কলুষিত হ'য়েছে, সেই জন্য লোভে আক্রান্ত হ'য়ে এরূপ অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন কর্‌তে এসেছিলেন, বক্সী যে তাঁকে খুব প্রলোভন দেখিয়েছিলেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বোধ হয় ব'লেছিলেন যে, একজন পাড়াগেঁয়ে রাজা এসেছে, কিছু মোহর সঙ্গে করিয়া যদি যাওয়া যায়, তাহ'লে অনেক মোহর জিতে আন্‌তে পারা যাবে, এই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য লোভী যুবক সেই কথা সত্য জ্ঞান করিয়া এখানে এসেছিলেন, তারপর হিতে বিপরীত ঘট্‌লো, একটা মানুষ খুন হ'লো; ওঃ পাপিষ্ঠেরা না পারে এমন কোন অকার্য্য জগতে নাই। আমার মনে এই চিন্তাই প্রবল হ'লো, কাজেই সে রাত্রে আর আমার সুনিদ্রা হ'লো না,আমি সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় নিশি অতিবাহিত করিলাম।

ক্রমে রজনী প্রভাত হ'লো, পূর্ব্বদিক আরক্তিম হ'য়ে উঠ্‌লো ; শীতল সমীরণ মৃদু পদ-সঞ্চারে কুসুমের পরিমল অপহরণের জন্য অগ্রসর হ'লো, কুসুম কুল হাস্য মুখে মস্তক সঞ্চালনে না না বল্‌তে লাগ্‌লো ; পক্ষীগণ পবনের এই তস্কর-বৃত্তি দর্শনে ধিক্কার দিতে দিতে স্ব স্ব নীড় পরিত্যাগ কর্‌ল। সংসারে সুখ ও সৌভাগ্যের অনিত্যতা দেখ্‌বার জন্য প্রফুল্লমুখে কুমুদিনী পুনরায় মুদিতা হ'লো ও পতি সোহাগিনী পদ্মিনী সতী তাহার স্থান অধিকার ক'রে হাস্যমুখে সরোবরের শোভা বৃদ্ধি কর্‌তে লাগ্‌লো।

মানবের মধুর বাল্যকালের ন্যায় দিবার এই শৈশব সময় অতীব মনোরম ও নয়ন-রঞ্জক। এই মধুর সময়ে ভক্তিপরায়ণ ভক্তের পবিত্র হৃদয় সর্ব্ব-নিয়ন্তা ঈশ্বরের প্রেমরসে আপ্লুত হয়, চিররোগীর অসহনীয় যন্ত্রণা ক্ষণেকের জন্য প্রশমিত হ'য়ে যায় ও ঈশ্বরদ্বেষী স্বেচ্ছাচারী পাপাত্মার নীরস হৃদয়েও ঈষৎ ভক্তির ছায়া নিপতিত হ'য়ে থাকে।

আমি প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলে, গিন্নীর সহিত সাক্ষাৎ হ'লো। আমি বালাসুলভ চাঞ্চল্যের বশীভূত হ'য়ে গিন্নীকে গত রাত্রের সমস্ত ঘটনা আমূল বর্ণনা করিলাম। আমার কথা শেষ হ'লে ক্ষণেকের জন্য বরিষণহীন মেঘের ন্যায় গিন্নীর মুখমণ্ডল গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিল এবং পরক্ষণেই সেই রূপ অট্টহাসি হাসিয়া কহিল, হাঁ, আমি কর্ত্তার কাছে শুনেছি; কি হ'য়েছে জান ? ওদের লোকটার মৃগী রোগ ছিল, সে যখন বাড় যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায়, সেই সময় তার রোগ উপস্থিত হ'য়েছিল, কাজেই মেঝের উপর প'ড়ে গিয়ে মাথা ফেটে যায়, তাতেই লোকটা মারা গেছে।

গিন্নীর এই কৈফিয়তে আমি আর হাসি রাখিতে পারিলাম না, কারণ আমি পিস্তলের আওয়াজ শুনেছিলাম, স্বচক্ষে মৃত ব্যক্তির রক্তাক্ত শবও দেখেছি, তবু কিনা গিন্নী আমাকে বোকা বিবেচনা ক'রে কেমন জলের মতন বুঝিয়ে দিলে। আমি গিন্নীর এই কথায় হাসিয়া

ফেলিলাম বটে, কিন্তু উত্তর করিলাম না; মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌লাম যে, কর্ত্তার উপযুক্ত গিন্নী না হ'লে কখনই ইহাদের প্রণয় হ'তো না।

তখন তো আমি জানি না যে, র্ম্ম সহিত প্রণয়ের নিত্য সম্বন্ধ না থাক্‌লে, অন্তর ধর্ম্মের আলোকে সম্যক্ প্রকারে আলোকিত না হ'লে, কখনই তাতে অসার সংসারের সার বস্তু প্রণয় সঞ্চারিত হ'তে পারে না। স্বার্থপর কপট ভণ্ড পাপাত্মারা যথার্থ প্রণয়ের মূল্য জানে না, হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত কর্‌তে কুণ্ঠিত হয়; যাহারা আত্মসুখ অন্বেষণে সতত তৎপর, তাহারা জঘন্য পশুবৃত্তি চরিতার্থ করাকে প্রণয় শব্দে অভিহিত করে, সুতরাং জন্মান্ধ ব্যক্তি যেমন প্রকৃতি সুন্দরীর অপার সুষমা সন্দর্শনে বঞ্চিত হয়; তেম্‌নি আত্মসুখী স্বার্থপর পাপাত্মারা অমূল্য প্রণয়ের মূল্য বুঝিতে সমর্থ নহে।

আমি গিন্নীর নিকট দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় খোদ কর্ত্তা সেখানে এসে উপস্থিত হ'লেন। আমি দেখ্‌লাম যে কর্ত্তার মুখমণ্ডল যেন প্রসন্ন ও শারদীয়া পূর্ণিমা রজনীর ন্যায় বিমল, তাহার অন্তরে কোনরূপ চিন্তা নাই। গত রাত্রে তাঁহার বাটীতে যে কোন দুর্ঘটনা ঘটেছিল, তাহা তাঁহার মুখের ভাব দেখে কিছুতেই বোধ হয় না। কর্ত্তা গিন্নীর নিকটে আসিলে আমি সেস্থান হ তে প্রস্থান করিলাম; আমি পুস্তক লইয়া বাহির বাটীতে আসিতেছি, হঠাৎ পথিমধ্যে নির্ম্মলার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। আমি দেখ্‌লাম যে বিভূতিঁ আচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় সেই স্বর্গীয় লাবণ্য অনেকটা হীনপ্রভা হ'য়েছে, গ্রহণের চাঁদের ন্যায় মলিন মুখমণ্ডলে বিষাদের লক্ষণ সকল স্পষ্ট পরিলক্ষিত হ'চ্ছে, কুরঙ্গনিন্দিত শোভার আস্পদ সেই নয়নযুগল অনবরত অশ্রু পতনে তরুণ তপন সম আরক্তিম হ'য়ে উঠ্‌ছে; মানসিক কষ্টের প্রধান লক্ষণ উষ্ণ দীর্ঘ নিশ্বাসে সেই সুকোমল বক্ষঃস্থল কম্পিত কচ্ছে।

আমি নির্ম্মলার বাহ্যিক লক্ষণ দেখে স্থির কর্‌লাম যে, কুসুমে-কীটের

ন্যায় তাহার সরল মানস-ভূমিতে কোন দুশ্চিন্তা প্রবেশ ক'রেছে, প্রশান্ত অন্তর-সাগরে প্রবল ঝটিকা নিরন্তর প্রবাহিত হ'চ্ছে।

আমি নির্ম্মলার চিত্ত-বিকারের প্রকৃত কারণ জানিবার জন্য নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "নির্ম্মলা! আজ তোমার মুখখানি এত শুক্‌নো শুক্‌নো দেখ্‌ছি কেন? কেঁদে কেঁদে যেন চক্ষু দু'টি লাল ক'রেছ, ইহার কারণ কি? মা কি তোমাকে বকেছেন?" আমার কথা শুনে কর-পরশনে লজ্জাবতী লতার ন্যায় নির্ম্মলা অবনতমুখী হইল, তরুণ-তপন সম তাহার গণ্ডস্থল আরক্তিম হইয়া উঠিল; প্রকাশ্যে আমার প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিল না। আমি অনেকটা আবেগ ভরে কহিলাম, "নির্ম্মলা! তুমি আমার মনের ভাব, অন্তরের ধারণা হয়তো জান না, সেই জন্য আমার নিকট হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত কর্‌তে কুণ্ঠিত হ'চ্ছে; তুমি যদি আমাকে তোমার ব্যথার ব্যথি ব'লে জ্ঞান কর্‌তে, তাহ'লে কখনই আমার নিকট তোমার মনোভাব গোপন কর্‌তে না।

আমার এই কথা শুনে নির্ম্মলা নিতান্ত লজ্জিতা হ'ল, ভ্রমর-ভয়ে কুসুম-গুচ্ছের ন্যায় মুখখানি তার অবনত হ'য়ে পড়্‌ল এবং অতি মৃদুস্বরে কহিল, "হরিদাস! তোমার নিকট আমার কোন কথা গোপন কর্‌বার আবশ্যক নাই, কিন্তু এখন নয়; দুপুর বেলায় মা যখন ঘুমাবেন, সেই সময় আমি এসে তোমার নিকট আমার প্রাণের কথা ও মনের ভাব প্রকাশ ক'রে বল্‌ব।"

নির্ম্মলা এই কথা বলে আর উত্তরের জন্য অপেক্ষা না ক'রে সে স্থান হ'তে প্রস্থান করিল, কাজেই তখনকার মত আমাকে নিরস্ত হ'তে হ'লো।

ক্ষণপ্রভার প্রভা লয় হ'লে পথিকের পক্ষে যেমন দ্বিগুণ অন্ধকার বৃদ্ধি হয়, তেম্‌নি নির্ম্মলা প্রস্থান করিলে আমার চক্ষে এই বিশ্বসংসার যেন ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন হ'লো। আমি বৈঠকখানার বারাণ্ডায় পুস্তক খুলিয়া বসিলাম বটে, কিন্তু পাঠে বিন্দুমাত্র মনঃসংযোগ করিতে পারিলাম

না; নানাপ্রকার চিন্তা আসিয়া আমার অন্তরার্ণবকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম যে, কর্ত্তা ও গিন্নী নির্ম্মলাকে প্রাণের অপেক্ষা ভালবাসেন, নিজের দেহের ন্যায় যত্ন করেন, এমন কি একমাত্র নির্ম্মলাই তাঁদের সংসারাকাশের পূর্ণচন্দ্র, আনন্দ সাগরের উত্তাল তরঙ্গ। তাহ'লে শুভ্র বসনখণ্ডে মসী বিন্দুর ন্যায় সন্তোষের নিত্য নিকেতন সেই সরলার সরল মানসে কিসের বিপ্লব উপস্থিত হ'য়েছে? প্রভাতের শশীসম রবি-তাপে ম্রিয়মাণ কিশলয় সন্নিভ সেই বিধু মুখখানি যেন মলিন হ'য়ে পড়েছে। আহা! জলভারাক্রান্ত মেঘের ন্যায় শোভার আস্পদ আকর্ণ-বিস্তৃত সচঞ্চল চক্ষু দু'টি ছল্ ছল্ কর্‌ছে; বিনা বাতাসে যখন নদীতে তরঙ্গ ওঠে না, তখন নির্ম্মলার এই আকস্মিক চিত্তবিকার কখনই নিরর্থক নহে, নিশ্চয় ইহার মূলে কোন গুপ্ত রহস্য আছে। আমার একান্ত বিশ্বাস যে, নির্ম্মলা আমার নিকট অকপটে তাহার প্রাণের কথা প্রকাশ ক'রে বল্‌বে, কোন বিষয় গোপন কর্‌বে না; কিন্তু কোথা হ'তে এ বিশ্বাস টুকুন্ যে এলো, কেন যে আমার অন্তরে বদ্ধমূল হ'য়ে বস্‌ল, তা আমি নিজে ঠিক জানি না; তবে অনুমানে বোধ হয়, আমার দুটো চোখ ও পোড়া মনটা কতক কতক জানে; তবে তারা স্পষ্ট ক'রে আমাকে কোন কথা বলে না, কাজেই আমি ও কথায় কোন সদুত্তর দিতে পার্‌লেম না।

আমি নিজের কথা একেবারে ভুলে গেলাম, সকল প্রকার পার্থিব চিন্তা অন্তর হ'তে অন্তরিত হ'লো, কেবল নির্ম্মলার মনের কথা শুনিবার সাধ নিতান্ত প্রবল হ'য়ে উঠ্‌লো; কাজেই আমি নিতান্ত অস্থির অবস্থায় অবস্থান করিতে লাগিলাম।

আহারের পর কর্ত্তা কাপড় চোপড় পরিয়া একখানি পাল্কীতে চড়িয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। তিনি বাটীতে সাধারণ বাঙ্গালীদের ন্যায় ধুতি পরিধান করিতেন, কিন্তু বাহিরে যাইবার সময় সম্পূর্ণরূপে ভোল

ফিরাইতেন। তখন একটি ঢিলে পা-জামা ধুতির স্থান অধিকার করিত, গায়ে একটি চাপ্‌কান ও তার উপর কার্পা কিম্বা চোগা শোভা পাইত, মাথায় প্রায় আধ থান কাপড়ের একটি বিরাট পাগ্‌ড়ি বাঁধিতেন এবং এক জোড়া জরীর লপেটা জুতা শ্রীপদ আচ্ছাদন করিয়া রাখিত।

কর্ত্তা বাহিরে যাবার সময় বৈঠকখানা ঘরে দুটো তালা বন্ধ করিলেন। আমি তাহার সেই অতিরিক্ত সাবধান হইবার কারণ বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু কাহাকেও কিছু না বলিয়া কেবল মনে মনে হাসিলাম এবং কতক্ষণে নির্ম্মলার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তাহাই এক মনে ভাবিতে লাগিলাম।

ক্রমে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হ'লো, দেব দিবাকর মধ্য-গগণে উদিত হ'য়ে কৃশাণুসম কিরণরাশি ধরাতলে বরিষণ করতে লাগ্‌লেন। প্রভাতের সেই নয়ন-রঞ্জন রম্যমূর্ত্তি এখন সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হ'লো; মানবের মধুর বাল্যকালের পর প্রচণ্ড যৌবনের উদয়ে যেমন প্রকৃতি সম্যক্‌রূপে পরিবর্ত্তিত হয়, অন্তরে বাসনার বহ্নি রাত্রদিন প্রজ্জলিত থাকে, তেমনি এই যৌবনকালে দিনমণির সেই মধুরতা স্থানে ভীষণতা বিরাজ করছে ও নিজের সেই অপরূপ রূপ যেন প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হ'চ্ছে। এ সময় পিপাসার এত আতিশয্য যে স্বয়ং সহস্রকর সহস্র করে সরসীর সলিল-রাশি শোষণ করেন, জলের যে জীবন নাম, তাহা এই সময়েই সার্থক হ'য়ে থাকে। এখন কোলাহল-পূর্ণ জগৎ যেন জনশূন্য প্রান্তরের ন্যায় নিস্তব্ধ, প্রকৃতি দেবী স্থির, কেবল ক্বচিৎ তরুপর কোন পক্ষীর বিকট চীৎকার ও এক প্রকার অস্ফুট ঝিল্লী-রবে কথঞ্চিৎ তাহার গাম্ভীর্য্য ভঙ্গ হ'চ্ছে; অসাধুর সংস্রবে যেমন নিতান্ত সাধু ব্যক্তিও কলুষিত হয়, তেম্‌নি রৌদ্রের সহবাসে জগজ্জীবন পবনও এক্ষণে একান্ত দুর্ব্বিসহ হ'য়েছে ও তাহার স্বভাবসিদ্ধ শৈত্যগুণ এখন তিরোহিত হ'য়েছে। এ সময় প্রসূতি নয়ন-পুতুলি সদৃশ স্নেহের আধার পুত্রকে ক্রোড়ে লইতে অনিচ্ছুক, শিশু শান্তি-নিকেতন তুল্য মাতৃ অঙ্কারোহণে বীতস্পৃহ।

নূতন অস্ত্রের ধার যেমন তীক্ষ্ণ হয়, তেম্‌নি এই নূতন চিন্তা আমার পক্ষে নিতান্ত মর্ম্মান্তিক হ'য়ে উঠেছে ; কাজেই ব্যাহিক তাপ অপেক্ষা আমার অন্তরের তাপ সমধিক প্রবল, সেইজন্য আমি ততদূর গ্রীষ্মানুভব করতে পার্‌লাম না ; কতক্ষণে যে নির্ম্মলার সহিত সাক্ষাৎ হবে, তাহাই এক মনে ভাব্‌তে লাগ্‌লাম।

প্রথমতঃ আহারাদির পর নির্ম্মলা গিন্নির ঘরে গিয়া শয়ন করিল এবং বোধ হয় গিন্নীর নিদ্রার অপেক্ষায় রহিল।

অল্পক্ষণ পরে নির্ম্মলার ভূষণ-ধ্বনি শ্রুত হওয়া গেল, আমি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলুম, বিপুল আনন্দে আমার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হ'য়ে উঠ্‌লো,বুক গুর্‌গুর্ করতে লাগ্‌লো এবং সহসা স্বেদজলে কপোলদেশ আপ্লুত হ'য়ে উঠ্‌লো। এমন সময় আমার হৃদয়ানন্দ-দায়িনী নির্ম্মলা সে স্থানে এসে উপস্থিত হ'লো। আমি তখন শয্যা হ'তে উঠিয়া বসিলাম এবং নির্ম্মলাকে বসিতে বলিলাম, কিন্তু নির্ম্মলা, শয্যায় না বসিয়া মেজের উপর নিরাসনে উপবেশন করিল। আমিই প্রথমে কহিলাম, "আমাকে যা বল্‌বে বলেছিলে, এইবার বল।" অবনতমুখী নির্ম্মলা লজ্জা জড়িত-স্বরে খুব আস্তে আস্তে উত্তর করিল, "হরি দাদা! কি বল্‌ব, বল্‌বার কথা নয়, আর তা তোমার শোন্‌বার আবশ্যক কি—পরের কথা শুন্‌লে কি হবে?"

আমি বলিলাম, "তুমি নেহাৎ পরের মতন কথাগুলো বল্‌লে, কিন্তু আমি যদি সে রকম পর ভাবতাম, তাহ'লে কখনই এরূপ দুরাশা আমার অন্তরে উদয় হ'তো না। মানুষ যদি মানুষের মনের কথা ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌তো ; তাহ'লে এই পাপময় সংসার যথার্থ অমরাবতীতে পরিণত হ'তো। হায়! এ জগতে কে আপন, কে পর, তা ঠিক করা কি সোজা কাজ?"

আমায় কথায় নির্ম্মলা যেন একটু অপ্রতিভ হ'য়ে সেইরূপ মৃদুস্বরে

কহিল, "হরি দাদা! তোমার তুল্য বিশ্বাসের পাত্র এ জগতে আর আমার কেহই নাই। তোমাকে অকপটে সকল কথা প্রকাশ করতে পারি, তাতে আমার কোনরূপ হানি হবে না; কিন্তু তাতে তো তোমার কোন লাভ হবে না।

"আমি বলিলাম সে কথা সত্য, তোমার মুখখানি মলিন দেখ্‌লে, আমার অন্তরে কষ্ট হয়, সেইজন্য তোমার আকস্মিক এই বিষণ্ণতার কারণ জান্‌বার ইচ্ছা এত বলবতী হ'য়েছে, কিন্তু আমার ন্যায় পরের অন্তরের কেন যে এরূপ ইচ্ছা উদয় হ'লো, তা আমি ভেবে কিছুতেই স্থির করতে পারছি না।"

মেঘের কোলে যেমন বিজলী খেলে, তেম্‌নি ঈষৎ হাস্যের রেখা নির্ম্মলার অধরদেশ প্রকটিত হ'য়ে তখনি লয় হ'য়ে গেল এবং সেইরূপ মস্তক নত ক'রে খুব মৃদুস্বরে উত্তর করিল, "তুমি যে পর, তা কে তোমাকে বল্‌লে?" এতদিনের পর কেন তোমার মনে এ ভাবের উদয় হ'লো?

আমি একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলাম, "নির্ম্মলা! এত দিন বেশ ছিলাম; ভাবনা চিন্তা কাহাকে বলে আদৌ জান্‌তাম না। সংসারকে শান্তি-নিকেতন ব'লে জ্ঞান করতাম; কিন্তু সম্প্রতি আমার সেই সুখ-স্বপ্ন ভঙ্গ হ'য়েছে। যে হৃদয় পূর্ব্বে সন্তোষে পরিপূর্ণ ও প্রশান্ত-সাগরের ন্যায় স্থির ছিল, সহসা এক ঝটিকা উত্থিত হ'য়ে এক্ষণে পূর্ণমাত্রায় তথায় অশান্তি বিরাজ করছে। জগতে এমন লোক নাই যে, তার কাছে প্রাণের দ্বার উন্মোচন ক'রে অন্তরের অন্তঃস্থল অবধি দেখাই। যাকে দেখাবার ইচ্ছা ছিল, সে যখন পর ভাবে, তখন আর উপায় কি?

আমার কথা শুনিয়া নির্ম্মলা তাহার আকর্ণ-বিস্তৃত নয়ন উত্তোলন ক'রে আমার মুখের দিকে চাহিল, আমি দেখিলাম যে সেই চাউনিতে কোনরূপ কুটিলতা কি জ্বালাময়ী কোন উৎকট বাসনার লেশমাত্র নাই, কেবল সলজ্জভাবের সহিত বেশ কাতরতা তাতে মাখানো আছে। নির্ম্মলা

পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় নম্রমুখী হ'য়ে কহিল, হরি দাদা! রাগ ক'রো না, তোমাকে আমি অনায়াসে প্রাণের কথা প্রকাশ ক'রে বল্‌তে পারি, তাতে বিন্দুমাত্র ক্ষতি নাই, কিন্তু সে ভয়ানক কেলেঙ্কারীর কথা যে জগতে আর কাহার কর্ণগোচর হয়, তা আমার ইচ্ছা নহে; আমার প্রাণের জ্বালা, মনের কষ্ট আমার মনঃমধ্যে লুক্কায়িত থাক্।

এই কথায় আমার মনের কৌতুহল শতগুণে পরিবর্দ্ধিত হ'লো, কাজেই নিতান্ত অস্থিরভাবে কহিলাম, "আমি ঠিক বুঝেছি যে, আমার ন্যায় তুমিও অশান্তির ক্রোড়ে শায়িত হ'য়েছে, বোধ হয় দুইজনে এক কারণে উদ্বিগ্ন হ'য়েছি?" নির্ম্মলা সেইরূপ স্থিরভাবে কহিল, "তুমি কি জন্য উদ্বিগ্ন হ'য়েছে, তোমার মনের এরূপ ভাবান্তর হবার কারণ কি?"

আমি রাত্রিকালে কর্ত্তা গিন্নীর যে সকল কথাবার্ত্তা শুনিয়াছিলাম তাহা অকপটে বর্ণনা করিলাম, আমার কথা শুনিয়া নির্ম্মলার নয়নযুগল ভাদ্রমাসের ভাগীরথীর ন্যায় অশ্রুজলে আপ্লুত হইল এবং মুক্তাফলের ন্যায় দুই বিন্দু অশ্রু আরক্তিম গণ্ডস্থল দিয়া গড়াইয়া পড়িল। আমি এক দৃষ্টে অশ্রুমুখী নির্ম্মলার সৌন্দর্য্যের এক প্রকার অভিনবত্ব দেখিতে লাগিলাম।

অল্পক্ষণ পরে নির্ম্মলা অনেকটা সংযত হ'য়ে অশ্রুজল মুছিয়া কহিল, "হরি দাদা! এতদিন আমার মনে কোনরূপ সন্দেহের উদয় হয় নাই, অভাগীকে মা বলিয়া জানিতাম, কিন্তু সম্প্রতি তোমার ন্যায় তাদের মুখের কথা শুনিয়া আমি ঠিক বুঝেছি যে, ইনি আমার মা নয়, সম্পর্কে আমার যে কে হয়, তা ঠিক্ বল্‌তে পারি না। তবে বাবা, ছোট বউ ব'লে ডাক্‌লেন, তাতেই অভাগিনী খুড়িমা হবে বোধ হয়। আমি নির্ম্মলার কথা শুনে অনেকটা উৎসাহিত ভাবে কহিলাম, "আমার মনেও অবিকল সেই সন্দেহের উদয় হ'য়েছে। তবে সব কথা আমি তলিয়ে বুঝ্‌তে পারি নাই। যাই হোক্, তোমরা কি যথার্থ জাতিতে কনোজী ব্রাহ্মণ?"

নির্ম্মলা। তাই বা আমি ঠিক ক'রে কিরূপে বল্‌বো, যখন একটা মিথ্যা ব'লে জান্‌তে পেরেছি, তখন আর কোন কথাই সত্য ব'লে বোধ হয় না।

হরিদাস। আচ্ছা, তোমাদের দেশ কোথায় তা জান?

নির্ম্মলা। না, আমার জ্ঞান হওয়া অবধি চিরকাল এইখানে আছি; কখন দেশের নামমাত্র শুনি নাই। ওঁদের কথার আঁচে বুঝেছি যে, বঙ্গদেশের কোন স্থানে আমাদের দেশ ছিল; তারপর কুলে কালি দিয়ে আমাকে নিয়ে দেশ থেকে চ'লে এসেছে। গতিক দেখে বোধ হয় যে, ইহজীবনে আর কখন আত্মীয় স্বজনের নিকট পোড়ার মুখ দেখাতে পার্‌বে না। সেইজন্য এই সহর ছেড়ে একদিনের তরেও কোথায় যায় নাই। হায়! কি লজ্জার কথা, আমি এতদিন যাকে মা বলে জান্‌তাম, তিনি কুক্কুরী অপেক্ষাও অধম; কারণ নারীজীবনের সার সম্পত্তি অমূল্য সতীত্বধন হেলায় হারিয়েছে? সুধা বোধে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়েছে, সুতরাং পরিণামে কখনই শুভ-ফল প্রসব কর্‌বে না; নিশ্চয় এক সময় এই সকল মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্তের কাল সমাগত হবে। হায়! আমি যারে মা ব'লে জানি, তাঁর দশা যখন এরূপ শোচনীয়, তখন না জানি আমার দশা—নির্ম্মলা এইটুকু বলিয়াই নীরব হইল; কেবল প্রভাতের শিশির বিন্দুর ন্যায় দুই ফোঁটা অশ্রুজল তাহার বদনকমলে শোভা পাইল।

নির্ম্মলার চক্ষের জল পড়িলে আমার হৃদয় মধ্যে একখানি শাণিত ছুরিকা প্রোথিত হয়, আমি মনে মনে অত্যন্ত যাতনা অনুভব ক'রে থাকি। কাজেই আমার মনে মনে ইচ্ছা হ'লো যে, কোঁচার খুটে নির্ম্মলার চ'খের জল মুছাইয়া দিই, কিন্তু পাছে নির্ম্মলা কিছু মনে করে, আমার মনের কোনরূপ দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়, এই আশঙ্কায় সাহস কুলাইল না, কাজেই আমাকে নিরস্ত হ'তে হ'লো।

আমাকে নীরব দেখিয়া নির্ম্মলা সেইরূপ মৃদুস্বরে কহিল, "দেখ হরিদাদা! এইজন্য লোকে বলে যে, পাপ কথা কখনই চিরকাল ছাপা

থাকে না। তার সাক্ষ্য দেখ না যে, আমাদের দু'জনকে অন্ধকারে রাখ্‌তে ওদের খুব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ধর্ম্মের কৌশলে আমরা দু'জনেই ওদের মুখে নিজেদের গুণের কথা শুনেছি। যাই হোক্‌, আমাদের এই সব কেলেঙ্কারীর কথা ছাড়া তুমি কি তোমার নিজের কোন কথা শুনেছ?

আমি। না, বিশেষ কিছুই শুনি নাই; তবে সে দিনের কথার ভাবে এটা বেশ বুঝেছি যে, আমি এ বাড়ীর ছেলে নই, এঁরা আমাকে প্রতিপালন কর্‌ছেন। নির্ম্মলা ঈষৎ ভ্রুকুটি করিয়া কহিল, "কেন প্রতি-পালন কর্‌ছেন, তার কোন কারণ জান? আমি অতীব আগ্রহের সহিত কহিলাম, "না, তাহা আমি কিরূপে জান্‌ব, তবে সে দিন কর্ত্তার মুখে কেবল একবার শুনেছিলাম যে, গুরুদেবের হুকুম ব'লে রেখেছি, তারপর গিন্নীকে খুব চুপি চুপি আরো কত কথা বলে ছিলেন, কিন্তু তাহার এক বর্ণও আমি বুঝিতে পারি নাই; তবে তুমি যদি আরো কিছু শুনে থাক' দয়া ক'রে বল, শুনিবার জন্য আমার অন্তর অত্যন্ত ব্যাকুল হ'য়েছে।

একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে নির্ম্মলা কহিল, "হরি দাদা! আমি শুনেছি, তবে সব কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারি নাই, কাজেই তোমার মনের কৌতূহলকে নির্ব্বাণ কর্‌তে পার্‌ব না। আমি তোমার ন্যায় গোপনে এইমাত্র শুনেছি যে, বাবার গুরুদেব তোমাকে তাঁর কাছে প্রতিপালনের জন্য রেখে গেছেন। সময় উপস্থিত হ'লে তিনি আবার নিয়ে যাবেন। কিন্তু তিনি তোমাকে কোথায় পেয়েছেন, কি জন্য এখানে রেখেছেন, তা আমি কিছু-মাত্র জানি নাই। তবে এইমাত্র শুনেছি যে, বাবার গুরুদেব ৺কাশীধামে বাস করেন এবং তাঁহার নাম অভয়ানন্দ স্বামী, ইহা ভিন্ন আমি কিছুই জানি না। এই সকল কথা শুন্‌লে তোমার মনের উৎকণ্ঠা অনর্থক বৃদ্ধি হবে, সেইজন্য তোমাকে কোন কথা বলি নাই। আজ বিশেষ পীড়াপীড়ি কর্‌লে ব'লে আর গোপন কর্‌তে পার্‌লাম না। বিশেষ যখন তুমি, নিজেই কিছু কিছু শুনেছ। যাই হোক্‌, ওসব কথা আর মনে ভেবো না

তাতে কোন ফল হবে না, কেবল অনর্থক মনঃকষ্ট সহ্য কর্‌বে। তবে চিরকাল এইভাবে যাবে না, একদিন নিশ্চয় সকল কথা বুঝ্‌তে পার্‌বে। তার উপর তুমি পুরুষ মানুষ, তোমার আর ভয় কি? যেখানে যে অবস্থায় থাক না, এক রকম সুখে থাক্‌বে—"নির্ম্মলার আর বাক্যস্ফুরিত হ'লো না, সে নীরবে মস্তক নত করিয়া রহিল, কেবল বর্ষাকালের সরোবরের ন্যায় চক্ষু দু'টী অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং বদন কমলে ঈষৎ লজ্জার ছায়া নিপতিত হইল।

আমার আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা ফলে পরিণত হ'লো না, কারণ গিন্নীর কণ্ঠস্বর শ্রুত হওয়া গেল, কাজেই নির্ম্মলা আর ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না ক'রে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল। আমি সেই শয্যার উপর আড় হ'য়ে অপার চিন্তাহ্রদে নিমগ্ন হ'লাম।

প্রবল ঝড়ে যেমন দীপ নির্ব্বাণ হ'য়ে যায়, তেম্‌নি আমার মনের স্বভাবসিদ্ধ সেই প্রফুল্ল ভাবটুকু লয় হ'লো এবং বিষম সন্দেহে চিত্তভূমি সমাক্রান্ত হ'লো, কাজেই কিছুতেই আর শান্তিলাভে সমর্থ হ'লাম না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আলেকসাই ফকির।

আহুতি পড়িলে অগ্নি যেমন হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠে, তেম্‌নি নির্ম্মলার কথা শুনিয়া আমার অন্তরের চিন্তানল আজ শতগুণ পরিবর্দ্ধিত হইল। আমি কিছুতেই এই অসীম চিন্তাসাগরের পরপার প্রাপ্ত

হইলাম না, কেবল প্রবল তরঙ্গে কাণ্ডারী-হীন তরীর ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

এই সংসারে মানবের মন সকল অবস্থাতে ভাবনার সহিত ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত, যেমন শূন্যে লোষ্ট্রের অবস্থান অসম্ভব, তেমনি ভাবনার কবল হ'তে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়া এক প্রকার অসাধ্য ব্যাপার; এই ভাবনা নির্ব্বাচন কর্‌বার দোষে ও গুণে মানবের দুর্ল্লভ জন্ম সফল ও বিফল হ'য়ে থাকে, সুখ দুঃখ ভোগ ও স্বর্গ নরক লাভ ঘটে, আত্মা উন্নত কিম্বা অবনত হয়। ফল কথা, অসার ভাবনা ভুলে সেই ভাবময়ের ভাবনায় বিভোর থাক্‌লে, ঊষার উদয়ে অন্ধকার রাশির ন্যায় অন্তরের মালিন্যভাব ও সঙ্কীর্ণতা তখনি লয় হ'য়ে যায়, ঔষধে নম্রশির ভুজঙ্গ সম দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয় প্রায় বশ্যতা স্বীকার করে এবং একপ্রকার অভূতপূর্ব্ব বিমল আনন্দে চিত্তভূমি আপ্লুত হ'য়ে উঠে, কাজেই পরিণামে সেই ভাগ্যবানের পক্ষে নির্ব্বাণের পথ যে সম্যক্‌রূপে প্রশস্ত হয় তাহা বলাই বাহুল্য; আবার কোন উর্ব্বর ক্ষেত্রে বীজ বপন না কর্‌লে সেই ক্ষেত্র যেমন কণ্টকাকীর্ণ আগাছায় পরিপূর্ণ হ'য়ে থাকে, তেম্‌নি সৎ চিন্তার অভাব হ'লে নানা-প্রকার কুচিন্তা হৃদয়রাজ্যে প্রবেশ করে এবং লোভের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ক'রে একেবারে মানবকে রিপুদের ক্রীতদাস ক'রে ফেলে। তখন বিবেকের হিতবাণী হিতাহিত জ্ঞানের তীব্র তিরস্কার আর কর্ণকুহরে স্থান পায় না। সে সময় রশ্মি-বিহীন অশ্বের ন্যায় মানব দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে পড়ে; আবরণ হীন কর্পূরের ন্যায় অন্তরের কোমল ভাব ও মনুষ্যত্বটুকু কোথায় উধাও হ'য়ে যায়; লবণ স্পর্শে জলোকার মতন সৎ-প্রবৃত্তিগুলি নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, পশুভাব হৃদয়কন্দরে বদ্ধমূল হ'য়ে বসে, কাজেই তখন মানুষে ও পিশাচে বিশেষ কোন পার্থক্য থাকে না।

পুরুষের পড়্‌তা পড়্‌লে সুসময় এলে এই ভাবনাই আবার সুখের

নিদানভূত হয়; কল্পনা-সহচরীর সঙ্গে এই মর্ত্ত্যে থেকেও স্বর্গরাজ্যে ভ্রমণ করে, পারিজাতের সুবাসে রাত্র দিন ভোর থাকে, আবার কাহার সেই ভাবনার প্রভাবে মর্ম্মস্থলে যেন শত বৃশ্চিক দংশন করে এবং শরবিদ্ধ হরিণের ন্যায় ভীষণ যাতনায় ছট্‌ফট্ করে।

আমারও যখন সুসময় ছিল, তখন ভাবনায় কত সুখ হ'তো, কত আশা ভরসা সুখ আনন্দ ও উৎসাহ হৃদয় সমুদ্রে ভাসিয়া বেড়াইত, কত মধুর মন প্রাণ স্নিগ্ধকারী সুচিত্র স্বপ্নেলব্ধ বিভবের ন্যায় হৃদয়-দর্পণে প্রতিফলিত হ'তো, কাজেই জীবনের সেই সুখ স্বপ্ন স্বরূপ মধুর ভাবনা আমার কতই প্রীতিপদ হ'য়েছিল; কিন্তু এক্ষণে সেই ভাবনা আমার পক্ষে নিতান্ত মর্ম্মঘাতী হ'য়েছে।

আমার জীবনের সেই সুখ চিন্তা অতীব যত্নের সহিত গোপন ক'রে রেখেছিলাম, কাহার নিকট ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করি নাই; কেবল আশা-সূত্র অবলম্বন ক'রে কল্পনা-রাজ্যে ভ্রমণ কর্‌তাম; কিন্তু আজ আমার সেই সুখ-চিন্তা অন্তরিত হ'লো এবং তার পরিবর্ত্তে এমন এক মর্ম্মভেদী ভাবনা উপস্থিত হ'ল যে, তাহার আক্রমণে আমি নিতান্ত ব্যথিত হ'য়ে পড়্‌লেম, এমন কি আমার বুকের শোণিত যেন শুষ্ক হ'তে আরম্ভ হ'লো।

আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম যে, কিষণজি বাবু কি গিন্নী আমার কেহ আপনার জন নয়। তাহ'লে আমি কে? বাবু যে কনোজী ব্রাহ্মণ, তাহারি বা স্থিরতা কি? যেরূপ শুন্‌তেছি তাহাতে বঙ্গবাসী বাঙ্গালী হবার সম্ভাবনা। বোধ হয় সম্পূর্ণরূপে আত্মগোপন কর্‌বার অভিপ্রায়ে একেবারে হিন্দু সেজেছেন; কিন্তু ওর গুরুদেব লোকটা কে? তিনি সন্ন্যাসী হ'য়ে আমাকে কোথায় পেলেন, আমার দ্বারায় শেষে তার কি কার্য্য সাধন হবে? এরূপ ছদ্মবেশী নরাধমের উপর আমার প্রতিপালনের ভার কেন দিলেন? প্রভৃতি প্রশ্ন আমার মনোমধ্যে উদয় হ'লো; কিন্তু একটির মীমাংসা কর্‌তে সক্ষম হ'লেম না।

আমার মনের চাঞ্চল্য ভয়ানক বৃদ্ধি পাইল, একবার মনে হ'লো যে, কাশীধামে গিয়ে অভয়ানন্দ স্বামীর অন্বেষণ করি এবং তাঁর নিকট গিয়ে প্রাণের কপাট খুলে সব কথা বলি। কারণ তিনি ছাড়া আর কেহই আমার মনের এই প্রদীপ্ত কৌতূহলানল নির্ব্বাণ কর্‌তে পার্‌বে না।

আমার কে পিতা, কে মাতা, কি জাতি, কিরূপ অবস্থায় তিনি আমাকে পেয়েছেন, আমার পিতা মাতা জীবিত আছেন কিনা, তা তিনিই জানেন আর কর্ত্তা বোধ হয় জান্‌লেও জান্‌তে পারেন, কিন্তু তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে কোন ফল হবে না, বরং হিতে বিপরীত হবার নিতান্ত সম্ভাবনা। তারপর ৺কাশীধামে স্বামীজির কাছে যাওয়া বড় সহজ কথা নয়। আমার এক পয়সারও সম্বল নাই, সুতরাং এ অবস্থায় আমি কিরূপে সুদূর কাশীধামে যাব?

আমি শয্যার উপর শুয়ে এই সব কথা মনে মনে তোলাপাড়া করিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুই স্থির কর্‌তে পার্‌লেম না। অন্তরে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হ'লো, ভয়ানক উৎকণ্ঠায় হৃদয় আক্রান্ত হ'লো, কাজেই আমি কিছুতেই আর বিন্দুমাত্র শান্তিলাভে সমর্থ হ'লেম না। পূর্ব্বেকার ভাবনায় সুখ ছিল, ভাব্‌তে ইচ্ছা হ'তো, কিন্তু সম্প্রতি আমি যে নূতন ভাবনা-সাগরে মগ্ন হ'লেম, তাতে আমার হৃদয়-মধ্যে যেন বিষাক্ত শলাকা বিদ্ধ হ'তে লাগ্‌ল, প্রাণ একপ্রকার অব্যক্ত যাতনায় প্রপীড়িত হ'লো, পূর্ব্বেকার ন্যায় সেই অন্তরের প্রফুল্ল ভাবটুকু আর পুনঃ প্রাপ্ত হ'লেম না। কতদিন পরে যে আমার মনের এই বিষম সন্দেহ নিরাকৃত হবে, তাহা ভবিষ্যতের তমোময় গর্ভে নিহত ও আমার সৌভাগ্য সাপেক্ষ।

সর্ব্বপ্রকার পার্থিব চিন্তা এখন আমার অন্তর হ'তে অন্তর্হিত হ'য়েছে, কেবল প্রকৃতপক্ষে আমি যে কোন্ কুলে জন্মগ্রহণ ক'রেছি, স্বামীজী কি সূত্রে আমাকে পেলেন, এই চিন্তাই আমার হৃদয়ে প্রবল হ'য়ে উঠ্‌লো, আমি তন্ময়চিত্তে তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

এদিকে ক্রমে বেলা ৫টা বেজে গেল, দিবাকরের সেই সর্ব্বজন ভীতকর রৌদ্র-মূর্ত্তি এখন অনেকটা রম্যরূপে পরিণত হ'লো। সুখ-সৌভাগ্য ও দর্প যে কাহার কখন চিরস্থায়ী হয় না, এই নীতি শেখাবার জন্য সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে ঢ'লে পড়্‌লেন, উচ্চ উচ্চ বৃক্ষ চূড়া সকল ক্ষণেকের জন্য সুবর্ণ মুকুট মস্তকে পরিধান করিল, পক্ষীকুল স্ব স্ব সন্তানের জন্য আকুল হ'য়ে বিভু গুণ গাইতে গাইতে নিজেদের বাসায় প্রত্যাগত হ'তে লাগ্‌লো, গাভীগণ বৎস্যসহ ঘরমুখো হ'লো। সূর্য্যদেবের পতন দেখে দু' একটি ফুল ক্রমে ক্রমে ঘোম্‌টা খুলে বিদ্রূপের হাসি হাস্‌তে লাগ্‌লো, দু' একটি তারা এই রঙ্গ দেখ্‌বার জন্য গগনবক্ষ হ'তে উঁকি দিতে আরম্ভ কর্‌লো, ক্রমে সিমন্তিনীর সিমন্তে সিন্দুর বিন্দুর ন্যায় চন্দ্রদেব স্বভাব সুন্দরীর ললাটদেশে শোভা পাইল।

সন্ধ্যা সমাগত দেখে আমার চমক ভাঙ্গিল, আমি বাহিরে আসিয়া মুখ হাত ধুইলাম এবং সদর বাড়ী উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

আমি সদরে আসিয়া দেখিলাম যে, বারণ্ডায় যে ছোট তক্তপোষ-খানিতে ব'সে আমি পার্সী পড়ি, সেইখানেতে একজন মুসলমান ফকির বসিয়া আছে।

আমি ফকির সাহেবের সাজগোজ ও ধরণ ধারণ দেখে অবাক্ হ'লেম্। কারণ লোকটা যে কি উদ্দেশে আজ এখানে এসেছে, তা বুঝ্‌তে আমার বাকী রইলো না। লোকটা যদিও ফকিরের সাজ ধ'রেছে, কিন্তু তথাপি নিষ্ঠুরতা ও বদ্‌মাইসি যেন তার মুখমণ্ডলে মাখানো আছে। কাজেই লোকটা যে সৎ নয়, কোনরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যোদ্ধারের উপযুক্ত পাত্র, তাতে আর আমার অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না।

ফকির সাহেব লোকটা বেশ লম্বা চওড়া, হাত পাগুলি দীর্ঘ, সুদৃঢ় ও মাংসল, বক্ষঃস্থল প্রশস্ত ও কটী ক্ষীণ, কাজেই ফকির সাহেব যে বিশেষ বলশালী ব্যক্তি, তাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যদিও তাহার

বয়স ৬০ বৎসরের কাছাকাছি হবে, কিন্তু তথাপি তাহার মাংস বিন্দুমাত্র ঢিলা হয় নাই, যুবকের ন্যায় উৎসাহ ব্যঞ্জক নয়নের জ্যোতি আছে।

ফকির সাহেবের মাথায় জটার নাম মাত্র নাই, কেবল তেল-কুচ্‌কুচে ঝাক্‌ড়া ঝাক্‌ড়া চুলগুলিতে মাথার মাঝখানে একটা রাঙা ফিতে দিয়ে ঝুঁটী বেঁধেছে, গলায় ছোট বড় প্রভৃতি রকম বেরকমের ঝোড়াখানেক মালা গলায় শোভা পাচ্ছে এবং এক ছড়া ছোট মালা ট্রাকাপীর সইয়ের মত তার হাতে আছে।

একটি নীল রংয়ের সামান্য কোপ্নিতে ফকির সাহেবের লজ্জা নিবারণ ক'রেছে; কাঁধে পাট করা একখানি কম্বল ও হাতে শিংয়ের ন্যায় পাকানো এক গাছি ছোট লাঠি আছে ও কড়াতে আঁটা একখানি কিস্তি পৃষ্ঠের দিকে ঝুল্‌ছে।

ফকিরজির মুখখানি বাটীর ন্যায় গোল, কপালটী বেয়াড়া উঁচু, চক্ষু দু'টি ক্ষুদ্র, ঈষৎ কোটরগত ও আরক্তিম, দৃষ্টি বক্র ও কুটিল, নাসিকাটি বেশ উন্নত এবং দুই একটি বসন্তের চিরস্থায়ী দাগে বদনমণ্ডল চিত্রিত। সাইজির গোঁপের মাঝখানটি কামানো, কেবল দুই পাশে ফাঁক্ ফাঁক্ দু-চার গাছি কটা কটা গোঁফ শোভা পাচ্ছে এবং সেই গোঁপের উপযুক্ত মাঝখানে ছাগল দাড়ি বিশেষ তামার শলার ন্যায় কটা কয়েক গাছ চুল বাতাসে ফুর্ ফুর্ ক'রে উড়্‌ছে।

ফকির সাহেবের ডান হাতের বাহুর উপর লাল সালুতে মোড়া এক ধাব্‌ড়া তাবিজ, কলাছড়ার ন্যায় ঢেঙ্গা ঢেঙ্গা আঙ্গুলে লাল জরদা প্রভৃতি ঝুটো পাথর বসানো গুটিকয়েক রূপার আংটী ও হাতের তালু মেদীপাতার রংয়ে রঞ্জিত ছিল। ফলকথা ফকির সাহেবকে দেখ্‌লেই একটি জল জন্তু বুজরুক, হাড়েটক বদ্‌মাইস ও বেমালুম খাঁটী বর্ণচোরা আম ব'লে সকলের বোধ হ'য়ে থাকে। এইজন্য বোধ হয় সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতেরা বলেন যে, মানবের মনের ভাব অনেকটা তার মুখমণ্ডলে

প্রতিফলিত হ'য়ে থাকে। সেইজন্য একজনকে দেখ্‌লে মন প্রাণ যেমন আনন্দ সাগরে মগ্ন হয়, তাঁর চরণে সর্ব্বস্ব দেবার সাধ প্রবল হয়, আবার একজনকে দেখ্‌লে মনে কেমন একপ্রকার অভূতপূর্ব্ব ঘৃণার উদয় হ'য়ে থাকে ও বিষতুল্য তার সঙ্গ ত্যাগ কর্‌বার ইচ্ছা প্রবল হয়।

ফকির সাহেবের শ্রীমুখ দেখে তার উপর আমার বিন্দুমাত্র ভক্তির উদয় হয় নাই, বরং তাকে একজন ঘোর ভণ্ড বদ্‌মাইস ব'লে জ্ঞান হ'য়েছিল। যদিও আমি তাকে নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম, কিন্তু তথাপি কেতামতন তাহাকে একটি লম্বা সেলাম কর্‌তে হলো। কারণ তখনও মুসলমান রাজত্বের আমেজ ছিল, কাজেই মুসলমান ফকিরদের তখন অপ্রতিহত ক্ষমতা ও প্রচুর সম্মান ছিল। কেহ ফকিরদের সামান্য মাত্র অপমান কর্‌লে, কাজীর বিচারে তাকে কঠোর দণ্ড ভোগ কর্‌তে হ'তো, সুতরাং প্রকাশ্যে কেহ ফকিরদের অসম্মান কর্‌তে সাহসী হ'তো না।

আমি সেলাম কর্‌লে, সাইজি হাসি মুখে তার পাশে আমাকে বস্‌তে বল্‌লো ও খুব মোলায়েম ভাবে কহিল, "আরে ভেইয়া, তোম্‌রা নাম কা?" আমি সেই ছোট তক্তপোষের একধারে উপবেশন ক'রে উত্তর করিলাম, "আমার নাম হরিদাস।"

ফকির। "কিষণজি বাবু তোম্‌রা কোন্ লাগ্‌তা?"

আমি। হাম্‌রা চাচা হোতা।

ফকির। আচ্ছা ভেইয়া, বাবু সাব্‌কা মুল্লুক কাঁহা?

এই প্রশ্নে আমি একটু বিব্রত হইলাম, কি যে উত্তর করি কিছুই স্থির কর্‌তে পার্‌লেম না। এদিকে বাবুকে যখন চাচা ব'লে পরিচয় দিয়েছি, তখন জানিনা বল্‌লে খাট্‌বে না, কাজেই একটু বুদ্ধি খাটিয়ে কহিলাম, "বাবুর মুল্লুক গয়া জিলা টিকারিমে, হুঁয়া বাবুকা জমিদারী হ্যায়।"

ফকির। আচ্ছা ভেইয়া, বাবুকা জমিদারীমে আমদানি কেৎনা?"

আমি। দশ হাজার রুপেয়া সাফ্ মুনফা হোগা।"

আমার এই উত্তর শুনে সাইজি একবার কট্‌মট্‌ ক'রে আমার মুখের দিকে চাহিলেন ; ভাবে বোধ হ'লো, আমার এই কথাটা ফকির সাহেবের তেমন বিশ্বাস হ'লো না, বোধ হয় বাবুর সম্বন্ধে আরো দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বার সাধ ফকির সাহেবের মনে মনে ছিল, কিন্তু তাহা আর বলিবার অবসর হইল না, কারণ সেই সময়ে খোদ কর্ত্তা গা হাত ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, কাজেই ফকির সাহেবকে তখনকার মতন ঢোক গিলিতে হইল।

কর্ত্তা ফকিরকে লইয়া বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিলেন, চাকরে তামাক দিয়া গেল, তাঁহারা দরজা বন্ধ করিয়া উভয়ে চুপি চুপি কি পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

আমি একাকী বাহিরে সেই তক্তাপোষের উপর বসিয়া রহিলাম। যদিও কর্ত্তা দরজা বন্ধ করিয়া অতি সাবধানের সহিত খুব চুপি চুপি কথা কহিতেছেন, কিন্তু তথাপি আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, গত রাত্রে গুলিতে হত সেই হতভাগ্য মুসলমানের শবদেহ সরাইবার জন্য এই পরামর্শ চলিতেছে। নিশ্চয় সেই বহুরূপী ঘোর ভণ্ড ঠাকুর সাহেব, এ উদ্দেশ্যের জন্য এই ব্যাটাকে পাঠিয়েছেন। এ বেটা যেরূপ ষণ্ডা ও বলবান, তাতে ও একাকী অনায়াসে সেই লাস বয়ে নিয়ে যেতে পার্‌বে ; এখন দেখা যাক্‌ কি উপায়ে সে লাসটা সাবাড় করে।

আমি সেইখানে বসে এই সব কথা মনে মনে ভাব্‌ছি, প্রায় দু' ঘণ্টা সময় হ'য়েছে, এমন সময় কর্ত্তা দোর খুলে বাহিরে এলেন এবং আমার কাছে এসে খুব স্নেহস্বরে কহিলেন, "বাবা হরিদাস! তোমাকে একটি কাজ কর্‌তে হবে।"

আমি অবনত মুখে উত্তর করিলাম, "কি কর্‌তে হবে, আজ্ঞা করুন? কর্ত্তা খুব মোলায়েমভাবে কহিলেন, "এমন কিছু নয়, তুমি কেবল এই ফকির বেটার পেছনে পেছনে যাবে এবং দেখ্‌বে, এ বেটা একটা বস্তা

গঙ্গায় ফেলে কিনা; ও বেটা নেড়ের উপর ততদূর বিশ্বাস করা যায় না, সেইজন্য তোমাকে সঙ্গে পাঠাচ্ছি। কারণ তোমার মত বিশ্বাসের পাত্র আর আমি দেখি নাই; সেইজন্য তোমাকে প্রাণ দিয়েও বিশ্বাস ক'রে থাকি; যাই হোক্ এখন শীঘ্র শীঘ্র কাজটা শেষ ক'রে এসো।"

আমি বুঝ্‌তে পার্‌লাম কর্ত্তা কাজ আদায়ের জন্য আমাকে খুব বিশ্বাসের পাত্র, ভাল ছেলে ব'লে সুখ্যাতি কর্‌লেন। পাছে লাসটা গঙ্গায় না ফেলে দেয়, সেইজন্য আমাকে সঙ্গে দিলেন। পাপীর সহিত পাপীর, বদ্‌মাইসের সহিত বদ্‌মাইসের, চোরের সহিত চোরের মিলন বটে, গরজের জন্য পরস্পর বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ হয় সত্য, কিন্তু কেহ কাহাকেও অকপটে বিশ্বাস কর্‌তে পারে না; পরস্পর পরস্পরের নিকট হৃদয় লুকাইয়া রাখে, প্রাণের কপাট খুল্‌তে কাহারও সাহস হয় না। সেইজন্য কর্ত্তা নিজের দলের লোক সাইজিকেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌লেন না, পাছে কোনরূপ বিপদ ঘটায়, এই আশঙ্কায় আমাকে তার সঙ্গে পাঠাচ্ছেন।

যদিও আমি সকল কথা বুঝ্‌তে পার্‌লাম, সাইজি কিসের বস্তা ল'য়ে যাবে তাহাও জান্‌তে বাকী রইল না, কিন্তু তথাপি কর্ত্তাকে প্রকাশ্যে কোন কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লাম না। কেবল শিষ্ট বালকের ন্যায় এক "যে আজ্ঞা" বলে মাথা হেট ক'রে রইলাম।

কর্ত্তা আর কিছু না ব'লে সেই কক্ষ মধ্যে পুনরায় প্রবেশ কর্‌লেন এবং প্রায় আধ ঘণ্টাটাক পরে সাইজিকে নিয়ে কর্ত্তা বাইরে এলেন। আমি দেখ্‌লাম যে, অমিতবলী সাইজি সেই মুসলমানের শব একটা বস্তার মধ্যে পূরিয়া পিঠে ফেলিয়া সেই কম্বল দ্বারায় বুকের সহিত উত্তম-রূপে বেঁধেছে এবং এক হাতে সেই ছোট লাঠি ও অন্য হাতে তসবীর মালা শোভা পাচ্ছে।

ফকির সাহেব বাড়ী থেকে বেরুলেন, কর্ত্তার ইঙ্গিতক্রমে আমিও

তার পিছু পিছু চল্‌লাম। শেষে সেই গলি পার হ'য়ে আমরা সদর রাস্তায় পড়্‌লাম।

সদর রাস্তায় পড়ে ফকির সাহেব একেবারে সপ্তমে সুর তুলে "আলেক" ব'লে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন। সে সময় ফকিরদের খুব সম্মান ছিল, লক্ষপতি ধনী ব্যক্তিও ফকির দেখ্‌লে মস্তক অবনত কর্‌তেন, কাজেই ফকির সাহেবের রব শুনে পথিকেরা সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল ও সেলামের ধূম প'ড়ে গেল। সাইজি কোন দিকে আর লক্ষ্য না ক'রে দ্রুতপদে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লো এবং এক একবার সেইরূপ চীৎকার ক'রে রাস্তা সাফ্‌ ক'রে লইলো। আমি জেলের পশ্চাতবর্ত্তী হাঁড়ির ন্যায় তার পিছনে পিছনে চল্‌লাম।

আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা গঙ্গাতীরে এসে উপস্থিত হ'লাম। তখন রাত্রি প্রায় দশটার অধিক হবে না; কিন্তু এই জনমানব-পরিশূন্য নির্জ্জন স্থানে এসে আমার বোধ হ'লো যেন অর্দ্ধরাত্রি অতীত হ'য়েছে। কারণ সহরের কোলাহলের নামমাত্র এখানে নাই; কেবল বেকার কুকুরের চীৎকার ও রাত্রিচর পক্ষীর পক্ষ-তাড়ন-জনিত শব্দে সে স্থানের নিস্তব্ধতা কথঞ্চিৎ ভঙ্গ হ'চ্ছে।

ফকিরজি গঙ্গার ধাঁর ধ'রে প্রায় পোয়াটাক্‌ রাস্তা চ'লে গেল, আমি তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যেতে লাগ্‌লাম; শেষে ফকির সাহেব খুব উঁচু পাড়ের উপর দাঁড়াইয়া সেই বস্তা গঙ্গার জলে ফেলে দিল, আমি শব্দ শুন্‌তে পেলাম, সুতরাং সেই বস্তায় আবদ্ধ শব যে সুরধনীর অতলতলে নিমগ্ন হ'লো, তাতে আর আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না।

আমরা দু'জনেই ঘর মুখো হ'লাম; এবং পরস্পর নানাপ্রকার কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত হ'লাম।

প্রথমেই ফকির সাহেব আমাকে দুশো তারিফ কর্‌লো, আখেরে আমি যে একটা উঁচুদরের কাজের লোক হব, তাহাও বল্‌তে ভুল্‌লো না;

কিন্তু সে সব অসার মনরাখা কথা আমার আদৌ গ্রাহ্য হ'লো না; আমার এক কাণ দিয়ে প্রবেশ ক'রে, অন্য কাণ দিয়ে বাহির হ'য়ে গেল।

ফকির সাহেব কর্ত্তার ঘরকন্না সম্বন্ধে অনেক কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, আমি সবদিক্ বজায় রেখে বুদ্ধি খরচ ক'রে তাহার যথাযথ উত্তর দিলাম, কোন কথায় আমাকে ঠকাইতে পারিল না। এই কয়দিন বদ্‌মাইসদের কাণ্ডকারখানা দেখে আমার যথেষ্ট বহুদর্শীত্ব লাভ হ'য়েছে. বুদ্ধিরূপ কৃপাণে ধার ধ'রেছে, কাজেই এখন দেশকাল পাত্র বুঝে কথা কইতে শিখেছি।

আমি ফকির সাহেবের কথার ভাবে বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লাম যে, কর্ত্তার সহিত তার বেশী মেশামেশি ভাব নাই; অল্পদিন হ'লো আলাপ হ'য়েছে, তাই আমাদিগের বাবুটীকে ঠিক চেন্‌বার জন্য আমাকে এত কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছে। ফল কথা এই ভণ্ড ফকিরটা যে অতি ভয়ানক প্রকৃতির লোক, অতীব বলবান্ ও ঘোর নিষ্ঠুরকর্ম্মা, এমন কি কোন ডাকাতের দলের সর্দ্দার, তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কেবল লোকের চক্ষে ধূলি দেবার জন্য এই ফকিরী সাজ ধ'রেছে। বোধ হয় এ জগতে এমন কোন অকার্য্য নাই, যাহা এই ফকির দুরাচার সম্পন্ন করতে না পারে। এ বেটা নিশ্চয় সেই ঠাকুর সাহেবের প্রেরিত লোক; একা একটা লাস বেমালুম বহন ক'রে আনা বড় সহজ কথা নয়; কিন্তু ছেলেরা যেমন খেলানা নিয়ে যায়, সেইরূপ এ ব্যাটা অনায়াসে ওরূপ ভারী বস্তাটা ব'য়ে নিয়ে গঙ্গায় ফেলে দিলে; তাহ'লে লোকটা বড় সাধারণ নয়, নিশ্চয় বয়সে এরূপ শত শত দুঃসাহসিক কাজ ক'রেছে। ঠাকুর সাহেব লাস সাবাড়ের অভিপ্রায়ে এরকম কেজো লোক পঠিয়েছে। তবে এ লোকটার সঙ্গে আমাদের কর্ত্তার যে হালে আলাপ পরিচয় হ'য়েছে, তা আমি ফকির সাহেবের কথাবার্ত্তার ঢঙ্গে বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লাম।

এই জগতে চোরের সহিত চোরের মিলন হয় বটে, পরস্পর মিত্রতা-

পাশে আবদ্ধ হয় সত্য, কিন্তু কেহ কাহার কথা সত্যজ্ঞানে বিশ্বাস করে না। কারণ তমসাবৃত কূপে যেমন কমল বিকশিত হয় না, তেম্‌নি কলুষ-রাশি পরিপূর্ণ মলিন হৃদয়ে অকপট বিশ্বাসরূপ মহারত্নের অবস্থান নিতান্ত অসম্ভব। যে বিশ্বাসের প্রভাবে এই মরণশীল মনুষ্য অমরত্ব অবধি লাভ কর্‌তে পারে, কঠোর জঠর যন্ত্রণার দায় হ'তে একেবারে মুক্ত হয়, ইহকাল সর্ব্বস্ব নিষ্ঠুরকর্ম্মা এই সব নর প্রেতেরা সেই বিশ্বাসের মাহাত্ম্য কি বুঝ্‌বে? তারা নিজে যেরূপ দরের লোক, অপর সকলকে সেইরূপ জ্ঞান করে, মৌখিক মিষ্ট কথায় পরস্পর পরস্পরকে প্রতারণা কর্‌তে সাধ্যমত চেষ্টা করে। সেইজন্য কর্ত্তার সম্বন্ধে সঠিক খপর জান্‌বার জন্য ফকির সাহেব এতগুলি মোলায়েম কথা খরচ কর্‌লে ও সঙ্গে সঙ্গে অনেক কথা যাচাই ক'রে নিলে। কারণ তাহার সাথের-ভাই কর্ত্তা মহাশয়ের কথার মধ্যে যে অনেক খাদ আছে, তাহা অনেকটা আঁচে বুঝ্‌তে পেরেছিল; তাই কর্ত্তা মশায় প্রকৃতপক্ষে লোকটা কে, তাহা জান্‌বার জন্য আমাকে এত জেরা করিল; কিন্তু তাহাতে ফকির সাহেবের উদ্দেশ্য আদৌ সিদ্ধ হ'লো না। কারণ বুদ্ধি খরচ ক'রে এম্‌নি ভাবে তার কথার উত্তর দিলাম যে, ছদ্মবেশী কর্ত্তার মান সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রইলো। ফকির সাহেবের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদয় হ'লো না।

অনেক কথাবার্ত্তার পর আমার উপর ফকির সাহেবকে অনেকটা প্রসন্ন দেখে আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "আচ্ছা দাতা সাহেব! তোমার আস্তানা কোথায়?"

ফকির সাহেব কহিলেন, "আরে ভেইয়া! হাম্ ফকির আদ্‌মি হ্যায়, হাম্‌রা রয়নেকা ঠিকানা ক্যায়া?"

আমি এই ফাঁকা উত্তরে নিরস্ত না হ'য়ে পুনরায় কহিলাম, "যেখানে হয় এক জায়গায় তো বাস করেন?"

ফকির। হ্যাঁ ভেইয়া, হাম্ দরগামে রয়তা।

আমি। সে দরগা কোথায় ?

ফকির। এই সহরমে হ্যায়। তোম্ জুম্মা পীরের দরগাকা বাৎ কভু শোনা নেই ?

আমি। কই না, আমি তো শুনি নাই।

ফকির সাহেব বিস্মিতভাবে কহিল, "আরে ভেইয়া! তোম্ দরগা জান্তা নেই ? এই ভর সহরমে এসা আয়েসকা জায়গা আউর নেহি। সহরকা জেৎনা সৌখিন বড় আদ্মির নেড়কা হুঁয়া হরদম আতা হ্যায়, হুঁয়া তোম্ বেসখ চিজ মাঙ্গো তো হাজির হোগা। দরগামে এয়সা আদ্মি হ্যায় যে, তোম্‌কো হাতমে আস্মানকা চাঁদ দেনে সেক্তা। কোই শালা দুসমন্ কি কোতয়ালিকা বরকন্দাজ হ্যায় শির বাড়ানে সেক্তা নেহি; যো দরগামে পৌছা গিয়া, উসকা আপদ সব কাট্ গিয়া। এয়সা আয়েসকা জায়গা এই ভর্ দুনিয়াকা বিচ্‌মে আওর হ্যায় নেহি।

আমি কথার ভাবে বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লাম যে ফকির সাহেবের কথিত দরগা একটি ভয়ানক বদ্‌মাইসের আড্ডা; আমি পূর্ব্বে ঠাকুর সাহেবের আখ্‌ড়ায় একবার গিয়েছিলাম বটে, কিন্তু ভিতরের কোন কাণ্ডকারখানা দেখি নাই, কাজেই এ দরগার মধ্যে বদ্‌মাইসদের কার্য্য কলাপ দেখ্‌বার সাধ প্রবল হ'লো, আমি কিছুতেই আমার অন্তরের প্রদীপ্ত কৌতুহলকে দমন কর্‌তে পার্‌লাম না। "অবশেষে আমি কহিলাম, দাতা সাহেব! আমি তোমার দরগা একবার দেখ্‌তে পাবো ?"

ফকির সাহেব এক গাল হেসে আমার কাঁধের উপর ডান হাতখানি দিয়ে উত্তর করিল, "আরে তোম্ বাবুকা ভাতিজা, বেসখ হামলোক্‌কা দোস্ত আদ্মি, তোম্ আল্‌বৎ জানেকো লায়েক হ্যায়। বেসখ তোম্‌রা ওয়াস্তে হাম্ দো চার রূপেয়া খরচ করেগা।"

বালসুলভ কৌতূহলে আমার অন্তর পূর্ণ হ'লো, কাজেই অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা কর্‌বার আর অবসর রহিল না। আমি ফকির সাহেবের উদারতায়

নিতান্ত প্রীত হ'লাম এবং দরগার মধ্যে বদ্‌মাইসদের কাণ্ড কারখানা দেখ্‌বার অভিপ্রায়ে তার সঙ্গে সঙ্গে চল্‌লাম, অন্তরে কোনপ্রকার দ্বিধা কি ভয় হ'লো না। হায়! তখন একবার স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, এই সামান্য সূত্র হ'তে আমার জীবন স্রোত অন্যদিক দিয়ে প্রবাহিত হবে।

নবম পরিচ্ছেদ।

পীরের দরগা।

আমি ফকির সাহেবের সঙ্গে দরগা দেখ্‌বার জন্য যাত্রা কর্‌লাম। তিনি আপাততঃ আমার মুরুব্বির পদ গ্রহণ কর্‌লেন এবং দরগার সম্বন্ধে ঢ়শো সুখ্যাতি কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন। তার কথার ভাবে বোধ হ'লো, যেন আমরা পাপতাপময় জগৎ পরিত্যাগ ক'রে শান্তির-নিকেতন তুল্য স্বর্গধামে গমন কর্‌ছি। সেখানে একবার মাথা গলালে কোনরকম ভয় ও ভাবনার নাম মাত্র থাকবে না; গোটা প্রাণটা কেবল সুখ-সাগরে ডুব সাঁতার কাট্‌তে থাকবে।

আমরা প্রশস্ত রাজপথ ত্যাগ ক'রে একটা গলির মধ্যে প্রবেশ কর্‌লাম। তখন সপ্তমীর চাঁদ আকাশপটে দেখা দিয়েছেন এবং বিমল কৌমুদী প্রভায় স্বভাব সুন্দরীর মলিন মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে।

আমরা যে গলিটার মধ্যে প্রবেশ কর্‌লাম, সেটা নিতান্ত অপ্রশস্ত, অপরিষ্কৃত ও জঘন্য; মরা ইঁদুর, পচা ছুঁচো, মুরগীর পালক, হাঁসের ডিম

ও পিয়াজের খোসা চারিদিকে ছড়ানো আছে এবং মাঝে মাঝে আবর্জ্জনা-রাশির স্তূপ যেন ছোট ছোট পাহাড়ের ন্যায় শোভা পাচ্ছে; দু-ধারে অধিকাংশই খোলার ঘর, মধ্যে মধ্যে দু-চারখানি জীর্ণ দোতলা বাড়ী আজন্ম উলঙ্গ অবস্থায় শত শত দন্তবিকাশ পূর্ব্বক দাঁড়িয়ে আছে। দোর জানলা প্রায় কাহারো নাই, দু-এক জায়গায় গরাণ ও বাঁখারি গরাদের একটাং হ'য়েছে ও ছেঁড়া কাপড়ের গোছ্‌লা জানলার কপাটের বদলি খাট্‌ছে। ফলকথা দারিদ্রতা ও কুরুচীর পূর্ণ নিদর্শন সেই স্থানে বিভ্যমান আছে।

অন্যান্য রাজপথের ন্যায় এই রাত্রিকালেও এ গলিটা সম্পূর্ণরূপে নিস্তব্ধ হয় নাই। অনেকগুলি বাড়ীর গবাক্ষপথ দিয়ে ক্ষীণ আলোক বহির্গত হ'চ্ছে এবং পতি বা উপপতির পীড়নে রমণীর করুণ ক্রন্দন, মাতালের বিকট চীৎকার বেতালা অশ্লীল সঙ্গীত ও উচ্চ হাসির রোল মধ্যে মধ্যে উত্থিত হ'চ্ছে।

আমরা যে কোন ভদ্র-পল্লীর মধ্যে আসি নাই, এই সব বাড়ীতে যে পতিতা স্ত্রীলোক ও ভয়ানক প্রকৃতির বদমাইসেরা বাস করে, তাহা আমি মনে মনে বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লাম; কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বল্‌লাম না, কেবল নীরবে ফকির সাহেবের সঙ্গে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লাম।

সেই গলিটার মোড়ের মাথায় একটা প্রকাণ্ড বটগাছের নীচে একটা ছোট একতালা ঘর র'য়েছে এবং তাহার মধ্যে একটা মাটীর প্রদীপ মিট্‌মিট্‌ ক'রে জ্বল্‌ছে, কিন্তু তার মধ্যে কোন জনমানবের নাম মাত্র নাই।

ফকির সাহেব সেই ঘরটার সাম্‌নে দাঁড়াইল এবং লম্বা ধরণের একটি সেলাম ঠুকে কহিল, "এ ভেইয়া, সেলাম কিয়ো, এই জুম্মা পীরকা দরগা।" ফকিরের কথামত আমি একটা লোক দেখানো সেলাম কর্‌লাম বটে, কিন্তু বিষম খট্‌কা উপস্থিত হ'লো। কারণ ফকির সাহেব এই দরগার যেরূপ সুখ্যাতি ক'রেছিল, ইহাতে তাহার কিছুই দেখ্‌তে পেলাম

না। আমি সেই ক্ষীণ আলোকের সাহায্যে দেখ্‌লাম যে, সেই ঘরের ঠিক মধ্যস্থলে কাপড়ে মোড়া একটি ছোট টিপি শোভা পাচ্ছে এবং ছড়া কয়েক শুক্‌নো ফুলের মালা তার উপর র'য়েছে। টিপির ঠিক কোলে রকম বেরকম ছোট বড় প্রভৃতি কড়ি ও মাটীর ছোট ছোট ঘোড়া ও খানকয়েক বাতাসা, অনেকটা এলোমেলো ভাবে সাজানো আছে। এক ধারে একটি ছোট কুলুঙ্গিতে সেই মাটির দুর্গাপ্রদীপটি মিট্‌মিট্‌ ক'রে জ্বল্‌ছে।

আমি ঘরের এই সব আসবাব দেখছি ও ফকিরের কথা মনে মনে ভাবছি, এমন সময় ফকির সাহেব আমার ডান হাতখানি ধ'রে বল্‌লেন, "আও ভেইয়া! আবি অন্দর দেখ।" এই কথা বলে তিনি হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লেন।

আমি ফকিরের সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম, তিনি আমাকে সেই দরগা ঘরের পিছনে লইয়া আসিলেন। আমি দেখ্‌লাম যে, সেখান দিয়ে একটি খুব সরু গলি পড়েছে এবং একদিকে সেই প্রকাণ্ড বটগাছ ও অন্যদিকে খুব উঁচু উঁচু নিম ও দেবদারু গাছ শোভা পাচ্ছে; কাজেই চন্দ্রদেবের ক্ষীণ রশ্মি কোনকালেও তথায় প্রবেশ করতে পারে না, পর্ব্বত গুহার ন্যায়, নিবিড় অন্ধকার নিরবচ্ছিন্নভাবে তথায় রাজত্ব ক'রে থাকে। আমি অন্ধের ন্যায় ফকির সাহেবের কাঁধে হাত দিয়া ধীর-পদবিক্ষেপে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লাম; কিন্তু খানিক দূর গিয়া আমার যেন চমক ভাঙ্গিল, কোথা হ'তে সহসা ভয় এসে আমার হৃদয়-মন্দিরে বিগ্রহরূপে দেখা দিল, বুক গুর্‌গুর্‌ ক'রে উঠ্‌লো, এবং রবিতাপে ম্রিয়মান কিশলয়সম মুখখানি শুকায়ে গেল। আমি মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌লাম, "আমি কি মূর্খ, তুচ্ছ কৌতুহল তৃপ্তির জন্য এই অপরিচিত ছদ্মবেশী বদ্‌মাইসের সঙ্গে কোথায় যাচ্ছি? এ বেটার মনে যে কোনরূপ অসৎ অভিসন্ধি নাই, তাহারই বা প্রমাণ

কি? সর্প বিবর তুল্য বদ্‌মাইসের সেই আড্ডার মধ্যে প্রবেশ কর্‌লে কোনরূপ বিপদ যে ঘট্‌বে না, তাহাই বা কে বলিল? অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রে বাল-স্বভাব-সুলভ চাপল্যের বশীভূত হ'য়ে, এই রাত্রিকালে এরূপ ভয়ানক প্রকৃতি লোকের সহিত এ প্রকার ভয়ানক স্থানে এসে ভাল করি নাই। জানি না, আমার অদৃষ্টে আজ কি নিগ্রহভোগ সঞ্চিত আছে।

সহসা এইরূপ চিন্তার আক্রমণে আমি নিতান্ত ব্যথিত হ'লাম; কি যে উপায় করি, তাহা স্থির কর্‌তে পার্‌লাম না, কাজেই আর অগ্রসর না হ'য়ে সেইখানে দাঁড়ালাম।

ভাবে বেশ বোধ হ'ল যে, আমার অন্তরের এই ভাবান্তর চতুর চূড়ামণি ফকির সাহেবের কাছে প্রচ্ছন্ন থাক্‌লো না; কারণ তিনি একবার হো হো ক'রে হেসে উঠে, অপেক্ষাকৃত নম্রস্বরে কহিলেন, "কেঁও ভেইয়া! কুচ্ ডর্ মালুম্ হুয়া? তোম্‌রা পাশ তো আস্‌রুফিকা তোড়া নেহি যো লুট লেগা? হাম্ জান্‌তা তোমরা পাশ এক্‌ঠো কৌড়ি বি নেহি, হাম্ তোম্‌কো ওয়াস্তে কুচ্ খরচ কর্‌নে তৈয়ার হুয়া। তোম্ দোস্ত আদ্‌মি, বাবু সাব্‌কা ভাতিজা, রাত্‌মে বহুত তক্‌লিফ হুয়া, জেরা স্ফুর্ত্তিকা ওয়াস্তে চল, তোম্‌কো কুচপরওয়া নেহি; মেরা সাথ যব্‌তক রহেগা, কোইকো এয়সা তাকত নেহি যো তোমরা আগে খাড়া হোয়, তোম্ বেপরোয়ায় মেরা সাথ চলিয়ে।"

ফকির সাহেবের এই সকল অভয় বাক্যে আমি অনেকটা আস্বস্ত হ'লাম বটে, কিন্তু অন্তরের সেই সন্দেহ টুকুন্ কিছুতেই নিরাকৃত হ'লো না; তবে তখন আর কোন উপায় নাই, নিজে ইচ্ছা ক'রে সম্পূর্ণরূপে এই পাপিষ্ঠের কবলে পতিত হ'য়েছি, এখন ইহার সঙ্গ ত্যাগ ক'রে একাকী এ স্থান হ'তে নির্ব্বিঘ্নে সে বাটী ফিরে যাব, তাহা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। কাজেই ফকির সাহেবের কথায় আর

কোন প্রতিবাদ কর্‌লাম না, কলের পুতুলের ন্যায় পুনরায় তাহার কাঁধ ধরিয়া সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকার-রাশির মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লাম; মনে কর্‌লেম যখন না বুঝে ডুব দিয়াছি, তখন পাতাল অবধি দেখি, তারপর ভাগ্যে যা আছে কেহই তার বিন্দুমাত্র অন্যথা কর্ত্তে পার্‌বে না।

অন্ধের ন্যায় সাইজির কাঁধে হাত দিয়ে যেতে লাগ্‌লাম, কিছুই দৃষ্টিগোচর হ'লো না। কোথায় যে যাচ্ছি, তাহাও বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। এমন সময় ফকির সাহেবের গতিরোধ হ'ল; এবং তিনি দরজার একটা কড়া ধ'রে খুব জোরে বারকয়েক নাড়্‌লেন। আমি মনে মনে বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লাম যে, আমরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে এসেছি; কিন্তু এই সময় সহসা আমার সর্ব্ব শরীর যেন কণ্টকিত হ'য়ে উঠলো, বুক গুর্‌গুর্ কর্‌তে লাগ্‌লো, একপ্রকার অব্যক্ত ত্রাসে অন্তরার্ণব উদ্বেলিত হ'য়ে উঠ্‌লো, কিন্তু আমি তাহা গ্রাহ্য কর্‌লাম না, অতি কষ্টে প্রাণের এই বিপ্লবকে প্রশমিত কর্‌লাম। এমন সময় বাতি হস্তে একটি স্ত্রীলোক আসিয়া, অগ্রে নাম জিজ্ঞাসা ক'রে দরজা খুলে দিল।

আমরা উভয়ে সেই বাড়ীটার মধ্যে প্রবেশ কর্‌লাম। ফকির সাহেবের সঙ্গে আমাকে দেখে বিস্ময়ের লক্ষণ সকল এই রমণীর মুখমণ্ডলে প্রকটিত হ'লো, কিন্তু মুখে কোন কথা না ব'লে সেই বাতি হস্তে অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল, আমরা তাহার পশ্চাদগামী হইলাম।

আমি বাতির আলোতে দেখিলাম যে, বাড়ীটার চারিদিক খুব উঁচু প্রাচীর দ্বারায় বেষ্টিত; তাহার মাঝখানে বেশ বাহারের একখানি কাঠের দোতলা বাড়ী শোভা পাচ্ছে এবং বাহির দিক দিয়ে খুব সরু একটি কাঠের সিঁড়ি রয়েছে। রমণী আলো হস্তে আগে আগে সেই সিঁড়ির উপর উঠলো, আমরাও তাহার পশ্চাদ্‌গামী হ'লাম; কাজেই নীচেকার ঘরগুলি দেখ্‌বার কোন অসুবিধা হ'লো না।

আমরা তিনজনে উপরে উঠিলাম এবং শ্রীমতীর নির্দ্দেশক্রমে একটা কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

আমরা যে কক্ষ মধ্যে প্রবিষ্ট হ'লাম, সেটী বেশ লম্বা চওড়া ও নিমখাসা রকমের সাজানো। মেজের প্রায় অর্দ্ধেকটা একটা ঢালা বিছানায় মোড়া এবং গুটিকয়েক খোকা তাকিয়া তার উপর মলিনবেশে শোভা পাচ্ছে। একটি ছোট পিক্‌দানি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাটী সংযুক্ত পানের ডাবর, কল্‌কেরূপ পাগ্‌ড়ি মাথায় একটি গুড়্‌গুড়ি সেই বিছনার প্রতিবেশী স্বরূপ চিরকাল বসবাস ক'রে থাকে। এক ধারে একখানি ছোট টেপায়া র'য়েছে, একখানি খোলা আয়না, ছোট বড় গুটিকয়েক কাঁচের গেলাস, একটা কানাভাঙ্গা ফুলদানি, খানকয়েক সান্‌কি তার উপর সোয়ার হ'য়ে ব'সে আছে। ঘরের ঠিক মাঝখানে মান্ধাতার আমলের একটা গোলোক-লণ্ঠন ঝুল ও মাকড়সার জালে জড়িত হ'য়ে ঝুল্‌ছে। লণ্ঠনটীর অবস্থা দেখ্‌লে স্পষ্ট বোধ হয় যে, বহুদিন যাবৎ প্রাণপ্রিয়া বাতি-সুন্দরীর সহিত তাহার দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই, কাজেই ঢাকের বাঁয়ার ন্যায়, কেবল ঘরের আসবাব স্বরূপ বিদ্যমান আছে।

আমরা সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ কর্‌লেই সেই রমণী ফকির সাহেবের কাণে কাণে কি কথা বলিল। ফকির সাহেব কিছু উত্তর করিল না বটে, কিন্তু তাহার মুখমণ্ডলে ঘোর বিরক্তির লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইল। ফকির সাহেব আমাকে খুব ব্যস্তভাবে কহিল, "তোম্ ভেইয়া হিঁয়া বৈঠ! তোম্‌রা কুচ্ ডর্ নেহি। এই বিবিজান্ হ্যায় তোম্‌রা খাতির করেগা, সব আয়েসকা চিজ উস্কো পাশ মিলেগা, হাম ঘণ্টা খানেক কি বিচমে আবেগা, বহুত জরুরী কাম হ্যায়।" ফকির সাহেব এই কথা ব'লে আর উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে সাঁ ক'রে সেখান থেকে স'রে গেল। আমি তাহার এই ব্যবহারে নিতান্ত বিস্মিত হ'লাম, অন্তরে অনেকটা ত্রাসের সঞ্চার হ'লো; কিন্তু মুখে কোন কথা প্রকাশ না ক'রে, নূতন লাজুক জামাই

বাবুর মতন আস্তে আস্তে সেই বিছানার এক ধারে ঘাড় হেঁট ক'রে ব'সে পড়্‌লাম। সেই রমণী রত্ন আমার হাতখানেক অন্তরে বসিল এবং সেই সট্‌কার নলটা বারকয়েক টেনে, বেশ গোল ধোঁয়া বাহির ক'রে, আমার দিকে নলটা ফিরিয়ে একটু মুচ্‌কে হেসে চোখ দুটো এক পাল্‌টা ঘুরিয়ে কহিল, "বাবু সাব তামাকু সখ ফর্‌মাইয়ে।" আমি মুখে কোন উত্তর করিলাম না, কেবল মাথা নাড়িয়া আমার অসম্মতি জানাইলাম; কিন্তু তাহাতে ঐ রমণী নিরস্ত না হ'য়ে পুনরায় বত্রিশটা দন্ত বিকাশ পূর্ব্বক কহিল, "কেন হে, তাতে আর হরজ কি? কত গোচ্ছা গোচ্ছা পৈতা গলায় বামুনেরা মোর সট্‌কায় মুখ দিয়া জান ঠাণ্ডা করে। তোমার যদি পছন্‌ না হয়, একটা তোমাগারের নেড়েল মাঙ্গিয়ে দিচ্ছি।" আমি উত্তর করিলাম, আপনাকে আর কষ্ট কর্‌তে হবে না, তামাক খাওয়া আমার আদৌ অভ্যাস নাই।" রমণী অমনি সুর ফিরাইয়া কহিল, "বেশ ক'রেছো, বেফয়দা ঝুট্‌মুট্‌ তামাক পিনা আচ্ছা নেহি। তার চেয়ে সাজের বেলা একটান ক'রে গাঁজা টান্‌লে মেজাজ ঠাণ্ডা থাক্‌বে।"

আমি তার এই সকল অসার কথায় কোন উত্তর না দিয়া, ফকির সাহেব কোথায় অন্তর্দ্ধান হ'লেন জিজ্ঞাসা কর্‌লাম। রমণী আমার কথা শুনে কলের চোখ দুটো ঘুরিয়ে হাসি হাসি মুখে কহিল, "একটা জরুরী কামের জন্য তিনি গেছেন, এখুনি লট্‌বেন; তুমি মরদ মানুষ তোমার আবার ভয় কি, তুমি এ রকম বদ্‌রসিকের ঢিপি কেন?"

আমি কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলাম এবং এক দৃষ্টে সেই রমণীরত্নকে দেখিতে লাগিলাম।

এই রমণী যে মুসলমানি, তাহা তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া ও কাপড় চোপড় পরার কায়দা দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসরের কাছাকাছি হবে, কিন্তু সাজগোজে ধরণ ধারণে, যৌবনটাকে অতি কষ্টে ঠেকো দিয়ে রেখেছে। রমণীর বর্ণ টুকুন বেশ ফরসা, মুখখানি

বাটীর ন্যায় গোল, নাকটি ঈষৎ থাব্ড়া, কপালখানি বেটপ্ উঁচু, চক্ষু দু'টী ছোট এবং কাজল পরা খোকার ন্যায় সুর্ম্মায় শোভিত, রমণী ঈষৎ ঘাড়ে গর্দ্দানে ও একটু বেঁটে, কাজেই মাটীর আহ্লাদি পুতুলের সঙ্গে তুলনা কর্‌লে কোন অসঙ্গত হয় না।

রমণী বসন্তি রঙে ছোপান একখানি থান্ ফের্‌তা দিয়া পরেছে; গায়ে একটি পাতলা কাপড়ের সলুকা ও তদুপরি লাল রঙে ছোপান একখানি বুটীদার চাদর শোভা পাচ্ছে। চুল্‌টা বিনুনি ক'রে ঝুলিয়ে রেখেছে ও ডগায় জরির একটা ঝাপ্‌টা ঝুল্‌ছে। রমণীর শ্রীঅঙ্গে অলঙ্কারের তেম্‌নি বিশেষ পরিপাট্য নাই। কেবল হাতে গাছ কয়েক গালার চুড়ি ও কাণে বীরবৌলির ন্যায় বড় বড় দু'টী মাকড়ী, নাকে একটি নাকছাবি ও দু'হাতের আঙ্গুলে পণখানেক ঝুটো পাথর বসান রূপার আংটী ছিল।

আমি পূর্ব্ববৎ চুপ ক'রে ব'সে আছি, এমন সময় সেই সুন্দরী একটু বিরক্তির স্বরে কহিল, "কি হে ঝুট্‌মুট্ ব'সে রাত কাটাবে—কিছু খানাপিনা কর্‌বে না?" আমি উত্তর করিলাম, "না আমার কিছুর আবশ্যক নাই, ফকির সাহেব এলে, তার সঙ্গে বাড়ী যাবার জন্য ব্যস্ত হ'য়েছি। ক্রমে রাত্রিও অধিক হইল।"

রমণী তাহার স্বভাবসিদ্ধ চাঞ্চল্যভাব কিঞ্চিৎ দমন করিয়া, ঈষৎ গম্ভীরভাবে কহিল, "তেনার আসিবার আর বেশি দেরি নাই। ততক্ষণ তুমি মোর একটা গান শোন।"

এবার আমি বল্‌তে পার্‌লাম না, কাজেই সেই রমণী একটা গান গাইতে আরম্ভ করিল।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

নিজের প্রাণ আগে না দিলে, প্রেম কি সহজে মিলে।
কে কোথায় পেয়েছে মুক্তা, না ডুবে সিন্ধু জলে॥

দেওয়া লওয়া প্রেমের ধারা, না দিলে দেয় না ধরা,
প্রাণের মায়ায় কাতর যারা, জানে না প্রেম কারে বলে ॥

বিবি সাহেবের গান থাম্‌লেই কোণের ঘর থেকে মাতালের স্বরে কুক্কুর রাগিণীতে এক গান ধরিল।—

আম পাড়্‌গে যা মজা ক'রে, কোন্ শালা বারণ করে,
শ্রীরামপুরে ছিরে দত্ত, সে বলে ঐ চোর ধর্‌তো,
বেটা দিনেতে মাল মার্‌তো দে ফটকে আটক ক'রে ॥

এক জনে এই গান্‌টা প্রথমে ধরিল, তারপর তিন জনে সপ্তমে সুর তুলে দোহারকি কর্‌তে লাগ্‌লো, কাজেই ডাকাত পড়ার ন্যায় শব্দ আরম্ভ হ'ল, সমস্ত বাড়ীতে তাদের বিকট চীৎকারে যেন গম্ গম্ কর্‌তে লাগ্‌লো।

বিবিসাহেব কড়া রকমের একটি ধমক দিয়ে কহিল, "তোমরা কি বাউরা হ'লে না কি? অমন ক'রে চেল্লাচ্ছ কেন? এই ভাল মানুষের ছাওয়াল কি মনে কর্‌বে? সরাপ পিয়ে 'বেহুদ্দপনা কেন কর!

বিবির ধমকে সকলে চুপ করিল, কেবল একটা মাতাল জড়িত স্বরে কহিল, "এই রাত দুপুরে লুটবিবি, ভালমানুষের ছেলে কোথায় পেলে বাবা! যাই হোক্ জিনিসখানা দেখ্‌তে হ'লো।

এই কথা শুনিয়া আমি চম্‌কাইয়া উঠিলাম, যেন আমার চেনা চেনা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; কিন্তু আমাকে আর ভাবিতে হইল না, কারণ খোদ্ দেবীপ্রসাদ সুখমত্ত অবস্থার তুফানে বোঝাই নৌকার ন্যায় টলিতে টলিতে দরজার উপর আসিয়া দাঁড়াইল।

পথিক এক মনে চলিতে চলিতে হঠাৎ পথে একটা কেউটে সাপ দেখিলে যেমন চমকিত হইতে হয়, আমরাও সেইখানে দেবীপ্রসাদকে

দেখিয়া সেইরূপ হ'লো, কিন্তু সে মুখে কিছু না ব'লে আবার সুড়্‌সুড়্‌ ক'রে চ'লে গেল।

যদিও আমাদের কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই, কিন্তু তথাপি ভাব দেখে চতুরা বিবি বুঝ্‌তে পার্‌লো যে, আমি দেবীপ্রসাদের অপরিচিত নহি; সেইজন্য দেবীপ্রসাদ অদৃশ্য হ'লে একটু ব্যগ্রভাবে কহিল, "দেখ বাবু, তোমায় খোদার কিরে, তুমি এনাদের কাছে ফকির সাহেবের নাম নিও না। এনারা তেনার দুষমন আছে, না হ'ক্ একটা বখ্‌রা খাড়া হবে।

আমি কিছু উত্তর দিবার পূর্ব্বে দেবীপ্রসাদ পুনরায় সেই দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল এবং আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকিতে লাগিল। আমি ব্যাপারখানা দেখিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলাম, শ্রীমতী বিবিসাহেব কোনরূপ বাধা দিলে না, কেবল একবার সকরুণ দৃষ্টিপাত ক'রে তার পূর্ব্বেকার অনুরোধটি আর একবার মনে ক'রে দিল।

আমি দেবীপ্রসাদের সঙ্গে সেই কোণের ঘরের মধ্যে প্রবেশ কর্‌লাম এবং দেখ্‌লাম আর তিনজন লোক মদে চুর হ'য়ে ব'সে আছে। ইহাদের মধ্যে এক জনকে দেখ্‌বামাত্র অপার বিস্ময়-হ্রদে নিমগ্ন হ'লেম। কারণ গত শনিবার রাত্রে যাহার সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য দেবীপ্রসাদ আমাদের কর্ত্তার সহিত ষড়যন্ত্র ক'রেছিলেন, সৌভাগ্য বশতঃ যিনি রহিম মোল্লাকে খুন ক'রে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হ'য়েছিলেন, সেই বার্লো সাহেবের কুঠির দাওয়ান, হালে বড় মানুষ মাণিকলাল সরকারের পুত্র মদে চুর হ'য়ে ব'সে আছে; আর দু-জনের মধ্যে একজন লাশ হ'য়ে প'ড়ে আছে ও অন্য জন কান্নি খেকো ঘুড়ির মতন ব'সে ব'সে ঝুক্‌ছে।

আমি সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ কর্‌লেই মাতালগুলো, "হুররে হো" লেগে যারে গুরো, ব'লে এক সঙ্গে বিকট স্বরে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো, আমি অবাক্ হ'য়ে মাতালদের এই আজব কাণ্ড কারখানা দেখিতে লাগিলাম।

সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া, বাবুদের অবস্থা দেখিয়া আমার অন্তর ঘৃণায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, বাবুদের নিকট বসিতে পর্য্যন্ত ইচ্ছা হইল না। হায়! যে বস্তুর প্রভাবে এই বিবেকসম্পন্ন মনুষ্যের ঈদৃশ দুর্গতি হয়, মনুষ্য উচ্চাসন হ'তে ভ্রষ্ট হ'য়ে একেবারে পশুর অধম হ'য়ে পড়ে, উন্মাদের পূর্ব্ব লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়, কাণ্ডজ্ঞান আদৌ থাকে না, শান্তি ও স্বাস্থ্যধনে চির-বঞ্চিত হ'তে হয়, দুঃখ দারিদ্রতা চিরসহচর হ'য়ে উঠে, সেই গরল পানে যাহাদের আগ্রহ, তাহাদের তুল্য হতভাগ্য আর কে আছে? এই ভবে দুর্ল্লভ মানব জন্ম ধারণ সেই অভাগ্যদের পক্ষে যথার্থ ব্যর্থ হ'য়ে থাকে। বোধ হয় সে অভাগ্যদের প্রতি ভগবানের কোপদৃষ্টি পড়ে, শ্রমার্জ্জিত অর্থ উপভোগ হবে না ব'লে তাদের প্রতি কঠোর অভি-সম্পাত দেন, কাজেই সেই সব ভাগ্যহীন অভাগারা এই সুরা-রাক্ষসীর কবলে পতিত হ'য়ে দিন দিন উৎসন্নের পথে অগ্রসর হ'য়ে থাকে। সেই জন্য আর্য্যমনীষিগণ এই জঘন্য দ্রব্যকে নিতান্ত অপেয় ব'লে নির্দ্দেশ ক'রেছেন; কারণ যে অপকর্ম্ম সাধনে পিশাচ কুণ্ঠিত হয়, সয়তানের নীরস অন্তরে করুণার সঞ্চার হয়, সুরামত্ত ব্যক্তির দ্বারায় সেই ঘোর অকার্য্য অনায়াসে সাধন হ'য়ে থাকে। অভক্ষ্য ভক্ষণ, অগম্যাগমন ব্যবহার প্রভৃতি ঘোর পৈশাচিক কাণ্ড সুরার সাহায্য ভিন্ন কিছুতেই সম্পন্ন হয় না। হায়! যে বিষ ব্যবহারের পরিণাম ফল ঈদৃশ বিষময়, সুদারুণ দারিদ্রানলে দগ্ধ হওয়া, শেষে তীব্র অনুতাপ ভিন্ন যার উপায়ান্তর নাই, সতীর মনোকষ্ট, মাতার মর্ম্ম জ্বালা, পুত্রের চির বিষাদ, যাহার অবশ্যম্ভাবি ফল, আত্মার ঘোর অবনতি, বিবিধ ব্যাধির যন্ত্রণা ভোগ, চিত্তে চির অবসাদ, বুদ্ধির বিপর্য্যয় যাহার শেষ পরিণাম, বিষবৎ তাকে ত্যাগ করাই বুদ্ধিমান মাত্রেরই কর্ত্তব্য। কারণ নিবিড় মেঘে সুধাকরের সুধাসম কান্তি যেমন সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়, তেম্‌নি একমাত্র সুরার প্রসাদে নিতান্ত বুদ্ধিজীবীর বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান ও প্রতিভা জন্মের মত অস্তমিত হ'য়ে

থাকে ; কাজেই ধনে মানে শ্রেষ্ঠ আদর্শ সৎপুরুষেরা একেবারে পশুর অধম ও পিশাচের হেয় হ'য়ে পড়ে এবং পরিণামে বৃক্ষতল সার করতে বাধ্য হ'য়ে থাকে, কমলার সুদৃষ্টি কখনই সেই সব অভাগাদের উপর নিপতিত হয় না।

সেই কক্ষ মধ্যে সুরার অপূর্ব্ব মহিমার স্পষ্ট নিদর্শন সকল বিদ্যমান আছে, বাবুরাও বেশ পেকে টুস্‌টুসে হ'য়েছেন। লোক লজ্জা কাণ্ডজ্ঞান ও মনুষ্যত্ব মুখে কাপড় দিয়ে দশ হাত অন্তরে স'রে দাঁড়িয়েছে, কাজেই সেখানে বাবুরা যে অবিকল প্রেতের হাট বসিয়েছেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

পূর্ব্বে বাবুরা ঢালা বিছানায় ব'সেছিলেন, কিন্তু এক্ষণে চাদরখানি গুড়িয়ে এক জায়গায় তাল হ'য়ে র'য়েছে। মজ্‌লিসের মাঝখানে গোটা দুই খালি বোতল আদুরে ছেলের মতন গড়াগড়ি দিচ্ছে, গেলাস বাবাজি কাত্‌ হ'য়ে ঢ'লে পড়েছে ও লুচি, কচুরি, পাঠার হাড়, খালি পানের দোনা এলোমেলো ভাবে ছড়ানো র'য়েছে। বাবুরা ব'সে ব'সে ঝড়ে ঝাকনি নারিকেল গাছের ন্যায় দুল্‌ছে, মুখে বুজকুড়ি কাট্‌ছে ও দু'কস দিয়ে পানের পিচ্‌ গড়িয়ে ঠিক যেন রক্তদন্তি সেজেছে। প্রত্যেকের ঘাড়ে শয়তান এসে সোয়ার হ'য়েছে, কাজেই বাবুরা যে এক্ষণে এক প্রকার নূতন ধরণের জীব হ'য়ে প'ড়েছেন তাহা বলাই বাহুল্য।

ঘরটা একটু নিস্তব্ধ হ'লে মাতালদের সেই বিকট চীৎকার একটু থাম্‌লো, সেই যুবক ঢুলু ঢুলু নেত্রে একবার আমার দিকে চেয়ে জড়িতস্বরে কহিল, "আরে ব'সো হে ছোক্‌রা! এ সময় ভগবান তোমায় মিলিয়ে দিয়েছেন। তুমি যদি আমাদের পক্ষ হ'য়ে শালাকে ফাঁসিয়ে দাও, তাহ'লে তোমাকে ভাল ক'রে খুসী করবো, আখেরে আর ভাব্‌তে হবে না। বাবুর কথা শেষ হ'লে শ্রীযুত দেবীপ্রসাদ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা শ্যাম নটবরের ন্যায় বেঁকেচুরে দাঁড়িয়ে, যুবকের দিকে আঙ্গুল ফিরিয়ে কহিল, "লোকটা কে জান বাবা! এ নেহাৎ কেউকেটা নয়, একটা দিক্‌পাল বল্লেও

হয়; বাঙ্গালার ভিতর এঁর জোড়া লোক নাই, সিন্ধুকে টাকায় ছাতা ধর্‌ছে, দু'চার লক্ষ টাকা খপরে আসে না। আহা, সে দিন এমন খোস্‌মেজাজী একটা আমীর আদ্‌মীর উপর কিষণজি শালা গুণ্ডা লাগিয়েছিল। হুজুরের কাছে মুখ ফুটে চাইলে যে, দু'পাঁচ হাজার টাকা অম্‌নি দিতে পারে। শালা যেমন পাজি, হুজুরালি তেম্‌নি জব্দ ক'রেছেন। বেটা তো হুজুরালির ক্ষমতা জানে না, অমন পঞ্চাশ জন গুণ্ডা হুজুরালি মনে কর্‌লে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারেন। বেটা যেমন কুকুর তার উপযুক্ত মুগুর হ'য়েছে, এখন শালাকে যোগাড় ক'রে ফাঁসি কাঠে ঝোলাতে পার্‌লে, তবে আমার মনের দুঃখ যায়। তুমি বাবা আমাদের পাল্লায় থাক, তোমার কোন ভয় নাই; হুজুরালির হাতে পড়্‌লে হাজার হাজার আদ্‌মির দুঃখ চিরদিনের মতন ঘুচে যেতে পারে। হুজুরের নজরে পড়্‌লে চিরকাল রাজ-পুত্রের মতন সুখে দিন কাটাবে, আর কখন কোন শালাকে পরোয়া ক'রে চল্‌তে হবে না।

আমি দেবীপ্রসাদের খোসামোদের কায়দা দেখে, না হেসে থাক্‌তে পার্‌লাম না। তবে পাপিষ্ঠের দু'একটা কথার ভাবে বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লাম যে, সে দিনকার রাত্রের সেই পৈশাচিক কাণ্ডের সমস্ত দোষ আমাদের কর্ত্তার ঘাড়ে চাপাইয়া এই যুবকের কাছে সাধু সাজিয়াছে, কিন্তু আমার নিকট পাপিষ্ঠের বিদ্যা ছাপা নাই। আমি এই ব্যাপারের সকল কথা জানি, গত বুধবার কর্ত্তার সহিত ইহার গুপ্ত পরামর্শ স্বকর্ণে শুনিয়াছিলাম, এই বেটাই এই নির্ব্বোধ যুবককে প্রতারণাজালে আবদ্ধ ক'রে আমাদের বাটীতে এনেছিল, এই বেটাই ঠাকুর সাহেব ওরফে রাজাবাহাদুরকে কাত কর্‌বার যোগাড় ক'রেছিল। যদি কাজ হাসিল হ'ত, তাহ'লে মোহরের ভাগ নিত, কিন্তু যেই ঘটনা স্রোত অন্যদিক দিয়ে প্রবাহিত হ'লো, অমনি পাপাত্মা সমস্ত দোষ কর্ত্তার উপর চাপিয়ে নিজে একেবারে হয় হবু ন্যাকা সাজিল। কিন্তু এই যুবক কি ভয়ানক

হস্তীমুর্খ ও হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য; এই সংসারে কে শত্রু, কে মিত্র তাহা বুঝিবার ক্ষমতা ইহার আদৌ নাই। ভাগাড়ে গরু পড়্‌লে শকুনি গৃধিনী প্রভৃতি মাংসাশী পক্ষীরা যেমন মনের আনন্দে ভক্ষণ করে, তেম্‌নি এইরূপ দরের একো-বোকা বড় মানুষের ছেলে সংসার-সাগরে ভেসে উঠ্‌লে, দেবীপ্রসাদের ন্যায় ধূর্ত্ত বদ্‌মাইসদের আর আনন্দের পরিসীমা থাকে না। নানারকমের ভোল ফেরানো বিবিধ ধরণের ভদ্র অভদ্র প্রভৃতি জোচ্চরেরা যে যার ন্যায্য অংশ গ্রহণ ক'রে থাকে; সালের সাম্‌লা মাথায়, এটর্ণি উকীল হ'তে আরম্ভ ক'রে শত শত তালি শোভিত, মধুর ফটর ফটর শব্দযুক্ত চটী জুতা পায়ে হ্যাণ্ডনোটের খুচরো দালাল পর্য্যন্ত বঞ্চিত হয় না, সকলেই দু'চার খাবল ভক্ষণ ক'রে থাকে; কিন্তু রাঘববোয়াল বিশেষ তেমন মহাজনের খপ্পরে একবার পড়্‌লে, সমস্তটা একেবারে আড়ে গিলে ফেলে এবং অসীম পরিপাক শক্তির গুণে বেমালুম হজম হ'য়ে যায়, কাঁটাটি পর্য্যন্ত অবশিষ্ট থাকে না। কাজেই দু'চার দিন লীলা খেলা ক'রে বাবু সাগু খেকো রোগীর মতন একেবারে কাবু হ'য়ে পড়ে, কেউ বা আত্মহত্যা ক'রে সুদারুণ যন্ত্রণা ও অনুতাপের কবল থেকে মুক্তি পায়।

পণ্ডিতদের মতে এই সংসার, জীবের পক্ষে পরীক্ষার প্রশস্তক্ষেত্র সত্য, কিন্তু সময়ে সময়ে এইখানেই মানবদের স্বর্গ নরক ভোগ হ'য়ে থাকে। পাপের শোচনীয় পরিণাম, সহিষ্ণুতার সুখময় ফল, হাতে হাতে পাওয়া যায়; সেই জন্য বঞ্চক নির্ম্মম-হৃদয় সুদখোর ধর্ম্মজ্ঞান বর্জ্জিত পাপাত্মা ধনীদের সুদারুণ পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তাহাদের গৃহে এই প্রকার একো বোকা হস্তীমুর্খ পুত্ররত্ন জন্মগ্রহণ ক'রে থাকে। এই হুজুরেরা প্রায় ষষ্ঠি পূজার দিন কয়েক পরেই সাবালক হ'য়ে উঠেন, এঁচড়ে পাকিয়া যান, চার। কলমে পুরু ইয়ার হন্‌ এবং বিবি ও মোসাহেবদের হাতের খেলানা হ'য়ে পড়েন। এই সব হুজুরেরা প্রায় বিদ্যায় মা ভগবতী, ধর্ম্মজ্ঞানে কালাপাহাড় ও বুদ্ধিতে হাবা-তাঁতির পিতামহ হন্‌;

কেবল পূর্ব্বপুরুষের কষ্টোপার্জ্জিত টাকাগুলি শেষে কিরূপে ব্যয় হয়, সেই টুকুন জগতকে দেখিয়ে দিয়ে, হুজুরেরা বৃক্ষতল সার করেন। যার খুব কপাল জোর হয়, সেই সর্ব্বসন্তাপহারিণী মৃত্যুর অঙ্কে স্থান পেয়ে, অল্পেই পার্থিব যাতনার কবল হ'তে মুক্ত হ'য়ে থাকে।

এই যুবকের উপর আমার নিতান্ত অশ্রদ্ধা হ'লো। যুবক এই সহরের মধ্যে একজন ধনীর সন্তান সত্য, কিন্তু ইনি যে একজন ঘোর নির্ব্বোধ, নিতান্ত অন্তসার শূন্য, মূর্খ ও চপলপ্রকৃতি, তাহাতে আর আমার অনুমাত্র সন্দেহ রহিল না। ইনি যখন এত কাণ্ডে এখনো দেবীপ্রসাদকে চিন্‌তে পারেন নাই, তাহার সকল কথা সত্য ব'লে বিশ্বাস ক'রেছেন, তখন ইহার তুল্য অপদার্থ নির্ব্বোধ আর কে আছে? ছেলেদের হাতে পীঠা থাক্‌লে যেমন চতুর কাকে তা ছোঁমেরে নেয়, তেমনি এদের হাতে বিষয় পড়্‌লেই, দলে দলে রকমারি ধূর্ত্তলোক জুটে তিন দিনেই রসটুকুন চুষে খেয়ে ফেলে এবং ছোব্‌ড়া হ'লেই যে যার পথ দেখে। ফলকথা পাপকার্য্যে ঘৃণা একপ্রকার মানবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম; অপাত্রে দান বা ভয়ানক অপব্যয় কাহার অনুমোদনীয় নহে; সেইজন্য বাবুদের বাহনবিশেষ মোসাহেব, কি হৃদয়ের কল্‌জে বিবিসাব্‌ কেহই বাবুদের উপর আন্তরিক তুষ্ট নহে। কেহই বিদ্যা বুদ্ধির প্রশংসা করে না, বরং আড়ালে ঢুশো নিন্দে করে এবং কবে উৎসন্নে যাবে, একেবারে পথের ভিখারী হ'য়ে পড়্‌বে, তার দিন গুণতে থাকে। সামান্য স্বার্থের জন্য পাপাত্মা স্বার্থপরদের যে ক্ষণিক মিলন; যাকে বন্ধুত্ব ব'ল্লে বন্ধুত্ব কথাটার অপমান করা হয়, তাহা প্রায় পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় চঞ্চল ও জলের তিলকের মতন অসার হ'য়ে থাকে। উদ্দেশ্য সফল হ'লে কি পিপাসা মিট্‌লে, আর তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না; তখন আবরণহীন কর্পূরের ন্যায় সেই সাধের প্রণয়টুকু এক কথায় উধাও হ'য়ে যায়। ফলতঃ প্রতারণা যে প্রণয় স্থাপনের মূল মন্ত্র, কপটতা ও

মিথ্যাকথা প্রধান সম্বল, তাহা পরিণামে কখন স্থায়ী হয় না বা সুফলরাশি প্রসব করে না।

সংসারে যারা ধর্ম্মজ্ঞান শূন্য, ঘোর স্বার্থপর ও দয়ামায়া বর্জ্জিত পাষণ্ড হয়, কেবলমাত্র তারাই স্ব স্ব গরজ হাসিল করবার জন্য পরস্পর পরস্পরের সহিত এইরূপ কপটতামূলক অসার প্রণয়পাশে আবদ্ধ হন, কাজেই সামান্য আবশ্যক হ'লে তাহা ছিন্ন করতে তাদের প্রাণে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না, কেন না হৃদয়-রাজ্যের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই; কেবল মুখের আলাপ মুখের কথামাত্রেই পর্য্যবসিত হ'য়ে থাকে। সেইজন্য আমাদের সর্ব্বত্র প্রাণের বন্ধু ডাইনের দোহার দেবীপ্রসাদ এক কথায় তাহার পরমশত্রু হ'য়ে উঠ্‌ল, নিজের নিরাপদের জন্য তাহাকে ভীষণ নরহত্যার দায়ে ফেল্‌তে কুণ্ঠিত হ'লো না। এই সংসারে কেবলমাত্র গরজ হাসিল করবার অভিপ্রায়ে শঠের সহিত শঠের মিত্রতা প্রায় এইরূপ অকিঞ্চিৎকর ও ক্ষণস্থায়ী হ'য়ে থাকে।

যুবকের অনুরোধে নিতান্ত অনিচ্ছাস্বত্বেও তার পাশে আমাকে বস্‌তে হ'লো। যুবক সেইরূপ জড়িতস্বরে কহিল, "তুমি ভদ্রলোকের ছেলে হ'য়ে ঐ ডাকাত শালার বাড়ীতে কেন থাক?" ওখানে থাক্‌তে গেলে নিশ্চয় একদিন একটা ফ্যাসাদে প'ড়ে যাবে। খেলাতে জিতেছিলেম ব'লে শালা আমাকে খুন্ ক'রে সব কেড়ে নেবার যোগাড় ক'রেছিল; আমার কাছে লুকানো পিস্তল ছিল ব'লে পেরে উঠ্‌লো না, এক শালা গুণ্ডাকে মেরে ফেলে পালিয়ে এলুম। বোধ হয় আগে থেকে একটা পরামর্শ হ'য়েছিল, বক্সীজিও ভিতরকার কথা কিছু কিছু জান্‌তো।

বক্সীজি রক্ষাকালীর মতন আধ হাত জিব বার ক'রে মাত্‌লামির ঢঙ্গে উত্তর করিল, "বলেন কি হুজুর!" এ গোলাম তেমন নীচ লোক নয়; আজ যেন গরীব হ'য়ে প'ড়েছি, কিন্তু এক সময় এই হাতে লাখ দু-লাখ টাকা ইয়ারকিতে খরচ ক'রেছি। কিষণজি শালা যে এমন সর্ব্বনেশে

লোক তা আগে জান্‌তাম না, জান্‌লে কখন কি সে জায়গায় হুজুরকে নিয়ে যাই। সে দিন তেমন তেমন হ'লে এ গোলাম চুপ ক'রে থাক্‌তো না; লাঠি হাতে নিয়ে তৈয়ার ছিল, শেষে হুজুর নিজেই কায ফায়ার কর্‌লেন, কাজেই আর গোলামকে মাথা দিতে হ'লো না।

কাণ্ডজ্ঞানশূন্য নির্ব্বোধদের বোঝানো ধূর্ত্তদের পক্ষে অনায়াসসাধ্য। কাজেই শঠচূড়ামণি দেবীপ্রসাদের তোষামোদ-রসে সিঞ্চিত কৈফিয়তে এই মূর্খ যুবক যে প্রীত হবে, তাহার অন্তরের সন্দেহানল যে নির্ব্বাণ হ'য়ে যাবে, তার আর বিচিত্র কি? যুবক তখন অনেকটা প্রসন্নভাবে কহিল, "আচ্ছা বক্সীজী! সেদিনকার সেই বুড়ো শালা সত্য সত্য কি কৃষ্ণনগরের রাজা?" বক্সী খুব মোলাম ভাবে কহিল, "সত্য মিথ্যা রাতদিনের কর্ত্তা সেই ভগবানই জানেন। তবে ঐ ডাকাত শালাই আমাকে ব'লেছিল যে, কৃষ্ণনগরের রাজা এই সহরে এসেছেন, আমার এখানে লুকিয়ে বেড়াতে আস্‌বেন। রাজার প্রেমারা খেলায় খুব সখ আছে; যদি রেস্তওয়ালা কোন লোককে আন্‌তে পার, তাহ'লে রাজার কাছ থেকে দু'এক হাজার টাকা জিতে নেওয়া যেতে পার্‌ব। আমি শালার কথা সত্য জ্ঞান ক'রে হুজুরকে নিয়ে গিয়েছিলাম। এর ভিতর শালাদের যে কোন কুমতলব ছিল, তা আমিতো আমি, আমার বাবা পর্য্যন্ত জান্‌তো না। এখন হুজুরের মতন আমার মনেও সন্দেহ হ'চ্ছে, বোধ হয় ঐ শালা একজনকে জাল রাজা সাজিয়ে রেখেছিল; তবে লোকটাকে আগে কখন দেখি নাই, বোধ হয় এই সহরে থাকে না। ঐ শালা আমাদের ঠকাবার জন্য অন্য কোন জায়গা হ'তে এসেছে; ও বেটা ডাকাতের অসাধ্য কাজ এই জগতে কিছু নাই।

আমি বক্সীর মুখে এই সকল মিথ্যা কথা শুনে হাসি আর রাখ্‌তে পার্‌লাম না। তবে পাছে এরা দেখে ও কারণ জিজ্ঞাসা করে, সেইজন্য চাদর মুখে পুরে অতি কষ্টে সেই উচ্ছলিত হাসির বেগ সম্বরণ

কর্‌লাম। আমি আগাগোড়া সব কথা জানি, কর্ত্তার আদেশমত ঠাকুর সাহেবের আখ্‌ড়ায় ঐ বেটার নিকট আমিই পত্র নিয়ে গিয়েছিলাম; ঐ বেটাই যোগাড় ক'রে জাল রাজা সাজায়; এক কথায় বল্‌তে গেলে এই বেটাই ষড়যন্ত্রের মূল নায়ক, কিন্তু এখন এই মূর্খ যুবককে ভোলাবার জন্য কেমন হয়হবু ন্যাকা সাজ্‌লে, আমার সাক্ষাতে এরূপ অনর্গল মিথ্যা কথা বল্‌তে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হ'লো না। আমি বহুরূপী দেবীপ্রসাদের ঈদৃশ ঘোর কপটতা দেখে ও অনর্গল মিথ্যা কথা শুনে একেবারে অবাক হ'য়ে পড়্‌লাম, কিন্তু এই ভয়ানক নির্ব্বোধ ও নিতান্ত অপদার্থ যুবকের জন্য বড়ই দুঃখিত হ'লাম। নিরীহ গো-বধের ন্যায় এরূপ কাণ্ডজ্ঞান শূন্য অন্ধবিশ্বাসী মূর্খ নির্ব্বোধদের সর্ব্বনাশ সাধন যাদের প্রধান উদ্দেশ্য, এই সংসার মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ কসাই। দয়া মায়া প্রভৃতি মনুষ্যোচিত কোমল প্রবৃত্তি, তাদের পাষাণসম নীরস অন্তরে আদৌ স্থান পায় নাই। ফলকথা কাঁচা মাটীর পুতুল বালকের হাতে পড়্‌লে যেমন অচিরকাল মধ্যে ভগ্ন হ'য়ে যায়, তেম্‌নি এইরূপ ঘোর নির্ব্বোধ যুবকের হাতে বিষয় পড়্‌লেই তিন দিনেই তাহা নিঃশেষ হ'য়ে যাবে; এরূপ অপব্যয়ী নরাধমের উপর কমলার কৃপা স্থায়ী হওয়া একান্ত অসম্ভব।

পাপাত্মা দেবীপ্রসাদের উপর আমার বিজাতীয় ঘৃণার উদ্রেক হ'লো বটে, কিন্তু প্রকাশ্যে কোন কথা ব'ল্লাম না, কেবল নূতন-আগত লাজুক জামাইবাবুর মতন ঘাড় হেট ক'রে বসে রইলাম। আমার ঈদৃশ ব্যবহারে দেবীপ্রসাদ নিতান্ত পরিতৃপ্ত হ'লো, পূর্ব্বাপেক্ষা তার বিকট মুখমণ্ডল অনেকটা প্রসন্ন হ'লো। আমি তাহার এই ভাবান্তরের প্রকৃত কারণ অনেকটা আঁচে বুঝিতে পারিলাম। পাছে আমি তার কোন কথার প্রতিবাদ করি, বা বেফাঁস ক'রে দিই, বোধ হয় প্রথমে এই আশঙ্কা তার মনে প্রবল হ'য়েছিল, কিন্তু আমাকে নীরব দেখে তার ফাঁড়া কেটে গেল, কাজেই পাপিষ্ঠ আমার উপর যে অনেকটা প্রসন্ন হ'লো, তাহা বলা বাহুল্য।

আমাকে আরো সন্তুষ্ট করবার অভিপ্রায়ে পাপাত্মা আমাকে লক্ষ্য ক'রে যুবককে কহিল, "হুজুর! এই ছোক্‌রা নেহাৎ সৎ, প্রাণের মধ্যে কোন কোর্‌কাপ নাই, এরে প্রাণ দিয়েও বিশ্বাস করা যায়; স্বভাব চরিত্র বড় ভাল, এক রকম চলনসই লেখা পড়া শিখেছে, কিষণজি শালার বাড়ীতে থাক্‌লে কিছুই হবে না, কেবল দিন দিন নানা রকমের বদ্‌মাইসি শিখবে। সেইজন্য আপনাকে বিশেষ ক'রে অনুরোধ কর্‌ছি যে, আপনি দয়া ক'রে ইহাকে আপনার বাটীতে স্থান দিন; এ বেচারার মা বাপ কেউ নাই, কিষণজি শালা দূর সম্পর্কের খুড়ো হতো। আহা! বেচারীকে দুটো ভাত দিয়ে রাতদিন চাকরের মতন খাটায়; সেইজন্য হুজুরকে ধ'রেছি, আপনি দয়া ক'রে এই ছোক্‌রাটিকে মানুষ ক'রে দিন্।"

যুবক যদিও তখন চুর মাতাল, কিন্তু তথাপি সাধ্যনত ঈষৎ গম্ভীর-ভাবে ও মুরুব্বিয়ানা ধরণে কহিল, "বেশতো, আমার কথামত থাক্‌লে নিশ্চয় আখেরে তোমার ভাল কর্‌বো, আমার বাবাকে ব'লে সাহেবের কুঠিতে একটা চাক্‌রী ক'রে দেবো। আপাততঃ তুমি আমাদের বাড়ীতে থাক্‌বে, কোন বিষয়ে কোন কষ্ট হবে না। বাড়ীর ছেলের মতন পরম সুখে থাক্‌বে, চাকর-বাকরেরা তোমার হুকুমে চল্‌বে। তবে আমার বাপ বেটার স্বভাবটা বড় নীচ, একের নম্বরের কৃপণ, বেটার সাম্‌নে দিয়ে একটা সূচ চলে না, কিন্তু পেছনে কত হাতী গ'লে যায়; বেটা অনেক টাকা রোজগার ক'রেছে বটে, কিন্তু আমাদের মতন খাঁটী ভদ্রলোক হ'তে পারে নাই। বেটার প্রায় মর্‌বার বয়স হ'য়েছে, কিন্তু এখনো বড় লোকের কায়দা, কি ভদ্রলোকের ধরণ-ধারণ শিখ্‌লে না। সেই ইতর বাপটার জন্য সময়ে সময়ে আমাকে অবধি জ্বালাতন ও ভদ্রলোকের কাছে লজ্জিত হ'তে হয়। ইয়ারদের কাছে বেটাকে বাড়ীর সরকার ব'লে পরিচয় দিয়ে, কোন রকমে নিজের মানটাকে ঠেকো দিয়ে রেখেছি। বেটা একবার ম'লেই দু'হাত দিয়ে টাকার ছিনিমিনি খেল্‌বো এবং আমি

হব একটা উঁচুদরের ভদ্রলোক, তেতো পল্‌তা গাছে মিষ্টি পটোল হ'য়ে জন্মেছি, তা এই সহরের ছোট বড় সকল বেটাকে জানাবো।"

যুবকের এই সারগর্ভ বক্তৃতা শেষ হ'লে, দেবীপ্রসাদ প্রাণ খুলে খুব বাহবা দিল ও অন্য মাতালটা আহ্লাদের বেগে অধীর হ'য়ে একটা তাকিয়া চাপড়াতে আরম্ভ কর্‌লো; এমন কি যে মাতালটা লাস হ'য়ে প'ড়েছিল সে বেটাও ঘুমের ঘোরে বার দুই গোঁ গোঁ ক'রে উঠ্‌লো। কেবল আমি বাবুর এই অপূর্ব্ব পিতৃভক্তির পরিচয় পেয়ে নিতান্ত বিস্মিত হ'লাম এবং কলুষিত চিত্ত এই যুবক যে একটি আস্ত নরপ্রেত তাহার আর কোন সন্দেহ রইলো না। আমি স্পষ্ট বুঝতে পার্‌লাম, সেই কৃপণ পিতার অসীম পুণ্য এই পুত্ররত্নে প্রকাশ পেয়েছে; ভবিষ্যতে এই পুত্রের দ্বারায় তাহার সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে।

বাহবা দেবার গোল থাম্‌লে দেবীপ্রসাদ কহিল, "এইতো বাবা মত ঠিক্‌ঠাক হ'য়ে গেল, আর তোমাকে ডাকাত শালার বাড়ী যেতে হবে না। হুজুরের আজীমগঞ্জের বাটীতে রাজপুত্রের মতন থাক্‌বে, দুদিনের মধ্যে কর্ত্তা একটা চাকরীতে লাগিয়ে দেবেন, তোমার চিরকালের মতন অন্ন সংস্থান হবে, এখন কেবল আমাদের একটা সন্ধান বলে দাও।"

আমি মনের ভাব প্রচ্ছন্ন ক'রে খুব বিনীতভাবে উত্তর কর্‌লাম, "কিসের সন্ধান বল্‌বো স্পষ্ট ক'রে বলুন।"

দেবী। সেই নেড়ে বেটার লাস কোথায় গাপ কর্‌লে তাই ব'লে দাও। আমরা কোতোয়ালির দারোগা সাহেবকে হাত ক'রে সব ঠিক্‌ঠাক ক'রে রেখেছি, এখন লাসটা পেলেই শালাকে ফাঁসিয়ে দি, তুমি আমাদের এই উপকারটি কর, বাবু তোমাকে চিরদিনের মতন প্রতিপালন কর্‌বেন।

মিথ্যা কথা বলা নিরর্থক জ্ঞান ক'রে আমি অকপটে সমস্ত সত্য কথা বলিলাম। আমার কথা শেষ হ'লে দেবীপ্রসাদ কহিল, "তাহ'লে

দাতা সাহেব শালা টাকার লোভে এই কাজ ক'রেছে; তাই শালা ভয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা কর্‌লে না। আচ্ছা বাবা, ওক্ত এলে সব বেটাকে দেখে নিব।"

দেবীপ্রসাদ হাত পা নেড়ে কিঞ্চিৎ বীররসের অভিনয় কর্‌লে বটে, কিন্তু আমার মুখে এই সংবাদ শুনে খোদ বাবুর রাজা দুর্য্যোধনের ন্যায় হরিষে বিষাদ উপস্থিত হ'লো। তিনি একটি ছোট গোচের দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে কহিলেন, "তাহ'লে এ মতলব তো এক রকম ফেঁসে গেল; লাস না পেলে কিছুই হবে না, কেবল অনর্থক কতকগুলো টাকা খরচ হ'য়ে গেল।

দেবীপ্রসাদ নিজের বুকে গোটা দুই কুলো চাপড় মেরে কহিল, "কুচ পরওয়া নেহি বাবু! আমরা পেছপাও হবার ছেলে নই। শালা যখন হুজুরের গায়ে হাত লাগাবার যোগাড় ক'রেছিল তখন শালাকে সহজে ছাড়্‌ছি না, যে কোন উপায়ে হোক্, শালাকে নিশ্চয় জব্দ কর্‌বো; দরকার হ'লে দোসরা লাস পর্য্যন্ত যোগাড় ক'রে ফেল্‌বো। টাকাতে কি না হয়, টাকাতে বাঘের দুধ মেলে; টাকা ছড়ালে খোদ কাজী সাহেবকে পর্য্যন্ত গাঁথা যেতে পার্‌বে। এ গোলাম না পারে, এমন কাজ এ জগতে নাই; আমি এমন মতলব বাত্‌লে দিব যে, কিষণজি শালাকে আর উঠে ধানের পত্তি কর্‌তে হবে না।"

চতুর-চূড়ামণি ধূর্ত্তপ্রধান দেবীপ্রসাদের এই মোলায়েম বক্তৃতা এ ক্ষেত্রে বিশেষ কোন ফলপ্রদ হ'লো না ব'লে বোধ হ'লো। কারণ সেই যুবক আর কোন উত্তর না ক'রে উঠে দাঁড়াইল এবং আমাকে কহিল, "এসো হে ছোক্‌রা! আমার সঙ্গে এসো, আজ আমাদের উকীলের বাসায় থাক্‌বে; তারপর কাল তোমাকে বাড়ীতে সঙ্গে ক'রে লয়ে যাব।"

যুবক এই কথা ব'লে ডান হাতখানি আমার কাঁধে দিয়ে বাহিরে আসিল; অমনি সেই রমণী মূর্ত্তি সম্মুখে এসে খাড়া হ'লো। যুবক জামার

জেব হ'তে দু'টি টাকা বাহির ক'রে তাহার হাতে দিল, সুন্দরী অমনি হাসি হাসি মুখে সেলাম করিল এবং বার দুই চোখ টিপিয়া আমাকে ইসারায় কি বলিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আমি তাহা ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌লাম না; কেবল আন্দাজে একবার ঘাড় নাড়িয়া তাহার ইসারার উত্তর দিলাম। আমি এই অবসরে একবার ঘরের ভিতর চেয়ে দেখ্‌লাম যে, ঘর শূন্য প'ড়ে আছে; ফকির সাহেব তখন ফেরেন নাই। সম্ভবতঃ ইহারা এ স্থান হ'তে প্রস্থান না কর্‌লে তিনি প্রবেশ কর্‌বেন না।

বিবি সাহেব প্রদত্ত একটা জ্বলন্ত বাতি হাতে ক'রে সেই তৃতীয় মাতালটা অগ্রগামী হ'লো, বাবু বক্সী ও আমি তাহার পেছনে পেছনে যেতে লাগ্‌লাম। কেবল একটা মাতাল গঙ্গাতীরের মড়ার মতন সেইখানে প'ড়ে রইলো, একদল মাছি তার মুখের উপর ব'সে লুকোচুরি খেল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। বোধহয় লোকটা পেট ভ'রে স্ফূর্ত্তি ক'রেছে, সেইজন্য উত্থানশক্তি রইলো না, কালে খাঁর কামানের মতন আড় হ'য়ে পড়ে রইলো। হায়! এই গরল পানের ঈদৃশ শোচনীয় পরিণাম প্রত্যক্ষ ক'রেও যারা সাবধান না হয়, এই সংসারে তাদের অপেক্ষা নির্ব্বোধ আর কে আছে?

আমরা চার জনে সেই আড্ডা বাড়ী হ'তে বেরুলাম, সেই রমণী সম্ভবতঃ যিনি এই বাটীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া সদর দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। আমরা সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়া গন্তব্য স্থান উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

দশম পরিচ্ছেদ।

মোহিত বাবু।

উন্মার্গগামী, কলুষিত-চিত্ত ঘোর অপব্যায়ী এই যুবকের নাম মোহিতকুমার সরকার। স্বনামধন্য মাণিকলাল সরকারের একমাত্র পুত্র, বাল্যকালেই তার মাতৃবিয়োগ হ'য়েছিল; কাজেই অতিরিক্ত আদর লইয়া এই আদরের ঢেঁকি প্রকৃতপক্ষে আদত আলালের ঘরের দুলাল হ'য়ে পড়্‌লো। অতি বাল্যকালে তাহার জ্বালায় বাড়ীর সকলে নিতান্ত বিব্রত হ'য়ে পড়্‌তো, কারণ খোকাবাবু কখন কখন জ্যোৎস্না খাইবার জন্য বায়না ধরিত। তারপর ঈষৎ পিপুল পাকিলে কুসঙ্গে মিশিয়া একেবারে চারকলমে পুরু হ'য়ে উঠ্‌লো, কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখ্‌বার আর অবসর হ'লো না, কাজেই একটী আদত ধর্ম্মের ষাঁড় হ'য়ে সংসার কাননে বিচরণ করতে লাগ্‌ল এবং পাকা পাকা বদ্‌মাইসদের সঙ্গে মিশিয়া দিন দিন উৎসন্নের পথে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লো। হৃদয়সিংহাসনে শয়তানকে প্রতিষ্ঠা কর্‌ল বলেই নীচ সহবাস, নিষ্ঠুর আমোদ, পৈশাচিক কাণ্ড যে নিতান্ত প্রিয় হ'য়ে উঠ্‌লো, তাহা বলাই বাহুল্য।

মোহিতবাবুর পিতা নূতন বড়মানুষ হ'য়ে অনেকগুলি রাজস্বের দায়ে বিক্রীত তালুক কিনিয়াছিল, কাজেই মামলা মোকদ্দমার সংখ্যা বেড়ে উঠেছে। তখনও নিজামনি আদালত কলিকাতায় উঠে আসে নাই, ট্যাকশাল ও আদালত মুর্শিদাবাদে ছিল, কাজেই মাণিকবাবু জয়গোপাল লাহিড়ী নামে একজন বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে স্বপক্ষে উকীল নিযুক্ত ক'রেছিলেন। তিনি নিজামতি আদালতে মামলা মোকদ্দমা চালাইতেন, মাঝে মাঝে তাহার গুণধর পুত্র মামলা তদ্বির কর্‌বার উদ্দেশে এখানে

আসিত ও বদ্‌মাইসদের সঙ্গে মিশিয়া নানাপ্রকার অভদ্রোচিত পশু প্রমোদে প্রমত্ত হ'তো।

আমি বুঝে দেখ্‌লাল যে, এই দেবীপ্রসাদ বেটা তার গুরুমশায় ও ধন স্থানে শনি স্বরূপ। এই পাষণ্ড হাতে ধ'রে পুরো দস্তুর মত বকামো শিখিয়েছে ও উৎসন্ন যাবার সোজা পথ দেখিয়ে দিয়াছে। মোহিত বাবু বড় মানুষের ছেলে, খাজামূর্খ ও নিরেট নির্ব্বোধ; কাজেই ধূর্ত্ত দেবীপ্রসাদ এই কাপ্তেন-রত্নকে ঠিক পাকা কলার ন্যায় পেয়েছে। বাদরওয়ালারা যেমন বাঁদর নাচায়, তেম্‌নি তোষামোদরূপ দড়ি গলায় দিয়ে শ্রীযুতকে তালে তালে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। ভাবে বোধ হয় যে অল্পদিন হ'লো দেবীপ্রসাদের সঙ্গে যুবকের আলাপ হ'য়েছে; মোহিত বাবু এই সমস্ত নামজাদা বদ্‌মাইসদের এখনো চেনে নাই, সেই জন্য সে রাত্রে ঠাকুরসাহেবকে জাল রাজা সাজিয়েছিল। ফলকথা ঘোর কপট দেবী-প্রসাদ বেটা যে কিরূপ দরের লোক, তাহা এখনো জানে নাই; বা তাহাকে ঠিক চিনিতে পারে নাই; সেইজন্য এরূপ অপাত্রে বিশ্বাস স্থাপন ক'রেছে।

এই সংসারে কেবল মাত্র সঙ্গীর দোষে কি গুণে মানব জীবন উন্নত কি অবনত হ'য়ে থাকে; হয় সুখ শান্তির বিমল কৌমুদী প্রভাবে অন্তরাকাশ আলোকিত হয়, আর নয়তো দুঃখ দারিদ্রের অনন্ত-অন্ধকারে চিত্তভূমি চিরকাল সমাচ্ছন্ন থাকে। সেইজন্য বিশেষ পরীক্ষা পূর্ব্বক সঙ্গী নির্ব্বাচন করা বুদ্ধিমানদের পক্ষে কর্ত্তব্য। কারণ বিষপূর্ণ কলসের উপরিভাগে যেমন অল্প দুগ্ধ থাকে, তেম্‌নি কপট ধূর্ত্তেরা মুখের মিষ্ট কথায় সংসারের জ্ঞানহীন নির্ব্বোধদের নিতান্ত অভিভূত করে; এবং মোল্লাসাহেব যেমন অতীব যত্নে পালিত মুরগীর গলায় ছুরি বসায়, তেম্‌নি কার্য্যকাল উপস্থিত হ'লে সেই অভাগার সর্ব্বনাশ সাধনে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। যেমন দুগ্ধে বিন্দুমাত্র গো-মূত্র পতিত হ'লে দুগ্ধের সমস্ত গুণ বিনষ্ট হ'য়ে যায়,

তেম্‌নি পাপাত্মার সহিত মিলন হ'লে নিতান্ত তত্ত্বজ্ঞানী সৎপুরুষদেরও অবনতি ঘ'টে থাকে। আবার জল কুসুমের সহযোগে যেমন সুরভিত হয়, অগ্নিকুণ্ডে পতিত হ'লে অঙ্গারের মলিন মূর্ত্তি যেমন তিরোহিত হ'য়ে থাকে, তেম্‌নি সাধু সঙ্গের গুণে নিতান্ত মলিনবুদ্ধি মানবেরও বুদ্ধি বিকাশ পায় ; এবং পরমার্থ পথের পথিক হবার স্পৃহা প্রবল হ'য়ে উঠে। কোন জলপূর্ণ বৃহৎ পাত্রের তলদেশে একটী সামান্য ছিদ্র থাক্‌লে, সেই পথ দিয়ে সমস্ত জল যেমন নিঃশেষ হ'য়ে যায়, তেম্‌নি একমাত্র কুসংসর্গের দোষে নিতান্ত গুণবান ব্যক্তির গুণাবলীও অচিরকাল মধ্যে বিলুপ্ত হ'য়ে থাকে। ফল কথা একমাত্র অসৎ সংসর্গে, এই হিতাহিত-জ্ঞানহীন মানবের যে কতদূর অধঃপতন ঘটে, তাহা এই হতভাগ্য যুবকের অবস্থা দেখলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে। যদি নরপ্রেত সদৃশ এই সকল পাষণ্ডদের সঙ্গে মিলন না হ'তো, তাহ'লে ইহার স্বভাব এতদূর কলুষিত ও পরিণাম কখনই এতদূর শোচনীয় হ'তো না।

আমরা সে রাত্রি উকীল জয়গোপাল বাবুর বাড়ীতে যাপন করিলাম। দেবীপ্রসাদ ও অন্য মাতালটা পথ হ'তে বিদায় গ্রহণ করিল ও পরদিন পরস্পর দেখা কর্‌বার জন্য নিমন্ত্রণ ক'রে রাখলো ; আমি তাদের সাক্ষাতে মোহিত বাবুকে কোন কথা কহিলাম না, নিতান্ত গোবেচারী হাবা নেকার মতন চুপ ক'রে রইলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে মোহিতবাবুর সহিত আমার অনেক কথাবার্ত্তা হ'লো। তখন তিনি সজ্ঞানে আছেন, দুষ্ট শয়তান তাঁর কাঁধ হ'তে নামিয়াছে ; হারাণ মনুষ্যত্বটুকু পুনরায় ফিরে এসেছে, কাজেই তিনি বেশ ভদ্রভাবে আমার প্রত্যেক কথার উত্তর দিলেন ; আমি তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে নিতান্ত প্রীত হ'লাম ; কারণ দেখ্‌লাম অনেক সদ্‌গুণাবলী তাঁর হৃদয়াভ্যন্তরে সঞ্চিত আছে ; অন্তর এখনো পাষাণের ন্যায় নীরস হয় নাই, বোঝালে বোঝ্‌বার ক্ষমতা এখনো আছে। বিশেষতঃ অন্তসারশূন্য মূর্খ

ধনী পুত্রদের ন্যায় তিনি দাম্ভিক নন, সহসা কাহারও মর্ম্মে আঘাত করেন না, বা দরিদ্র ভদ্র সন্তানদের ইতর জন্তু জ্ঞানে অবমাননা কর্ত্তে অগ্রসর হন না। সকলের সঙ্গে বেশ মিষ্টভাষায় কথা কন এবং সাধ্যমত অমায়িক ভাব দেখাইতে চেষ্টা ক'রে থাকেন। সেই জন্য আমার ন্যায় একটা সামান্য লোকের সঙ্গে বেশ সরলভাবে কথা কইতে লাগ্‌লেন এবং আমাকে ভাই বলে সম্বোধন কর্‌তে কুণ্ঠিত হ'লেন না। সিমূলফুল সদৃশ অনেক নির্গুণ ধনী সন্তানেরা নিজের ধনমদে মত্ত হ'য়ে দরিদ্রদের মনুষ্য বলে জ্ঞান করে না, কিন্তু দেখ্‌লাম, মোহিতবাবু সেরূপ প্রকৃতির লোক নহেন। তিনি মিষ্টভাষী, বিনয়ী ও অমায়িক ভাব সম্পন্ন; কেবল বাল্যকাল হ'তে অসৎসঙ্গে পতিত হ'য়ে এ প্রকার ধর্ম্মজ্ঞানহীন নীচ আমোদপ্রিয়, কলুষিত-চিত্ত, দুর্ব্বিনীত হ'য়ে উঠেছেন। তবে এখনো চেষ্টা কর্‌লে, দেবীপ্রসাদ প্রমুখ পাষণ্ডেরা কিরূপ দরের লোক বুঝাইয়া দিলে, ইহার চৈতন্য হ'তে পারে। কারণ হৃদয়খানি যখন এখনো পাষাণের ন্যায় নীরস ও লৌহসম কঠিন হয় নাই, তখন উপদেশ বীজ বপন কর্‌লে অঙ্কুরিত হবার নিতান্ত সম্ভাবনা আছে।

আমি উপযুক্ত অবসর বুঝে তাহার পরম হিতৈষী বন্ধু দেবীপ্রসাদের গুণ আগাগোড়া বর্ণনা কর্‌লাম। সেই বুধবার রাত্রে কর্ত্তার সহিত তাহার গুপ্ত পরামর্শ, ঠাকুরসাহেবের আখড়ায় পত্র ল'য়ে আমার গমন, ফুলকুমারীর সহিত সাক্ষাৎ, ঠাকুরসাহেবের রাজা সাজা, তারপর ফকির সাহেবের দ্বারা রহিম মোল্লার লাশ সাবাড় প্রভৃতি সমস্ত কথা আমি প্রকাশ ক'রে বল্‌লাম, কোন কথা গোপন কর্‌লাম না।

আমার এই সকল কথা শুনে, ক্রোধে অধীর হ'য়ে মোহিত বাবু কহিল, "বটে, শালা এতদূর পাজি বদ্‌মাইস! শালা আমার সর্ব্বনাশ কর্‌বার যোগাড় ক'রেছিল, ভাগ্যে ভাই তোমার সঙ্গে আলাপ হ'লো, তাই শালাকে ঝাঁ ক'রে চিন্‌তে পার্‌লাম, আর বেশী উড়্‌তে পার্‌লো না।

যাই হোক্ শালা বদ্‌মাইস মিথ্যাবাদীকে সহজে ছাড়্‌ছি না, শালাকে ভাল ক'রে জব্দ ক'রে তবে ছাড়্‌বো; আমি যে কেমন ছেলে তা শালা ভাল ক'রে জান্‌তে পার্‌বে।"

আমি কহিলাম, "না, তাতে কোন আবশ্যক নাই; কারণ একটা ষাঁড় যদি আপনাকে গুঁতাইতে আসে, আপনিও কি তাহাকে গুঁতাইবেন? বক্সী প্রমুখ বদ্‌মাইসদের যে চিন্‌তে পার্‌লেন, ইহাই যথেষ্ট; আর তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখ্‌বার কি আখোচ বাড়াবার আবশ্যক নাই। এই জগতে একজন রাজার রাজা আছেন, তাঁর চক্ষে ধূলি দেওয়া কাহারো ক্ষমতার অধীন নহে, তিনিই পরিণামে পুণ্যবানদের পুরস্কৃত ও পাপীদের উপযুক্ত দণ্ড প্রদান ক'রে থাকেন। আপনি তাঁর উপর সমস্ত ভারার্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হউন; বিষবৎ বদ্‌মাইসদের সঙ্গ ত্যাগ করুন, আর তাদের সঙ্গে কোনরূপ সম্বন্ধ রাখ্‌বেন না। মনে ঠিক জান্‌বেন, এই সংসারে কেহ কখন চিরকাল পাপ ক'রে পরিত্রাণ পায় না; পাপীদের ভাগ্য তৃণসংলগ্ন অগ্নির ন্যায় একবার প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে চিরদিনের জন্য নির্ব্বাণ হ'য়ে যায়, পাপপথে থেকে কেহ কোনকালেও সুখী হ'তে পারে না।

মোহিতবাবু অতীব মনযোগের সহিত আমার কথাগুলি শুনিলেন এবং একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌লেন "দেখ ভাই! তুমি বয়সে ছোট বটে, কিন্তু আজ তোমার কথা শুনে আমার আক্কেল হ'লো। আমি আর কখন সে বেটাদের সঙ্গে বেড়াব না, কাছে এলে কুকুরের মতন দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিব; আর কখন কোন বেটা বদ্‌মাইসকে কাছে আস্‌তে দিব না। আমি নিতান্ত মূর্খ, তাই ও রকম সর্ব্বনেশে খুনে ডাকাতদের কথা সত্য ব'লে বিশ্বাস ক'রেছিলাম। কেবল ভগবানের ইচ্ছায় সে দিন ও রকম প্রাণসঙ্কট বিপদ হ'তে রক্ষা পেয়েছি। "যাই হোক্ তোমাকে হরিদাস ব'লে ডাকে, কিন্তু তোমার উপাধি কি? সেই খুনে ডাকাত বেটার সঙ্গে তোমার সম্পর্কই বা কি?" আমি বিনীতভাবে উত্তর

করিলাম, "দেখুন বাবু! এই আশ্রয়হীন দরিদ্র অভাগাকে আপনি যখন এরূপ কৃপানেত্রে নিরীক্ষণ কর্লেন, এ অধম আপনার ভৃত্যের যোগ্য নয়; কিন্তু তথাপি আপনি দয়া ক'রে আমাকে যখন ভাই ব'লে সম্বোধন কর্লেন, অন্তরের দ্বার খুলে ঈদৃশ সরলভাবে যখন কথা কইলেন, তখন আপনার সমক্ষে আমি কখনই মিথ্যা কথা বল্‌বো না; কি কোন বিষয় গোপন কর্‌বো না। আমি নিজে যে কোন্ জাতি তাহা আমি জানি না; সুতরাং আমার উপাধি যে কি তা আমি কিরূপে বল্‌বো? কিষণজি বাবু নিজে কণোজি ব্রাহ্মণ ব'লে পরিচয় দেন বটে, কিন্তু তাঁহার কোন কথা সত্য ব'লে বিশ্বাস হয় না। তাঁর উপর তিনি আমার কেহ আপনার জন নহেন; শুনেছি তাঁহার গুরুদেব আমাকে প্রতিপালনের জন্য তাঁহার কাছে রেখে গেছেন; সম্ভবতঃ আমার সম্বন্ধে যে সকল কথা একমাত্র তিনিই জানেন, কিন্তু আমি এখনো কোন কথা শুনি নাই বা সেই মহাপুরুষের সঙ্গে কখন সাক্ষাৎ হয় নাই, কাজেই আমি সম্পূর্ণ অন্ধকারে আছি। কে পিতা, কে মাতা, কোথায় জন্ম, কি জাতি কিছুই জানি নাই, কেবল অনাথের ন্যায় পরের আশ্রয়ে বাস কর্‌ছি।

এই কথা বলিতে বলিতে সহসা আমার স্বর রুদ্ধ হ'য়ে এলো। জলভারাক্রান্ত মেঘের ন্যায় চক্ষু দু'টি ছল্‌ছল্ কর্‌লো এবং আমার অলক্ষে দু'ফোঁটা অশ্রুজল চিবুকদেশ দিয়া গড়াইয়া পড়িল।

আমাকে রোদন-পরায়ণ দেখে করুণ-হৃদয় যুবক প্রবোধ বচনে কহিল, "থাক্ ও সব কথা মনে হ'লে যদি প্রাণে কষ্ট পাও, তাহ'লে আর বল্‌বার কোন আবশ্যক নাই; তবে তুমি যেরূপ সৎ ছোক্‌রা, তাতে তুমি কখনই চিরকাল অন্ধকারে থাক্‌বে না, একদিন নিশ্চয় তোমার মনের সকল সন্দেহ মিট্‌বে, এখন আমাদের বাটীতে সকলের কাছে তুমি কায়স্থ ব'লে পরিচয় দিও; বামুন রান্না ভাত দু'বেলা খাবে, কাজেই সব দিক্ বজায় থাক্‌বে।

আমি খুব শীঘ্র বাবুকে ব'লে তোমার একটা চাক্‌রী ক'রে দিব ও বিবাহ দিয়ে একটা হিল্লে ক'রে দিব।"

মোহিতবাবুর শেষের কথাটা শুনেই সহসা আমার বুকটা ধড়াস্ ক'রে উঠ্‌লো, একটি মোহিনী মূর্ত্তি হৃদয় দর্পণে দেখা দিল। কিষণজি বাবুর অন্দর মহলের সেই বালিকাজহীন লোণাধরা ক্ষয়া ক্ষয়া ইষ্টকযুক্ত দরদালান চক্ষের উপর ভেসে উঠ্‌লো, স্মৃতির দ্বার খুলে গেল, কত পুরাতন ঘটনা, অন্তররাজ্যে প্রবেশ কর্‌ল, কাজেই মনের মধ্যে একটা বিষম বিপ্লব উপস্থিত হ'লো, কিন্তু আমি তাহা দমন ক'রে ফেল্লুম, মোহিত বাবুকে আমার এই ভাবান্তরের বিন্দু বিসর্গ মাত্র জান্‌তে দিলাম না।

আমি মোহিত বাবুকে অন্য সকল কথা বলিলাম বটে, কিন্তু কর্ত্তার সেই পারিবারিক কেলেঙ্কারীর কথা আদৌ তাহার নিকট প্রকাশ করিলাম না। কারণ এতদিন যাহার অন্নে প্রতিপালন হ'য়েছিলাম, যিনি আমাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ কর্‌তেন, তাঁহার কুৎসা জগতে প্রচার করা সঙ্গত ব'লে বোধ কর্‌লাম না। তারপর মোহিত বাবু যদি কোনরূপ বিরুদ্ধ ভাবে, এই ভয়ে নির্ম্মলার সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে সাহস হইল না।

প্রকৃতপক্ষে কর্ত্তা গিন্নি যে আমার মা বাপ নহেন, কেবল প্রতিপালক মাত্র এ কথা যদি জান্‌তে না পার্‌তাম, তাহ'লে কখনই এত শীঘ্র তাঁহাদের আশ্রয় ত্যাগ কর্‌তে পার্‌তাম না। সে রাত্রে কর্ত্তা গিন্নির কথাবার্ত্তা শুনে ও এই সব লীলা খেলার পরিচয় পেয়ে, তাঁদের উপর ভক্তির স্থানে বিজাতীয় ঘৃণা আসিয়া উপস্থিত হ'য়েছিল। তাঁদের সহবাসে আর কিছুদিন থাক্‌লে আমার যে ঘোর অবনতি ঘট্‌বে, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে তাঁদের পাপ কার্য্যের সহায়তা কর্‌তে হবে, তাহা একপ্রকার নিশ্চয়; সেই জন্য তাঁদের স্নেহপাশ ছেদন কর্‌তে আমার বিন্দুমাত্র কষ্ট বোধ হ'লো না। পূর্ব্ব হ'তেই আমার মন চটিয়াছিল, সেই জন্য এই সামান্য সূত্র পাইয়াই তাঁহাদের সংসর্গ ত্যাগ কর্‌লাম এবং স্রোতের মুখে

তৃণের ন্যায় অকুল সাগরে ভাসিলাম, এখন দেখি ভাগ্য পবন আমাকে কোন্ দিকে নিয়ে যায়।

তবে একটা আশা আমার প্রাণের অন্দরমহল মধ্যে লুকানো ছিল, কিন্তু সম্প্রতি সে আশাসূত্রও ছিন্ন হ'য়ে গেছে। আমি এখন বেশ বুঝেছি যে, আমার সেই আশা দুরাশায় পরিণত হ'য়েছে; কারণ কর্ত্তার অমতে গিন্নি কখনই কিছু করতে পারবে না। তাহ'লে আর কিষণজির বাড়ীতে থাক্‌বার আবশ্যক কি? এ প্রকার নিরন্তর দৃষ্টি আগুণে দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা একটু দূরে বাস করা কর্ত্তব্য। তবে কখন যদি অর্থ উপার্জ্জন করতে পারি, আর তার উপর ভাগ্য অনুকুল হয়, তাহ'লে আমার এই আশালতা ফলে ফুলে সুশোভিত হ'তে পারে। কিন্তু আপাততঃ কিষণজি বাবুর বাড়ীতে থাক্‌লে, আমার অবনতি ছাড়া উন্নতি হবে না; সেই জন্য এই যুবকের আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছি, দেখি ইহার দ্বারায় আমার অবস্থার কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়।

মধ্যাহ্নে জামাই আদরে সেই উকীল মহাশয়ের বাড়ীতে আহারাদি শেষ কর্‌লাম। লাহিড়ি মহাশয় তাঁহার ধনী মক্কেল পুত্রের খাতিরের জন্য আমাকে বিশেষরূপে যত্ন কর্‌ছিলেন, অধিকন্তু মোহিতবাবু আমাকে সম্পর্কে মামাতো ভাই বলে পরিচয় দিয়াছিলেন, কাজেই আমারও আদর অপ্যায়নের ক্রুটী হ'লো না।

মোহিতবাবু সেদিন মুর্শিদাবাদে থাক্‌বার ইচ্ছা প্রকাশ কর্‌লেন, কিন্তু যদি রাত্রিকালে আবার সেই সব বদ্‌মাইস্‌দেব সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, এই আশঙ্কায় আমি তাহাতে আপত্তি করিলাম, বাবু আমার কথা অগ্রাহ্য করিলেন না, কাজেই আমরা বেলা বারটার পর একজন মাত্র ভৃত্য সঙ্গে মোহিত বাবুর বাড়ী আজীমগঞ্জ উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

একাদশ পরিচ্ছেদ

—ঃ*ঃ—

ভূঁড়ো-কর্ত্তা।

যথাকালে আমরা বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে বরাবর উপরে ল'য়ে গেলেন এবং তাঁহার বৈঠকখানার পাশে একটি ছোট কুঠুরী আমার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিলেন।

আমি মোহিতবাবুর এই বাড়ী দেখে মনে মনে বড় সন্তুষ্ট হ'লাম। কারণ বাড়ীখানা খুব প্রকাণ্ড ও বড়মানুষি ধরণের; তবে রীতিমত মেরামতের অভাবে অনেকটা মলিন মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রেছে। বাড়ীটার সম্মুখে খুব মোটা মোটা যোড়া থাম, তারপর লোহার গুল মারা প্রকাণ্ড সদর দোর ও দেউড়ি, কিন্তু দরওয়ানের নাম মাত্র তাতে নাই, কেবল শীর্ণকায় পিলে রোগা একটা উড়ে মালী তথায় আড় হ'য়ে শুয়ে আছে। দেউড়ির পর প্রশস্ত উঠান, তিনদিকে চক্‌মিলানো ঘর ও একদিকে সাতফুকুরে ঠাকুরদালান যেন খাঁ খাঁ ক'চ্ছে। মার্‌বেল পাথরে বাঁধানো সেই দালানের অবস্থা দেখ্‌লে স্পষ্ট বোধ হয় যে, বহুদিন যাবৎ জগদম্বার পবিত্র পদরজঃ ইহাতে পতিত হয় নাই, কাজেই দলে দলে কেলেগোলা, চাম্‌চিকে ও বাদুড় নির্ব্বিবাদে পুত্র পৌত্র ল'য়ে বসবাস ক'চ্ছে এবং বহুদিন-সঞ্চিত তাহাদের বিষ্ঠা ও নানাপ্রকার আবর্জ্জনায় নীচেটা একেবারে পরিপূর্ণ হ'য়ে আছে।

বাড়ীটা প্রকাণ্ড বটে, কিন্তু তেমন সাজানো নয়, লোক জনের অভাবে যেন খাঁ খাঁ ক'চ্ছে। কারণ, বহু পরিবার না হ'লে এ রকম প্রকাণ্ড বাড়ী মানায় না। বাবুদের পরিবার খুব অল্প, কাজেই অধিকাংশ

ঘর অব্যবহার্য্য অবস্থায় পড়ে আছে। তবে মোহিতবাবুর উপরের বৈঠকখানাটি বেশ সাজানো, কিন্তু আমার ঘরে একখানি পট্‌পটীর মাদুর ও তুলো বেরোনা ওয়াড় শূন্য একটা ছেঁড়া তাকিয়া ভিন্ন আর কিছুই ছিল না।

বেলা আন্দাজ দশটার সময় মোহিতবাবু আমার সেই ঘরে আসিয়া হাসি হাসি মুখে কহিলেন, "আমি বাবাকে তোমার কথা ব'লেছি, তিনি আমার কথায় সম্মত হ'য়েছেন; এখন তুমি একবার গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করগে। নীচের সিঁড়ির পাশের ঘরটায় তিনি বসেন; আমি পূর্ব্বেই তোমাকে ব'লে রেখেছি আমার বাবা একটু কৃপণ, তুমি তাঁর কথা শুনে কিছু মনে ক'রো না। আমি যখন আছি, তখন তোমার কোন বিষয়ে কষ্ট হবে না। বেটার সাম্‌নে স্থচ গলে না, কিন্তু পেছনে হাতী গলে যায়; সেই জন্য বেটার উপর আমি হাড়ে হাড়ে চটে গেছি। যাই হোক্ এই সময় তুমি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করগে; তিনি যা বল্‌বেন, তাতেই "যে আজ্ঞা বল্‌বে, তারপর যা হয় আমি করবো।"

মোহিতবাবু আমাকে এই কথা ব'লে বাড়ীর ভিতর চ'লে গেলেন। আমিও কর্ত্তার সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্য নীচের দিকে চলিলাম।

মোহিতবাবুর কথামত সিঁড়ির পাশের সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ ক'রে দেখি যে, কর্ত্তা খুব রেগে উঠে সপ্তমে গলা তুলে রাঁধুনী বামুনের চৌদ্দ পুরুষকে উদ্ধার ক'চ্ছেন ও তার বাপ-বেচারীর আহারের জন্য কতকগুলো দুর্গন্ধময় জঘন্য জিনিষের ব্যবস্থা ক'চ্ছেন। আমি একটু পরে কর্ত্তার ক্রোধের প্রকৃত কারণ বুঝ্‌তে পেরে মনে মনে একটু হাসিলাম; কারণ কর্ত্তা পুকুর ঘাটে বেড়াতে গিয়ে কতকগুলো ভাত ছড়ানো দেখ্‌তে পান, সুতরাং সিদ্ধান্ত করেন যে, বামুন বেশী বেশী চাল রেঁধে তাকে বরবাদ দেবার যোগাড়ে আছে; সেই জন্য কর্ত্তা রেগে জীবের লাগাম খুলে দিয়ে কথা কইছেন।

আমার সঙ্গে কর্ত্তার চ'খোচোখি হ'লে আমি একটি নমস্কার করলাম। তিনি একবার মাথাটা একটু নীচু ক'রে নমস্কারটা ফিরিয়ে দিলেন ও হাত নেড়ে আমাকে বস্‌তে বল্লেন; কিন্তু তখন তাঁহার ক্রোধের সমতা হয় নাই। বামন ঠাকুর তাঁহার সর্ব্বনাশ ক'রেছে ব'লে অনবরত গজ গজ করতে লাগ্‌লেন।

আমি কর্ত্তার আদেশমত আসন পরিগ্রহ ক'রে, সেই ঘরের চারিদিকটা একবার ভাল ক'রে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম, দেখ্‌লাম যে, ঘরটায় কোন দামি আস্‌বাবের নাম মাত্র নাই, একখানি বহুকেলে পুরাণো মোটা পাটি পাতা আছে এবং পায়ে পায়ে এক ইঞ্চি পুরু ধূলো তার উপর জমাট মেরে র'য়েছে। কর্ত্তার পেছনে একটা লাল খেরোর তাকিয়া আছে বটে, কিন্তু কালের করাল কবলে পতিত হ'য়ে উপরের লালবর্ণ-টুকুন ঘোর কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হ'য়েছে। সেই দর্‌জির হাতে জন্ম লওয়া অবধি তাকিয়া বাবাজি চিরকালটা কৌমার-ব্রত অবলম্বন ক'রে কাটালেন, এখন তাকিয়া-বাবাজির নেহাৎ অন্তিমকাল উপস্থিত হ'য়েছে, দাঁত পড়ার ন্যায় দু' এক জায়গায় ফেঁসে তুলো বেরিয়েছে, সমস্ত অঙ্গটা শিথিল হ'য়ে প'ড়েছে; কিন্তু আজও প্রণয়িণী ওয়াড়-সুন্দরীর সঙ্গে একদিনের জন্য মিলন হ'লো না, কাজেই এই আইবুড়ো তাকিয়াটি তিথি নক্ষত্রের দোষে মর্‌লে যে ভূত যোনি প্রাপ্ত হবে, তাহা নিতান্ত অসম্ভব নহে।

কর্ত্তার কাছে কতকগুলো কাগজের বাণ্ডিল এলোমেলো ভাবে ছড়ানো ছিল, আস্‌বাবের মধ্যে একটা কাঠের হাতবাক্স ও কলসীর কাণার ভাইরাভাই একটা কাঠের বৈঠকে মড়ার মাথা বিশেষ একটা ছোট থেলো-হুঁকো ও তাতে একটা কাণাভাঙ্গা ক'ল্‌কে ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। তবে দেয়ালের দিকে বড় বড় তালায় আবদ্ধ সারি সারি চারিটা লোহার সিন্দুক ছিল, কর্ত্তা সেগুলির দিকে মাঝে মাঝে চেয়ে প্রাণ ঠাণ্ডা করতেন, কখন হাত দিতে ইচ্ছা হ'লো না। কেবল যক্ষের ন্যায় পরের জন্য এই

ধনরাশি আগ্‌লাইয়া রাখিলেন, যাহার অদৃষ্টে আছে সেই ভোগ করিবে। তবে এ প্রকার আত্মবঞ্চক নীচাশয় কৃপণের পাপার্জ্জিত অর্থ যে সদ্ব্যয়ে নিঃশেষ হবে তাহা একপ্রকার অসম্ভব।

কর্ত্তার বয়স প্রায় ৬০ বৎসরের কাছাকাছি হবে, কিন্তু গায়ের মাংস বিন্দুমাত্র লোল হয় নাই। টাকার স্ফূর্ত্তিতে শাক কচু খেয়েও স্বাস্থ্যের পূর্ণ লক্ষণ সকল তাহার দেহে বর্ত্তমান আছে। তবে তিনি লোকটা একটু বেঁটে, তুলনায় প্রায় ঢাকাই জালার আধখান, আরদালি সাহেবের ন্যায় বাবুর ভু'ড়ি আগে আগে গিয়ে থাকে, সেই জন্য সকলে আড়ালে "ভুঁড়ো কর্ত্তা" "কঞ্জুস বেটা" প্রভৃতি মিষ্ট সম্বোধনে আপ্যায়িত ক'রে থাকে।

কর্ত্তার হাত-পাগুলি তাহার দেহের অনুরূপ, মুখখানি কলি-হুঁকার ন্যায় বেঢপ্ লম্বা, চক্ষু দুটি ছোট ও ঈষৎ কোঠরগত, নাকটি বেশ টিকোলো, ভ্রুযুগল এবড়োখেবড়ো ও অধরদ্বয় কাফরিদের ন্যায় পুরু ছিল; তবে তাহার দৃষ্টি কুটিল ও বক্র, ললাটদেশ চিন্তারেখায় অঙ্কিত ও মুখমণ্ডলে অপ্রসন্নভাব বিদ্যমান থাকিত। এই বয়সে বিপুল বিভবের অধিপতি হ'য়েও সংসারে সার বস্তু সন্তোষের শরণাপন্ন হ'তে পারে নাই। কেবল বিষম উদ্বেগে, অব্যক্ত ত্রাসে, অনির্দ্দিষ্ট সন্দেহে, তাহার জীবন কাটিয়া গেল; সুখ শান্তি যে কাহার নাম, তাহা আর এজন্মে জানিতে পারিল না, চিনির বলদের মত কেবল বোঝা বহিয়াই দিন গেল।

কর্ত্তার বুক কাঁধ ঘন লোমে আচ্ছাদিত, হঠাৎ দেখ্‌লে একটি ছোট-খাটো পালংশাকের ক্ষেত ব'লে ভ্রম হয়। মাথার চুল কাঁচায় পাকায় মিশানো, মাঝখানে বুজরুকির চিহ্নস্বরূপ সৌখিন ধরণের খুব মিহি একটি টিকি বিদ্যমান ছিল।

কর্ত্তা একখানি ছোট পাঁচি ধুতি পরিধান করিয়াছেন, কাজেই সেই সাত হাত কাপড়খানিতে তাহার বারো আনা লজ্জা নিবারণ হ'য়েছে, সম্পূর্ণরূপে ভুঁড়িতে ফের দিতে কুলায় নাই, কাজেই এক রকম দিগম্বর

বেশে বসিয়া আছে। তবে তাঁর কোমরে একটি খুব মোটা কারের ঘুন্‌সিতে ন্যাটামাছের মত সারবন্দি লোহার সিন্দুকের চাবি র'য়েছে। তিনি এ জন্মে কেবল মোট বহিবার জন্য সংসারে আসিয়াছিলেন, কাজেই চাবির মোট বহিয়া গেলেন। কষ্টার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার কি উপভোগ তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। কর্ত্তার গতিক দেখে আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লাম যে, জগতে বিপুল অর্থ লাভ হ'লেও মানুষ কখনই সুখী হ'তে পারে না। সুখভোগ একটা ভিন্ন পদার্থ, মানসজাত সন্তোষ-লতিকার সুধাময় ফল, কাজেই জীবের ভাগ্য সাপেক্ষ। কারণ অনেক স্থলে সসাগরা পৃথিবীর অধিশ্বর একজন সম্রাট রাত দিন বিবিধ মানসিক যাতনায় প্রপীড়িত হ'চ্ছেন, নিতান্ত উদ্বেগে ও আশঙ্কায় কালাতিপাত ক'চ্ছেন, আবার স্বাস্থ্যের পূর্ণাবতার অভাব জ্ঞানহীন অনেক কৃষক সদানন্দ ভাবে দিনপাত ক'চ্ছেন। একমাত্র সন্তোষের কৃপায়, অন্যের সহিত অকপট-ব্যবহারের গুণে, নিৰ্ম্মল স্বভাবের কল্যাণে, সরল প্রকৃতি শ্রমসহিষ্ণু শ্রমজীবির হৃদয়-ভাণ্ডার যেরূপ বিমল, আনন্দে পরিপূর্ণ, দুরাশা-বাতিকগ্রস্ত মুকুটধারী নৃপতি তাহার কণামাত্র উপভোগের অধিকারী নহে। সেই জন্য বল্‌তেছিলাম যে, সংসারে অর্থ হ'লেই মানুষ সুখী হ'তে পারে না।

কর্ত্তার ক্রোধের বেগ প্রশমিত হ'লে, "রামা রামা" ব'লে ডাক্‌লেন, অমনি "আজ্ঞে যাই" এই উত্তর দিয়ে কর্ত্তার সেই একোমেব ন দ্বিতীয়াং খানসামা রামা গৃহ প্রবেশ করিল।

এই খান্‌সামাপ্রবরের চালচলন ও ধরণধারণ দেখে আমার মনে কেমন একটা সন্দেহের উদয় হ'য়েছিল। কারণ এই খান্‌সামা-রতন সর্ব্বদা বেশ ফিট্‌ফাট্‌ থাক্‌ত, হঠাৎ দেখিলে তাহাকে এই বাড়ীর ছোট বাবু ব'লে বোধ হইত। খাসা কালপেড়ে কাপড় কুঁচিয়ে পরে, প্রায় ছটাক-খানেক সরষের তৈল খরচ ক'রে মাথায় সরাসরি নৰ্দ্দমা কাটে, সাবান

দিয়ে গা ধোয়, আতরের ফোয়া কাণে দেয়, ছোট এলাচ প্রভৃতি মসলা দিয়ে ছাচি পান খায়, কাজেই এ বাড়ীর মধ্যে এই বাবু খান্‌সামার যে কোনরূপ মিষ্ট সম্বন্ধ বা গুড়ের গাছ আছে, তাহা অনেকটা আমার অনুমানে বোধ হইল।

খানসামা-কুলতিলক রামা গৃহে প্রবেশ করিলে, কর্ত্তা সেই কাঠের বাক্স খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে কুলের আঁটীর ন্যায় এক ছিলিম তামাক বাহির ক'রে তাহার হাতে দিয়ে বল্লেন, "এই এক গণ্ডা তামাক দিলুম, সবটুকু সেজে আনিস্; দেখিস্ বেটা, যেন কেটে রাখিস্ না, আমি গুল ঢেলে দেখবো।" রামা মুখে কোন উত্তর করিল না, কেবল একটু মুচ্‌কে হেসে, সেই কাণাভাঙ্গা কল্‌কেটি নিয়ে প্রস্থান করিল। আমি দেখিলাম যে, কর্ত্তার সেই বাক্সের একদিকে নোট ও হুণ্ডির তাড়া ও তার পাশে শালপাতা জড়ানো একটু তামাক র'য়েছে। বাহিরে রাখিলে পাছে এক আধ ছিলিম চুরি যায়, এই ভয়ে আধ পয়সার তামাকটুকু সযত্নে বাক্সের মধ্যে রাখিয়াছেন।

রামা তামাক সাজিয়া কল্‌কে আনিয়া দিল; কর্ত্তা সেই গেলো হুঁকায় কলকে বসাইয়া টানিতে টানিতে আমাকে কহিলেন, "আমি খোকার মুখে তোমার সমস্ত কথা শুনেছি। আহা! কায়েতের ছেলে, বাপ মা কেউ নাই, কাজেই খুব কষ্টে পড়েছো। আজকালের মাগ্‌গি গণ্ডার দিনে একটা লোকের খোরাকি চালানো বড় সহজ কথা নয়, অনেক আমির আদ্‌মি ভয় পায়; কিন্তু আমি ধার্‌ধোর ক'রে তোমার খোরাকী খরচটা চালাবো, কিন্তু তুমি বাবা খোকার সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌বে, বদ্‌লোকের সঙ্গে মিশতে দিও না। ছোড়া নেহাৎ বাঁদর হ'য়ে গেছে, অতো টাকা খরচ ক'রে সুন্দরী বউ বাড়ীতে আন্‌লাম, তবুও ছোড়া বাড়ীতে থাকে না, বদ্‌লোকের সঙ্গে মিশে একেবারে মাটী হ'য়ে গেছে। আমার তো আর দু-পাঁচ হাজার টাকা নেই যে, বাবুগিরি করবে, কাজেই

আখেরে ছোড়ার দুঃখে শিয়াল কুকুরে কাঁদবে। তুমি যদি ছোড়াকে শোধরাতে পার তাহ'লে তোমার যাতে ভাল হয় আমি তাই কর্‌বো।

আমি কর্ত্তার কথার ভাবে বুঝিলাম যে, তিনি মোহিতবাবুকে খোকা ব'ল্লেন। যদিও আজকাল মোহিতবাবুর বয়স খোকার পিতার যোগ্য কিন্তু তথাপি কর্ত্তা স্নেহরসে-সিঞ্চিত সাবেকের সেই মধুর খোকা সম্বোধন ভুলিতে পারেন নাই। কর্ত্তার কথা শেষ হ'লে খুব বিনীতভাবে আমি কহিলাম, "মোহিতবাবু স্বভাবতঃ লোক মন্দ নন, কেবল কুসংসর্গে মিশে তাহার চরিত্র মন্দ হইয়াছে। তবে তিনি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন এবং সেই সব বদ্‌মাইসদের সঙ্গ ত্যাগ ক'রেছেন, আর কখন তাদের সঙ্গে মিশিবেন না ব'লে আমার কাছে প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন, সুতরাং বাবুর সেই সামান্য চরিত্রদোষটুকুন যে সম্পূর্ণরূপে সংশোধন হ'বে তাতে আর কোন সন্দেহ নাই।"

আমার এই কথা শুনে কর্ত্তা ভুঁড়ি নাচিয়ে হা হা ক'রে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন, বেশ বেশ, তুমি বড় ভাল ছোক্‌রা, তোমার সঙ্গে থাক্‌লে খোকা ছোঁড়া শোধরাতে পার্‌বে। তুমি একদণ্ড তার কাছ ছাড়া হ'য়ো না, রাতদিন সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌বে, আমি ধার্‌ধোর ক'রে খরচ চালাবো, তারপর কুঠিতে চাক্‌রী ক'রে দেব। তবে বাবা, আর পার্শীর তেমন চলন নাই, আজকাল যেটুকুন আছে, আর দিনকতক বাদে তাও থাকবে না। কাজেই একটু ইংরাজী না শিখ্‌লে সাহেবের কাছে চাকরী হওয়া দুষ্কর। আমি নিজে প্রায় আড়াইকুড়ি ইংরাজি কথা শিখে সাহেবদের কাছে চাক্‌রী বাগিয়েছিলাম; তারপর ক্রমে ক্রমে এখন একটা কুঠির দাওয়ান হ'য়েছি। হাত পা নেড়ে, আধা হিন্দি, সিকি বাঙ্গালা, দু-আনা পার্শীর সঙ্গে দু-একটা ইংরাজির বুক্‌নি দিয়ে একপ্রকার আজবতর ভাবার সৃষ্টি ক'রে সাহেব সুবকে বুঝিয়ে দিয়ে আস্‌ছি। কাজেই বাবা, তোমাকেও একটু ইংরাজি শিখ্‌তে হবে, আমি মাষ্টার ঠিক ক'রে দেব, তোমাতে ও খোকাতে দু-জনে

ইংরাজি শিখ্‌বে, না হয় এ ব্যাপারে আমার কিছু ঋণ হবে, খেটেখুটে এক রকম ক'রে শোধ দেব। মোদ্দা বাবা, তুমি খোকাকে আর বদ্‌লোকের সঙ্গে মিশ্‌তে দিও না।"

আমি কর্ত্তার কথায় স্বীকার হ'লাম এবং তখনকার মত বিদায় প্রার্থনা কল্লাম, ভাবে বোধ হ'লো কর্ত্তা আমার উপর বিশেষ অসন্তুষ্ট হন নাই। তবে তাঁহার সংসারে একটা খরচ বাড়িল ব'লে তাঁহার মুখমণ্ডল অনেকটা ভার হইয়া উঠিল।

আমি এইখানেই রহিয়া গেলাম, সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তার কাছে একটু পসার হইল; কারণ মোহিতবাবু এই কয়দিন আর বাড়ীর চৌকাঠ পার হন নাই, লক্ষ্মীছেলেদের ন্যায় বাড়ীতেই রহিলেন এবং আমার সঙ্গে নানারূপ কথাবার্ত্তায় দিন কাটাইতে লাগিলেন।

কর্ত্তার পরিবারের মধ্যে তাঁহার এক শালী, পুত্রবধূ ও পেটভাতায় এক বুড়ো ঝি, একটা রসুয়ে মহারাজ ছিল বটে, কিন্তু তাহাকেও মাহিনা দিতে হইত না, কর্ত্তা কুঠিতে ৪৲ টাকা মাহিনায় একটা আরদালির কাজ তাহাকে দিয়া ছিলেন, কাজেই কেবল খোরাকি দিয়া বামুন রাখা হইয়াছিল। মোহিত বাবুর বয়স যখন দেড় বৎসর সেই সময় তাহার মাতৃবিয়োগ হ'য়েছিল, কাজেই প্রতিপালনের জন্য কর্ত্তা মোহিত বাবুর মাসীমাতাকে আনিতে বাধ্য হন। এখন যদিও মোহিত বাবু বড় হ'য়েছেন, পূর্ব্বেকার গরজটুকুন ফুরায়েছে, কিন্তু তথাপি কেবলমাত্র চক্ষুলজ্জার খাতিরে আর মাগীকে তাড়াইতে পারেন নাই, কাজেই এই বাজে খরচটা অম্লানবদনে সহ্য করছেন।

কর্ত্তার সদর আম্‌লার মধ্যে জানকীবল্লভ চক্রবর্ত্তী নামক একজন ব্রাহ্মণ, খান্‌সামা-কুলতিলক শ্রীমান্ রামচন্দ্র মাইতি ও পিলেরোগা একটা উড়ে মালি ছিল। কর্ত্তা খানকয়েক তালুক ও অনেক জমি জমা কিনে ছিলেন। সেইজন্য ৭৲ সাত টাকা বেতনে এই চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে

আম্‌লা নিযুক্ত কর্‌তে বাধ্য হন ও নিজের উদারতাগুণে এগার বৎসরের মধ্যে দেড় টাকা বেতন বৃদ্ধি ক'রে দেন। তবে তাতে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বিশেষ কোন ক্ষতি হ'তো না, কারণ মাহিনাটা একরূপ ফাউ স্বরূপ ছিল, অন্য উপায়ে বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন হইত, পরিবার প্রতিপালনের কোন কষ্ট হ'তো না, কেন না কর্ত্তার সাম্‌নে দিয়ে একগাছি কুটো পর্য্যন্ত নড়তে পার্‌তো না, কিন্তু পিছনে বড় বড় ঢেঁকি অবধি পার হ'য়ে যেতো, তার উপরে নিজে একটা নিরেট মুর্খ, দেহের ন্যায় বুদ্ধির পরিধি, কাজেই কলমের মারপ্যাচে চক্রবর্ত্তী মহাশয় বেশ দু'টাকা উপার্জ্জন করিতেন।

কর্ত্তার পিয়ারের খান্‌সামা রামার খোরাক পোষাক বাদে বার আনা হিসাবে মাহিনা ধার্য্য আছে, তবে চারি বৎসর হ'লো রামা মাহিনা হিসাবে একটা পয়সাও পায় নাই। কর্ত্তার কাছে মাহিনা চাহিলেই ভয়ানক অসন্তুষ্ট হ'তেন এবং মুখখানি ভার ক'রে গজ্‌ গজ্‌ কর্‌তেন। সেইজন্য চতুর চূড়ামণি রামধন কর্ত্তার কাণে আর মাইনের কথা তুল্‌তো না, কাজেই কর্ত্তা এই বুদ্ধিমান চাকরের উপর বড় তুষ্ট ছিলেন। তবে নানা উপায়ে বুদ্ধি খাটিয়ে অসাক্ষাতে চেয়ে নিয়ে বেশ দু-পয়সা রোজগার কর্‌তো, কাজেই মাইনের আর বড় তোয়াক্কা রাখিত না। কর্ত্তা বাগান থেকে নারিকেল পাতাটি কুড়িয়ে আন্‌তো, থোড় ডুমুর সজনাশাক প্রভৃতি তরকারী সংগ্রহ করতো, কিন্তু এদিকে গুণের সাগর রামচন্দ্র বাগানের ভাল ভাল ফল ও পুকুরের বড় বড় মাছ ধরাইয়া বাজারে বিক্রয় করিত। কারণ সে মনে মনে ঠিক জানিত যে, ভাল জিনিস কখনই কর্ত্তা পোড়ার-মুখে তুলিবে না। চিরকাল শাক কচু খেয়ে জীবন কাটাইল; বাড়ীতে কোন ভাল তরকারী হ'লে তাহার পাতে দিতে কাহার সাহস হইত না, তিনি মামুলি বন্দোবস্ত মতন সোণাহেন মুখ ক'রে প্রত্যহ আহার করিতেন। এক দিনের তরেও তাহার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইত না।

সংসারের সমস্ত বস্তুই পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু কর্ত্তার বাড়ীর আহারের বন্দোবস্তের কোনরূপ পরিবর্ত্তন নাই। বোল্‌তার-টিপের ন্যায় মোটা মোটা অন্ন, ঘৃতশূন্য খোসাপূর্ণ কলায়ের দাল ও ঝাটা চচ্চড়ি গোছের একটা ছ্যাঁচড়া, সেই অনন্তকাল হ'তে একভাবে চ'লে আস্‌ছে, একদিনের তরেও এই বাঁধা বন্দোবস্তের কোন হ্রাস বৃদ্ধি হইত না। তবে রাত্রিতে খুব গোপনে মোহিতবাবুর জন্য খানকয়েক লুচি ভাজা হইত, আমিও তাহার অংশ পাইতাম, কিন্তু দরজা বন্ধ করিয়া আমরা আহার করিতাম এবং রাত্রির মধ্যে চাকরে থালা লইয়া যাইত, সুতরাং আমরা গোপনে গোপনে যে এমন ভয়ানক দুষ্কার্য্য কর্‌তাম তা কর্ত্তা কিছুতেই জান্‌তে পার্‌তেন না।

এইরূপ ভাবে আমার দিন কাট্‌তে লাগ্‌লো, কর্ত্তা আমাদের ইংরাজি শিখাবার জন্য এণ্টুনি নামে একজন আরমিনিয়ানকে নিযুক্ত ক'রে দিয়েছেন। মাষ্টার মহাশয় প্রত্যহ প্রাতঃকালে আসেন, আমি তাহার কাছে একটু একটু ক'রে ইংরাজি শিখিতে লাগিলাম, কিন্তু মোহিতবাবু তাহার কাছে ঘেসিতেন না, কেন না, তিনি বড় মানুষের ছেলে, আলালের ঘরের দুলাল, কর্ত্তার বহু কষ্টে সঞ্চিত অর্থগুলি সদ্ব্যয়ে নিঃশেষ কর্‌বার জন্য এই ধরাতলে জন্মগ্রহণ ক'রেছেন; কাজেই ছোটলোকের ছেলেদের ন্যায় কষ্ট ক'রে পড়া মুখস্থ করা তাহার পোষাইয়া উঠিত না, মাষ্টার মহাশয় বাড়ী আসিলেই তাহার ঘুম পাইত, সুতরাং বুড়ো বাঁদরকে নাচ শেখাবার জন্য আর কেহ বড় পেড়াপেড়ি করিত না।

কর্ত্তার বাড়ীর মধ্যে এক চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ পরিচয় হইল; আমি অধিকাংশ সময় তাহার কাছে বসিয়া গল্প করিতাম। তবে তাহার সাবকাশ খুব কম ছিল, কারণ দাওয়ানি হ'তে আরম্ভ ক'রে বাজার-সরকারি পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য তাকে একলা কর্‌তে হ'ত, কাজেই সমস্ত দিন পরিশ্রম ক'রে কাজ শেষ কর্‌তে পার্‌ত না।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় অনেক দিন হ'লো কর্ত্তার সরকারে চাকরী কর্‌ছেন, সুতরাং তাহার নাড়ীর খপর পর্য্যন্ত জানতেন, আমি তাঁর কাছ থেকে ভূঁড়ো-কর্ত্তার বিদ্যা বুদ্ধি বংশমর্য্যাদা ও তাহার সমস্ত কাণ্ডকারখানা জ্ঞাত হ'য়েছিলাম।

• চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সঙ্গে আমার বেশ সদ্ভাব হ'য়েছিল; আমি অবসরকাল তাঁহারই কাছে অতিবাহিত করতাম, তিনি আমাকে বেশ স্নেহ-চক্ষে দেখতেন, কাজেই আমার নিকট কোন কথা গোপন করেন নাই, অকপটচিত্তে কর্ত্তার সম্বন্ধে সমস্ত কথা ব'লেছিলেন।

একদিন কথা প্রসঙ্গে চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে কর্ত্তার দেশ কোথায় জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম। আমার কথা শুনে তিনি হাস্‌তে হাস্‌তে উত্তর কর্‌লেন, "কর্ত্তার দেশ সঙ্গে সঙ্গে।" কলিকালে কমলা যে নীচগামিনী, তাহা এই বেটাতেই সপ্রমাণ হ'য়েছে। আমি এই কথার কারণ জিজ্ঞাসা কর্‌লে, তিনি আমার নিকট আগাগোড়া সমস্ত পুরাণো কাহিনী আরম্ভ কর্‌লেন। যথা,—

বহরমপুরে নিধিরাম মাইতি নামে একজন দক্ষিণায়াড়ি কৈবর্ত্ত বাস করিত ও ঘরামীর কাজ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত; তাহা ছাড়া তাহার প্রায় ৩০ বিঘা মালের জমী ছিল, নিধিরাম সেই সব ভূমি ভাগে করিত, নিজেরও দু-খানা লাঙ্গল ছিল, কাজেই তাহার অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না। নিজের শয্যাসঙ্গিনীকে রূপার নোয়া পৌচে ও সোণার পলাকাটী পর্য্যন্ত গড়িয়ে দিয়েছিল। বহরমপুরের আশপাশ প্রায় দু-ক্রোশ হইতে কৃষক কন্যা, যত তাহার বাটীতে পলাকাটী দেখিতে আসিত এবং সৌভাগ্যবতী নিধিরাম রমণীর সহিত নিজেদের ভাগ্যের সমালোচনা করিতে আরম্ভ করিত শেষে স্ব স্ব স্বামী বেচারীর উপর অজস্র বাক্যবাণ বরিষণ করিত।

নিধিরামের লক্ষ্মী-ভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে ষষ্ঠির কৃপা আসিয়া মিশিল,

অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে একটি কন্যা ও দুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল; কাজেই নিধিরামের আর আনন্দের সীমা রহিল না। নিধিরামের মেয়েটীর নাম মালতী ও ছেলে দুইটির মধ্যে বড়টীর নাম মাণিকলাল ও ছোটটীর নাম চুনিলাল।

ঈশ্বরেচ্ছায় নিধিরামের অবস্থা তেমন অসচ্ছল ছিল না, কাজেই পুত্রটী লেখাপড়া শিখিয়া ভদ্রলোক হয়, এই ইচ্ছা তাহার মনে প্রবল হ'য়েছিল। সেই জন্য বড় ছেলেটীর হাতে পাচনবাড়ী না দিয়া একটা দিন দেখিয়ে হাতে খড়ি দিয়াছিল ও মাঠের বদলে পাঠশালায় ভর্ত্তি ক'রে দিয়াছিল; কিন্তু নিধিরামের পুণ্যফলে অল্প বয়সেই বড় ছেলেটী ডাঙ্গুলিতে সিদ্ধহস্ত, হাডুডুডুতে পাকা ও কপাটীতে ওস্তাদ হ'য়ে উঠেছিল। খুব উঁচু উঁচু গাছের আগডালে উঠে পাখীর ছানা পাড়তে তার জোড়া ছেলে আর ছিল না। কাজেই পাড়াপড়শীর গাছের ফলপাকড় বড় আর কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হইত না। তবে নিধিরামের কাছে প্রত্যহ দশ পনেরো নম্বর দাওয়ানী ও ফৌজদারী উভয়বিধ নালিশ দায়ের হইত। নিধিরাম মিষ্টি কথা ব'লে, গায়ে হাত বুলিয়ে, কখন বা দু-এক পয়সা ক্ষতিপূরণ দিয়ে অধিকাংশ মামলা আপোষ ক'রে ফেল্‌তো, কেবল দু' একটা সঙ্গিন সঙ্গিন মোকদ্দমায় যথা,—পরাণ খাঁর ছ-বৎসরের মেয়েকে পুকুরে চুবাইয়া ধরা, রামধন তর্কবাগীশের তেল কুচ্‌কুচে নেড়া মাথায় কতকগুলি কাকের ডিম ভাঙ্গিয়া ঢালন প্রভৃতি চার্জ্জে আসামীর পিঠে দু-চার ঘা কঞ্চি বসাইয়া দিয়াছিল, কিন্তু এই উপলক্ষে নিধিরামের অন্দর-মহলে ঘোর রবে রণবাদ্য বেজে উঠছিল, নিধিরাম মহিষী তিন দিন অন্ন জল ত্যাগ ক'রে শাপ দিয়েছিল, যে পোড়ামুখো আটগতর খেকো তার সোণারচাঁদের কচি গায়ে ছিপটীর দাগ বসিয়েছে, সে যে দিন মর্‌বে, সেদিন সত্যনারায়ণের কাঁচা পাকা ডাসান সিন্নি ও পঞ্চানন্দের জোড়া পাঁঠা দিয়ে পূজা দিব। এই ঘটনার পর হ'তে আর কখন নিধিরামের এতদূর

স্পর্দ্ধা হয় নাই; কেন না, পাছে বাড়ীর ভিতর আবার রণবাদ্য বেজে উঠে, শ্রীমতী রঙ্গিণী বেশে ঝাটারূপ অসি গ্রহণ করেন, এই আশঙ্কায় আর কখন ছেলেকে তুমি ছাড়া তুই বলিত না, কাজেই ছেলেটি প্রকৃতপক্ষে একটি শ্রাদ্ধ বাড়ীর দাগা ষাঁড় হইয়া উঠিল ও তার উপদ্রবে পাড়াপড়শীরা বিষম বিব্রত হইয়া পড়িল।

শ্রীমান্ তামাক সুপারি প্রভৃতি চুরি ক'রে প্রত্যহ দিত, কাজেই এই ভাল ছোক্‌রাটি গুরুমহাশয়েরও খুব সুনজরে প'ড়েছিল, একে ছাড়া প্রায় আর কাহাকেও তামাক সাজিতে দিত না, তবে ফি বারেই শ্রীমান্ একেবারে গলগাল ধোঁ-বেরোন ধরানো কল্কে নিয়ে আসতো, এক একবারে কল্কের পোকে ডাঁটা সার ক'রে আন্‌তো, গুরুমশায় রাগে মুখখানা বাঁকাতেন, মিছে অছিলায় অন্য একটা ছেলের পিঠে সপ্ সপ্ ক'রে বেত বসিয়ে দিতেন, কিন্তু নেহাৎ ভাল ছেলে শ্রীমান্ নিধিরামের পিণ্ডাধিকারীকে বড় কিছু বলিতেন না।

. মাণিকলাল গুরুমহাশয়ের নেক্-নজরে পড়েছিল বটে, কিন্তু তার ক খ ক্যকিয় শিখ্‌তে সমস্ত গ্রামের তালগাছগুলো মুড়ো হ'য়ে গিয়েছিল; শ্রীমান্ যখন সিদ্ধি লিখিতে ধরেন, তখন নিধিরাম লোক পাঠিয়ে ভিন্ন গ্রাম হ'তে তালপাতা আনাইয়া দেয়।

অল্পদিনের মধ্যে শ্রীমান্ মাণিকলাল পাঠশালার সর্দ্দার-পোড়ো হ'য়ে পড়্‌ল, তবে ডাকটাক পড়ানোর ভার অন্য ছেলেদের উপর ছিল, শ্রীমান্ কেবল গুরুমহাশয়ের হরদম্ তামাক সাজিত ও ছোট ছোট ছেলেদের উপর অযথা প্রভুত্ব ফলাইত; এ ছাড়া পাঠশালায় তার অন্য কোন কাজ কর্‌বার অবসর ছিল না, তাকে সমস্ত গ্রামটা মাঝে মাঝে পর্য্যটন করতে হ'তো।

শ্রীমানের বয়স যখন সতের আঠার বৎসর, সেই সময় গুরুমহাশয় নিধিরামকে বল্‌লেন, যে তার ছেলে বাঙ্গালায় লায়েক হ'য়েছে; আর

কোন বেটা পাটোয়ার ওর কাছে কলম ধরতে পারবে না। আমার পেটে যত বিদ্যা ছিল, সমস্তগুলো একেবারে নিংড়ে দিয়েছি; এখন টোলের অধ্যাপক ছাড়া আর কেউ তোমার ছেলেকে পড়াতে পারবে না।

এই সংবাদ শ্রবণে নিধিরামের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তাহার চৌদ্দপুরুষের মধ্যে কাহারও অক্ষর পরিচয় হয় নাই, কিন্তু আজ সেই চাষা বংশে এত বড় একটা বিদ্বান ছেলে জন্মালো, এ আনন্দ আর কি রাখবার স্থান আছে? নিধিরাম বিপুল আনন্দে অধীর হ'য়ে শ্রীমানের গুরুমহাশয়কে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ একটা বড় রকমের সিদা ও নূতন ধুতি, চাদর পাঠাইয়া দিলেন। পাড়ায় একটা গুজব উঠিল যে, নিধিরাম মাইতির ছেলে বাঙ্গলায় নেহাৎ লায়েক হ'য়ে উঠেছে।

যদিও সে সময় রাজলক্ষ্মী ইংরেজ বাহাদুরদের অঙ্কশায়িনী হ'য়েছিল, ইংরেজেরা যে দেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা, নবাব সাহেব যে কেবল খেলাঘরের সাজানো পুতুল মাত্র, তা দেশের ইতর ভদ্র সকলে জেনেছিল, ইংরাজী শিখিবার ইচ্ছা অনেকের অন্তরে উদয় হ'য়েছিল, কিন্তু তথাপি ইংরাজীর কায়দায় সেই সাম্য-মন্ত্রের ঢেউ সমাজের উপর দিয়া তখন প্রবাহিত হয় নাই, অধিকার ভেদ একেবারে লুপ্ত হয় নাই, শাসনশৃঙ্খলা একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হয় নাই, সুতরাং কৈবর্ত্ত নিধিরামের পুত্র যে ব্রাহ্মণ বালকের সঙ্গে একত্রে সংস্কৃত শিখিবে, এরূপ দুরাশা নিধিরামের অন্তরে উদয় হইল না, বা সাহসে কুলাইল না। কাজেই ছেলেটীকে বাঙ্গালার ন্যায় ইংরাজীতে লায়েক করবার সাধ দুরাশা-বাতিকগ্রস্ত নিধিরামের হৃদয়ে প্রবল হ'য়েছিল। কিন্তু এই পুত্ররত্ন সুশিক্ষিত হ'য়ে কার্য্যজগতে প্রবেশ ক'রে, এই ভ্রান্ত নিধিরামের অসীম স্নেহের ঋণ যে কিরূপভাবে পরিশোধ করবে, তাহা আমার ধৈর্য্যশীল কৃপাপরায়ণ পাঠকমহাশয়েরা স্পষ্ট বুঝ্তে পার্বেন। অদৃষ্টের ফেরে, কুশিক্ষার ফলে, নিধিরামের ন্যায় কত অভাগ্য পিতা যে পরিণামে নৈরাশ্য-নীরে নিমগ্ন হ'য়েছে, তার আর ইয়াত্তা নাই। দেশে

পাশ্চাত্য সভ্যতার যত প্রভাব বৃদ্ধি হবে, সমাজের শৃঙ্খলা ও শাসনশক্তি ততো শিথিল হ'য়ে প'ড়বে, মানুষের কর্ত্তব্যজ্ঞান ও মনুষ্যত্ব উষার উদয়ে তমোরাশির ন্যায় অদৃশ্য হ'য়ে যাবে, কাজেই এ প্রকার বিষদৃশ্য দৃশ্য যে সর্ব্বত্র পরিদৃশ্যমান হবে, তাহার আর বিচিত্র কি ?

সে সময় ইংরাজীর ততদূর চলন হয় নাই, যে দুই একজন সামান্য কিছু শিখিয়াছিল, তাহাদের পসার প্রতিপত্তি খুব ছিল, লোকের কাছে তাহাদের আদর আর ধরিত না। সে সময় রামকৃষ্ণ মাষ্টার নামে একজন ইংরাজি জানা লোক বহরমপুরে ছিল, গ্রামের ছোট বড় ইতর ভদ্র সকলের কাছে মাষ্টারমশায় খেতাব হ'য়েছিল, তাঁর আদত নাম ধ'রে প্রায় কেউ ডাকিত না। নিধিরাম কিঞ্চিৎ নগদ সহ বিস্তর অনুনয় বিনয় ক'রে পুত্রকে ইংরাজী শিখাইতে এই মাষ্টার মহাশয়কে স্বীকার করাইল। কাজেই শ্রীমান্ মাণিকলাল রামকৃষ্ণ মাষ্টারের নিকট ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই পর্য্যন্ত ব'লেছেন, এমন সময় নড়েভোলা গোচের পেটভাতা সেই হিন্দুস্থানি ব্রাহ্মণ আহারের জন্য আমাকে ডাকিতে আসিল, কাজেই ভূঁড়ো-কর্ত্তা-চরিতামৃতের শেষভাগটা তখনকার মতন আর শোনা হ'লো না ; অগত্যা আমাকে তাহার সঙ্গে বাড়ীর ভিতর যেতে হ'লো।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

গুণের খানসামা।

যদিও চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট কর্ত্তার গুণের সব কথা শুনি নাই, কিন্তু তথাপি তাহাকে একটা ঘোর পাষণ্ড নীচাশয় ব'লে আমার মনে মনে স্থির বিশ্বাস হ'য়েছিল। কারণ এই জগৎ মধ্যে একমাত্র অর্থ যার উপাস্য দেবতা, যে কোন উপায়ে হোক্ সঞ্চয় করা যায় জীবনের সারব্রত, সেরূপ নির্ম্মম-হৃদয় অর্থপিশাচ ব্যয়কুণ্ঠ্য কৃপণ কখনই সহৃদয় সরল প্রকৃতি সৎলোক হ'তে পারে না। কাজেই আমি অদৃষ্ট দোষে একটা নরককুণ্ড হ'তে অন্য একটায় এসে পড়লাম্, কেন না, কিষণজি বাবু আর এই ভূঁড়ো-কর্ত্তা দু-জনেই এক-দরের লোক। ধর্ম্মজ্ঞান, কি মনুষ্যোচিত সদ্‌গুণাবলী কাহার নাই, তুচ্ছ অর্থের জন্য উভয়েই পিশাচ অপেক্ষা নিষ্ঠুর, কি সর্প সম ক্রুর হ'তে পারে, তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে কিষণজি সেই পাপার্জ্জিত অর্থ জলের ন্যায় অকাতরে খরচ করে, নিজের ভোগবিলাসকে চরিতার্থ করতে কুণ্ঠিত হয় না, কিন্তু ভূঁড়ো-কর্ত্তা কেবল পরের জন্য সঞ্চয় ক'রে রেখে গেল, ভোগ করা তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। কেবল পাপের পসরা মাথায় নিয়ে, জগতের ঘৃণা ও নিন্দা কুড়িয়ে প্রেতপুরে চল্‌লো ; মানুষের কুলে জন্ম ল'য়ে মানুষ ব'লে পরিচয় দিতে পার্‌ল না।

ভূঁড়ো-কর্ত্তার কাহিনীর শেষ ভাগটা শোন্‌বার ইচ্ছা আমার মনে নিতান্ত প্রবল হ'য়েছিল, আমি কিছুতেই আমার সেই কৌতুহলকে দমন কর্‌তে পার্‌লাম না। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের একটা কথায় আমার বিশেষ খট্‌কা হ'য়েছিল, আমি কিছুতেই এ কথাটার কোনরূপ মীমাংসা করতে

পারি নাই। তিনি বলেছিলেন যে, কৈবর্ত্ত নিধিরাম মাইতির পুত্র মাণিক-লাল মাইতি কিন্তু তবে ভূঁড়ো-কর্ত্তা সরকার উপাধিধারী বাহাত্তুরে-কায়েত কিরূপে হ'লেন? পুরুষের অর্থ হ'লে অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, মেজাজ ফিরে যায়, গরিব আত্মীয় স্বজনকে আর চিনিতে পারে না; কিন্তু টাকা হ'লে যে জাতেরও পরিবর্ত্তন ঘটে, কৈবর্ত্ত-নন্দন কায়েস্ত হ'য়ে পড়ে তা জান্‌তাম না, কাজেই সন্দেহ-পবনে আমার হৃদয়ার্ণব খুব উদ্বেলিত হ'য়ে উঠেছিল। হায়, এ সংসারে অর্থের কি মোহিনী-মায়া, কি অপ্রতিহত প্রভাব, বোধ হয় এই জন্য তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মারা এই অর্থকে অনর্থের মূল ব'লে নির্দ্দেশ ক'রেছেন; কিন্তু সংসারী মানবের পক্ষে ইহা যে অতীব আবশ্যকীয় পদার্থ তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। একমাত্র ইহার অভাবে নিতান্ত প্রতিভাশালী ব্যক্তিরও অনন্য সাধারণ প্রতিভার আদৌ বিকাশ হয় না, গুণ থাকিলেও গ্রহণের চাঁদের ন্যায় নিতান্ত নিষ্প্রভ হ'য়ে পড়ে; পদানত লতিকার ন্যায় ভারতীয় সুপুত্রেরা অনাদৃতভাবে অবস্থান করে, কিন্তু আবার এই অর্থের প্রভাবে ঘোর হস্তীমুর্খ বুদ্ধি বলে জন-সমাজে সমাদৃত হয় এবং নিতান্ত কদাচারী পাষণ্ডকে আমোদপ্রিয় উদার ব'লে লোকে সুখ্যাতি ক'রে থাকে। ফলকথা যেমন সর্ষপ তৈলে সকল প্রকার দুর্গন্ধকে নষ্ট করে, তেম্‌নি টাকার প্রভাবে সকল প্রকার দোষ চাপা প'ড়ে থাকে। রাজার নিয়ম, সমাজের শাসন, কেবল দরিদ্রের জন্য, ধনীদের নিকটস্থ হ'তে পারে না। তারা বন্ধন পরিশূন্য বলীবর্দ্দের ন্যায় ইচ্ছামত স্বচ্ছন্দে নির্ভয়ে সংসার-মাঠে বিচরণ ক'রে থাকে।

আমি পরদিন আহারাদির পর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলাম এবং আমার অনুরোধক্রমে তিনি পুনর্ব্বার ভূঁড়ো-কর্ত্তার পূর্ব্ব কাহিনী বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন।

"রামকৃষ্ণ মাষ্টারের কাছে শ্রীমান্ ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিল; প্রত্যহ পড়িতে যাইবার অবসর হইত না, মাঝে মাঝে ফুরসুত মতন মাষ্টার

মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়া বিনামূল্যে তাহার মস্তক ক্রয় করিত। তবে গুরুমহাশয়ের ন্যায় মাষ্টার মহাশয়ও তাহাকে সোণার চক্ষে দেখ্‌তেন; কারণ লেখা পড়া যত হোক্ না হোক্, কাঠ কাটা, জল তোলা, গরুকে জাব দেওয়া প্রভৃতি কাজ করিত, কাজেই ছেলেটী যে নেহাৎ ভাল, তাহা মাষ্টার মশায় ও তাঁহার পত্নী উভয়ে এক বাক্যে স্বীকার করিতেন।

এইরূপে প্রায় তুই তিন বৎসর কাটিয়া গেল। এই সামান্য সময়ের মধ্যে শ্রীমান্ স্বীয় অসামান্য প্রতিভাবলে, প্রায় তু-কুড়ি ইংরাজী কথা মুখস্ত করিয়া ফেলিল; গ্রামে গুজব উঠিল, শ্রীমান্ মাণিকলাল দৈত্যকুলের প্রহ্লাদের ন্যায় চাষাকুলে একখানা আস্তো বিদ্বান্ ছেলে হ'য়ে উঠেছে।

এইখানেই শ্রীমানের লেখাপড়া শিখিবার ইতি হইল, জন্মের মত মা সরস্বতীর সঙ্গে দলাদলি বেধে গেল; কারণ নিধিরামের কর্ম্মভোগ কিঞ্চিৎ অল্প ছিল, সেই জন্য একদিন হঠাৎ বিসূচিকা রোগে পতিত হ'য়ে ইহধামের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিল। ছেলে লেখাপড়া শিখে কৃতি-পুরুষ হ'য়ে পিতা মাতার উপর কিরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তা আর দেখ্‌তে হ'লো না। তার ভোগ অল্প ছিল, তাই অল্পে মিটিয়া গেল, যত ভোগা কেবল মাগীকে ভুগিতে হইল; কেন না মাগী আরো দিনকতক বাঁচিয়া কীর্ত্তিকুশল ছেলের লীলা-খেলা দেখিয়া চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে মরিয়াছিল। মাগী শ্রীমানকে রোজ "বেঁচে থাক" বলে আশীর্ব্বাদ করতো, কিন্তু তার একমাত্র লেখাপড়ার উপর বড় রাগ হ'য়েছিল, সেই জন্য বুড়ী প্রাণ খুলে শাপ দিয়েছিল যে, তার বংশে আর যেন কেহ কখন লেখা পড়া না শিখে।

কৈবর্ত্ত-নন্দন মাণিকলালের উদর মধ্যে তু-চারটা ইংরাজী অক্ষর প্রবেশ ক'রেছে, কাজেই সেই সঙ্গে ভদ্রলোক হবার হক্‌দার তাহার পৌছিয়াছে। সেই জন্য ছোট লোকের ন্যায় কোন ছোট কাজে তিনি

আদৌ হাত দিতেন না; এমন কি তেলের ভাঁড় হাতে নিয়ে কলু বাড়ী হ'তে তেলটুকু আনাও বিশেষ অপমানজনক ব'লে বোধ করতেন। শ্রীমানের ছোট ভাই চুণিলাল ইংরাজী শিখে নাই, সুতরাং ভদ্রলোক হ'তে পারে নাই, প্রকাণ্ড আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান জন্মায় নাই; কাজেই বেচারীকে সংসারের সমস্ত কাজকর্ম্ম সেরে, তারপর মাঠে গিয়ে চাষ আবাদ দেখ্‌তে হ'তো। বাবু কেবল ময়ূরহীন কার্ত্তিকের মত সর্‌ষের তেল দিয়ে টেরি কেটে, খারে-কাচা ফরসা কাপড়খানি পরে টপ্পামেরে বেড়াতেন, বিদ্বান্ ছোক্‌রা ব'লে হঠাৎ কেউ কিছু বল্‌তো না।

চাষার ঘরে একটা এতদূর জলজেন্ত বিদ্বান্ ছেলে আইবুড় থাকা কিছুতেই সম্ভবপর নহে, তার উপর অবস্থাও নিতান্ত হীন নহে; কাজেই বিদ্বান্ মুর্খ দুই ভায়েরই এক সঙ্গে বিবাহ হইল। শুভক্ষণে কি কুক্ষণে ঠিক জানি না, দুই বৌ বাড়ীতে প্রবেশ করিতেই লক্ষ্মীঠাকরুণ প্রাণের ভয়ে খিড়কির দোর দিয়ে আস্তে আস্তে সরে পড়্‌লেন। কারণ বৌমাদের পদার্পণে বাড়ীতে নারদ ঋষির পূর্ণ আবির্ভাব হ'লো, সজোরে রণবাদ্য বেজে উঠ্‌লো। যোদ্ধারা (ব্যাকরণের কিঞ্চিৎ লিঙ্গ ভুল হইল, পাঠক মহাশয়েরা ক্ষমা করিবেন।) রসনা-তূণ হ'তে বাছা বাছা শাণিত বাণ বার ক'রে পরস্পরকে বিদ্ধ করতে আরম্ভ কর্‌ল, ঘরের চালে কাক চিল পর্য্যন্ত বস্‌তে আর সাহস কর্‌তো না, কাজেই অশান্তির ঝড় নিধিরামের শান্তিময় গৃহে খুব সজোরে বহিতে লাগিল।

সুশিক্ষিত মাণিকলাল এই ব্যাপারে নিতান্ত চটিয়া গেল ও যত দোষ ঐ চাষা ছোড়া ও বিনা মাহিনার চাক্‌রাণী মা মাগীর ঘাড়ে চাপাইল। শ্রীমান্ বুঝিয়া দেখিল যে, এই সকল অসভ্য মূর্খ ছোটলোকদের সঙ্গে থাকিলে কোনকালেও তাহার ভাল কি উন্নতি হইবে না। অমূল্য মাণিক অযতনে ঘাসের মধ্যে প'ড়ে থাক্‌বে, তিনি যে একটা মানুষের মতন মানুষ হ'য়েছেন, তা কেউ জান্‌তে পার্‌বে না। মাণিকলাল এই স্থির ক'রে

ভাইয়ের সঙ্গে ভিন্ন হ'লো ; টাকা কড়ি গহনা পত্র ও বাসনকোসন, চুল-চিরে বখরা ক'রে লইল। তবে সংপ্রতি তিনি ভদ্রলোক হ'য়েছেন, যদি এ সম্বন্ধে কেহ কিছু সন্দেহ করে বা চাষার ছেলে ব'লে মানহানি ঘটায়, এই আশঙ্কায় তিনি বলদ লাঙ্গল প্রভৃতি চাষের জিনিসের ভাগ না নিয়ে কেবল মূল্য গ্রহণ করিলেন। তিনি ইংরাজী শিখে ভদ্রলোক হ'য়ে এক পইঠে উপরে উঠেছেন, সুতরাং আবার হ'টে এসে ছোটলোকদের মত তো আর মাঠে গিয়ে চাষ করবেন না, কাজেই অনাবশ্যক বোধে ও কতকটা সম্ভ্রম বজায়ের জন্য, এ সব দ্রব্য গ্রহণ করিলেন না, কেবল নগদ টাকাকটি ট্যাকে গুঁজিলেন।

শ্রীমান্ মাণিকবাবু নিজের শয্যা-সঙ্গিনীটীকে নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে ভিন্ন হ'লেন। শ্রীমান্ সকল জিনিসের অৰ্দ্ধেক হিসাবে ভাগ নিয়েছিলো, কেবল নিজের অসাধারণ উদারতাগুণে মা নামে সেই চাকরাণী মাগীর ও এক সের আলো-চাউল খাইয়ে গদাধর-জীউ নামক বিগ্রহের ষোল আনা স্বত্ব ভাই চুণিলালকে দিয়াছিল। অসভ্য চুণিলাল তেমন লেখা-পড়া, বিশেষ ইংরাজী আদৌ শিখে নাই, বুদ্ধির ডগা ততদূর সরু হয় নাই, লাভ লোক্সান বোঝবার ক্ষমতা জন্মায় নাই ; কাজেই উদার-হৃদয় দাদা দয়া ক'রে যাহা দিল, তাহাই মাথায় করিয়া লইল, কোন বিষয়ে বিন্দুমাত্র আপত্তি করিল না।

অসভ্য চুণিলাল পিতার চাষবাস করিয়া এক প্রকার সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতে লাগিল। কিন্তু হালের ভদ্রলোক শ্রীমান্ মাণিকলাল মানের ভয়ে কোন ছোট কাজে হাত দিতে পারিল না, কাজেই ভাগে যাহা পাইয়াছিল, তাহাই ভাঙ্গাইয়া উদর দেবের পূজা করিতে লাগিল ; সুতরাং অল্প দিনের মধ্যে তাহার পুঁজিতে ভাটার টান ধরিল, ভাঁড়ের কর্পূর শেষ হবার উপক্রম হইল। কেননা এই সংসারে আলস্যের দাস হ'য়ে নিরবচ্ছিন্ন বসিয়া ব্যয় করলে, ক্রমে ক্রমে কুবেরের ভাণ্ডারও শূন্য হ'য়ে যায় ; আবার

অন্যদিকে শ্রমসহিষ্ণু উদ্যোগী পুরুষেরা সংসারে অভাবের তীব্র-যাতনা একদিনের জন্যও অনুভব করতে পারে না। সন্তোষের শরণাপন্ন হ'য়ে চিরকাল মনের সুখে কালযাপন করিয়া থাকে।

ক্রমে ক্রমে মাণিকলালের বেশ টানাটানি আরম্ভ হইল, দিন চলা এক রকম ভার হ'য়ে উঠ্‌লো, শেষে আর কোন উপায় না দেখিয়া স্ত্রীকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিল এবং নিজে চাকরীর জন্য বাড়ী হইতে বহির্গত হইল। মাণিকলাল মাষ্টারের কাছে থেকে প্রায় দু-কুড়ি ইংরাজী কথা শিখেছিল, অন্তরে যথেষ্ট গর্ব্বও জন্মেছিল। তাহার মনে মনে ধারণা ছিল যে, তাহার নাম-ডাক শুনে সাহেবেরা নিজে এসে দেখা ক'রে শেষে চাকরী দিবে; কিন্তু এতদিন কেটে গেল, কোন সাহেব তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলো না, তৃষ্ণাতুরের ভাগ্যে জল এগিয়ে এলো না, কাজেই শেষে তৃষ্ণাকেই অগ্রসর হ'তে হলো। অতি শুভক্ষণে চাক্‌রীর প্রত্যাশায় শ্রীমান্ মাণিকলাল বাটী হইতে বহির্গত হইল এবং এই আজিমগঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে সময় বর্ত্তমান সাহেবের পিতা ডেভিড বার্লো সাহেব নূতন রেশমের কুটী খোলেন, তখন তাহার একজন সরকারের প্রয়োজন হইয়াছিল; কপালক্রমে মাণিকলাল সাহেবের সুনজরে পড়িল এবং ৬৲ টাকা বেতনে সরকারি পদে নিযুক্ত হইল।

"যেমন তেমন চাক্‌রী ঘি-ভাত" বাঙ্গালার এই প্রচলিত প্রবাদ-বাক্য মাণিকলালের ভাগ্যে ষোল আনা সার্থক হ'য়েছিল। কারণ চাক্‌রীতে বাহাল হ'য়েই নিজের বুদ্ধির জোরে বেশ দু-টাকা উপরি রোজগার করতে লাগলেন। খরচের দিকে না গিয়ে কিসে টাকা জমিবে তাহার জন্য নিতান্ত বিব্রত হ'য়ে পড়্‌লেন। এক একটী পয়সাকে টাকার কুচি, বুকের রক্ত, হৃদয়ের অস্থি বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন; কাজেই প্রাণের সখ, দেহের যত্ন, এমন কি সেই বড় সাধের ভদ্রলোক হওয়ার সখটুকুও ভুলিতে বাধ্য হইলেন। কিসে টাকা জমিবে ইহা জীবনের মূলমন্ত্র হইল, আর কোনদিকে

দৃষ্টি রহিল না; কাজেই ৵১০ পয়সা মাসিক ভাড়া হিসাবে বৃন্দাবন মুদির হোগলা দিয়ে ঘেরা গইলের দাওয়াটা প্রথমে ভাড়া লইলেন এবং স্বপাকে আধখানি বেগুন দগ্ধ মাত্র উপলক্ষ ক'রে, আধসের চালের অন্নের দ্বারায় উদর নামে বিধাতার বিরাট গর্ত্তটা ভরাট কর্‌তেন। এই সময় হইতে একমাত্র টাকাই তাহার উপাস্য দেবতা হইল এবং কিসে টাকা জমিবে তাহাই ধ্যান জ্ঞান হইয়া পড়িল।

কলিকালে কমলা যে জলের ন্যায় নীচগামিনী এ কথা অভ্রান্ত সত্য। কারণ দিন দিন মাণিকলালের কপাল লুচির-ফোস্‌কার মত ফুলে উঠ্‌লো; কিন্তু এদিকে যত টাকা জম্‌তে লাগ্‌লো, ততই হৃদয় কঠিন ও আরো জমাবার সাধ প্রবল হ'য়ে উঠ্‌লো। ফলকথা অভাগা মাণিকলাল বিষম নিরেনব্বুয়ের ধাক্কায় পড়ে হাবুডুবু খেতে লাগ্‌লো, টাকা রোজগার ক'রেও সুখের মুখ দেখ্‌তে, কি শান্তির ছায়ায় বস্‌তে পার্‌লো না, মানব অদৃষ্টে ইহা অপেক্ষা আর অধিক বিড়ম্বনা কি হ'তে পারে?

মাণিকলাল সাহেব বশের মূলমন্ত্র উত্তমরূপে শিখিয়াছিলেন। সেই জন্য এই চাক্‌রীতে বাহাল হ'য়েই মানাপমান বোধ, ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান এমন কি চক্ষু-লজ্জা ও মনুষ্যত্বকে পর্য্যন্ত অতলতলে ভাসিয়ে দিয়ে, সম্পূর্ণ প্রকারে এক নূতন ধরণের জীব হ'য়ে সাহেব সেবায় নিযুক্ত হ'য়েছিলেন। সাহেবের নিকট মেষের ন্যায় নিরীহ থাকিতেন, কিন্তু অন্য সকলের নিকট সিংহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেন; তবে হাতে কিছু গুঁজিয়া দিলে, একেবারে জুতার সুক্‌তলার চেয়ে নরম হ'য়ে যেতেন; কিন্তু তার পরামর্শে ও কলমের গুণে, বার্লো সাহেবের ভাগ্যলক্ষ্মী নূতন-চেলের ফেণের মত একেবারে উথলে উঠেছিল। কারণ কি উপায়ে নিরীহ তাঁতিদের বুকের রক্ত স্বরূপ সর্ব্বস্ব শোষণ করা যায়, তা অনভিজ্ঞ সাহেবদের উত্তমরূপে বুঝিয়ে দিয়েছিল। এমন কি বাঙ্গালীদের অন্দরমহল হ'তে বৌ ঝি টেনে আন্‌লে তারা যে জব্দ হয়, তখন তাদের দ্বারায় যা ইচ্ছা তা লেখান বা করান যেতে পারে, তাহাও

বল্‌তে ভুল ক'রে নাই, কাজেই সরকারের পরামর্শমত কাজ ক'রে সাহেবদের রেসমের কারবারের আশাতীত উন্নতি হ'য়েছিল; কিন্তু এদিকে কত শত সম্পন্নশালী গৃহস্থ তাঁতির সোণার সংসার যে শ্মশানে পরিণত হ'লো, কত তাপদগ্ধ অভাগা সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে সন্ন্যাসীরূপে দিগদিগন্তে পলায়ন কর্‌লো, কত লজ্জাশীলা কুলকামিনী আত্মহত্যা ক'রে সুদারুণ কলঙ্কের দায় হ'তে মুক্ত হ'লো তার আয় ইয়াত্তা নাই। এক কথায় বাঙ্গালীকুলে মাণিকলালের ন্যায় স্বদেশ-দ্রোহী কুলাঙ্গার আর ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সাহেবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধাবুরও যথেষ্ট উন্নতি হ'লো। ৬৲ টাকা মাহিনার সরকার হ'তে ক্রমে ক্রমে ১৫০৲ টাকা মাহিনার দাওয়ান হ'য়ে পড়্‌লেন, এদিকে উপরি রোজগারে প্রায় তিন চারি লক্ষ টাকা জমিয়ে ফেল্‌লেন, কিন্তু চালের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হ'লো না, তবে টাকার গরমে সেই বেগুন-পোড়া দিয়ে ভাত খেয়ে ভুঁড়িটা খুব বেড়ে উঠ্‌লো। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কথায় বাধা দিয়া আমি কহিলাম, "আচ্ছা, তাহ'লে এত বড় কৃপণ এত টাকা খরচ ক'রে এরূপ বড় বাড়ী কি ক'রে তৈয়ারী কর্‌লে, এ বাড়ী তৈয়ারী কর্‌তেও বড় অল্প টাকা খরচ হয় নাই?"

আমার কথা শুনে চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উত্তর কর্‌লেন, "টাকা খরচ ক'রে এ রকম বাড়ী কর্‌তে হ'লে বেটার ভুঁড়িটা ভস্‌কে যেতো। বেটা যে রকম ক'রে এ বাড়ীখানা পেয়েছে, তা শুন্‌লে নিতান্ত পাযাণেরও চোখ ফেটে জল পড়্‌বে। বোধ হয় সে রকম কাজ মানুষে কর্‌তে পারে না; মানুষের উপর সেরূপ অমানুষিক অত্যাচার পিশাচের দ্বারায় সম্পন্ন হয় কিনা সন্দেহ! বেটা এত বড় ঘরটাকে একেবারে মাটী ক'রে দিলে। হায়, পূর্ব্বে যাদেব বাড়ী বারমাসে তের পার্ব্বণ হ'তো, দুপুরবেলা যাদের বাড়ী থেকে কোন অতিথি ফির্‌তো না, এই বেটা একমাত্র দাদনের কলে ফেলে, একেবারে তাদের ভিটে মাটী চাটীক'রে ফেল্‌লে বংশে বাতি দিতে আর কেউ রইলো না।"

আমি নিতান্ত কৌতুহলাক্রান্তচিত্তে কহিলাম, "কি উপায়ে কর্ত্তা এদের ভিটে মাটী চাটী কর্‌লেন?" চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিলেন, "তবে শোন, পূর্ব্বে রামসদয় বসাক নামে একজন খুব ধনী তাঁতীর এই বাড়ী ছিল। তাহার কোন বিষয়ে বিন্দুমাত্র অভাব ছিল না, পরমসুখে দিনপাত করিত। শেষে এই বেটার কুহকে প'ড়ে অতি কুক্ষণে বার্লো সাহেবের নিকট হ'তে হাজার টাকা দাদন গ্রহণ করে, সেই দিন হ'তে অভাগাদের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হয়। কারণ এই বেটা চণ্ডালের কলমের গুণে বিশ হাজার টাকার রেসম দিয়েও দাদনের টাকা শোধ হ'লো না। শেষে বুড়া ও তার দু'টী ছেলেকে ধরে নিয়ে গিয়ে কুটীর ফটকে আটক ক'রে রাখে; শুন্‌তে পাই আর পীড়ন সহ্য কর্‌তে না পেরে, তারা দু'জনেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা ক'রেছে, বৃদ্ধ রামসদয় মনস্তাপে কালগ্রাসে পতিত হ'য়েছে। তারপর এই নরাধম বেটার পরামর্শে রামসদয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সুন্দরী পুত্রবধূকে সেপাহী দিয়ে ধরে নিয়ে যায়, সম্ভবতঃ সেও আত্মহত্যা ক'রে ধর্ম্ম রক্ষা ক'রেছে। তবে লোকের মুখে শুনেছি যে রামসদয়ের একটী পৌত্র এখনও বোধ হয় জীবিত আছে; কিন্তু কোথায় কি অবস্থায় আছে, তাহার কিছুমাত্র খবর জানি না। শেষে দাদনের বাকীর দায় রামসদয়ের প্রায় লক্ষ টাকার বিষয় ও এই বাড়ী সাহেবেরা খাস করিয়া লয়েন এবং কর্ত্তার অসামান্যগুণের পুরস্কার স্বরূপ এই বাড়ীখানি তাকে দান করেন।

তখন হ'তে কর্ত্তা গইলের-দাওয়া পরিত্যাগ ক'রে এই বাড়ীতে আসিলেন এবং পিত্রালয় হ'তে তাঁহার পত্নীকে আনাইলেন; কিন্তু পাছে তাহার মান সম্ভ্রম নষ্ট হয়, এই ভয়ে চুনিলাল নামে সেই অসভ্য চাষা ছোড়া কি নিধিরামের পরিবার সেই ছোটলোক মাগীর কোন খবর লইলেন না। তবে লোকমুখে তাহার ঈদৃশ অবস্থা শুনিয়া সেই বোকামাগী আহ্লাদে নিতান্ত অধীরা হ'য়ে দেখা কর্‌বার জন্য ব্যস্ত হ'য়েছিল, কিন্তু

অসভ্য চুণিলাল তাহার মোটা চাষা বুদ্ধিতে বুঝিতে পেরেছিল যে, সে স্থানে গেলে কখনই মান থাক্‌বেনা। কাজেই গুণের-সাগর বড়মানুষ দাদার কাছে আস্‌তে কিছুতেই সে সম্মত হ'লো না; কিন্তু সেই ঘোর আহাম্মুক ছোট-লোক মাগী কিছুতেই নিরস্ত হলো না। কারণ তার মনে মনে বিশ্বাস ছিল যে, আমার মাণিক আমাকে পেলে কখনই স্থির হ'য়ে থাক্‌তে পার্‌বে না, নিশ্চয় মা মা বলে আমার কাছে ছুটে আস্‌বে; কিন্তু তার বড় সাধের মাণিক যে একেবারে সাত রাজার ধন এক মাণিক হ'য়ে গেছে তা বোঝ্‌বার ক্ষমতা বুড়ির ছিল না। সেইজন্য মিথ্যা-বিশ্বাসের বশবর্ত্তিনী হ'য়ে অভাগিনী শূন্যপথে অট্টালিকা নির্ম্মাণ ক'রে তাতে বাস কর্‌তেছিল। ফলকথা বিধাতা যে কি স্বর্গীয় উপকরণে স্নেহময়ী জননীদের অন্তর নির্ম্মাণ ক'রেছেন,তাহা একমাত্র তিনি ভিন্ন আর কাহারও বোঝ্‌বার ক্ষমতা নাই। কেননা সংসারে শত শত কুপুত্র বিদ্যমান আছে; কিন্তু কুত্রাপি একটীও কুমাতা পরিদৃশ্যমান হয় না। এই সংসার রঙ্গভূমে প্রবেশ ক'রে প্রত্যেক অভিনেতাকে নিজের যত্ন শ্রম ও অধ্যবসায়ের দ্বারায় পার্থিব সকল বস্তু উপার্জ্জন করতে হয়। আগে ভাল না বাসলে কেউ ভালবাসে না, যত্ন না কর্‌লে কেউ যত্ন করে না, কিন্তু একমাত্র মাতৃস্নেহ সকলের পক্ষে অনায়াসলভ্য, কাজেই অপার্থিব ধন ঘৃণার পরিবর্ত্তে মমতা, কটুক্তির বিনিময়ে আশীর্ব্বাদ, একমাত্র মা ভিন্ন আর কাহারও নিকট পাওয়া যায় না। নিঃস্বার্থভালবাসা জননীর হৃদিভাণ্ডার ছাড়া পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। পুত্রের শত শত অপরাধ বা পশুবৎ ব্যবহার, তৃণগুচ্ছের ন্যায় জননীর নিয়ত প্রবহমান স্নেহ-স্রোতে কোথায় ভাসিয়া যায়। যে নরাধম দেবীরূপা সেই মাতৃ-সেবায় পরাঙ্মুখ হয়, তার দুর্লভ মনুষ্য জন্ম ধারণ করাই বৃথা।

ছেলে মস্ত বড়মানুষ হ'য়ে উঠেছে, এই সংবাদ পেয়েই নিধিরামের বিধবা-পত্নী আহ্লাদে আত্মহারা হ'য়েছিল। তখন আর কিছু কু-ভাববার

তার অবসর ছিল না। সেইজন্য চুণিলালের উপদেশ অগ্রাহ্য ক'রে কুটুম্ব-বাড়ী যাবার নাম ক'রে বুড়ী একবার পুত্র দর্শনে এসেছিল। কিন্তু ছোটলোক বেটীর এরূপ ভয়ানক দুরাশা পূর্ণ হয় নাই। মাগী দু-তিনটা পুটুলি কাঁখে ক'রে ও ঘরে তৈয়ারি এক ভাঁর ঘি হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে যেমন সদর-দোরের কাছে এসেছে, অম্‌নি দূর হ'তে দেখ্‌তে পেয়ে, এই নরাধম বেটা সপ্তমে স্বর তুলে "দরওয়ান দরওয়ান" ঐ বুড়ীকো আনে মৎ দেও, একদম্‌সে হাঁকায় দেও। এই ঢালা-হুকুম দিয়ে রাগে ফুল্‌তে ফুল্‌তে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধা গুণধর পুত্রের ব্যবহার দেখে একেবারে অবাক্, আর তার এক পা অগ্রসর হ'তে সাহস হ'ল না, কাজেই ত্রিশঙ্কু রাজার ন্যায় তাহার অবস্থা হইল। তবে কর্ত্তার দেউড়িতে কোন দরওয়ান ছিল না, সেইজন্য তাহার হুকুম তামিল করতে কেহ অগ্রসর হ'লো না। গুণের-সাগর খান্‌সামা দেখিল যে, বাবুর অতবড় হুকুমখানা লোকবিহনে মাঠে মারা যায়, কাজেই মনিবের মান রক্ষার জন্য দরওয়ান মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে "আরে বুড্ডি! হিঁসাসে ভাগো।". এই মধুর সম্বোধন ক'রে হাতখানি ধ'রে হড়হড় ক'রে টেনে বাটীর বাহির করিয়া দিল; বুড়ী-মাগী সেই পুটুলি ও ঘিয়ের ভাঁড় ফেলে দিয়ে মরা-কান্না আরম্ভ করিল এবং তাহার বংশে আর কেউ যেন লেখা-পড়া না শেখে, এই অভিসম্পাত ক'রে চ'খের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে চলে গেল। সেই অবধি আর কখন ছেলেকে দেখ্‌তে যেতে বুড়ীর সাহস হয় নাই, শুনেছি বুড়ী এক্ষণে শান্তিধামে গিয়ে শান্তিলাভ ক'রেছে। চুণিলাল ও তাহার পুত্রেরা এখন বহরমপুরে আছে; কিন্তু তারা কৈবর্ত্ত আর কর্ত্তা একেবারে কায়স্থ হ'য়ে পড়েছেন, সুতরাং তাদের সঙ্গে কোনরূপ সম্বন্ধ রাখা কিছুতেই সম্ভবপর নহে।

আমি একটু হাসিয়া কহিলাম, দু'জন সহোদর ভায়ের মধ্যে কিরূপে একজন কৈবর্ত্ত ও অন্যজন কায়স্থ হইল? চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটু মুচ্‌কে

হেসে উত্তর করিলেন, "এই ঘোর কলিকালে ম্লেচ্ছযুগে টাকাতে সব হয়। সরষের তেলে যেমন সকল প্রকার দুর্গন্ধ বিনষ্ট হয়, তেম্‌নি টাকার জোরে সকল প্রকার দোষ ঢাকা প'ড়ে যায়। ঘোর মূর্খ বিদ্বানের ন্যায় সম্মান প্রাপ্ত হয় এবং নিষ্ঠুরকর্ম্মা পাপাত্মাকে সকলে ধার্ম্মিক-চূড়ামণি ব'লে সুখ্যাতি ক'রে থাকে। সুতরাং এই সংসারে নিতান্ত অসম্ভব ব্যাপারও সম্ভবে পরিণত হ'য়ে থাকে। কাজেই কৈবর্ত্ত-নন্দন মাণিকলাল সেই টাকার মহিমায় যে কায়েত হ'য়ে প'ড়েছে তার আর বিচিত্র কি ?

প্রথমে কর্ত্তা যখন ৬৲ টাকা মাহিনার চাকরীতে বাহাল হন, সেই সময় হ'তে সাহেব তাকে সরকার সরকার ব'লে ডাক্‌ত, বাজে লোকেরা সরকার মশায় বলিত। ক্রমে বাজারে তাহার এই সরকার খেতাব প্রচার হ'য়ে পড়িল, সুচতুর মাণিকলাল এই সুযোগে নিজের মাইতি উপাধিটি বেমালুম গাপ্‌ ক'রে নিজের নামের পেছনে সরকার খেতাবটি জুড়ে দিলেন এবং সকলের কাছে অম্লান বদনে মৌলিক কায়েত ব'লে পরিচয় দিতে আরম্ভ কর্‌লেন।

মাণিকলাল নিজে ভুঁইফোড় কায়েত হ'য়ে প'ড়লো বটে, কিন্তু সহসা কোন সৎ কায়স্থ তাহার বাটীতে আহার করিত না। তিনিও জোর ক'রে কোন কথা বল্‌তে পারতেন না, কাজেই তাহার ইচ্ছা ষোল আনা ফলবতী হইল না, পাকা কায়েত হওয়া ভাগ্যে ঘটিল না। মাণিকলাল ইহার প্রতিবিধানের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কপালক্রমে একটা সুবিধা জুটিয়া গেল।

কর্ত্তা মনে মনে ঠিক কর্‌লেন যে, কুলিন কায়েতের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিবাহ দিতে পার্‌লে, তাহার কায়েত হওয়া এক প্রকার কায়েম মোকাম হবে, সকলের কাছে ঘাড় উচু ক'রে পরিচয় দিতে পারা যাবে, কাজেই আর কেউ বিন্দুমাত্র সন্দেহ করতে পারবে না। তার উপর যখন কুলিনপুত্র দৌহিত্র জন্মাবে, তখন তার মাতামহকে গোষ্টিপতি বলে

সকলে মালা চন্দন পর্য্যন্ত দিতে পারবে, সুতরাং একটা কায়েতের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিবাহ না দিলে আসল কাজে তেমন জুত হবে না।

কর্ত্তা এই মতলব ঠিক ক'রে কাজ হাসিল করবার জন্য ঘটক নিযুক্ত করিল এবং অনেক টাকা বক্‌সিসের লোভ দেখাইল। ঘটক-চুড়ামণি অনেক পাঁজি-পুঁথি উট্‌কে বার কর্‌লো যে, মাণিকলালের প্রপিতামহ নদের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পিতামহের আমলে দাওয়ানি করতেন, তার নাম ছিল ৺পিতাম্বর সরকার, বাঙ্গালার মধ্যে এক ঘর বিশিষ্ট কায়স্থ; কারণ মাণিকলালের পিতামহ আদ্যিরস ক'রে কুলিনের ছেলে ঘরে এনেছে, কাজেই কর্ত্তা যে একজন নামজাদা সম্মানী কায়স্থ সন্তান তাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

কর্ত্তা ঘটকের মুখে এই অভাবনীয় অচিন্তনীয় নিজের বংশের পরিচয় জ্ঞাত হ'য়ে, তার বুদ্ধির তুশো তারিফ ক'রেছিলেন এবং অত্যন্ত খুসি হ'য়ে চারি পাঁচ বৎসরের ব্যবহার করা অসংখ্য তালি ও দেড়ে সেলাইযুক্ত বদরংয়া একখানি বালাপোষ বক্‌সিস্ দিয়েছিলেন।

সংসারে কিছুই অপ্রাপ্য নহে; যেমন হাঁড়ি তার তেমনি উপযুক্ত সরা মিলে থাকে, সুতরাং কর্ত্তার বাসনাও অপূর্ণ রহিল না; শেষে ঘটকেরা অনেক সন্ধান ক'রে, যশোহর নিবাসী হরেকৃষ্ণ ঘোষ নামক একজন ভাসা কাপ্তেনের কন্যার সঙ্গে মাণিকলালের পুত্রের বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করিল।

হরেকৃষ্ণ ঘোষ কাশিমবাজারে ভুষিমালের দালালি করিত। লোকটা কায়েত-ঘোষ কি গয়লা-ঘোষ তাহা এ পর্য্যন্ত কেহ জানতো না, কিন্তু গরজ বড় বালাই বলে ঘটকেরা তাকেই একের নম্বরের কুলীন কায়েত করিয়া তুলিল এবং তাহার কন্যার সহিত বিবাহ দিল, তাহার থামে যে হাতী বাঁধা যাবে, কয়লার মত মলিন মুখ মোমবাতির মত যে দাউ দাউ ক'রে জ্বল্‌বে, কায়েতদের একটা ছোটখাটো চাঁই হ'য়ে প'ড়বে ইত্যাদি

বাক্যে কর্ত্তাকে সম্মত করাইল। তবে এই ব্যাপারে অর্থাৎ পুত্রের বিবাহ দিয়া খাঁটী কায়েত হবার জন্য তাহার বিশেষ কিছু ব্যয় হ'য়েছিল ও সেই অত্যধিক ব্যয়ের জন্য তাহার ভুঁড়ির একধারে খানিকটা টোলও পড়িয়াছিল এবং এই ভয়ানক শোকে প্রায় তিন মাসকাল শয্যাশায়ী হইয়াছিলেন।

প্রজাপতি নির্ব্বন্ধে হরেকৃষ্ণ বাবুর কন্যা শ্রীমতী কুমুদিনী দাসীর সহিত কর্ত্তার পিণ্ডাধিকারী মোহিতলাল সরকারের সহিত শুভবিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল, কিঞ্চিৎ নগদসহ ধুতি চাদর দান দিয়ে অনেক কায়েতকে আহার করালেন। সুতরাং দাঁড়কাক ময়ূরের দলে উঠিল, একজন কৈবর্ত্ত-নন্দন কিঞ্চিৎ ব্যয় ক'রে বেমালুম কায়েত বনিয়া গেল। তবে অনেকে বলে যে এ কাজে সেয়ানায় সেয়ানায় কোলাকুলি হ'য়েছে, কেহ কাহাকে ঠকাইতে পারে নাই। কারণ কন্যাটী হরেকৃষ্ণ বাবুর এক উপপত্নীর গর্ভজাত, তবে কর্ত্তা কুলোকের এই সকল কুকথা আদৌ বিশ্বাস করিতেন না। কর্ত্তা এইরূপ উপায়ে বুদ্ধি খরচ ক'রে, টাকার জোরে কায়েত হ'য়ে পড়লেন, কিন্তু এই শুভবিবাহের পরিণাম যে কি হবে তা নিশ্চয় তুমি একদিন দেখতে পাবে।

আমি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মুখে কর্ত্তার পুরাণো কাহিনী শুনিলাম এবং মনে মনে স্থির করলাম যে, কর্ত্তার ন্যায় নরাধম এই সংসারে আর কেহ আছে কি না সন্দেহ। নিশ্চয় এই পুত্র পুত্রবধূ হ'তে পাপিষ্ঠের সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে। আমার অদৃষ্ট মন্দ ব'লে সংসারে সৎলোকের সঙ্গে আমার আলাপ হ'লো না, আমি একটা নরককুণ্ড হ'তে অন্য একটায় এসে পড়লাম। তবে কিষণলাল বাবু এক ধরণের বদ্‌মাইস, আর কর্ত্তা অন্য ধাতুর বদ্‌লোক; উভয়েই ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য নিষ্ঠুর-হৃদয়, নীচাশয় ও স্বার্থপর, এই বিশ্বের-স্রষ্টা সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের উপর কাহারো বিশ্বাস নাই। দয়া মায়ার সহিত পৃথক হ'য়ে সেই ইষ্টবস্তুকে একেবারে ভুলে,

পশুর ন্যায় যথেচ্ছাচারে জীবন যাপন কর্‌ছে। জীবের কর্ম্মফল যখন অক্ষয়, তখন পরিণামে নিশ্চয় এই সব কুৎসিৎকর্ম্মা অভাগারা তাদের কৃতকর্ম্মের উপযুক্ত ফল ভোগ কর্‌বে। তবে এখন আমার উপায় কি? এই নরাধম কৃপণের আশ্রয় ত্যাগ ক'রে কোথায় যাই। বিশেষ এখানে আমার একটা উপকার হ'চ্ছে, ইহার আনুকুল্যে এণ্টুনি সাহেবের নিকট ইংরাজী শিখিতেছি, তাহার উপর মোহিতবাবু বিশেষ স্নেহ করেন, চাকর বেটা খাতির ক'রে চলে; সুতরাং সহসা ইহার আশ্রয় ত্যাগ ক'রে অন্যত্র যাওয়া যুক্তিযুক্ত ব'লে বোধ কর্‌লুম না, অদৃষ্টের উপর নির্ভর ক'রে সুসময়ের অপেক্ষায় সেইখানেই রহিলাম।

কর্ত্তার বাটীতে রহিলাম বটে, কিন্তু সাবেক কর্ত্তার সেই গোপনে কথাবার্ত্তা ও নির্ম্মলার সেই চাঁদ মুখখানি একদিনের তরেও ভুলিতে পারি নাই। তবে অনেক ভাবিয়া স্থির করিলাম যে, আপাততঃ আমার আশাপূর্ণ হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নহে। কারণ কাশীতে গিয়া অভয়ানন্দ-স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ না কর্‌লে, আমার মনের সন্দেহ কিছুতেই মিটিবে না; কিন্তু এ অবস্থায় সুদূর কাশীতে যাওয়া কখনই আমার ক্ষমতার অধীন নহে। আর এরূপ অবস্থায় কিষণজির ন্যায় পাষাণ-হৃদয় অর্থ-পিশাচ যে আমার প্রাণের পিপাসা মিটাইবে, তাহা একান্ত অসম্ভব। তবে যদি কখন ভাগ্য অনুকুল হয়, অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহ'লে তখন আমার আশা পূর্ণ হওয়া নিতান্ত সুদূর পরাহত হইবে না।

এইরূপে প্রায় তিন সপ্তাহকাল অনন্ত-সাগরে গড়াইয়া পড়িল। আমার প্রাণে একটুকু ভয় হইয়াছিল যে, হয় ত পাপাত্মা দেবীপ্রসাদের নিকট সন্ধান পাইয়া সবেক কর্ত্তা এখানে একবার খুঁজ্‌তে আস্‌তে পারে, কিন্তু এতদিনের মধ্যে কেহই আমার কোন সংবাদ জানিতে আসিল না। ইহাতে ভয় কাটিয়া গেল সত্য, কিন্তু প্রাণে কেমন একটা বিষম খট্‌কা হ'লো; কারণ ছোটবেলা হ'তে যারা ছেলের মত হাতে ক'রে মানুষ

ক'রেছে, তারা এত শীঘ্র কি আমার মায়া একেবারে কাটাইয়া ফেলিলেন? আমি ম'রেছি কি বেঁচে আছি, তাহার কোন উদ্দেশ পর্য্যন্ত নিলেনা। হায় তখন আমি সংসারকে উত্তমরূপে চিনি নাই, বাহ্য সৌন্দর্য্যশালী, মিষ্টভাষী এই মানব বিশেষের প্রাণের বিশেষ খবর জানি নাই, সেইজন্য আমার মনে এ প্রকার বিতর্কের উদয় হ'য়েছিল; কিন্তু তলে তলে আমার সর্ব্বনাশের জন্য যে এক বিষম ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হ'চ্ছে, তাহা স্বপ্নেও আমার মনে উদয় হয় নাই। জীবনে আমি কখন কাহার সহিত শত্রুতা করি নাই, সুতরাং আমার আর শত্রু কে হবে? এই সরল বিশ্বাসবশে নিশ্চিন্ত ছিলাম, মুহূর্ত্তের জন্য কখন কোন অনিষ্ট আশঙ্কা করি নাই।

মধুর কলসী গৃহে আন্‌লে যেমন সঙ্গে সঙ্গে মাছি আসে, তেম্‌নি বিষয় হইলেই নানাপ্রকার মামলা মোকদ্দমা জুটিয়া থাকে, সেই নিয়ম অনন্তকাল হ'তে চলে আস্‌ছে, কাজেই বিজয়ী মাণিকলাল কিরূপে সেই মামলার কবল হ'তে মুক্ত হবেন; সম্প্রতি তাহার মহলে একটা দাঙ্গা হওয়ার এক নম্বর ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের হইল, তিনি তাহার তদ্বিরের জন্য জয়গোপাল উকীলের বাসায় নিজ পুত্রকে পাঠাইতে বাধ্য হইলেন।

কাজেই মোহিতবাবুকে মুরশিদাবাদে যাইতে হইল। যাইবার সময় আমি তাহাকে বিশেষরূপে সাবধান করিয়া দিলাম, তিনি আমার কথামত কার্য্য করিতেও স্বীকৃত হইলেন এবং দেবীপ্রসাদে প্রমুখ বদমাইসদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। আমি তাহার কথা অবিশ্বাস করিলাম না, তিনি কিছু টাকা ও পীলেরোগা সেই উড়ে মালিকে সঙ্গে লইয়া সেইদিন বৈকালে মুর্শিদাবাদ উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

মোহিতবাবু প্রস্থান করিলে আমার একটা বিষম অসুবিধা হইল, অর্থাৎ রাত্রে অতি গোপনে সেই লুচি ভক্ষণ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। কাজেই কর্ত্তার মামুলি বন্দোবস্ত মত দুবেলা সেই খোসাপূর্ণ ও

ঘৃতশূন্য কলায়ের দাল আর ঝাঁটা-চচ্চড়ি দিয়ে ক্ষুধা নামক সুমিষ্ট তরকারির সাহায্যে ও কতকটা বুড়ো আঙ্গুলের ঠেলায় বোল্‌তার টিপের ন্যায় লাল অন্নগুলি আহার করিতে হইত। তবে এ কষ্ট আমি আদৌ গ্রাহ্য কর্‌তাম না, কারণ চারদিনের মধ্যে মোহিতবাবুর ফিরিবার কথা আছে, তিনি আসিলেই আমার এ কষ্টের লাঘব হবে; কাজেই আমি সতৃষ্ণ-নয়নে মোহিতবাবুর প্রত্যাগমনের অপেক্ষায় রহিলাম।

রাত্রি আন্দাজ নয়টার পর আহারাদি করিয়া আমার সেই ছোট ঘরটীতে শুইয়া আছি, অন্তর-সাগরে নানাপ্রকার চিন্তার ঢেউ উঠিতেছে। কাজেই সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় শয্যার উপর শুইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছি, এমন সময় কে যেন ধীরপদ-বিক্ষেপে অন্দর মহলের দিকে অগ্রসর হইল, আমি সেই নিস্তব্ধ রাত্রিতে স্পষ্ট পায়ের শব্দ শুনিতে পাইলাম। মোহিত-বাবু বাড়ীতে নাই, কর্ত্তা কস্মিন্‌কালেও বাড়ীর ভিতরে আসেন না, চিরকাল সেই লোহার সিন্দুক আগলাইয়া বাহিরের নীচের ঘরে শয়ন করিতেন; সুতরাং এত রাত্রে পা টিপে টিপে কে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল?· মনে বিষম সন্দেহ হইল, আর নিশ্চিন্তভাবে শয়ন করিয়া থাকিতে পারিলাম না, কাজেই শয্যা ত্যাগ ক'রে আস্তে আস্তে দোরটী খুলিলাম ও খুব নিঃশব্দে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লাম।

তবে আমাকে অনেকদূর আর যেতে হ'লো না কারণ অন্দরমহলে প্রবেশ কর্‌বার পথের ঘরে মানুষের কণ্ঠস্বর কর্ণগোচর হইল, কাজেই আমি দোরের আড়ালে দাঁড়াইয়া ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলাম।

প্রথমেই বামা-স্বরে কহিল "যাবার সুবিধা অনেক হয়, কিন্তু শুধু হাতে বেরুলে কি হবে, তাই কেবল কাদায় গুণ ফেলে আছি। পাছে ক্ষয়ে যায়, এই ভয়ে পোড়ারমুখো শ্বশুর গহনাগুলোকে পর্‌তে দেয় না, ইষ্ট-কবচের মত বুকে ক'রে রেখেছে! নিদেন পক্ষে গহনাগুলো যদি হাত কর্‌তে পারি তাহ'লে পোড়ারমুখো ভাতারের মুখে বাসী উননের ছাই

দিয়ে, তোকে নিয়ে কাশীতে যাই; কিন্তু পোড়াকপালে তাও তো হ'চ্ছে না।" পুরুষ মানুষের গলায় উত্তর করিল, "আমার তো আর এক দণ্ড এখানে থাক্‌তে ইচ্ছা হয় না। আমি কোন্‌কালে গা ভাসান্ দিতুম, কেবল তোমার লোভে আধপেটা খেয়ে এই কঞ্জুস্ বেটার বাড়ীতে আছি। আমি নিজে যা ক'রেছি তাতে আমাদের এক রকম চল্‌তে পারে, এর উপর আমি কিছু বাগিয়ে নিতে পার্‌লে সোণায় সোহাগা হয়।"

রমণী উত্তর করিল, "অমৃত খেতে কি কাহার অরুচী হয়, আমি তো রাতদিন সেই যোগাড়ে আছি; কেবল সুবিধা হ'চ্ছে না ব'লে আজও এই পাপ পুরীতে আছি। বাবা বড় মানুষ দেখে জামাই কর্‌লেন, কিন্তু একদিনের তরেও সুখের মুখ দেখ্‌তে পেলাম না। একখানা ভাল তরকারী রেঁধে পোড়ারমুখো শ্বশুরের পাতে দিলে আর রক্ষা থাকে না, বেটা একেবারে রেগে টং হ'য়ে উঠে; তুই যদি কোন গতিকে বুড়ো বেটার ভূঁড়ি ফাসিয়ে দিয়ে লোহার সিন্দুক হ'তে মাল মার্‌তে পারিস্, তাহ'লে বড় ভাল হয়।"

এই কথা শুনে পুরুষ উত্তর করিল, "না ভাই, আমার তা সাহসে কুলায় না; হাজার হোক্ সে মনিব, দশদিন তার নেমক খেয়েছি, সেই জন্য এ কাজটা কর্‌তে মন সরে না। তবে খুন না ক'রে কোন গতিকে যদি চুরি কর্‌তে পারি-সেই চেষ্টায় রইলাম। দেখি ভূঁড়ো-শালার চোখে ধূলো দিয়ে যদি কিছু মার্‌তে পারি।"

আর আমার অধিক শুনিবার আবশ্যক হইল না; আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে কর্ত্তার বড় পিয়ারের খান্‌সামা রামা নির্জ্জনে তাহার কুল উজ্জ্বল করিতেছে। এই পাথস্মার কথা শুনিয়া ও কাণ্ডকারখানা দেখিয়া, বিষম ক্রোধে আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। একবার মনে হ'লো এখনি এই অকৃতজ্ঞ নরাধমকে তাহার পাপকার্য্যের উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করি, কিন্তু আবার ভাবিয়া দেখিলাম যে, মোহিতবাবু

যখন গৃহে নাই, ক্রোধের বশে কোন কার্য্য করিলে পাছে হিতে বিপরীত হয়, পাছে যার জন্য চুরি করবো, সেই চোর বলে; এই আশঙ্কায় অতি কষ্টে আমার সেই প্রদীপ্ত ক্রোধানলকে দমন করিয়া ফেলিলাম। তবে, তাদের পৈশাচিক কাণ্ড দেখতে আর আমার ইচ্ছা হ'লো না কাজেই তখনি আমি সেই স্থান ত্যাগ ক'রে আমার ঘরে আসিয়া শয্যার উপর শয়ন করিলাম।

আমি শয্যার উপর শয়ন করিলাম বটে, কিন্তু সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রাদেবী আজ আমার নিকটস্থ হইলেন না। আমি ভাবিতে লাগিলাম যে, পতি অলিক আমোদপ্রিয় ও বারবনিতাসক্ত হইলে তাহার পত্নীর চরিত্র প্রায় এই প্রকার শোচনীয় হ'য়ে থাকে। স্বামী বাহিরে যাহা ঋণ করে, গুণবতী স্ত্রী ঘরে বসিয়া দ্বিগুণ সুদে সেই ঋণ পরিশোধ করিয়া থাকে। নিজের বস্তু যে যত্ন না ক'রে দুরাশাবশে অপ্রাপ্য বস্তুর আশা করে, তাহার পরিণামে কখনই শুভফল প্রসব করে না। মোহিতবাবু যদি ঈদৃশ উন্মার্গগামী যুবক না হ'তেন, পবিত্র প্রণয়ের মর্য্যাদা তিনি যদি প্রথম হ'তে বুঝতেন, সোণার পিঁজরায় যদি দাঁড়কাককে না পুষতেন, তাহ'লে আজ তাহার ধর্ম্মপত্নী কখনই এই বেটা ইতর লোক খানসামার সহিত ভ্রষ্টা হইত না। প্রবল রিপুর প্রতাপে অভাগিনী দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে, গাত্রদাহ নিবারণের জন্য প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে পতিত হ'য়েছে, কালসর্পকে কুসুমমালা ভ্রমে কণ্ঠে ধারণ ক'রেছে; সুতরাং এক সময়ে অভাগিনী তাহার এই ভ্রম বিশেষরূপে বুঝ্‌তে পার্‌বে, কিন্তু তখন তীব্র অনুতাপের সেবা করা ভিন্ন আর তার কোন উপায়ান্তর থাক্‌বে না। তবে এ ব্যাপারে অভাগিনী একা অপরাধিনী নহে; মোহিতবাবুর দোষে এই সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হ'য়েছে। আজ বৌঠাকুরাণীর শ্রীমুখে যে প্রকার কথা শুন্‌লাম, তাতে স্পষ্ট বোধ হইল যে, তিনি অধিক দিন আর এ বাড়ীর মোটা অন্ন ধ্বংশ কর্‌বেন না; কোন গতিকে গহনাগুলি কি কিছু টাকা

হস্তগত করিতে পারিলে, গুণের-সাগর খান্‌সামাকুলনিলক রামকে সাথী ক'রে কাশীর দিকে বেলালুম গা-ভাসান্ দিবে। আহা! এই সংসারে যার স্ত্রী এ প্রকার কাল-সাপিনীসমা ও পর-পুরুষরতা, সেই অভাগা পুরুষই যথার্থ অসুখী। লক্ষ লক্ষ টাকা তাহার সিন্দুকে সঞ্চিত থাক্‌লেও সুখ শান্তির অস্তিত্ব অনুভব করা তার পক্ষে অসম্ভব।

এই সকল চিন্তায় আমার অন্তরার্ণব উদ্বেলিত হইয়া উঠিল; কাজেই সম্পূর্ণ জাগ্রতভাবে সে নিশা যাপন করিলাম, একবারের জন্যও চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিলাম না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

মাষ্টার মহাশয়।

পাপিষ্ঠ রামার উপর আমার বিজাতীয় ঘৃণার উদয় হ'য়েছিল; তাকে দেখলেই বিষম ক্রোধে আমার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইয়া উঠিত। সেই দিন হ'তে আমি আর পাপিষ্ঠের সঙ্গে কোন বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিতাম না। তবে এই সকল কেলেঙ্কারীর কথা প্রকাশ হ'লে, পাছে মোহিতবাবু আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়, এই ভয়ে এ সম্বন্ধের কোন কথা আমার অতীব বিশ্বাসভাজন চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে অবধি বলিলাম না; গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় আমার হৃদয়মধ্যে লুকাইয়া রাখিলাম।

দুপুর বেলায় অন্দরমহলের ভিতরে আমি আহার করিতে যাইতাম,

কাজেই দোরের আড়াল হইতে আড়ঘোম্‌টার মধ্যে দিয়া মোহিতবাবুর গুণবতী পত্নীর মুখখানি দেখিয়াছিলাম। উপন্যাস লেখকের আসনে সমাসীন হ'লে সকলকার দৃষ্টিশক্তি সাতিশয় প্রবল হ'য়ে থাকে; যাহা নিতান্ত অসম্ভব ঘোর অস্বাভাবিক, তাহাকে অভ্রান্ত সত্যরূপে প্রতিপাদন কর্‌বার হক্‌দারী পৌঁছিয়া থাকে; যে স্থানে "ভয়ে বায়ু না সঞ্চারে", তেমন দুর্গম স্থানে অবাধে প্রবেশ কর্‌বার ক্ষমতা জন্মায়, সুতরাং আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তি সেই পথের পথিক হ'য়ে, কুমুদিনীর ঘোম্‌টার ভিতর হ'তে মুখখানির আব্‌ছায়া দেখেই তাহার সর্ব্বাঙ্গের রূপ বর্ণনা কর্‌তে যে সক্ষম হবে তার আর আশ্চর্য্য কি?

কুমুদিনীর বয়স ১৮।১৯ বৎসরের অধিক হবে না। বর্ণ টুকু ফেক্‌ফেকে ফরসা, মাথার চুলগুলো কটা কটা ও পাতলা পাতলা; টাকের বিষম অত্যাচারে সাম্‌নেকার প্রায় ছয় আনা ভাগ ম্যালেরিয়া বিষের অনুগ্রহে অনুগৃহিত গ্রামের ন্যায় খাঁ খাঁ কর্‌ছে; কাজেই শ্রীমতীর কবরী বড় জাহাজি সুপারিকে অতিক্রম করিতে পারিত না।

কুমুদিনীর চেহারাখানি খুব ছিপ্‌ছিপে পাতলা ও বেঢপ চেঙ্গা, পা থেকে মাথা অবধি প্রায় তক্তাখানির ন্যায় খাসা চৌরস, কোনখানে বিশেষ উঁচু নীচু নাই। শ্রীমতীর কপালখানি পরেশনাথের পাহাড়ের ন্যায় উঁচু ও গড়েরমাঠের মত চওড়া, ভ্রূযুগলের মনের মিলন না হওয়ায় পরস্পর পৃথক ভাবে বসবাস কর্‌ছে; চক্ষু দুটী ছোট, ঈষৎ কোটরগত ও তারাদ্বয় বিড়ালের অনুরূপ। কুমুদিনীর চক্ষু দুটী আকর্ণ-বিস্তৃত নয় বলে বিধাতা তার হাঁ-টীকে আকর্ণ-বিস্তৃত ক'রে সৃষ্টি ক'রেছেন। অধর যুগল আফ্রিকা-খণ্ড হ'তে এনে বেমালুম বসিয়ে দিয়াছেন।

শ্রীমতীর হাত-পাগুলি তাহার দেহের অনুরূপ; একমাত্র বাঁখারি ও তল্‌তা বাঁশ ভিন্ন আর কিছুর সঙ্গে তার তুলনা হয় না। ঢেঙ্গা ঢেঙ্গা আঙ্গুলগুলি কলাছড়ার ন্যায় শোভা পাচ্ছে ও কুকুরের জীবের ন্যায়

ছুখণ্ড মাংস বুকের ছুদিকে ঝুল্‌ছে। আমাদের প্রাণের দুঃখ নেহাৎ রহিল যে, যুবতীর রূপ বর্ণনা করতে আরম্ভ ক'রে, "ক্ষীণ-কটী, পীন-পয়োধর, বিপুল নিতম্ব" প্রভৃতি বাঁধাগৎ রসাল কথাগুলি ব্যবহার করতে পার্‌লাম না, কারণ তাহ'লে সত্যের অপলাপ করা হয়; কাজেই শ্রীমতী প্রকৃতপক্ষে যেরূপ সুন্দরী, আমরা অবিকল সেইরূপ রূপ পাঠক মহাশয়দের চক্ষের সাম্‌নে ধরিলাম।

শ্রীমতী কুমুদিনী রূপে গুণে সমান; আমি অন্দরমহলে আহার করিতে যাইবার সময় কপাটের আড়াল হ'তে এই বেড়াল-চোখীর চাঁদ মুখখানি দেখিয়াছিলাম এবং লালসা-পরিপূর্ণ কুটীল দৃষ্টি দেখে তার উপর আমার একপ্রকার বিজাতীয় ঘৃণার উদয় হ'য়েছিল; কিন্তু এই পৈশাচিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ ক'রে, পাপিয়সীকে নারীরূপা পিশাচী ব'লে জ্ঞান হ'লো। পাপিয়সী মনের আবেগকে দমন কর্‌তে না পেরে, হৃদয়ের দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত পিপাসার শান্তির জন্য ভীষণ মরুভূমে পতিত হ'য়েছে। ফুলের মালা ভেবে ভীষণ সর্পকে কণ্ঠে ধারণ ক'রেছে, তীব্র কালকুটকে স্নিগ্ধ-চন্দন জ্ঞানে সর্ব্বাঙ্গে লেপন ক'রেছে; সুতরাং পরিণামে পাপিনীকে এই বিষম ভ্রমের জন্য ভীষণ অনুতাপানলে নিয়ত দগ্ধ হ'তে হবে। হায়! যে মানুষ নিজের বস্তুকে অযত্ন ক'রে, অন্য বস্তু পাবার আশে উন্মত্ত হয়, সংসারী হ'য়ে সংসারের সার ধর্ম্ম, দাম্পত্যবিধানকে পদে পদে লঙ্ঘন ক'রে একান্ত আত্মসুখপ্রিয় হ'য়ে উঠে; স্বভাবের নিয়ম বলে তার সংসারে এ প্রকার বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হয় এবং একমাত্র সেই পাপে তার শান্তিময় সোণার সংসার শ্মশানে পরিণত হ'য়ে থাকে। যদি মোহিতবাবু এ প্রকার নীচ-আমোদপ্রিয়, ধর্ম্মজ্ঞান শূন্য, উচ্ছৃঙ্খল না হ'তেন, পবিত্রভাবে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করতেন, তাহ'লে বোধ হয় পাপিনীর এতদূর অধঃপতন হইত না।

আমি গায়ের রাগ গায়ে মেরে, মনের ভাবকে প্রচ্ছন্ন রেখে, কেবল-

মাত্র মোহিতবাবুর অপেক্ষায় রহিলাম; কিন্তু কয়েকদিবস কাটিয়া গেল, তবু আর তিনি ফিরিলেন না। দেখিতে দেখিতে সপ্তাহ পূর্ণ হইল, তথাপি মোহিতবাবুর কোন সংবাদ পাইলাম না, কাজেই তাহার জন্য আমরা সকলে উদ্বিগ্ন হইলাম।

মোহিতবাবু আমার নিকট প্রতিশ্রুত হ'য়েছিলেন যে, তিনি চারদিনের মধ্যে বাড়ী ফিরিয়া আসিবেন; তবে কি জন্য যে তাহার আসিতে বিলম্ব হ'চ্ছে, তিনি কি পুনরায় দেবীপ্রসাদ প্রমুখ পাপাত্মাদের কবলে পতিত হ'য়েছেন? পাপাত্মা দেবীপ্রসাদ যে তাঁহার কতদূর শুভানুধ্যায়ী বন্ধু, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, আমিও তাহাকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিয়াছি; আর তিনিও তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বেন না ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন, তবে তার আস্‌তে কি জন্য এত বিলম্ব হ'চ্ছে? তিনি কি এত দূর নির্ব্বোধ হবেন যে, জেনে শুনে আবার সেই আগুনে হাত দিবেন, ইহা কি সম্ভব? নিশ্চয় একটা কোন ঘটনা হ'য়েছে, তা না হ'লে তাহার আসিতে কখনই এত বিলম্ব হইত না।

মোহিতবাবুর আসিতে বিলম্ব দেখে, কর্ত্তা অবধি চিন্তিত হ'লেন এবং আমাকে ডাকিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "তাই তো মোনা ছোড়া আজও বাড়ী আস্‌ছে না কেন, সে কি তোমাকে কিছু ব'লে গেছে?" আমি উত্তর করিলাম, "আজ্ঞে না, মোহিতবাবু আমাকে বিশেষ কিছু বলেন নাই। তিন চারিদিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন বলিয়াছিলেন, কিন্তু কি জন্য যে এত বিলম্ব হ'চ্ছে, তা বল্‌তে পারি না। বোধ হয় আপনার মোকদ্দমার কোন কাজের জন্য তার আস্‌তে এত বিলম্ব হ'চ্ছে।" কর্ত্তা একটু চিশ্চিতভাবে কহিলেন, "না তা কি ক'রে হবে; আমি জয়গোপালবাবুর পত্রে জেনেছি যে, মোকদ্দমার তারিখ পড়ে গেছে। তবে ও ছোড়ার আস্‌তে এত বিলম্ব হ'চ্ছে কেন, সে গেল কোথায়? সে যে জয়গোপালবাবুর বাসায় আছে, তাতো আমার বোধ হয় না।

যাই হোক্ ছোড়ার জন্য বড় ভাবনা হ'চ্ছে, তুমি একবার জয়গোপাল উকীলের বাসায় গিয়ে ছোড়ার খবরটা নিয়ে এসো, আমি তোমায় পারানির ছুটো পয়সা দিচ্ছি। ছোড়ার বাঁদরামির জন্য কেবল অনর্গল পয়সা খরচ কর্‌তে হ'চ্ছে।"

কর্ত্তা এই কথা ব'লে মুখখানি ভার ক'রে বাক্স খুলে ছুটি পয়সা বাহির ক'রে যেমন আমাকে দিবেন, অম্‌নি ঠিক সেই সময়ে, একজন পিয়াদা আসিয়া তাহার হাতে একখানি পত্র দিল। তাহাতে এই লেখা ছিল—

'শ্রীশ্রীদুর্গা।

শরণং।

প্রণাম শতকোটী নিবেদন মিদং।

সেবক শ্রীমোহিতচন্দ্র সরকার, সবিনয় পূর্ব্বক নিবেদন যে, আপনার আশীর্ব্বাদে আমার প্রাণগতিক সমস্ত মঙ্গল। পরে উকীল মহাশয়ের পত্রে মামলার হাল নিশ্চয় জানিতে পারিয়াছেন, আমিও পরদিন বাড়ী গিয়া শ্রীচরণ দর্শন করিতাম; কিন্তু একটা বিশেষ কার্য্যের জন্য যাইতে পারিলাম না।

এবার বাকী খাজনার জন্য অনেকগুলি ভাল ভাল মহল নিলামে বিক্রয় হইবে। আমি সেরেস্তাদার মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, সামান্য টাকায় সেই সকল মহল কিনিতে পারিলে, ভবিষ্যতে বেশ দশ টাকা লাভ হইবে। আমি আমলাদিগকে বশ করিয়া আবশ্যকীয় সমস্ত তথ্য সংগ্রহ ক'রেছি, কার্য্য শেষ হইলে সন্তুষ্ট করিব বলিয়া আশা দিয়াছি। তারা আমার কথায় বিশ্বাস ক'রে, যথাসাধ্য সাহায্য কর্‌ছেন। আমি আপাতত এই যোগাড়ে ব্যস্ত আছি, সেই জন্য বাড়ী যাইতে পারিলাম না।

*** আষাঢ় নিলামের দিনস্থির হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে

সব কাগজপত্র দেখিয়া ওয়কিহাল হ'য়ে থাক্‌তে হবে, তাহ'লে দখল পাবার জন্য আর বিশেষ বেগ পেতে হবে না।

আপাততঃ টাকার কোন আবশ্যক নাই; মহল কেনা হইলে আমি পত্র লিখিব, আপনি নিজে টাকা আনিয়া সরকারে জমা দিবেন। আমলাদের সাহায্যে খুব সামান্য টাকায় বেশ লাভের মহল কিনিতে, পারিব; কিন্তু আগে সব ভিতরের খবর জানা আবশ্যক, তাহ'লে কেহ কোনরূপে ঠকাইতে পারিবে না।

আমি এক্ষণে এই যোগাড়ে ব্যস্ত আছি, কাজেই বাড়ী যাইতে বিলম্ব হইবে, আপনি ভাবিত হইবেন না, আপনার আশীর্ব্বাদে কায়িক কুশলে আছি। ইতি ১১৭২ সাল,

২১ জ্যৈষ্ঠ।

সেবক—শ্রীমোহিতলাল সরকার।

কর্ত্তা পত্রখানি আমার হাতে দিলেন; আমি আগাগোড়া পাঠ করিলাম বটে, কিন্তু প্রাণে একটা বিষম খট্‌কা উপস্থিত হইল, মোহিত-বাবুর পত্রের কথা বিশ্বাস কর্‌তে আদৌ প্রবৃত্তি হ'লো না। কারণ মোহিতবাবু যে কিরূপ ধরণের লোক, তাহার মতি গতি যে কিরূপ তাহা আমি এই কয়দিনের মধ্যে উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছি। নরপিশাচ কর্ত্তার বহু পাপার্জ্জিত অর্থ পাপ কার্য্যে নিঃশেষ কর্‌বার জন্য যে তাহার জন্ম, এই ধারণাই আমার মনে প্রবল আছে; সুতরাং সেই ঘোর অপব্যয়ী হস্তীমূর্খ মোহিতকুমার কর্ত্তার বিষয় বাড়াবার জন্য যে এরূপ যত্নশীল হবে, তাহা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। নিশ্চয় কথাগুলি আগাগোড়া মিথ্যা, কেবল কৃপণ-প্রধান অর্থলোভী কর্ত্তাকে স্তোক দিবার জন্য এই পত্রখানি লিখিত হ'য়েছে; নিশ্চয় মোহিতবাবু অন্য কোন একটা ব্যাপারে ব্যস্ত হ'য়েছেন। আমি পূর্ব্ব হইতেই তাহার বিদ্যা বুদ্ধি ও স্বভাব প্রকৃতির বিশেষ পরিচয় পেয়েছি, সুতরাং তাহার ন্যায় বাল্যসখা, নীতিজ্ঞান-

বর্জ্জিত উচ্ছৃঙ্খল যুবার কলুষিত চিত্ত যে কোন সৎপ্রসঙ্গে আকৃষ্ট হবে, পাষাণ মৃদুতাপে দ্রবীভূত হ'য়ে যাবে, পঙ্কিল-কূপে পদ্ম বিকশিত হবে তাহা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। পুত্রের মতি গতি ও আচার ব্যবহারে পিতার পুণ্য প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেই জন্য গুণবান সৎপুত্র লাভ সাধনা সাপেক্ষ ব'লে বুধগণ কর্ত্তৃক উক্ত হ'য়েছে। এ জগতে অর্থের নিকট যে আত্ম বিক্রয় ক'রেছে, সঞ্চয় ব্যতীত জীবনে যার আর কোন কর্ত্তব্য নাই; প্রত্যেক তাম্রখণ্ডকে যে হৃদয়ের অস্থি তুল্য জ্ঞান করে, দয়ামায়া প্রভৃতি মনুষ্যোচিত কোমল প্রবৃত্তি যার হৃদয়-মন্দিরে কখন এক মুহূর্ত্তের জন্য প্রবেশ লাভ করতে পারে নাই; সেরূপ কঠিন প্রাণ নরপ্রেতের ভাগ্যে বিলক্ষণ সুশীল পুত্র লাভ নিতান্ত অসম্ভব, অকাট্য ঐশ্বরিক নিয়মবলে পিতৃকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত পুত্রের দ্বারায় সমাধা হইয়া থাকে; সৃষ্টির প্রারম্ভ হ'তে এই নিয়ম বলবৎ আছে, কখন কাহার ভাগ্যে অন্যথা হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নহে। সুতরাং মোহিতবাবুর পত্রের একটি অর্থও যে সত্য নয়, তিনি যে অন্য কোন নীচ-আমোদে উন্মত্ত হ'য়েছেন তাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমার মনে এই সকল কথা তোলাপাড়া হইতে লাগিল, কিন্তু কর্ত্তার মনে কোন প্রকার সন্দেহ হ'লো ব'লে বোধ হ'লো না। বরং আমার পারানীর দরুণ দু'দুটো পয়সা বেঁচে গেল ব'লে তিনি অনেকটা সন্তুষ্ট হ'লেন এবং হাসি হাসি মুখে পয়সা দুটী পুনরায় বাক্সের মধ্যে রাখিয়া দিলেন। আমি অর্থপিশাচ নরাধমের ঈদৃশ নীচতার পরিচয় পেয়ে মনে মনে নিতান্ত বিরক্ত হইলাম এবং সে স্থান হ'তে উঠিয়া আসিলাম। ভাবে বোধ হ'লো যে, তাহার গুণবান্ পুত্রের কথাতে অবিশ্বাস হয় নাই, সমস্ত সত্য বলিয়া জ্ঞান হইয়াছে।

আমি কর্ত্তার নিকট হ'তে উঠিয়া আসিলাম বটে, কিন্তু প্রাণের খট্‌কা, মনের সন্দেহ কিছুতেই লয় হইল না, কাজেই মোহিতবাবুর জন্য বিশেষ

চিন্তিত হইলাম। কুসংসর্গে মিশিতে আমি তাহাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ ক'রেছিলাম, দেবীপ্রসাদ প্রমুখ বদ্‌মাইসেরা যে কিরূপ দরের লোক, তাহাও বুঝাইয়া দিয়াছিলাম, তিনিও আমার অনুরোধ রক্ষা করতে স্বীকৃত হ'য়েছিলেন। বিশেষ তাঁহার প্রাণের বন্ধু-বান্ধবেরা যে কিরূপ দরের ভদ্রলোক তাহাও তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছেন, তবে তিনি কি, এতদূর কাণ্ডজ্ঞানশূন্য নির্ব্বোধ হবেন যে, আবার সেই সব নরপ্রেতদের সঙ্গে মিশিবেন? বিশেষরূপে তাদের উদ্দেশ্য জেনে, তাদের প্রাণের খবর ও মতিগতির পরিচয় পেয়ে পুনরায় কি সেই ফাঁদে পতিত হবেন, ইহা কি সম্ভব? মনুষ্য কি কখন এতদূর নির্ব্বোধ হয়? কিন্তু হায়, তখন আমি জানি নাই যে, অর্থপিশাচ সুদখোর, বড়মানুষের ঘরে আস্তো মা ভগবতী বিশেষ মাংসপিণ্ডময় নিরেট মূর্খ পুত্র, কেবল-মাত্র পিতার সুদারুণ পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য জন্ম গ্রহণ ক'রে থাকে; কাজেই তারা বিদ্যায় কুকি, সভ্যতায় সাঁওতাল ও বুদ্ধিতে হাবা তাঁতির পিতামহ হ'য়ে থাকে। মোহিতকুমার যখন মহাপাপী মাণিকলালের একমাত্র পুত্র, তখন তিনি যে বোকার সর্দ্দার ও নিরেট মূর্খ হবেন, যে ডালে বস্‌বেন, সেইটাই কাট্‌বেন, জেনে শুনে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিবেন, নিজের সর্ব্বনাশকে নিমন্ত্রণ ক'রে স্বগৃহে আন্‌বেন, তার আর আশ্চর্য্য কি? ফলকথা মোহিতবাবুর পত্রের এক বর্ণ যে সত্য নয়, খাজানার দায়ে বিক্রিত মহল কেনা যে ওজর মাত্র, তাহা আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কারণ আত্মবঞ্চক মহাপাপী কৃপণের ধন শেষে কি হয়, জগতকে তাহাই দেখবার জন্য তিনি এই ভবধামে আগমন ক'রেছেন। সুতরাং তার মাথায় বিষয় ওড়ানো ছাড়া বাড়ানোর মতলব কিছুতেই প্রবেশ করতে পারে না। পত্রে যে ওজর করা হ'য়েছে, তাহা কখনই তার বুদ্ধিতে যোগায় নাই, নিশ্চয় অন্য কোন সুচালাক বদ্‌মাইস এই চিঠিখানি মুসবিদা ক'রে

দিয়েছে। তাহ'লে নিশ্চয়ই অন্য কোন বদলোকের সঙ্গে তাহার মিলন হ'য়েছে, তাদের প্ররোচনায় তাহার রুচীমত নানাপ্রকার পশু-প্রমোদে প্রমত্ত হ'য়ে প'ড়েছেন; যাই হোক্ সময় পেলে তাহার সন্ধানটা দেখ্‌তে হবে।

মোহিতবাবুর জন্য আমার মনে বিষম ভাবনা হইল; বোধ হয় দেবীপ্রসাদের মিষ্ট কথায় তুষ্ট হ'য়ে আবার ফাঁদে পা দিয়াছেন। আমার উপদেশবাণী আর তার মনে নাই, সম্ভবতঃ বক্সী বেটার মতলবে কর্ত্তার ন্যায় কৃপণকে দিন কয়েকের জন্য নিরস্ত রাখার অভিপ্রায়ে বুদ্ধি খরচ ক'রে ঐ পত্রখানি লিখেছেন। যাই হোক্ কর্ত্তার অজ্ঞাতে সুবিধামত একবার মুরশিদাবাদে গিয়ে মোহিতবাবু কোন্ মহল কেন্‌বার জন্য ব্যস্ত হ'য়েছেন তা জেনে আস্‌তে হবে।

আমি এই মতলব মনে মনে স্থির ক'রে রাখলাম, কিন্তু প্রকাশ্যে কাহাকেও কোন কথা বলিলাম না। প্রথামত এণ্ট্‌নি সাহেব ইংরাজী পড়াইবার জন্য আসিলেন, আমি আমার ইংরাজী পুস্তক লইয়া পড়িতে বসিলাম। তিনি আমাকে নূতন পড়া দিলেন ও মোহিতবাবুর সম্বন্ধে অনেকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমার এই মাষ্টারটি আরমেনিয়ান সাহেবের সন্ততি সত্য, কোট পেণ্টুলেন পরিধান করেনও বটে, কিন্তু ধরণধারণ চালচলন অনেকটা এ দেশবাসীরমত হ'য়েছে, সকলের সঙ্গে বেশ পরিষ্কার বাঙ্গালায় কথাবার্ত্তা বলেন, বাঙ্গালীদের বাড়ীতে কলাপাতে পরমানন্দে ডাল ভাত বা লুচি তরকারী আহার করেন, কাজেই অনেক ভদ্র বাঙ্গালীর সহিত তাহার বেশ দহরম মহরম জন্মাইয়াছে। বিশেষ তিনিও বাঙ্গালীদের সঙ্গে মিশিতে ভালবাসিতেন, অনেকটা এ দেশী কায়দায় থাক্‌তেন, মেম সাহেব মুদির দোকান হ'তে তেল নুন কিনিয়া আনিত, পাউরুটী বিস্কুটের বদলে মসুরের ডালের ঝোল ও অন্নে উদরদেবের

কর্‌তেন, বাড়ীতে মুসলমানদের মত একটা লুঙ্গি পরিতেন, কেবল বাহির হইবার সময় সেই রকমারি তালি শোভিত প্রপিতামহের আমলের সেই কাশ্মীরের কোট পেণ্টুলেনটি পরিতেন ও নেহাৎ বদরংয়া ঝাজরার ন্যায় অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত, মান্ধাতার আমলের সেই কালো টুপিটি মাথায় দিয়া সাহেব হইতেন। তখন ইংরাজ বাহাদুরদের প্রভাব দেশ মধ্যে বদ্ধমূল হ'য়েছিল; দেশের মালীক যে কে তাও ছোট বড় সকলে বুঝ্‌তে পেরেছিল, কাজেই শাল দোশালার চেয়ে হ্যাটকোটের মান খুব বেড়ে উঠেছিল। সেই জন্য এই ডাল ভাত খেকো দেশী সাহেবকেও অনেকে খাতির করিত, ছোট ছেলেরা দেখ্‌লেই ভয়ে পালাতো; মেয়েরা আঁৎকে উঠে "বাপরে সাহেব" ব'লে দোরে খিল দিত, কেন না, তখন সাহেবের বাজার ততো সস্তা হয় নাই, ক্বচিৎ হ্যাটকোটধারী গৌরাঙ্গমূর্ত্তি লোকের দৃষ্টিপথে পতিত হইত।

সাহেবের পুরা নাম রোজারেব এণ্টুনি, ইংরাজী কায়দায় বাপের নাম জিজ্ঞাসা করা ভয়ানক অসভ্যতার কাজ, কাজেই একটা সাহেব মানুষকে বাপের নাম জিজ্ঞাসা করতে আমার সাহসে কুলায় নাই। কাজেই সাহেবের জন্মদাতা যে কে ছিলেন, তা আমি জানিতে পারি নাই; কিন্তু আমি জানি খোদ সাহেব এ কথাটা ঠিক জানেন কি না, সে সম্বন্ধেও আমার বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। উপস্থিতে গোমিস্ এণ্টুনি নামে তাঁহার এক ভাই ও এ দেশবাসিনী এক লালবেগীর কন্যা মেম ভিন্ন আর সাহেবের কোন আপনার জন নাই। সাহেব সেই কাল কুচ্‌কুচে মেম সহ একখানি খোলার ঘরে বাস করেন ও রেসমের কাজ দ্বারায় জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, বাড়ার ভাগ কর্ত্তার অনুরোধে আমাদের ইংরাজী পড়াইতেছেন।

এই সাহেবটী একহারা সৃষ্টিছাড়া ঢেঙ্গা, দু-হাজার মানুষের মাঝখানে

সংকীর্ত্তনের ধ্বজার ন্যায় তাহার মাথাটি উঁচু হইয়া থাকে; কাজেই মুড়ো তালগাছ কি তালপাতার সেপাহীর সহিত সাহেবকে তুলনা করলে বোধ হয় উপমার বিশেষ কোন দোষ হয় না।

সাহেবের রংটী মেটে মেটে, তবে ততদূর পালিস করা নয়, মুখখানি বাটীর মত গোল ও ডায়মণ্ডকাটা, অর্থাৎ মা শীতলার চিরস্থায়ী অনুগ্রহের চিহ্নে চিহ্নিত। সাহেবের মুখে লোমের ভাগ খুব অল্প, গোঁফের স্থানে খড়্‌কের খোঁচার ন্যায় ফাঁক ফাঁক দু-একগাছা রোম বিদ্যমান আছে; কিন্তু দাড়িটী একেবারে প্লেন, কাজেই সাহেব চির দিনের মত পরামাণিককে ফাঁকি দিয়েছেন, কখন খুরের সঙ্গে শ্রীমুখমণ্ডলের মিলন হয় নাই, তবে তার সেই মুখে কর্কশতা ও নিষ্ঠুরতা যেন মাখানো আছে।

সাহেব অন্যদিন অপেক্ষা মোহিতবাবুর সম্বন্ধে আজ অনেক কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগ্‌লেন। তাঁহার একটা কথায় আমার মনে বিষম সন্দেহের উদয় হ'য়েছিল, কিন্তু তিনি ভেঙ্গেচুরে কোন কথা বল্‌লেন না। কাজেই আমি কোনরূপ মীমাংসায় উপনীত হ'তে পার্‌লাম না, কেবল অন্তর মধ্যে অভিনব খটকার উদয় হইল।

দু-চারটা অন্য কথার পর সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, আচ্ছা, মোহিতবাবুর ভিতরের সব কথা ত তুমি জান, এখন সত্য ক'রে বল দেখি মুরশিদাবাদে কোন গৃহস্থের মেয়ের সঙ্গে মোহিবাবুর আসনাই আছে কি না? আমি অনেকটা বিস্মিতভাবে উত্তর করিলাম, "কৈ না, আমিতো এ সম্বন্ধের কোন কথা জানি না; কিন্তু আজ আপনি আমাকে একথা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন কেন? আপনি কি এ সম্বন্ধের কোন খপর জানেন?" সাহেব আমার কথার উত্তর না দিয়া, অন্য কতকগুলো বাজে কথা ব'লে কথাটাকে উড়িয়ে দিবার চেষ্টা কর্‌লেন। আমি প্রকৃত ব্যাপারখানা জান্‌বার জন্য একটু চেষ্টা করিলাম

বটে, কিন্তু ধড়িবাজ সাহেবের মুখ দিয়ে প্রকৃত কথা বার করতে পার্‌লাম না, তিনি কেবল ছেলে ভুলানো গোচের কতকগুলো বাজে কথা ব'লে আমাকে নিরস্ত কর্‌লেন।

সাহেব প্রস্থান করিলে পর মোহিতবাবুর চিন্তা আমার মনোমধ্যে প্রবল হইল। আমি ভাবিতে লাগিলাম যে, আজ সাহেব আমাকে মোহিতবাবুর সম্বন্ধে একথা কেন জিজ্ঞাসা কর্‌লেন? সাহেব আমার কাছে কোন কথা ব্যক্ত কর্‌লেন না বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে নিশ্চয় কোন গূঢ় রহস্য নিহিত আছে। সাহেব অনেকটা ভিতরের কথা জানেন, কেবল আমার কাছে ব্যক্ত না ক'রে পাঁচটা বাজে কথা ব'লে চাপা দিলেন। ফলকথা মুর্শিদাবাদে একবার গিয়া মোহিতবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ না করিলে এ সব কথার কোন মীমাংসা হবে না।

আহারাদির পর নিজের সেই কক্ষে শয়ন ক'রে এই সকল কথা মনে মনে তোলাপাড়া কর্‌তে লাগ্‌লাম, কিন্তু কোন বিষয়েরও মীমাংসা কর্‌তে পার্‌লাম না। কাজেই তরঙ্গে কাণ্ডারিহীন তরীর ন্যায় আমার মন চিন্তা-সাগরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, কিছুতেই আর কূলে উপস্থিত হ'তে পার্‌লাম না।

ক্রমে বেলা তিনটে বেজে গেল, আমি একাকী সেই শয্যার উপর শয়ন ক'রে বিবিধপ্রকার মানসিক যাতনায় শরবিদ্ধ মৃগের ন্যায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলাম, কিছুতেই আর শান্তিলাভে সমর্থ হইলাম না। সেই দিনকার রাত্রের পৈশাচিককাণ্ড স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ ক'রে, রামা খান্‌সামার উপর আমার ভয়ানক ঘৃণার উদ্রেক হ'য়েছিল, কাজেই তার সঙ্গে বড় কথাবার্ত্তা কহিতাম না; এক চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কাছে আমার ক্ষণেক জুড়াবার স্থান ছিল, কিন্তু তাহার অবসর খুব অল্প ছিল; প্রায় তাঁহাকে বাহিরে ঘুরিতে হইত, আমার কাছে প্রায় বসিতে পারিতেন না, কাজেই মোহিতবাবু প্রস্থান করিবার পর হইতে আমাকে প্রায় একাকী বাস

করিতে হইত। কয়েদির ন্যায় এইরূপ নির্জ্জনে বাস ক্রমে আমার পক্ষে নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল; কাজেই বৈকাল সমাগত দেখিয়া খানিকটা বেড়াবার জন্য চাদরখানি কাঁধে ফেলিয়া বাটী হইতে বাহির হইলাম।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

গোমিস্ সাহেব।

বেলা প্রায় চারটার সময় আমি বাড়ী হইতে বাহির হইলাম, কিন্তু কোথায় যে যাই তাহার কোন স্থিরতা নাই, কাজেই লক্ষ্য-শূন্যভাবে প্রশস্ত রাজপথ ধ'রে বরাবর পশ্চিম মুখে যাইতে লাগিলাম।

প্রায় আধক্রোশটাক পথ পর্য্যটন ক'রে আমি একটা বাজারের সম্মুখে এসে উপস্থিত হইলাম; একটা লোককে জিজ্ঞাসা ক'রে জান্‌তে পার্‌লাম যে, এর নাম জোন সাহেবের বাজার। বাজারের চারিদিকে ইংরাজদের কুটী, বাংলা, বাগানবাড়ী ও কারখানা বেষ্টিত আছে, কাজেই সহরের অন্যদিক অপেক্ষা এইখানটা সমধিক পরিচ্ছন্ন, অন্য স্থানের অপেক্ষা রাজপথটা বেশ প্রশস্ত ও উভয়দিক বৃক্ষ শ্রেণীতে পরিশোভিত। অদূরে বৃটীশ সাম্রাজ্যের গৌরবের হেতু স্বরূপ একটি মাঝারী গির্জ্জা সদর্পে মাথা উঁচু ক'রে আছে ও গির্জ্জার একটু পার্শ্বেই আধুনিক সভ্যতার প্রধান অঙ্গ, পাশ্চত্য জাতির অতি-প্রিয় ও পেয় একখানি মদের দোকান শোভা পাচ্ছে।

আমি কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে বাজারের মধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং দেখিলাম যে, ইংরাজীটোলায় উপযুক্ত ইংরাজী ধরণে বাজারটি সাজানো, অধিকাংশ দোকান একটু উঁচু কাঠের মাচার উপর স্থাপিত এবং বড় বড় গোল আলু, কাঁদি কাঁদি কলা, পাউরুটী, বিস্কুট, ডিম, মাখন, পিঁয়াজ ও নানাজাতি ফলে সাজানো; বাজারের একদিকে পাশ্চত্য-জাতির নিত্য আহার্য্য বহুবিধ প্রকারের পশু ও পক্ষী মাংস টাঙ্গানো রয়েছে। আমি এই বীভৎস কাণ্ড স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ ক'রে, নাকে কাপড় দিয়ে বাজার হইতে বহির্গত হইলাম।

আমি বাজার হ'তে বাহির হ'য়ে দেখি, রাস্তায় একবারে গোল হ'য়ে কতকগুলি লোক দাঁড়িয়ে আছে। আমি ব্যাপারখানা কি দেখ্‌বার জন্য সেখানে গিয়ে দেখি যে, একটি লোক মাঝখানে দাঁড়িয়ে কি বিজ্‌বিজ্‌ ক'রে বক্‌ছে ও মাঝে মাঝে শালার ভুঁড়িটা তরমুজের মত ফাঁসাবো ব'লে চীৎকার ক'রে উঠ্‌ছে; কতকগুলো নেহাৎ বেকার লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই তামাসা দেখ্‌ছে।

আমিও তখন এক প্রকার বেকার, হাতে বিশেষ কোন কাজ নেই, কি কোথায় যাবার কোন আবশ্যক নাই; কাজেই আমিও গিয়ে সেই বেকারদের দলে মিশিলাম। আমি দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিলাম যে, এই হতভাগ্য যুবা উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। যুবকটীর বয়ঃক্রম ৩০ বৎসরের অধিক হইবে না, চুলগুলি তৈল অভাবে রুক্ষ, মুখমণ্ডল বিষাদ-রেখায় অঙ্কিত ও রবিতাপে কিশলয় সম বিশুষ্ক। যদিও অযতনে অনাহারে তাহার দেহের লাবণ্য নিতান্ত হীনপ্রভ হ'য়েছে, কিন্তু তথাপি হতভাগ্য যে কোন ইতর বংশ সম্ভূত নয়, কোন ধনবানের সন্ততি, তাহা তাহার এই মলিন মূর্ত্তি দেখিলেও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। যুবকের পরিধানে গ্রন্থিযুক্ত একখানি মলিন ধুতি, গায়ে তিন চারি স্থানে সেলাই করা একখানি মলিন চাদর ও পায়ে অসংখ্য তালি

চিত্রিত এক জোড়া বহুকালের পুরাণো চটী জুতা। জুতা জোড়াটী যে বহু শতাব্দি পূর্ব্বে নির্ম্মিত, তাহা তাহার এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া স্পষ্ট অনুমিত হ'য়ে থাকে; কারণ করাল কালের পীড়নে গোড়ালির দিক হ'তে খানিকটা একেবারে উধাও হ'য়ে চলে গেছে; কাজেই গাড়ী সঙ্গে থাক্‌লেও বাবু ভেয়েরা যেমন সখ ক'রে হেঁটে বেড়ান, তেম্‌নি জুতা পায়ে পরে যুবকের অর্দ্ধেকটা পা বাহিরে পড়িয়াছে। এ ছাড়া একখানি নিতান্ত ময়লা নেকড়ায় বাঁধা একটি ছোট দপ্তর ততদূর যত্নে সে বগলে লইয়া বেড়াইত।

যুবক সেইখানে দাঁড়িয়ে সেই রকম পাগলামি ক'চ্ছে ও মাঝে মাঝে "মার শালাকে, কাট শালাকে, ব'লে রুকে উঠ্‌ছে, এমন সময় দর্শকদের মধ্যে একজন লোক বলিল, "কি বাবু এখানে দাঁড়িয়ে কেন, কোথায় যাবে?" যুবক একবার উদাসভাবে তাহার দিকে চেয়ে কহিল, "যাব, অনেকদুর একবার বিলাতে যাব, তাই এদিকে এসেছিলাম; কোন সাহেবের সঙ্গে দেখা হ'লে কোন্‌দিক দিয়ে বিলাত যেতে হয় সেই রাস্তাটা জিজ্ঞাসা ক'রে নেবো।" যুবকের এই কথা শুনে সকলে হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লো। অল্পক্ষণ পরে হাসির রোল থাম্‌লে সেই লোকটা পুনরায় বল্‌লে, "কেন বাবু বিলাত যাবে কেন—মেম বে কর্‌বে নাকি?" যুবক অনেকটা স্থিরভাবে কহিল, "শুনেছি বিলাতের লোকেরা বড় দয়ালু ও ন্যায়পরায়ণ, আমি একবার তাদের কাছে গিয়ে বিচার প্রার্থনা কর্‌বো, দেখি তারা কি বলে। ওঃ, এত অত্যাচার কি মানুষ হ'য়ে মানুষের উপর করে? হাজার টাকার জন্য সব গেল, সব গেল, কেউ র'ইলো না; সোণার পুরী একেবারে শশ্মান হ'য়ে গেল, শালা আবার সেই বাড়ীতে বাস ক'চ্ছে? কাট শালাকে, শালার ভুঁড়িটা তরমুজের মত ফাঁসিয়ে দাও।" যুবক ক্ষেপে উঠে এই কথা বল্‌তে বল্‌তে পাশের একটা গলির মধ্য দিয়া ছুটে গেল, লোকগুলো হাততালি দিয়ে হো হো ক'রে হাস্‌তে লাগ্‌লো।

উন্মত্ত যুবকের এই সকল প্রলাপ শুনে আমার মনে একটা সন্দেহের উদয় হইল। ভূঁড়ো কর্ত্তার আমলা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সেই কথাগুলি আমার স্মৃতিপথে উদয় হইল। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, কর্ত্তা দাদনের কলে ফেলে একঘর ধনাঢ্য তাঁতির সর্ব্বনাশ ক'রেছিলেন এবং সেই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ এই বাড়ীখানা সাহেবদের নিকট পাইয়াছেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মুখেই শুনিয়াছিলাম, সেই তাঁতির দুইটী ছেলেই কয়েদখানায় আত্মহত্যা ক'রে আপনার দায় হ'তে নিষ্কৃতিলাভ ক'রেছে, কেবল তাহার একটি পৌত্র জীবিত আছে। তাহ'লে সম্ভবতঃ এই হতভাগ্য যুবক সেই বৃদ্ধের পৌত্র হ'লেও হ'তে পারে, সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে একেবারে ক্ষেপে উঠেছে। মাঝে মাঝে পূর্ব্ব-স্মৃতির উদয়ে ভীষণ প্রতি-হিংসানল প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে উঠে, সেই জন্য বিষম ক্রোধে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হ'য়ে "শালাকে কাটবো, শালার ভুড়ি ফাসাবো" ব'লে চীৎকার ক'রে উঠে। তাহার রাগ যে কেবল-মাত্র এক ভূঁড়ো কর্ত্তার উপর ও তাহার উদ্দেশ্যে যে গালাগালি দেয়, ভূড়ি ফাঁসাবার জন্য চীৎকার করে তাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বাস্তবিক ঐ অর্থপিশাচ কৃপণ বেটাই সমস্ত অপরাধের প্রধান নায়ক; কারণ হাজার হোক্ ইংরাজেরা বিদেশী, এ দেশবাসীর উপর কোনরূপ সহানুভূতি না হওয়াই সম্ভব; তারা আত্মীয় স্বজন ছেড়ে, একপ্রকার প্রাণের মায়া ত্যাগ ক'রে, কেবলমাত্র অর্থের জন্য এ দেশে এসেছে। যে কোন উপায়ে হোক্ অল্পদিনের মধ্যে সেই অর্থ সংগ্রহ ক'রে দেশে ফিরে যাওয়াই তাহাদের জীবনের সারব্রত; সুতরাং সেই অর্থ লাভের জন্য তারা দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হ'তে পারে, কিন্তু এ দেশবাসী হ'য়ে যে পাপাত্মা আর এক ভ্রাতার সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য এই সকল অর্থ-লোলুপ বিদেশীদের পরামর্শ দেয়, লুণ্ঠন ব্যাপারের সহায়তা করে, পাপকার্য্যে উৎসাহ দেয়, তাদের তুল্য স্বদেশদ্রোহী নরপিশাচ আর কেহই নাই, বোধ হয় অনন্তকাল নরকভোগ তাহাদের পক্ষে পর্য্যাপ্ত সাজা নহে।

যুবকের সঙ্গে আমার দু-একটা কথা বল্‌বার সাধ হ'য়েছিল, কিন্তু সহসা সে অদৃশ্য হওয়ায় আমার মনের ইচ্ছা জলে জলবিম্বসম মনমধ্যেই লয় হইয়া গেল।

আমি বাটীর দিকে ফিরিবার মনস্থ করিতেছি, এমন সময় দেখি যে, ঠিক আমার মাষ্টার সাহেবের মতন একটা লোক রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে সেই শুঁড়ির দোকান হইতে বহির্গত হইলেন। আমি মাষ্টার সাহেবকে এরূপ অবস্থায় দেখে নিতান্ত বিস্মিত হইলাম। কারণ তিনি এত দিন পড়বার জন্য আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন ; কিন্তু কখন তাহার মুখে মদের গন্ধ পাই নাই, কিন্তু তিনি নেহাৎ বেলেল্লা মাতাল না হ'লে এই দিনের বেলায় শুঁড়ির দোকানে প্রবেশ করিয়া মদ খাইত না। ফল কথা এই সংসারে মানুষ চেনা ভার, কত কপট ছদ্মবেশী যে সাধুর ভোল ধরে অন্ধ বিশ্বাসী সরল চিত্ত মানবদের প্রতারণা জালে আবদ্ধ ক'রে আত্মোদর পূর্ণ কর্‌ছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। অনেক বিষাক্ত সর্প যেমন দেখতে মনোরম, তেম্‌নি অনেক মিষ্টভাষী নরাধম ভদ্রের বেশ ধ'রে এই সংসারে বিচরণ ক'রে থাকে ; বাহিকে তারা দেবতার প্রতিরূপ, কিন্তু তাদের গোপনের কার্য্যাবলী দেখলে পিশাচও শঙ্কিত হয় এবং পশু অপেক্ষা হেয় ব'লে বোধ হ'য়ে থাকে।

এক্ষণে মাষ্টার মহাশয়ের পরিচয় পাইলাম একরকম সিঁদ মুখে চোর ধরিলাম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, আর তিনি মিছে ধাপ্পা ঝেড়ে, আমার কাছে উড়তে পার্‌বেন না, সুতরাং এই সময় তাঁকে ডেকে একটু অপ্রস্তুত করি, দেখি তিনি কি ওজর করেন। আমি এই মনে ক'রে মাষ্টার-মশায় মাষ্টার-মশায় ব'লে চেঁচিয়ে ডাক্‌তে লাগ্‌লাম। লোকটা আমার দিকে ফিরে, একটু মুচকি হাসিল ও ঝড়ের নারিকেল গাছের ন্যায় টলিতে টলিতে আমার সম্মুখে এসে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা শ্যাম নটবরের ন্যায় বেঁকেচুরে দাঁড়ালেন। তখন আমার

ভ্রম অপনীত হইল আমি তাহাকে যথার্থ মাষ্টার মহাশয় জ্ঞান ক'রে বলিলাম, "মাষ্টার মশায়! আপনি এদিকে কোথায় এসেছিলেন?" আমার কথা শুনে লোকটা হো হো ক'রে হেসে উঠে, আমার কাঁদের উপর বাম হাত্‌খানি দিয়ে জড়িত স্বরে কহিল, "আরে ম্যান তুমি ভুল ক'রেছ, হামার নাম গোমিস্ এণ্টুনি,মোর নামে সব শালা গুণ্ডা ডরে—হাড়ে কাঁপে, মুই রাতকে দিন বানাতে পারি; সব শালা মোকে চেনে, হামার ছোট ভাই রোজিরো তোমার মাষ্টার আছে।

আমার তখন চমক ভাঙ্গিল, আমি পূর্ব্বেও শুনেছিলাম যে, সাহেবের আর এক ভাই আছে। তাহ'লে গুণ্ডা মাতালটা তাহার বড় ভাই, কিন্তু দুই সহোদরের এ প্রকার চেহারার সৌসাদৃশ প্রায় পরিলক্ষিত হয় না, হঠাৎ দেখিলে আমার ন্যায় সকলের ভ্রম হবার সম্ভাবনা। তবে খুব নিবিষ্ট চক্ষে দেখ্‌লে আমার মাষ্টার মশায় অপেক্ষা একটু দোহারা বলে বোধ হয়, তা ছাড়া নাক মুখ চোখ দুই ভায়ের ঠিক একরূপ, নেহাৎ চেনা লোক ভিন্ন কে কোনটা তা ঠিক বল্‌তে পারে না।

সাহেব বেশ বাগিয়ে আমার গলাটি জড়িয়ে মাতলামি ঢঙ্গে কহিতে লাগিল "তুমি হামাকে জান্‌তে পেরেছ তো, আমি আদ্‌মিটা কে? তুমি রোজিরোর পোড়ো, তোমার কোন ভয় নাই, বেপরোয়া মজা মারগে। যদি কিছু আপদ গেরে গোমিস্ সাহেবের নাম নেবে, কোন শালা সাম্‌নে খাড়া হবে না। তুমি বাবা যখন এ মহল্লায় ঘুরছো, তখন দেলে কোন মতলব আছে, তুমি ম্যান মোর জানপছান আদ্‌মি আছে, তাই বল্‌ছি যে বাজে জায়গায় না গিয়ে খাঁ সাহেবের আখড়ায়; সেখানে মোর নাম নিলে দুশো খাতির পাবে, থোড়া পয়সা খরচ কর্‌লে সব আয়েস মিল্‌বে। এখান থেকে আখড়া যাস্তি দূর নয়, ঐ বাজারের বাঁ দিকের গলি ধরে বরাবর সোজা গিয়ে একটা মোড় পাবে, তুমি বাঁহাতি সড়ক ধরে গেলেই একেবারে আখড়ার সাম্‌নে পৌছিবে, তোমাকে কোই

শালাকে পুছ করতে হবে না। আখড়া রাতদিন গুল্‌জার আছে, আন্ধা আদ্‌মির ভি মালুম্‌ হবে। তুমি ম্যান দেখবে, সহরের বড় বড় নামজাদা আদ্‌মি সব জমেয়াৎ হ'য়েছে; হামি বি যাবে, তুমি থাক্‌বে, সখ হয় ছোট ছোট দানে খেল্‌বে, তোমার কোন ডর নাই। সব শালা গোমিস্‌ সাহেবের গোড়ে সেলাম করে। মোর একটা জরুরী কামের বাত আছে সেখানে হামি আবি যাবে, তুমি না খুঁজে বাত্‌লানো সড়ক ধরে চলে যাও, আখড়ার সাম্‌নে পৌঁছবে।"

আমার নিতান্ত প্রাণ সঙ্কট উপস্থিত হ'লো, আমি সাহেরের কবল হ'তে মুক্ত হবার জন্য নিতান্ত অস্থির হ'য়ে পড়্‌লাম। বিশেষ সাহেবের শ্রীমুখ হ'তে পিয়াজ রসুনের সহিত বিমিশ্রিত মদের গন্ধে আমাকে নিতান্ত বিব্রত করিয়া তুলিল, এমন কি আমার অন্নপ্রাশনের অন্ন পর্য্যন্ত দেখা দিবার উপক্রম হইল। আমি সাধ্যমত মুখ ফিরাইয়া নাকে কাপড় দিয়া রহিলাম এবং কতক্ষণে সাহেব এই অনুগ্রহ হ'তে বঞ্চিত করেন, তাহাই মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম। এমন সময় সাহেবের বক্তৃতা-স্রোত থামিল, আমি উপযুক্ত অবসর বুঝে বলিলাম। "বেশ কথা, আমি খাঁ সাহেবের আখড়ায় যাব, কিন্তু আমি আপনার জন্য অপেক্ষা কর্‌বো, আপনি নিশ্চয় যাবেন?" সাহেব কহিল, "হাঁ হাঁ হাতে কাম না লাগে এক ঘণ্টার বিচে আমি লোট্রবে। তুমি হামার নাম লেবে, দেখ্‌বে খোদ খাঁ সাহেব তোমাকে সেলাম কর্‌বে। মোর ভাইয়ের কাছে ঝুটমুট চিড়িয়ার মাফিক কেতাব প'ড়ে কি ফয়দা হবে, তার চেয়ে মোর পিছু ফের, মোর কাছে কাম শেখ, তোমাকে একটা আদ্‌মি বানিয়ে দেব; গুড্‌ বাই! হামি এখন চলে।" সাহেব এই কথা ব'লে আমার কাঁধ থেকে হাতখানি তুলে নিলেন এবং কান্নিখেকো ঘুড়ির ন্যায় গোঁত্তা খেতে খেতে ডানদিক্‌কার একটা গলির মধ্যে প্রবেশ কর্‌লেন।

আমার ধড়ে যেন প্রাণ আসিল, আমি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম; ততক্ষণ

আমার যে কি ভীষণ নরক যন্ত্রণা ভোগ হইতেছিল, তাহা আমি এই লেখনি মুখে প্রকাশ করিতে পারি নাই। মাষ্টার মহাশয়ের গুণধর ভাইটি যে কিরূপ দরের লোক ও কেমন ভদ্র ব্যক্তি, এই সামান্যক্ষণ আলাপেতেই আমি বুঝিতে পারিলাম। দেবীপ্রসাদের ন্যায় ইনিও এক কথায় আমার মুরুব্বির পদ গ্রহণ কর্‌লেন, আমাকে কাজ কর্ম্ম সেখায়ে একবারে একটা আদ্‌মি ক'রে দিবার ভার নিলেন, কিন্তু উভয়ের কাজের আঞ্জাম যে এক রকম, পরের সর্ব্বনাশ সাধন মুখ্য পেশা, চুরি জুয়াচুরি খুন ডাকাতি ইত্যাদি অঙ্গের ভূষণ, তাহা আমি অনুমানে ঠিক বুঝিতে পারিলাম; কাজেই যুগপৎ ঘৃণায় আমার অন্তরার্ণব উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

তবে সাহেবের মুখে খাঁ সাহেবের আখড়ার কথা শুনিলাম, এরূপ আখড়া যে বিবিধ শ্রেণীর বদ্‌মাইসদের সম্মিলন স্থল, তাদের পাপার্জ্জিত অর্থ যে এইখানে নিঃশেষ হয়, তাহা আমি অনুমানে বুঝিতে পারিয়াছিলাম। ইতিপূর্ব্বে আমি একবার কিষণজি বাবুর পত্র নিয়ে ঠাকুর সাহেবের আখড়ায় দেবীপ্রসাদের কাছে গিয়াছিলাম, কিন্তু আখড়ার ভিতরে ঐ সকল নরপ্রেত সদৃশ বদ্‌মাইসদের কার্য্য কলাপ আমার দেখা হয় নাই; কাজেই খাঁ সাহেবের গুল্‌জার আখড়ার বদ্‌মাইসদের কাণ্ড কারখানা ও লীলা খেলা দেখ্‌বার সাধ আমার অন্তর মধ্যে নিতান্ত প্রবল হ'লো, আমি কিছুতেই আমার মনের কৌতুহলকে দমন কর্‌তে পার্‌লাম না। কাজেই সাহেবের নির্দ্দেশমত সেই বাজারের পাশের গলি ধ'রে বরাবর যেতে আরম্ভ কর্‌লাম।

আমি যে গলিটার মধ্যে প্রবেশ করিলাম, সে গলিটার মধ্যে কোন ভদ্রলোকের বাস নাই। কেবল এদেশে ফিরিঙ্গি নামক এক প্রকার শঙ্কর জাতি উৎপন্ন হবার বীজ স্বরূপ কতকগুলি মাদ্রাজি ও মুসলমানি বেশ্যা তথায় বিরাজমান আছে। ইংরাজ ফরাসী প্রভৃতি বিদেশীদের পশু প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কর্‌বার জন্য তারা সাহেব টোলার এত নিকটে বাস

করিয়া আছে। সাহেব প্রভুরা ক্ষুধার প্রভাবে পাটকিলে কামড় দেন, কাজেই অবশ্য প্রতিপাল্য জ্ঞানে এই সকল পাপিনীদের প্রতিপালন ক'রে থাকেন; কিন্তু প্রভুদের খানসামা এই সব পতিতা অভাগিনীদের বিশেষ অনুগৃহিত অন্নভোক্তা সেবাদাস পদে বাহাল আছে। বাবুরচি এদের একমাত্র মুরুব্বি, তারা গুণ্ডার ন্যায় মাতালদের নিকট হ'তে পয়সা আদায় করে ও তারাই সর্ব্বপ্রকার বিপদে ইহাদের মধুসূদনরূপে বিরাজমান থাকে।

তখন বৈকাল হ'য়েছে, কাজেই পাপিনীরা বেশ ভূষায় ভূষিত হ'য়ে স্ব স্ব খোলার ঘরের সম্মুখে মোড়ার উপর ব'সে আছে। প্রায় অনেকের সম্মুখে মাটী বা বিদ্‌রির গুড়গুড়ি শোভা পাচ্ছে ও খোপায় ফুলের মালা দিয়ে একগাল পান খেয়ে, নিজেদের জঘন্য কার্‌বারের খদ্দেরের প্রতীক্ষায় আছে।

আমি এই সব দেখ্‌তে দেখ্‌তে ক্রমে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লাম, অনেকে ঘৃণিত অঙ্গভঙ্গি ও ইঙ্গিত দ্বারায় আমাকে ডাকৃতে লাগ্‌লো; দু-একটা পাপিনী একেবারে লজ্জার মাথা খেয়ে, "এসো হে বাবু পান তামাক খেয়ে যাও; তোমায় কালী গঙ্গার দিব্বি যদি না আস" প্রভৃতি বাক্যে আমাকে আপ্যায়িত করিতে লাগিল, আমি কোনদিকে আর লক্ষ্য না ক'রে, পরমপিতা পরমেশ্বরের মঙ্গলময় রাজ্যে এই সব পতিতা-জীবের শোচনীয় অবস্থা ভাব্‌তে ভাব্‌তে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগ্‌লাম। ক্রমে সাহেবের কহত মত সেই মোড় পাইলাম এবং বাঁহাতি গলি ধরিয়া খানিক দূর যাইবার পর আমি একেবারে আখড়ার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

আখড়া।

আমি কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম যে, ইহাই খাঁ সাহেবের আখড়া; কেন না সাহেবের কথামত এ স্থানটা খুব গুল্‌জার হ'য়ে আছে, কাজেই ইহা যে একটা পিঠস্থান তাহা নিতান্ত কাণাও বুঝিতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে আখড়া একটা বাড়ি নয়, একটা নিমগাছের তলায় একখানা খুব ধাউড়ে খোলার ঘরের ভিতর আখড়া অবস্থিত। আখড়ার ঠিক সদর দ্বারের দু-ধারে তিন চারিখানি পানের খিলি ও সরবতের দোকান ব'সেছে এবং একদল লোক গোল হ'য়ে ব'সে ঢোল বাজিয়ে গান গাইছে ও হরদম গাঁজা খাচ্ছে। আমি দেখ্‌লাম আখ্‌ড়ার দ্বার অবারিত, রকড় বেরকমের হিন্দু মুসলমান ফিরিঙ্গি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক দলে দলে ঢুক্‌ছ বেরুচ্ছে, কেহ কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা ক'চ্ছে না। কারণ সকলেই নিজের কাজেই ব্যস্ত, নিজের ধান্দায় রত, কাজেই কেহ কাহার তত্ত্ব লইতেছে না, যে যার নিজের তালে ফিরিতেছে।

তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে গগন-গবাক্ষ হ'তে দু-একটী তারা উকি ঝুকি মার্‌ছে এবং দুষ্ট অন্ধকার এসে স্বভাব সুন্দরীর সৌন্দর্য্যরাশিকে একেবারে আচ্ছাদিত ক'রে ফেলেছে।

আমি উপযুক্ত অবসর বুঝে, মুখে চাদরখানি জড়িয়ে সেই আখড়ার মধ্যে প্রবেশ করিলাম, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কেহ আমাকে কোন কথা

জিজ্ঞাসা করিল না, এমন কি আমি যে একটা নূতন মানুষ আখড়ায় আসিলাম, তাহা কেহ লক্ষ্য পর্য্যন্ত করিল না।

আমি ভিতরে গিয়া অপার বিস্ময়-হ্রদে নিমগ্ন হইলাম, কারণ দেখিলাম যে নরক গুল্‌জার; আমি এ জীবনের মধ্যে কখন এতো রকমারি বদ্‌মাইসের সম্মিলন চক্ষে দেখি নাই। হিন্দু, মুসলমান, খোট্টা, কাফরি, ফিরিঙ্গি প্রভৃতি সকল শ্রেণীর বিখ্যাত বদ্‌মাইস ও জোয়াড়েরা এখানে সমাগত হ'য়েছে এবং খাতায় খাতায় ব'সে কড়ি, তাস, দাবা প্রভৃতি নানা রকম উপকরণে রকমারি জোয়া খেল্‌ছে।

আমার বেশ বোধ হ'লো যে, এই সংসার মধ্যে বিধাতার এমন বিচিত্র চিড়িয়াখানা আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ; কারণ নররূপী এত জানোয়ার একস্থানে প্রায় জমেয়াৎবস্ত হয় না। আমি ঘরটার চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌লাম যে, পট্‌পটির মাদুর পেতে খাতায় খাতায় লোক ব'সে আছে, প্রত্যেক মজ্‌লিসের মাঝখানে মেটে ক্বচিৎ টীনের দেরকোর উপর দুর্গ প্রদীপ মিট্‌ মিট্‌ ক'রে জল্‌ছে ও মেটে গুড়গুড়ির নলগুলি সারস পাখীর ঠোটের মতন যেন উঁচু হ'য়ে আছে।

এই সকল প্রত্যেক মজ্‌লিস প্রায় আটভাজার অনুরূপ, অর্থাৎ সকল শ্রেণীর লোকের দ্বারায় গঠিত। তবে কোন মজ্‌লিসের কেহই বেকারে ব'সে নাই, সকলেই একটা না একটা কাজে ব্যস্ত আছে। প্রত্যেক মজ্‌লিসে মদ, গাঁজা, গুলি প্রভৃতি মাদক দ্রব্য হরদম্ চল্‌ছে, পানের দোনা, খাবারের ঠোঙ্গা ও কুচো কাপড় মজ্‌লিসের চারিদিকে এলোমেলো ভাবে ছড়ানো র'য়েছে। মাঝে মাঝে "হুররে হো" প্রভৃতি চীৎকারে মেদিনী যেন বিদীর্ণ হ'চ্ছে।

আমি দেখ্‌লাম যে মেজের উপর এইরূপ খাতায় খাতায় লোক ভিন্ন ভিন্ন রকমের জোয়াখেলায় মত্ত আছে, কোথায় বা কেবল মদ কি গুলি খাচ্ছে, কেবল ঘরের ঠিক মধ্যস্থলে একখানি ছোট তক্তপোষের উপর

কথক ঠাকুরের ন্যায় একজন বর্ষিয়ান মুসলমান চোখ দুটীতে ঝাপ ফেলে ঝিম্ হ'য়ে ব'সে আছে এবং খোকারা চুষি মুখে পুরে যেমন খেলা করে, তেম্‌নি সট্‌কার নলটা মুখে পূরে যেন চিত্রিত চিত্রের ন্যায় শোভা পাচ্ছে।

লোকটার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের উপর হবে, মাথার চুল ও লম্বা দাড়ি পেকে যেন শোন নুটির ন্যায় ধব্‌ধবে হ'য়ে গেছে, কিন্তু গায়ের চর্ম্ম বিন্দুমাত্র ঢিলা হয় নাই; এই বৃদ্ধ বয়সেও স্বাস্থ্যের পূর্ণ লক্ষণের চিহ্ন সকল তাহার শ্রীঅঙ্গে বর্ত্তমান আছে। আমি এই লোকটার ধরণধারণ সম্মানসূচক উচ্চাসন দেখে, ভাবেই এই আখ্‌ড়ার অধিকারী ব'লে আমার বিশ্বাস জন্মাইল, সম্ভবতঃ ইহাকেই খাঁ সাহেব বলে লোকে ডাকে এবং এই নামে আখড়ার নামকরণ হইয়াছে।

লোকটা তক্তপোষের উপর একখানি ছোট গালিচে পাতিয়া বসিয়া আছে; তাহার পেছনে তাকিয়া, সাম্‌নে একটা কাঠের বড় হাতবাক্স, বাঁদিকে গুড়্‌গুড়ি ও ডানদিকে পানের ডিবা, একটি ছোচ্‌দানি প্রভৃতি আসবাব সাজানো আছে। লোকটার মাথায় কার্ত্তিক ঠাকুরের ন্যায় সেই পাকা চুলের বাবরি, গালপাট্টা দাড়ি কাণের সঙ্গে বাঁধা, হাতের দু-আঙ্গুলে রকমারি ঝুটো পাথর বসানো গণ্ডা পাঁচেক রূপার আংটি, করতল মেদিপাতার রংয়ে রঞ্জিত, ও কাজল পরা খোকার নতন দুই চক্ষু সুর্ম্মায় সুশোভিত ছিল। লোকটা ইহকালের সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ ক'রে অহিফেন প্রসাদাৎ দিব্য চক্ষু পেয়ে, পার্থিব চোখ দুটোকে একেবারে কল্পনা রথে চড়িয়ে যেন কোন পরীর রাজ্যে ভ্রমণ করছে, লোকটার ঠিক ডানদিকে মোড়ার উপর দু-জন ষণ্ডা মুসলমান বসিয়া আছে; তাদের মধ্যে একজন একটা কাঁচের পিয়ালায় তুলো দিয়ে আফিং গুল্‌ছে ও অন্যটা গাঁজা টিপছে।

হাঁসের খাঁচা নেড়ে দিলে যেমন হয়, সেইরূপ হেটো-গোল আখড়ার ভিতর নিয়ত হ'চ্ছে; অনেকেই বক্তার আসন গ্রহণ করছে, মাঝে মাঝে

রকমারি গোচের বক্তৃতা চল্‌ছে, কিন্তু কে কার কথা শোনে, সকলে যে যার কাজেই ব্যস্ত আছে, কেবল মাঝে মাঝে খেলোয়াড়দের মধ্যে কেহ কেহ “হা সাবাস” ব’লে বিকট চীৎকার ক’রে উঠ্‌ছে এবং আর সকলের কোল হ’তে দান কুড়িয়ে নিচ্ছে। ফলতঃ টাকা পয়সার ঝম্ ঝম্ শব্দ, উচ্চহাসির গটরা, জোয়াড়েদের জয়ধ্বনি ও মাতালের মাথামুণ্ডহীন বেতালা গান, একত্র মিশ্রিত হ’য়ে বাত্যাবিক্ষোভিত রত্নাকরের ন্যায় সেই আখড়াটিকে নিতান্ত আকুলিত ক’রে তুলেছে।

আমি সর্দ্দার মহাশয়ের তক্তপোষের কাছাকাছি একটা দলে গিয়া বসিলাম, সেখানেও পাঁচমিশালি লোক বসিয়া আছে এবং একটা লোক মজলিসের ঠিক মাঝখানে একটা মাটীর কলসী উপুড় ক’রে তার উপর কড়া কয়েক ঘেচি কড়ি ফেল্‌ছে ও কেবল “পোয়া ভাই পোয়া” এই কথা বল্‌ছে, আর সকলে দান ধ’রে কেউ বা জিতে স্ফূর্ত্তিতে চেঁচিয়ে উঠ্‌ছে, আবার কেউ হেরে একেবারে মাটীর সঙ্গে যেন মিশে যাচ্ছে, মুখে আর কথা সর্‌ছে না, কেবল রোষকষায়িত চক্ষে যে জিতেছে তার দিকে চেয়ে দেখ্‌ছে।

জোয়াড়িরা এ প্রকার তন্ময়চিত্তে জুয়া খেল্‌ছে যে, কেহই আমাকে লক্ষ্য পর্য্যন্ত করিল না; এমন কি আমি যাহার পাশে গিয়া বসিলাম, সে পর্য্যন্ত আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না, বা আমি কে কিজন্য আসিয়াছি, তাহার কোন খোজও লইল না। কেবল মুখে “ছক্কা ভাই ছক্কা” বল্‌ছে, আর ট্যাঁক হ’তে পয়সা বার ক’রে অনবরত দান ধর্‌ছে আর হার্‌ছে।

আমি এই সব তামাসা দেখ্‌ছি, এমন সময় সর্দ্দার মহাশয়ের যেন ধ্যান ভঙ্গ হইল, তিনি অতিকষ্টে একটু চেঁচিয়ে চেয়ে, সট্‌কার নলটা তুইবার টান্‌লেন; তারপর পাশের মোড়ার উপর যে লোকটা ব’সে পেয়ালায় আফিং গুল্‌ছিল, তাহাকে কহিল, “রজবআলি, মোহিতবাবুর কামে কাদের বাহাল ক’রেছ?”

মোহিতবাবুর নামটা আমার কর্ণগোচর হইবামাত্র আমি চমকিয়া উঠিলাম এবং রজবআলি কি উত্তর দেয় শুনিবার জন্য কাণ খাড়া করিয়া রহিলাম।

সম্ভবতঃ সর্দ্দারের ডাইনের দোহার বা খাস দাওয়ান বিশেষ রজবআলি খুব ঝিম্ আওয়াজে কহিল, "মোবু সর্দ্দার ও গোমিস্ সাহেবকে বাহাল ক'রেছি, শুনেছি তার বাপ নেহাৎ গোলা লোক নয়, পাল্লায় দু-চারজন লোক আছে, কাজেই নেহাৎ কেজো লোক না হ'লে বেমালুম মাল্‌টা টপ্‌কে আন্‌তে পার্‌বে না। সাহেবের কাছে পিস্তল থাক্‌বে, কাজেই জানে ভয়ে কেউ সাম্‌নে খাড়া হবে না।

সর্দ্দার মশায় আবার চোখ দু'টী বুজিয়ে পূর্ব্বেকার ন্যায় অনেকটা ধ্যানস্থ অবস্থায় মিহিস্বুরে কহিল, "তাহ'লে এ দিক্‌কার কি কর্‌ছো ?"

রজবআলি কহিল, "পঞ্চাশ টাকা মোট ফুরাণ হ'য়েছে, কুড়ি টাকা বায়না পাঠিয়েছে, কাজ হাসিল হ'লে আরো তিরিশ টাকা দেবে, জুম্মা সাহবের দরগায় মাল থামাল কর্‌বার কথা আছে। সর্দ্দার মশায় আর একবার পুরো দস্তর মত চেয়ে কহিল, "তুমি নেহাৎ বেকুবের মতন কাম কর্‌ছো, এ সব কাম থোড়া টাকায় হয় না। তবে যখন ঝোঁক ধ'রেছে, তখন আর থোড়া চাপ দিলেও সইতো, তারপর গাং পার হ'য়ে যদি কুমীরকে কেলা দেখায়, তখন কি কর্‌বে ? বাকী তিরিশ রূপেয়া আদায় করা যে ভার হ'য়ে দাঁড়াবে। খোদা তাল্লা তোমাকে যে এমন বেকুব বানাবে, তা আমি কখন ভাবি নাই।"

রজবআলি ঈষৎ অপ্রস্তুত হ'য়ে আম্‌তা আম্‌তা ভাবে কহিল, "কাজ হাসিল ক'রে সে মোদের ফাঁকি দিতে পার্‌বে না, কেন না,সে ঠিক জানে যে তাহ'লে তার জান থাক্‌বে না; তার উপর বাবুটা জান পছান আদ্‌মি, কাজেই হাতে রাখ্‌লে আখেরে অনেক কামে আস্‌বে, তাই এত থোড়া টাকায় এত বড় কাম্‌টা হাতে নিলাম। আমাদের রহমান, বাবুটার পিছনে

লেগে আছে, কাজেই মোদের হাত ছেড়ে অন্য কোন খপ্পরে পড়্তে পার্‌বে না।”

সর্দ্দার। রহমান বড় ফিকিরবাজ আদ্‌মি, সহরের বিচে র’য়েছে তবু কোন বেটা তার গায়ে হাত লাগাতে পার্‌ছে না। গ্রেপ্তারি পরোয়ানা-গুলো কেতোয়ালির সেরেস্তায় আছে।

রজব। রহমান একজন ওস্তাদ আদ্‌মি, কাফের সেজে হাজার হাজার পাকা চালকদের চ’খে ধূলো দিচ্ছে। পাছে বাতচিতের দোষে ধরা পড়ে, তাই বাঙ্গালি না হ’য়ে হিন্দুস্থানি সেজে ছুশো হিন্দুর জাত মেরে বেড়াচ্ছে। লোকটা তোখড় ধড়িবাজ, তাই কেউ ধর্‌তে পারে না, বেমালুম গোঁফে তেল দিয়ে বেড়াচ্ছে। সেই খোদ রহমান এই কামের গোয়েন্দা হ’য়েছে, সেই সব বন্দোবস্ত ক’রে রাখ্‌ছে।

আর আমার কোন কথা শুনিবার আবশ্যক হইল না। দৈবগতিকে যাহা শুনিলাম, তাহাতে বিষম খট্‌কা, ভয়ানক সন্দেহ ও অন্তরে এক প্রকার অব্যক্ত ত্রাসের সঞ্চার হইল। আমি ভাবিতে লাগিলাম যে, ব্যাপারখানা কি, এরা কেন মোহিতবাবুর কথা কহিল? সর্দ্দারের কড়কানিতে ভয় পেয়ে ঐ মুসলমানটা তো স্পষ্টই বল্‌লে যে তার বাপের অনেক টাকা আছে, নিজেও খুব সৌখিন আদ্‌মি, আখেরে অনেক কাজে আস্‌বে, তাই এ থোড়া টাকায় এত বড় কাজটা হাতে নিয়েছি। এ সব কথায় তো আমাদের মোহিতবাবুর উপর খুব সন্দেহ হয়। কারণ তার বাপের অনেক টাকা আছে, নিজেও খুব সৌখীন অপব্যয়ী, বিশেষ তাহার বাড়ী এই আজীমগঞ্জে, সেই জন্য বোধ হয় ঐ কনিষ্ঠ মুসলমানটা বল্‌লে যে, “আমাদের জানপছান আদ্‌মি; কাজ হাসিল হ’লে আমাদের আর ফাঁকি দিতে পার্‌বে না।

সেই সর্দ্দারের সহিত তাহার সাকরেতের সেই রহস্যপূর্ণ কথাবার্ত্তা যতই ভাবতে লাগ্‌লাম, ততই আমার মনের সন্দেহ ক্রমে ক্রমে ঘনীভূত

হইতে লাগিল, কিন্তু স্পষ্ট কোন কথা বুঝিতে কি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পার্‌লাম না। আমার অনুমান যদি সত্য হয়, রজবআলির কথিত ব্যক্তি যদি কর্ত্তার গুণধর পুত্র আমাদের মোহিতবাবু হয়, তাহ'লে মুর্শিদাবাদে মোকদ্দমার তদ্বির কর্‌তে গিয়ে তার এমন কি দরকার উপস্থিত যে, তার জন্য পঞ্চাশ টাকা খরচ ক'রে দু-জন বিখ্যাত বদ্‌মাইসকে নিয়ে গেলেন? একটু আগে ঘটনাক্রমে গোমিস্ সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা হ'য়েছিল, এখানে এসেও তার নাম শুন্‌লাম; সাহেবও ব'লেছিলো যে, তার একটা জরুরী কাম আছে, তাহ'লে পূর্ব্বে হ'তেই একটা বন্দোবস্ত হ'য়ে আছে; কি কাজ কর্‌তে হবে তা সাহেব জানে, কেবল আমি বাহিরের লোক ব'লে আমার কাছে কোন কথা ভাঙ্গিল না; তবে যে কার্য্যের জন্য নরপ্রেত সদৃশ এই সব বদ্‌মাইস লোক নিযুক্ত হ'য়েছে, তাহা যে কখনই কোন সৎকার্য্য নহে, ইহা আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। বিশেষ রজবআলির মুখে শুনিলাম যে, "তার বাপ বড় সামান্য ব্যক্তি নয়, সাহেবের হাতে পিস্তল থাক্‌লে কেউ বড় এগুতে পার্‌বে না। সহজে মালটা টপ্‌কে এনে জুম্মা সাহেবের দরগায় থামাল হবে। এ সব কথার অর্থ কি? সাঁইজির সঙ্গে আমিও একবার জুম্মা সাহেবের দরগায় গিয়াছিলাম। এই আখড়ার ন্যায় সেটাও যে বদ্‌মাইসদের একটা প্রধান আড্ডা, তাহা আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলাম, সেইখানেই দেবীপ্রসাদের সঙ্গে মোহিতবাবুকে দেখি, সেই দরগায় কি মাল থামাল কর্‌বে? আর মাল টপ্‌কে আন্‌বার প্রকৃত অর্থ কি? রজবআলির মুখে আর একটা কথা শুনে মনে বিষম খট্‌কা রইল, অথচ তাহার মর্ম্ম ঠিক বুঝিতে পরিলাম না। ও বেটা কহিল যে, রহমন তাহার সঙ্গে সঙ্গে আছে, কাজেই বাবুটা আমাদের হাতছাড়া হবে না, সেই রহমন এ কাজের সমস্ত বন্দোবস্ত ক'রেছে। সর্দ্দার রহমনকে দুশো তারিফ করিল ও সুখ্যাতির ছলে কহিল যে, "রহমন হিন্দু সেজে কোতোয়ালির চ'খে ধূলো দিতেছে,

কেউ তাকে চিন্‌তে পার্‌ছে না। পাছে কথাবর্ত্তায় ধরা পড়ে এই ভয়ে বাঙ্গালী না হ'য়ে হিন্দুস্থানির ভোল ফিরিয়েছে। কাজেই তার গ্রেপ্তারি পরোয়ানাগুলো কোতয়ালির সেরেস্তায় পচ্‌ছে।" রজবআলির কথিত ব্যক্তি যদি আমাদের মোহিত বাবুই হয়, তাহ'লে এ লোকটা কে? মোহিতবাবুর বন্ধুবান্ধবের মধ্যে কোন বেটা মুসলমান হ'য়ে হিন্দুস্থানি সেজে সকলের জাত মজাচ্ছে? এত বড় বুকের :পাটা কার? রজবআলি ও তার ওস্তাদ যেরকম ভাবের কথা বল্‌লে, তাতে পাপিষ্ঠ দেবীপ্রসাদের উপর আঁচ হয়, কারণ মোহিত বাবুর সঙ্গে ঐ বেটার একটু বেশী মাখামাখি ভাব, ঐ বেটাই বাবুর ইয়াররূপে মানোয়ার জাহাজের কম্পাস্ ও উৎসন্নধামে নিয়ে যাবার প্রধান পাণ্ডা। আমি বেশ জানি মোহিতবাবু ঐ পাপিষ্ঠের পরামর্শে যাবতীয় অপকার্য্যে অগ্রসর হ'য়েছে। কিষণজির বাড়ী, জুন্মাপীরের দরগা প্রভৃতি ভয়ানক ভয়ানক স্থানে ঐ বেটাই নির্ব্বোধ মোহিতবাবুকে মুরুব্বি হ'য়ে নিয়ে গিয়েছিলো, ফলকথা এই বেটার সঙ্গে যদি মোহিতবাবুর মিলন না হ'তো, তাহ'লে তাকে কথনই এতটা অধঃপাতের খরস্রোতে ভাস্‌তে হ'তো না। বিপুল বিষয়ের অধিপতি হ'য়ে পরমসুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করতে পার্‌তো, কিন্তু বোধ হয় বিধাতার তাহা অভিপ্রেত নহে; সেই জন্য তাহার এ প্রকার ঘোর কুমতির উদয় হ'লো, সুমিষ্ট পারস পরিত্যাগ ক'রে পুরীষের দিকে লোভ জন্মালো; কিন্তু মোহিতবাবুর সেই পরম সুহৃৎ প্রকৃতপক্ষে লোকটা কে? রজবআলির মুখে যে কথাগুলি শুনিলাম, তাহাতে এই বেটার উপর বিশেষ সন্দেহ হয়। আমি স্বচক্ষে ঠাকুর সাহেবের আড্ডায়, ও বেটার যে প্রকার অবস্থা ও সঙ্গিনী বেশ্যাটাকে দেখিয়া আসিয়াছি ও পদে পদে যে প্রকার কার্য্যের পরিচয় পেয়েছি, তাতে আমার বিশ্বাস যে, এ বেটা পাপীর এমন কোন অকার্য্য এই জগতে নাই। বিশেষ ও বেটা কিষণজির ন্যায় চাঁচছোলা বাঙ্গালায়

কথা কহিতে পারে না, সেইজন্য রজবআলির কথায় এই বেটার উপর আমার কেমন সন্দেহ হইল।

এই সব কথা আমার মনে তোলাপাড়া হইতে লাগিল; আমি মোটামুটী বুঝিলাম যে, মোহিতবাবু নামে এক ব্যক্তি পঞ্চাশ টাকা ব্যয় ক'রে একটা মাল টপ্‌কাবার জন্য দু-জন লোক নিয়ে গেছেন। এ কাজে যে বলের প্রয়োজন, এমন কি পিস্তল অবধি ব্যবহার হয়, তাহা উহাদের কথার ভাবে বুঝা গেল। কাজটা বিশেষ সঙ্গিন ব'লে সাহেবের ন্যায় পাকা লোককে এ ব্যাপারে বাহাল ক'রেছে, তাহ'লে এ কাজটা কি? কেন এ লোকটা এ কাজের জন্য পঞ্চাশ টাকা খরচ কর্‌লে, মাল টপ্‌কানোর অর্থ কি?

আমি ঠিক ব্যাপারখানা কি বুঝিতে পারিলাম না বটে, কিন্তু প্রাণে কেমন একটা বিষম খট্‌কা উপস্থিত হ'লো, আর আমার সেই আখড়ায় থাক্‌তে ইচ্ছা হ'লো না; সহসা আমার যেন গলদ্‌ঘর্ম্ম উপস্থিত হ'লো এবং এক প্রকার অব্যক্ত যাতনায় মন প্রাণ যেন কাতর হইয়া উঠিল।

আমি নিঃশব্দে সেই আখড়া হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম ও চিন্তাকুলচিত্তে বাটিতে ফিরিয়া আসিলাম। তখন রাত্রি প্রায় দশটা বাজিয়া গিয়াছে, বামনঠাকুর হাঁড়ি তুলিয়া বাসায় গিয়াছেন, কাজেই পিপাসার ঝোঁকে এক গেলাস জল পান করিয়া শয্যার উপর শয়ন করিলাম।

———

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

গ্রেপ্তার।

যদিও সে দিন আমি পথশ্রমে নিতান্ত কাতর হ'য়ে প'ড়েছিলাম, কিন্তু তথাপি সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রাদেবী আমার নিকটস্থ হ'লেন না। আখড়ার রজবআলি ও সর্দ্দারের কথাগুলি স্মৃতিপথে উদয় হ'য়ে আমাকে নিতান্ত অশান্তির কবলে নিক্ষেপ করিল। আমি এক মনে কেবল সেই সকল কথা তোলাপাড়া করিতে লাগিলাম, পাপিষ্ঠদের কথার ভাবে বোধ হ'ল যে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্ব্বক কোন কুল-ললনাকে ধ'রে আনাকে মাল টপ্‌কানো বলে। কিন্তু দেশে দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা প্রজারঞ্জন রাজা থাক্‌তেও কি এ প্রকার ঘোর অপকার্য্য হ'তে পারে? আর মোহিতবাবুই কি এতদূর নীচাশয় পশু হবেন, যে পঞ্চাশ টাকা খরচ ক'রে কোন কুলস্ত্রীকে ধ'রে আসাবেন, যদি ইহা সত্য হয়, তাহ'লে পাপিষ্ঠ মোহিতবাবুর পতনের আর অধিক বিলম্ব নাই, সর্প দংশনের ন্যায় সতীর 'অভিশাপে তাকে নিশ্চয় ধ্বংশ হ'তে হবে। কারণ দেবতা পর্য্যন্ত সহায় হ'লে সতীর কোপ হ'তে কাহাকেও রক্ষা করতে পারে নাই। সহসা আমার সেই আর্‌মেনিয়ান মাষ্টার গোমিস্‌ভ্রাতা রোজিয়োর কথা স্মরণপথে উদয় হইল। তিনি পড়াইতে পড়াইতে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, মুর্‌শিদাবাদের কোন গৃহস্থ কন্যার সহিত মোহিতবাবুর আস্‌নাই আছে কি না? তিনি তো একদিনের জন্য কখন ওরকম ভাবের কোন কথা বলেন নাই, তাহ'লে তিনি আমাকে এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করলেন? নিশ্চয় এ সম্বন্ধে কোন কথা তিনি শুনেছিলেন, কিন্তু আমার কাছে কোন কথা ভাঙ্গলেন না। আমি

পেড়াপেড়ি করলে, তিনি পাঁচটা বাজে কথায় আসল কথাটা চাপা দিয়ে ফেল্লেন। যা'হোক্ কাল প্রাতঃকালে সহস্র কাজ ত্যাগ ক'রে একবার মুরশিদাবাদে গিয়ে মোহিতবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে, তা না হ'লে আমার এই ভয়ানক সন্দেহ কিছুতেই মিট্‌বে না। পাছে পারানির জন্য দু-পয়সা বাজে খরচ করতে কর্ত্তা অসন্তোষ হন, এই জন্য তাঁকে কোন কথা না জানাইয়া গোপনে জয়গোপাল উকীল মশায়ের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হব স্থির করিলাম। বিশ্বাস মোহিতবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পার্‌লে, ব্যাপারখানা বুঝ্‌তে পার্‌বো। যদি তরলমতি অস্থিরচিত্ত মূর্খ মোহিতবাবু পাপাত্মাদের প্ররোচনায় এ প্রকার ভয়ানক অপকর্ম্মে লিপ্ত হ'য়ে থাকেন, তাহ'লে যে কোন উপায়ে হোক্ এই সর্ব্বনেশে সঙ্কল্প হ'তে তাকে নিরস্ত করা আমার একান্ত কর্ত্তব্য। আমি উপস্থিত থাক্‌লে তিনি কখনই এমন ভয়ানক অপকর্ম্ম করতে পার্‌বেন না। ইতিপূর্ব্বে মোহিত বাবুর যে প্রকার মেজাজের পরিচয় পেয়েছি, তাতে আমার বিশ্বাস হয় যে, আমার কথা তিনি একেবারে অগ্রাহ্য করতে পার্‌বেন না। যাই হোক্, আমার একবার মুরশিদাবাদে যাওয়া খুব আবশ্যক, সেখানে না গেলে কোন বিষয়ের মীমাংসা হ'চ্ছে না, বা আমার মনের সন্দেহ ও প্রাণের উৎকণ্ঠা কিছুতেই মিট্‌ছে না। কাজেই কাল সকালে কাকেও কিছু না বলে মুরশিদাবাদ উদ্দেশে যাত্রা করিব।

আমি মনে মনে এই মতলব ঠিক ক'রে প্রায় এক প্রকার জাগ্রত অবস্থায় রাত্রি যাপন করিলাম এবং খুব প্রত্যূষে উঠিয়া মুরশিদাবাদ উদ্দেশে রওনা হইলাম।

মানুষের মনের ইচ্ছা, অন্তরের কামনা, অনেক সময় সিদ্ধ হয় না। প্রবাহিনীর খর প্রবাহে বালির বাঁধ যেমন নিমিষ মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে যায়, তেম্‌নি মানুষ কল্পনা বলে একটা স্থির ক'রে রাখে, কিন্তু ভাগ্য বিপর্য্যয়ে কি ঘটনাচক্রে, অন্য একটা অভাবনীয় অচিন্তনীয় প্রলয়কাণ্ড সংঘটিত হ'য়ে

থাকে। আবার যে বিষয় কখন স্বপ্নেও মনে উদয় হয় নাই, তেমনি বিচিত্র ব্যাপার প্রত্যক্ষ ঘটিয়া থাকে। স্বভাবের অকাট্য নিয়মানুসারে প্রত্যেক রাত্রির পর প্রভাত হয়; কিন্তু এই প্রভাত কাহার ভাগ্যে সুপ্রভাত কি কুপ্রভাতে পরিণত হ'য়ে থাকে। তবে কবে যে কাহার ভাগ্যে কি ঘটনা ঘটে, তা স্থির করবার ক্ষমতা কাহার নাই; কারণ ভবিষ্যত মাত্রই অন্ধকারের পথে; মানুষ এক ভাবে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে হিতে বিপরীত হয়, সুধায় বিষ উঠে, যা কল্পনায় ভাবে নাই, স্বপ্নেও দেখে নাই, তেমন ভয়ানক ব্যাপারে অভিভূত হ'য়ে পড়ে। সেই জন্য প্রত্যেক প্রভাত কাহারও ভাগ্যে সুপ্রভাত ও কাহারও কুপ্রভাত হ'য়ে থাকে। কেউ বা আশার অতিরিক্ত রত্নরাজি লাভ ক'রে আনন্দে উৎফুল্ল হয়, আবার কেউ বা বিপন্ন সাগরে নিমগ্ন হ'য়ে হাবুডুবু খায়।

আমি মনে মনে দুর্গানাম স্মরণ ক'রে বাটী হ'তে বাহির হ'লাম। মনের নিতান্ত ইচ্ছা যে, মোহিতবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে প্রকৃত ব্যাপারখানা কি জানিয়া আসিব, কিন্তু ঘটনাক্রমে আমার ভাগ্য-তরুতে আজ যে কি ফল ফলিল, তাহা আমার কৃপাময় পাঠক মহাশয়েরা দেখিতে পাইবেন ও অপার বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইবেন।

ক্রমে আমি গঙ্গাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং পার হইবার জন্য একখানি নৌকার উপরে উঠিলাম। আমাদের নৌকায় আরোহীর সংখ্যা পূর্ণ হইয়া গেল, কাজেই মাঝি নৌকাখানি ছাড়িয়া দিল, দাঁড়িরা দাঁড় টানিতে আরম্ভ করিল, নৌকাখানি তরঙ্গরাশি ভেদ করিয়া নাচিতে নাচিতে অগ্রসর হইতে লাগিল।

মাঝির আদেশমত আমি বাহির হইতে নৌকার ভিতর গিয়া বসিলাম এবং দেখিলাম যে, জোন সাহেবের বাজারের সম্মুখে যে যুবক পাগলামি করিতেছিল, সেই এই নৌকায় একেবারে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। আমি পূর্ব্বে ইহাকে যে প্রকার বেশ-ভূষায় দেখিয়াছিলাম, এখন তাহার কিছুমাত্র

পরিবর্ত্তন হয় নাই এবং মলিন নেকড়ায় বাঁধা দপ্তরটি বগলে রহিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে এই যুবক সম্বন্ধে আমার মনে একটা সন্দেহ হ'য়েছিল, তাহার সঙ্গে দু-চারটা, কথা বলিবার সাধ আমার মনোমধ্যে নিতান্ত প্রবল হ'য়েছিল, কিন্তু উন্মত্ত যুবক তীরের ন্যায় সহসা অদৃশ্য হওয়ায় আমার বাসনা পূর্ণ হয় নাই। এক্ষণে এই নৌকার যুবককে দেখিয়া তাহার বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে দু-চারটা কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা কর্‌বার সাধ আমার মন মধ্যে নিতান্ত প্রবল হইয়া উঠিল, আমি কিছুতেই আমার মনের এই কৌতূহলকে দমন করিতে পারিলাম না।

আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ কর্‌বার অভিপ্রায়ে আমি আস্তে আস্তে সেই যুবকের পাশে গিয়া বসিলাম এবং নিতান্ত বিনীতভাবে কহিলাম, "ভাই তোমার দপ্তরের ভিতর কি আছে ?"

যুবক আমার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া কেবল উদাস ভাবে আমার দিকে চাহিয়া রহিল এবং পাছে আমি তাহার দপ্তর কাড়িয়া লই বোধ হয় এই আশঙ্কায় তাহার সেই বহুমূল্য দপ্তরটি অতি সন্তর্পণে বগলের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। আমি পুনর্ব্বার সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, যুবক চীৎকার ক'রে কহিল, "এতে সব দলিল আছে, বাগানের দলিল, বাড়ীর দলিল, তালুকের দলিল, সব দলিল এতে মজুত আছে। আমি এগুলি নিয়ে একবার দিল্লীর বাদশা ও ইংরাজদের রাজার কাছে যাব, দেখি তারা কি বিচার করে, ও শালার ভুঁড়ি ফাঁসাতে আমাকে হুকুম দেয় কি না। ও তুমিও বুঝি সাহেবের লোক, তাহ'লে তোমাকে বলে তো ভাল করিনি। তুমি যখন সাহেবের লোক, তখন তুমি সব পার ; কিন্তু তুমি আর কি নেবে, আর তো কিছুই নাই, সব গেছে, জন্মের মতন গেছে, কেবল জ্বল্‌বার জন্য আমি আছি। এই কথা বল্‌তে বল্‌তে অভাগা যুবকের চক্ষু দিয়ে অশ্রুজল গড়াইয়া পড়িল।

আমার মনে বড় কষ্ট বোধ হইল, আমি আমার নিজের চিন্তা বিস্মৃত

হ'য়ে এই ভাগ্যহীন যুবকের শোচনীয় অবস্থার বিষয় ভাবিতে লাগিলাম। যুবক নিজের সেই মলিন চাদরে চক্ষু দুটী মুছিলে আমি খুব মোলায়েম ভাবে কহিলাম, "আমি শপথ ক'রে বল্‌ছি, আমি কোন সাহেবের লোক নই। আমার দ্বারায় তোমার উপকার ভিন্ন অপকার হবে না।"

আমার কথায় বাধা দিয়ে সেই যুবক উচ্চৈস্বরে কহিল, "মানুষ কখন কি মানুষের উপকার করে; না, না, কেউ করে না। টাকা না থাক্‌লে, দুর্ব্বল হ'লে মানুষ আর একজন মানুষের মাথা কড়াই ভাজার মতন কড়মড় ক'রে চিবিয়ে খায়। মার শালাকে মার, শালাকে কেটে ফেল, তরমুজের মতন শালার ভূঁড়িটা ফাঁসিয়ে দে; এই কথা ব'লে সেই নৌকার উপর বিরাশি সিক্কা ওজনের এক কিল মারিল, কাজেই নৌকা কাঁপিয়া উঠিল ও আরোহী সকলে ভীত হইল। পাছে পাগল গঙ্গার মাঝখানে ক্ষেপিয়া ওঠে ও তজ্জন্য নৌকা ডুবিয়া যায়, এই আশঙ্কায় পাগলের সহিত কথা কহিতে সকলে আমায় নিষেধ করিল। কাজেই আর আমি তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। মনে করিলাম যে ওপারে গিয়া যুবকের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত হব, রাস্তার উপর মাঝে মাঝে ক্ষেপিয়া উঠিলেও বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না। আমি এই মনে মনে স্থির করিয়া তখনকার মতন চুপ করিলাম, যুবককে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। যুবক আপনাআপনি খানিকক্ষণ বকিয়া নিজেই চুপ করিল এবং দলিলপূর্ণ দপ্তরটী অতীব যত্নের সহিত বগলের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। কারণ আমি যে কোন সাহেবের লোক, পাছে কাড়িয়া লই, এই আশঙ্কা বোধ হয় পাগলের মনে প্রবল হ'য়েছিল। তাহার সাত রাজার ধন মাণিক বিশেষ সেই দপ্তরটি নীচে নামাইয়া রাখিতে সাহসে কুলাইল না।

ক্রমে নৌকাখানি পরপারে গিয়া উপস্থিত হইল। আরোহীগণ একে

একে নামিয়া গেল, আমি যুবকের পিছু পিছু চলিলাম এবং গঙ্গার তীর ছাড়াইয়া রাস্তার উঠিলাম।

যুবক আপনার মনে গোঁভরে চলিতেছে, কোনদিকে আদৌ লক্ষ্য করিতেছে না, সুতরাং প্রথমেই আমাকে মুখ খুলিতে হইল। আমি নিকটে গিয়া খুব নম্রভাবে কহিলাম, "আপনি এখন কোথায় যাবেন ?"

যুবক আমার মুখের দিকে কট্‌মট্‌ ক'রে চেয়ে, উদাসভাবে কহিল, "এ কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছো কেন ? তুমি কি সাহেবের কুটীতে আটক ক'রে রাখ্‌বে, এখনও কি দাদনের টাকা পরিশোধ হয় নাই ? দেখ্‌ছি তুমি বাঙ্গালীবাবু কাজেই সাহেবের জন্য নিরীহ তাঁতির বুকের রক্ত চুষে নিতে কখনই তোমার কিছুমাত্র মমতা হবে না।

যুবকের কথায় আমার চক্ষে জল এলো, আমি স্পষ্ট বুঝ্‌তে পার্‌লাম যে, ভীষণ নির্য্যাতনে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হ'য়ে, অন্তসার-শূন্য সাহেবের পদ লেহন প্রার্থী, নীচাশয় সমাজদ্রোহী বাবু জাতীয় বাঙ্গালীর উপর সে হাড়ে চটিয়া গিয়াছে, সকল প্রকার অপকর্ম্মের নায়ক ব'লে তাহাদিগকে তাহার বিশ্বাস হ'য়েছিল। সেই জন্য আমাকে বাবু বেশধারী বাঙ্গালী দেখে যুবকের মনে ঈদৃশ সন্দেহের উদয় হইল। প্রকৃতপক্ষে সেই সময়কার দেশীয় কুলাঙ্গারেরা যদি অতিলোভী সাহেব বণিকদের শোষণ কার্য্যে সহায়তা না করিত, লোকের সর্ব্বনাশের উপায় না বলিয়া দিত, তাহ'লে দেশ এত শীঘ্র এরূপ উৎসন্নের পথে উপনীত হইত না, শত শত শ্রমজীবি সম্পন্ন-শিল্পীর বৃক্ষতল সার হইত না, এই নীচাশয়েরা নীচ স্বার্থের জন্য নালা কাটিয়া স্বগৃহে কুম্ভীর আনিল ; জগতে এককালীন দেশদ্রোহী ও সমাজদ্রোহী নাম কিনিল এবং অজ্ঞতার প্রত্যক্ষ ফল স্বরূপ শেষে নিজেরাই স্বখাদ সলিলে নিমগ্ন হইল। ফলকথা, একজন স্বদেশী ভ্রাতার বুকের রক্ত শোষণরূপ মহাপাতকের ফল আমাদিগকে অনেকদিন ভোগ করতে হবে। কারণ সেই সকল মহাপাতকের জন্য বিধাতার শাপে,

দগ্ধ-উদর-পোষণের জন্য পরের গোলামী করা ভিন্ন আর কোন গত্যন্তর থাকিবে না। গৃহ-পালিত পশুর ন্যায় পরের প্রদত্ত অন্নে বহুকাল জীবন ধারণ করিয়া থাকিতে হইবে।

আমি যুবককে প্রবোধ বচনে কহিলাম, "আমি কোন সাহেবের লোক নহি, আমার দ্বারায় তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না। এক্ষণে তুমি কে, তোমার এমন অবস্থা কেন হ'লো, তা আমার কাছে বল? তোমাকে আর একদিন জোন সাহেবের বাজারের সম্মুখে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু সহসা তুমি দৌড়ে চ'লে গেলে ব'লে কোন কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে পার্‌লাম না। আজ আবার ঘটনাক্রমে তোমার সঙ্গে দেখা হ'লো, তোমার কোন ভয় নাই, আমি কাহার কাছে কোন কথা প্রকাশ করবো না, তুমি স্বচ্ছন্দে তোমার নিজের কাহিনী আমাকে সত্য ক'রে বল। তোমার সম্বন্ধে আমার মনে একটা ভয়ানক সন্দেহ হ'য়েছে, সেইজন্য তোমাকে বল্‌ছি।"

যুবক উদাসভাবে একবার আমার দিকে চেয়ে কহিল, "ওঃ তাহ'লে তুমি এখনো আমার পেছনে লেগে আছ, তা থাক, আর ভয় করিনে, আর তুমি আমার কি কর্‌বে? তোমার সাহেবকে আর কেন ভয় কর্‌বো? আর তো কিছু নাই; একে একে সব গেছে, কেবল আমি বেঁচে আছি; আছি, বেঁচে আছি, শালার ভূঁড়িটা তরমুজের মত ফাঁসাবার জন্য; কাট শালাকে, মার শালাকে।"

যুবক ক্ষেপে উঠে এই কথা ব'লে লাফাতে লাফাতে দৌড়ে গেল, পথের লোক তামাসা দেখ্‌তে লাগ্‌লো, আমি কেবল অবাক্ হ'য়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলাম।

দেখিতে দেখিতে যুবক অদৃশ্য হইয়া গেল, আমারও যেন চমক ভাঙ্গিল, কাজেই আর সেখানে বৃথা অপেক্ষা না করিয়া জয়গোপাল বাবুর বাসা উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

আমি যুবকের অবস্থা ভাব্তে ভাব্তে যাচ্ছি, এমন সময় দেখি আমার সাম্নে দিয়া একটা লোক ঝাঁ ক'রে বাঁ-হাতি একটা গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। আমি একটু অন্যমনস্ক ছিলাম, সেইজন্য যদিও লোকটার মুখ ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু পশ্চাদ্ভাগ দেখিয়া আমার ঠিক বিশ্বাস হইল যে, এ লোকটা দেবীপ্রসাদ ভিন্ন আর কেহ নহে। বোধ হয় খুব তাড়াতাড়ি কোন কাজে যাচ্ছে, সেইজন্য আমাকে দেখ্তে পায় নাই, দেখা হ'লে নিশ্চয় আমার সহিত কথা কহিত। সেই দরগা বাড়ীতে রাত্রে দেখা হবার পর আর তাহার সঙ্গে দেখা হয় নাই; সুতরাং আমি এখন কিরূপ অবস্থায় আছি, তাহা জানিবার জন্য নিশ্চয় আমার কাছে আসিত; বোধ হয় দেবীপ্রসাদ নয়, আর না হয়তো আমাকে দেখ্তে পায় নাই।

আমি মনে মনে এইরূপ মীমাংসা করিলাম; কিন্তু হায়! তখন আমি জগতকে ভালরূপে চিনিতে পারি নাই। এখানকার কাণ্ডকারখানা ভালরূপ বুঝি নাই, এখানে পাপ না করিয়াও যে আইন ও বিচার মহাত্মে লোকে দণ্ডভোগ করে; আবার টাকা ও যোগাড়ের গুণে শত শত অপরাধ করিয়াও নিষ্কৃতি পায়, কিঞ্চিৎ ব্যয় স্বীকার করিলেই যে কোন গুরুতর অপরাধে একজন নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে ফেলা যেতে পারে, উদোর বোঝা বুদোর মাথায় যায়; তাহা আমি ভাবি নাই। পাপ না করিলে দণ্ড হয় না, নির্দ্দোষ নিরীহ ব্যক্তির কোন আশঙ্কা নাই, এই বিশ্বাসই তখন আমার প্রবল ছিল, কাজেই এ ক্ষেত্রে আমি আমার মতে মীমাংসায় উপনীত হইলাম।

আমি সবে মাত্র আর দু-চার পা অগ্রসর হ'য়েছি, অম্নি নীলপাগ্ড়ি মাথায় দু-জন বরকন্দাজ আমার দু-দিকে দাঁড়াইয়া নিতান্ত রুক্ষস্বরে কহিল, "কেমন হে তোমার নাম কি হরিদাস?" আমার মুখ হ'তে যেমন হাঁ শব্দ বাহির হ'য়েছে, অম্নি তারা দু-জন আমার দু-দিক্ হ'তে দু-খানি হাত ধ'রে

ব'ল্লে, চল্ শালা, কোতয়ালিতে চল্, তোর্ নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা আছে, আমরা তোর জন্য আজিমগঞ্জ যাইতেছিলাম, নসিবের জোরে এখানেই মিলে গেল।

সহসা এই ব্যাপারে আমি অবাক হইয়া পড়িলাম বটে, কিন্তু ভীত হইলাম না। কারণ আমার বোধ হইল যে, ইহারা নিশ্চয় ভ্রমপ্রযুক্ত আমাকে ধরিয়াছে, অন্য কোন হরিদাসকে গ্রেপ্তার করা ইহাদের উদ্দেশ্য ছিল। যাহা হউক কোতয়ালিতে দারোগার নিকট গেলে নিশ্চয় এ ভুল ধরা পড়িবে, সুতরাং তখনি আমাকে ছাড়িয়াও দেবে।

আমি মনে মনে এই স্থির করিয়া খুব বিনীতভাবে কহিলাম, "বাবু, কি অপরাধের জন্য আমাকে গ্রেপ্তার করলে ? আর আমি যে প্রকৃত অপরাধি ব্যক্তি তাহা কে দেখাইয়া দিল ?"

আমার কথা শুনিয়া এক বেটা বরকন্দাজ একটু গম্ভীরভাবে কহিল, "আসামির সঙ্গে ঝুটমুট বক্‌বার আইন নেই। এখন কিছু থাকে তো আমাদের মিঠাই খেতে দে, বাবুর মত যাবি, নৈলে গর্দানে ধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে যাব। মোর নাম বদরুদ্দিন খাঁ, মোর এই হাতে বহুত বদ্‌মাইস দোরস্ত হ'য়েছে।

দেশের শান্তিরক্ষক মহাশয়দের সঙ্গে এই আমার প্রথম আলাপ, ইহারা যে কিরূপ দরের জানোয়ার, তাহা এক আঁচড়েই জানিতে পারিলাম, আরও বুঝিলাম যে, কোন দৈব দুর্ব্বিপাকে ইহাদের কবলে পতিত হ'লে, কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। ইসের মূলের গন্ধে কেউটে সাপ যেমন মাথা নীচু করে, তেমনি টাকার খোসবয়ে এরাও গোলাম হ'য়ে যায়, কিন্তু তা না হ'লে খেকি কুকুরের ন্যায় নিয়ত দংশন করতে আরম্ভ করে। ফলকথা ইহারা যে, কি দরের ভদ্রলোক, তাহা দু-চারটি কথায় স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, সুতরাং বিষ্ঠায় লোষ্ট্র নিক্ষেপের ন্যায় ইহাদের সঙ্গে কোন বাদানুবাদ করিতে আমার আর ইচ্ছা হইল না। আমি

নিজের মান বাঁচাইবার জন্য আমার সম্বল একটী দুয়ানি বাঁ ট্যাক্ হইতে খুলিয়া বদরুদ্দিন খাঁর হাতে দিলাম। অম্নি যেন আগুনে জল পড়িল, মূর্ত্তি ফিরিয়া গেল, স্বরেরও পরিবর্ত্তন ঘটিল ও সঙ্গে সঙ্গে দু-জনেই হাত ছাড়িয়া দিয়া কহিল, "চল বাবু, মোরা পাছে পাছে যাচ্ছি।"

যদিও আমার অতি অসময়, কিন্তু তথাপি ইহাদের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া একটু না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। হায়, এই সংসারে অর্থের কি মোহিনী মায়া, কি অনির্ব্বচনীয় শক্তি; এই অর্থের লালসায় বিবেক-সম্পন্ন মনুষ্য সহাস্য মুখে মনুষ্যত্বকে বলি দিতেছে, কোমল অন্তরকে ইচ্ছা ক'রে পাষাণের অপেক্ষা নীরস ও কঠিন ক'রে তুল্‌ছে, মানব হ'য়ে পিশাচের অভিনয়ে প্রবৃত্ত হ'চ্ছে; কিন্তু ভাবে না যে, দু-দিনের তরে এখানে এসে নিত্য বস্তু ভুলে অনিত্য অর্থের লোভে একেবারে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হ'য়ে পড়্‌ছি, মানুষ হ'য়ে পশুর ন্যায় কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হ'চ্ছি; দয়া মায়ার সহিত পৃথক্ হ'য়ে ধর্ম্মের বন্ধন বিচ্ছিন্ন ক'রে, আর একজন ভ্রাতার গলদেশে ছুরি বাসাচ্ছি, কেন যে ব্যাঘ্রের ন্যায় হিংস্র ও সর্প সম ক্রুর ব্যবহার ক'চ্ছি তাহা কি তাহারা বুঝিতে পারে না।

অর্থ এই সংসারে অতীব প্রয়োজনীয় পদার্থ বটে, জীবিকা নির্ব্বাহের প্রধান সহায় সত্য, কিন্তু সৎ উপায়ে তাহা উপার্জ্জন করা কি উচিত নহে? তা না ক'রে যে মূর্খ সেই অর্থের নিকট আত্ম বিক্রয় করে, একমাত্র উপাস্যদেবতা জ্ঞানে একেবারে দিক্-বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হ'য়ে পড়ে, তার তুল্য ভ্রান্ত অভাগা আর কে আছে? তাহারই যথার্থ দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করা বৃথা হইল এবং মনের অজ্ঞতা নিবন্ধন একখণ্ড লোষ্ট্র পাইয়া অমূল্য মাণিক ফেলিয়া দিল।

ক্ষুদ্র দোয়ানিটীর কল্যাণে তখনকার মতন আমার লক্ষ টাকার মান বাঁচিয়া গেল, যে বরকন্দাজ-কুলতিলক বদরুদ্দিন খাঁ নিজের অসীম

ক্ষমতায় শত শত বদ্‌মাইসদের দোরস্থ ক'রেছে, সেই কড়া মেজাজী কর্ত্তব্যপরায়ণ বীরপুরুষ কিছু ঘুষ পাইয়া একেবারে জুতার সুকতলার ন্যায় মোলায়েম হইয়া পড়িল, বোধ হইল যেন জোঁকের মুখে লবণ পড়িয়াছে।

বরকন্দাজদ্বয় আমার পিছনে পিছনে চলিতে আরম্ভ করিল, আমি বড়-মানুষি কায়দায় যেন দু-জন আরদালি সঙ্গে লইয়া গম্ভীর চালে চলিতে লাগিলাম এবং বোধ হয় ক্রোশটাক পথ অতিক্রম ক'রে কোতয়ালিতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং আমার সঙ্গীদের নির্দ্দেশ মত তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

দারোগা সাহেব।

বেলা আন্দাজ নয়টার সময় আমরা কোতয়ালিতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন পর্য্যন্ত দারোগা সাহেবের সুখনিদ্রা ভাঙ্গে নাই, কাজেই তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে হইল।

আমি লোকের মুখে কোতয়ালির নাম শুনিয়াছিলাম বটে, কিন্তু কখন চক্ষে দেখি নাই বা কিরূপ প্রকৃতির লোক দেশের শান্তিরক্ষা কাজে নিযুক্ত আছে তাহাও জানিতাম না; আজীবনের মধ্যে এই প্রথম কোতয়ালিতে পদার্পণ করিলাম এবং ইহাদের সহিত আলাপের সুযোগ হইল।

আমি দেখিলাম যে, একটা মস্ত উলুর আটচালার উপর কোতয়ালি স্থাপিত, ভিতরে বরকন্দাজেরা বাস করে ও বাহিরের রকে একখানি

তক্তপোষের উপর দারোগা সাহেবের সেরেস্তা হইয়া থাকে। ঘরের ভিতরে সারি সারি খাটিয়া পাতা আছে ও তাহাতে অনেকগুলি লোক কেবলমাত্র একটি লেংটীতে লজ্জা নিবারণ ক'রে সেই খাটিয়ার উপর বিরাজমান আছে ও নানাপ্রকার অভদ্রোচিত ইতর ভাষায় পরস্পরে কথাবার্ত্তা কহিতেছে। ঘরের আসবাবের মধ্যে সত্যকালের গোটা দুই জলের কুঁজো, খান কয়েক শান্‌কি, চারিটী বদ্‌না, একটা কানা ভাঙ্গা ও দুটো আস্ত কাঁচের গেলাস, কাহন খানেক মেটে বিদরির গুড়গুড়ি ও একটি ঢোল টাঙ্গান রয়েছে।

আমি একটা খাটিয়ার উপর বসিলাম, কেহ আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না, আমার সঙ্গী বরকন্দাজদ্বয় ঝাঁকের কইএর মত ঝাঁকে গিয়া মিশিল ও খোদ বদরুদ্দিন খাঁ একটা খাটিয়ায় বসিয়া মেটে গুড়গুড়িতে তামাক খাইতে আরম্ভ করিল।

আমি সেই খাটিয়ার উপর বসিয়া নিজ মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, কোথায় মনের ভয়ানক সন্দেহ মেটাবার জন্য নিতান্ত চিন্তাকুলিতচিত্তে মোহিতবাবুর সন্ধানের জন্য জয়গোপাল উকীলের বাসায় যাইতেছি, না পথ হ'তে বরকন্দাজেরা আমাকে গ্রেপ্তার ক'রে এখানে আটক ক'রে রাখ্‌লে; কৈ আমার জীবনে এমন তো কোন অসৎ কার্য্য করি নাই যে, তার জন্য এরা আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারে, তাহ'লে কি অপরাধের জন্য আমাকে ধরিয়া আনিল? কে আমাকে অপরাধী বলিয়া নিসিন্দি করিল বা আমার বিরুদ্ধে কোতয়ালিতে অভিযোগ আনিল, আমি ত কখন কাহার কোন অপকার করি নাই। তবে একটা কথা না বলিয়া কিষণজি বাবুর বাড়ী হ'তে পলাইয়া আসিয়াছি, কিন্তু তার জন্য কোতয়ালির সরকারি বরকন্দাজে চোর খুনে ডাকাতদের ন্যায় আমাকে গ্রেপ্তার করিল কেন? কিষণজি বাবু কি রাগের বশে আমাকে চোর ব'লে গ্রেপ্তার করালে, তাই কি সম্ভব? হয় তো পাপাত্মা দেবীপ্রসাদের নিকট সন্ধান পেয়ে তলে তলে তিনিই আমার বিরুদ্ধে

এই ষড়যন্ত্র ক’রেছেন, তারপর ঘটনাক্রমে আমি নিজেই এসে তাদের জালে পতিত হ’লাম। সামান্যরূপ আলাপে কোতয়ালির শান্তিরক্ষকদের যে প্রকার পরিচয় পাইলাম, তাতে বেশ বোধ হ’লো যে, টাকা খরচ কর্‌লে, একজন দোষীকে ছাড়ানো ও অন্য আর একজন নির্দ্দোষীকে বাঁধানো যেতে পারে, সুতরাং কিষণজি বাবু যে, টাকা খরচ ক’রে আমাকে বিপদে ফেল্‌বেন তার আর বিচিত্র কি? কিন্তু বাড়ী হ’তে পালানো অপরাধের জন্য তাঁর মনে কি এতদূর আকোচ্ হবে যে, ঘর হ’তে টাকা খরচ ক’রে আমাকে গ্রেপ্তার করাবেন? আমি তো তাঁর নিকট কোন গুরুতর অপরাধ করি নাই, বরং চিরকাল তাঁহার আজ্ঞাবহ ছিলাম, তিনি ও গিন্নি উভয়ে আমাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ কর্‌তেন; সুতরাং এই সামান্য অপরাধের জন্য তিনি কি আমার উপর এতদূর বিরূপ হবেন, একেবারে চোর ডাকাতের ন্যায় গ্রেপ্তার করিয়ে দেবেন? তাই কি, দেবী-প্রসাদ আমাকে নিসিন্দি কর্‌বার জন্য বরকন্দাজদের সঙ্গে এসেছিল, তারপর পথের মাঝে আমাকে দেখিয়ে দিয়ে গলির ভিতর স’রে পড়্‌লো? ফলকথা, দারোগা মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হ’লে আমার মনের এই সকল সন্দেহ মিট্‌বে না; প্রকৃত ব্যাপারখানা কি, কোন্ মহাত্মা আমার প্রতি এতাদৃশ অনুগ্রহ প্রকাশ কর্‌লেন, তা ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌বো না।

আমি সেই খাটিয়ায় ব’সে মনে মনে এই সব কথা ভাব্‌ছি, বরকন্দাজ-গুলো পরস্পর বেছুট কথাবার্ত্তা কইছে, সকলের মুখ দিয়ে অশ্লীল কথার স্রোত বইছে, গাঁজার ধোঁয়ায় ঘরের মধ্যে মেঘ জমিবার উপক্রম হ’য়েছে, এমন সময় একটা লোক আসিয়া খবর দিল দারোগা সাহেব আস্‌ছেন।

এই কথা শুনে সকলেই একটু চুপ করিল, আমার বুকটা গুর্ গুর্ করিয়া উঠিল। এমন সময় একখানা ধুতি দোফের্‌তা দিয়ে কোমরে

জড়িয়ে, খড়ম পায়ে দিয়ে খোদ দারোগা সাহেব তাঁহার সেরেস্তার কাছে একখানি বড় কাঠের চৌকির উপর উপবেশন করিলেন।

তখন বেলা প্রায় দশটা অতীত হইয়াছে; কিন্তু দারোগা মহাশয় এইমাত্র বোধ হয় কাঁচা ঘুমে উঠিয়া আসিয়াছেন। শয্যা ত্যাগ করিয়া এখনো জল স্পর্শ করেন নাই, খাটিয়া হ'তে বরাবর কোতয়ালিতে আসিয়াছেন।

দারোগা মহাশয়ের বয়স চল্লিশ কি পঞ্চশের অধিক হবে না। বর্ণটুকু বেশ কুচ্‌কুচে কালো ও লোকটা মুগুরে মটকির ন্যায় বেঁটে, সংসারে বেঁটে মুসলমান সম্বন্ধে যে খ্যাতি প্রচলন আছে, তাহা যে সম্পূর্ণ সত্য, তাহা দারোগা সাহেবের শ্রীমুখকমল সন্দর্শনে স্পষ্ট প্রতীত হইয়া থাকে। কেন না ঘোর নিষ্ঠুরতা ও স্বার্থপরতার স্পষ্ট চিহ্ন সকল তাহাতে বিদ্যমান আছে। দারোগা সাহেবের হাত-পাগুলি তাহার দেহের অনুরূপ, কিন্তু বেশ সুদৃঢ় ও মাংসল, বক্ষস্থল ঘন লোমে আচ্ছাদিত ও ভুঁড়িটা মাঝারি ধরণের ছিল। যেমন একটা প্রকাণ্ড ঢাকাই জালার মুখে খুব বড় একটা ছিপি থাকে, তেম্‌নি তাহার মুখখানি বাটীর মত গোল ও মা শীতলার চিরস্থায়ী অনুগ্রহের চিহ্নে চিহ্নিত। কাণ দুটী ছোট, নাকটী টেয়াপাখীর ঠোঁটের মত থাবড়া ও ঠোঁট দুখানি বোধ হয় কাফ্রিদের নিকট হ'তে হাওলাত ক'রে নিয়েছিল। দারোগা মহাশয়ের শ্রীমুখে পুরুষের প্রধান শোভা গোঁফ দাড়ির নাম মাত্র ছিল না, সেইজন্য বোধ হয় দেহেতে লোমই ক্ষতিপূরণ করিয়াছে, কেবল লম্বা জুলপীটাতে তাহার মুখের ভীষণ ভাব আরো বৃদ্ধি ক'রেছে।

দারোগা সাহেবের ঘুমের ঘোর এখনো সম্পূর্ণরূপে কাটে নাই, সেইজন্য চোখ বুজাইয়া পাথরের গড়া-মুরদের ন্যায় চৌকীর উপর বসিয়া রহিলেন, তাহার দুই চক্ষের ধারে এক ধাপড়া পিচুটী জমিয়া রহিল ও দুকস্‌ দিয়া পানের পিচ্‌ গড়াইয়া মুখের বাহার আরও বৃদ্ধি করিয়া তুলিল।

দারোগা সাহেব সেইরূপ ধ্যানস্থ অবস্থায় বসিয়া আছেন, এমন সময় একজন চাকর আসিয়া গুড়গুড়িতে তামাক আনিয়া দিল ও নলটা ধ্যানস্থ প্রভুর হাতে ধরাইয়া দিল।

দারোগা সাহেব একটী লম্বা গোচের হাই তুলিয়া নলটী মুখে পূরিলেন এবং সেইরূপ মুদিত চক্ষে খুব মোলামভাবে টানিতে লাগিলেন।

দারোগা সাহেব সজীব হ'য়েছেন দেখে, বদরুদ্দিন খাঁ তাঁর কাছে গিয়ে চুপি চুপি কি বলিল, দারোগা সাহেব কেবল ঘাড় নাড়িয়া তাহার কথায় সায় দিল।

এইবার বদরুদ্দিন খাঁ আমার কাছে আসিয়া কহিল, "দারোগা সাহেবের কাছে চল, তিনি তোমাকে ডাক্‌ছেন।

সহসা এই কথা শুনিয়া আমার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল, বুক গুর্‌গুর্ করিতে লাগিল এবং একপ্রকার অব্যক্ত ত্রাসে আমার চিত্ত আক্রান্ত হইল। আমি অতি কষ্টে প্রাণের এই বিপ্লবকে প্রশমিত করিয়া ফেলিলাম। মনে করিলাম, ভাল হোক্ আর মন্দ হোক্, প্রকৃত ব্যাপারখানা কি তাহা জানিতে হইবে যে, আমি কাহার সুখের পথের কণ্টক হইয়াছি। আমাকে বিপদে ফেলা কাহার অভিপ্রেত, তাহাও বুঝিতে বাকী থাকিবে না; সুতরাং মনের এই প্রদীপ্ত সন্দেহানল নির্ব্বাপিত হইবে। আমি এই আশ্বাসে সন্ধিপূজার পাঁঠার ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে দারোগা সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলাম, বদরুদ্দিনও আমার পাশে গিয়া দাঁড়াইল। দারোগা সাহেব অতি কষ্টে কুঁচের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু দুটী তুলিয়া বক্র দৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক দেখিয়া বদরুদ্দিনকে কহিল, "এতো ছোক্‌রা হ্যায়।" বদরুদ্দিন একটু অগ্রসর হ'য়ে উত্তর করিল, "লেকিন হুজুর! এ বহুত বদমাইস্ লেড়কা হ্যায়, হাম্ জান্‌কা আশ ছোড়কে বহু তক্‌লিফ্‌মে উস্‌কো গ্রেপ্তার কিয়া হ্যায়।"

বদরুদ্দিন মিয়ার এই কথা শুনে সেই বিপদের সময়ও ঈষৎ হাস্যের রেখা আমার অধর প্রান্তে প্রকটিত হইল। কারণ আমাকে গ্রেপ্তার করার জন্য যে, এই বরকন্দাজ কুলতিলক কি তকলিফ ভোগ কর্‌লেন বা কিরূপে জানের মায়া কাটালেন, তা আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না। ফলকথা ঈশ্বরের রাজ্যে এই অভাগারা মিথ্যা কথায় এ প্রকার অভ্যস্ত যে, স্রোতের ন্যায় অনর্গল তাদের মুখ হ'তে মিথ্যা কথা বহির্গত হ'য়ে থাকে। মিথ্যা কথা বলায় যে কোন পাপ আছে, তাহা ইহারা আদৌ স্বীকার করে না, কেবল বন্ধনশূন্য বলিবর্দ্ধের ন্যায় উদ্দাম ভাবে সংসারক্ষেত্রে বিচরণ ক'রে থাকে।

দরোগা সাহেব তামাক খেতে খেতে খুব মিহি সুরে কহিল, "কেমন ঠিক, আদমি তো গ্রেপ্তার ক'রেছো? দেখো যেন বখরা খাড়া না হয়। বদরুদ্দিন মা কালীর মত আধ হাত জীব বাহির ক'রে উত্তর করিল, "তোবা তোবা, খোদাতাল্লার হেক্‌মতে মোরা ঠিক আদমি গ্রেপ্তার ক'রেছি। মোদের কামে যে দিন ভুল হবে, সে দিন কোরাণ সরিফ অবধি ঝুট হ'য়ে যাবে।" দারোগা সাহেব পুনরপি সেই প্রকার ঝিম্ আওয়াজে কহিল, তাহ'লে আসামীকে নিসান্দাই কে কর্‌লে?"

আমি যদিও এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য কাণ খাড়া করিয়া রহিলাম, কিন্তু বদরুদ্দিন দারোগা সাহেবের কাণে কাণে এমনি আস্তে আস্তে কথা কহিল যে, আমি তাহার এক বর্ণও বুঝিতে পারিলাম না।

দারোগা সাহেব আর একবার আমার দিকে বক্রদৃষ্টি ক'রে বদরুদ্দিনকে কহিল, "তাহ'লে আসামীকে কিছু নাস্তা খাইয়ে আজ হাবুজখানায় ভেজে দাও। ছোক্‌রা যখন বহুত বদমাইস আছে, তখন কোতয়ালির ফাটকে রাখবার দরকার নাই, কাজী সাহেবের কাছে এর এন্‌সাফ হবে।"

ন্যায়পরায়ণ দারোগা মহাশয়ের এই ঢালা হুকুম শুনিয়া অবাক্ হইয়া পড়িলাম। আমার মস্তকে যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত হইল। আমার

অন্তর মধ্যে যে আশার ক্ষীণ আলোক ধিক্ ধিক্ করিয়া জ্বলিতেছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত হ'য়ে গেল, কাজেই আমি তখন চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। আমি আর কোন উপায় না দেখে যুক্তকরে কাঁদ কাঁদ স্বরে দারোগা সাহেবকে কহিলাম, "হুজুর! কিজন্য আমাকে গ্রেপ্তার করা হইল, আমার অপরাধ কি অনুগ্রহ ক'রে আমাকে বলুন? আমি প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারি নাই; বোধ হয় ভূলক্রমে আমাকে ধরা হ'য়েছে, প্রকৃত অপরাধী আমি নহি।

আমার এই কথা শুনে দারোগা সাহেব একবার ষোল আনা চেঁচিয়ে চেয়ে দেখে তাহার স্বভাবসিদ্ধ রুক্ষ স্বরে কহিল, "মোদের কামে কখন ভুল হয় না। তোম্ বহুত বদ্মাইস হ্যায়, তোমরা কসুরকা বাত পরোয়ানা মে লিখা হ্যায়; আবি হাম্‌কো দিক্ মৎ কিয়ো, হাম্‌রা তবিয়ৎ বহুত মন্দা হ্যায়।"

দারোগা সাহেব এই কথা ব'লে আবার চোখ বুজিয়ে তামাকে মনোনিবেশ করিলেন, আমিও বদরুদ্দিনের সঙ্গে গৃহ মধ্যে এসে পুনরায় সেই খাটিয়ার উপর বসিলাম ও গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলাম।

আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, "আমার ভাগ্যে একি দুর্দ্দৈব হইল, এক কিষণজি বাবুর বাড়ী হ'তে না ব'লে পলায়ন করা ভিন্ন এ জীবনে আমি তো আর কোন অপরাধ করি না; তবে আজ আমি সহসা এরূপ ভয়ানক বিপদে পতিত হ'লাম কেন? দারোগা কি বরকন্দাজদের সঙ্গে আমার কোন বিবাদ নাই, এরা কখনই স্বইচ্ছায় আমাকে গ্রেপ্তার করে নাই, নিশ্চয় অন্য কোন লোকের ষড়যন্ত্রে মিথ্যাকে সত্যজ্ঞানে কর্ত্তব্য বোধে আমাকে ধৃত করিয়াছে। কিন্তু দারোগা সাহেবের এ কিপ্রকার অদ্ভুত কর্ত্তব্য বোধ, আমার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ না নিয়ে বদরুদ্দিনের গোটাকয়েক চুপি চুপি কথা শুনে আমাকে প্রকৃত দোষী ব'লে কি ক'রে স্থির করলেন? আমি কি

অপরাধ ক'রেছি, তাহা এ পর্য্যন্ত বল্‌লেন না কেন? ভাবে বোধ হ'লো যেন পূর্ব্ব হ'তেই সব ঠিক্‌ঠাক্‌ বন্দোবস্ত করা ছিল, কিন্তু তাহ'লেও আমি খুন ক'রেছি, কি ডাকাতি ক'রেছি, তা আমাকে স্পষ্ট ক'রে বল্‌লেন না কেন? এ কি রকম আশ্চর্য্য ব্যাপার, এরা কি এইরূপেই দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন ক'রে থাকে। দেশের শান্তিরক্ষকের এই কি উপযুক্ত কাজ? কোতয়ালিতে আসিয়া যেটুকু দেখিলাম, তাতে বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লাম, বড় বড় অপরাধীরা টাকার জোরে ও যোগাড়ের গুণে পদে পদে অপরাধ ক'রে নিষ্কৃতি পায়, আর নির্দ্দোষ দরিদ্রেরা দোষ না করিয়াও কেবল আইনের মর্য্যাদা রক্ষা হবার জন্যে তাদের স্থলাভিষিক্ত হ'য়ে এই মহাপুরুষদের কৃপায় দণ্ডভোগ ক'রে থাকে। ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়, এ রাজ্যে এখন কথার কথা হ'য়ে পড়েছে; দেশের শাসনকর্ত্তা যদি ঈদৃশ কাণ্ডজ্ঞানশূন্য অর্থলোলুপ নীচাশয়দের শান্তিরক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত ক'রে নিশ্চিন্ত না হ'তেন, বিচারের নামে এ প্রকার ঘোর ব্যাভিচার যদি না ঘটিত, তাহ'লে মুসলমানদের রাজলক্ষ্মী এত শীঘ্র তাদের আশ্রয় ত্যাগ কর্‌তেন না, বা ক্ষুদ্র-দ্বীপবাসী একদল বণিক বাণিজ্য কর্‌তে এসে একেবারে রাজ্যেশ্বর হ'য়ে পড়্‌তো না। কেবলমাত্র পাপে, অবিচারে ও বিলাসিতার আতিশর্য্যে মুসলমান রাজত্বের পতন হ'ল। যেরূপ গতিক দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হ'চ্ছে যে, এখন মুসলমান রাজত্বের যে সামান্য নিদর্শনটুকু আছে, আর দু-এক বৎসর পরে তাহার নাম মাত্র থাকিবে না। যদি নবাব বাহাদুরের অস্তিত্ব থাকে, তবে তিনি ঠুটো জগন্নাথের ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থান করিবেন, দেশের প্রকৃত মালীক ইংরাজ বাহাদুরেরাই হইবেন; কারণ খোদ দিল্লীর বাদশাহ এক্ষণে ভিক্ষুকবেশে তাহাদের প্রসাদ লাভের জন্য লালায়িত।

আমি সেই খাটিয়ার উপর ব'সে এক মনে নিজের অবস্থার বিষয় ভাব্‌ছি, নিজে নির্দ্দোষ ব'লে পূর্ব্বে যে একটু সাহস ছিল, দারোগা

সাহেবের ব্যবহার দেখে সেটুকু এখন লয় হইয়া গেল, কাজেই প্রাণে বিশেষ ভয়ের সঞ্চার হ'য়েছে। জগতে আমার কিছুমাত্র সম্পত্তি নাই, সুতরাং তখন সেই অসহায়ের সহায়, দুর্ব্বলের বল ভগবানকে একমনে ডাকিতে লাগিলাম এবং সকলপ্রকার অনিত্য-চিন্তাকে বলপূর্ব্বক চিত্তভূমি হ'তে দূর করিয়া দিলাম।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে একজন হিন্দুস্থানি বরকন্দাজ চাট্‌টি চিড়ে ও মুড়কি এবং পেতলের ঘটীতে ক'রে খানিকটা জল আমাকে আনিয়া দিল। আমি চিড়ে মুড়কিতে হাত পর্য্যন্ত দিলাম না, তবে ভয়ানক পিপাসায় আমার কণ্ঠদেশ অবধি শুষ্ক হইয়াছিল, কাজেই এক ঘটি জল এক নিশ্বাসে পান করিয়া ফেলিলাম।

বেলা আন্দাজ দুটার সময় আমার পূর্ব্ব পরিচিত বদরুদ্দিন ও আর একজন নূতন বরকন্দাজ আমাকে লইয়া কোতয়ালি হ'তে বাহির হইল। আমি তাদের জিজ্ঞাসা ক'রে জ্ঞাত হইলাম যে, তারা আমাকে দারোগার আদেশে হাবুজখানায় লইয়া যাইতেছে।

ভাগ্যে যা আছে তাই হবে, এই মনে ক'রে স্রোতে গা ঢালিয়া দিলাম এবং আকস্মিক এই মহাবিপদ হ'তে রক্ষা পাইবার জন্য ঐকান্তিকভাবে বিপদবারণ মধুসূদনের নাম মনে মনে জপ করিতে লাগিলাম।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

হাজত বা হাবুজখানা।

মুসলমান রাজত্বকালে বিচারের পূর্ব্বে অপরাধিদের যে স্থানে আটক ক'রে রাখা হ'ত তাহাকে হাবুজখানা বলিত। অবশ্য ইংরাজ বাহাদুরের সময় তাহার হাজতখানা নামকরণ হইয়াছে। যদিও তখন ভিতর ভূয়া হইয়া গিয়াছিল, রাজ্যের প্রকৃত শাসন ইংরাজ বাহাদুরদের হাতে আসিয়াছে; কিন্তু তথাপি মুসলমান আমলের ঈষৎ কায়দা তখনও পর্য্যন্ত মুরশিদাবাদে ছিল। যাবতীয় ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার কাজী সাহেব করিতেন, আর দাওয়ানি মোকদ্দমা নেজামতি আদালত হ'তে নিষ্পত্তি হইত। ট্যাকশালও সেইখানে ছিল, ইংরাজ বাহাদুরেরা তখন দেশের রাজস্ব আদায় নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, সুতরাং শাসন ও বিচার বিভাগের সম্পূর্ণ ক্ষমতা তখনও হাতে লইবার তেমন অবসর হয় নাই। কাজেই তখন যে কিরূপ বিচার প্রণালী প্রচলিত ছিল, কিরূপ দরের লোকের উপর এই সকল গুরুভার ন্যস্ত ছিল, তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় আমার কৃপাময় পাঠক মহাশয়েরা আমার এই আখ্যায়িকা মধ্যে প্রাপ্ত হবেন।

আমরা যথাকালে হাবুজখানায় উপস্থিত হইলাম, বদরুদ্দিনের ডাকাডাকিতে লোহার গুলযুক্ত প্রকাণ্ড কাঠের দরজা মধ্য হ'তে একটি ছোট কাটা দরজা খুলে গেল; আমরা তিনজনে সেই পথ দিয়ে প্রবিষ্ট হইলাম এবং তাহারা সেই বৃহৎ ফটকের ডাইনদিকের একটি অতি ক্ষুদ্র কক্ষ মধ্যে আমাকে নিয়ে গেল।

আমি দেখিলাম যে, সেই কক্ষটীর প্রায় দশ আনা ভাগ খুব নীচু

পায়ার একটি তক্তপোষে যোড়া ও তাহার উপর ঢালা বিছানায় একটি মস্ত বাক্স কোলে ক'রে একটী ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। লোকটীর ডানদিকে তালায় আবদ্ধ একটা আল্‌মারি ও চারিদিকে নানারকমের কাগড়ের তাড়া এলোমেলো ভাবে ছড়ান আছে।

এই ভদ্রলোকটীর বয়স ৪০ বৎসরের অধিক হইবে না, বর্ণটুকু ফিট্‌ গৌর, চক্ষুদ্বয় আকর্ণ-বিস্তৃত সমুজ্জল ও তেজপূর্ণ; কার্ম্মুকের ন্যায় ভ্রুদ্বয় পরস্পর যুক্ত ও নাসিকাটী বেশ সমুন্নত ছিল। সুন্দরীর ভালে খদিরের টীপ যেমন শোভা পায়, প্রফুল্ল কমলে ভ্রমর যেমন বাহার খোলে, তেম্‌নি ভ্রমরকৃষ্ণ গোঁফ জোড়াটীতে তাহার মুখের সৌন্দর্য্য শতগুণ বৃদ্ধি হ'য়েছে। আমি প্রথমে এই লোকটীকে দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলাম, কারণ দেখিলাম সেই গিন্নীর মুখের সহিত ইহার মুখের অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। ইহা দেখিয়া তখন আমার আর কোন চিন্তা মানসপটে আদৌ দেখা দিল না।

লোকটী মুসলমানি কায়দায় ঢিলে ইজের চাপকান পরিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার চাপকানের বোতাম ও কপালে একটী ক্ষুদ্র রক্তচন্দনের টীপ দেখিয়া তাহাকে হিন্দু বলিয়া আমার বিশ্বাস হইল। আমি মনে মনে একটু আনন্দিতও হইলাম, কারণ ইনি স্বজাতী ও ভদ্রলোক, চেহারা দেখে অনেকটা সদাশয় বলিয়াও বোধ হয়; সুতরাং ইনি যে, আমার সঙ্গে কোনরূপ কপট ব্যবহার না করিয়া, আমার প্রকৃত অপরাধ কি, কে শত্রুতা ক'রে আমাকে গ্রেপ্তার করাইয়া দিল, তা সম্ভবতঃ গোপন কর্‌বেন না বলিয়াই বিশ্বাস হইল।

আমি সেইখানে দাঁড়াইয়া হাড়িকাঠের নিকটস্থ পাঁঠার ন্যায় কাঁপিতেছি, এমন সময় বদরুদ্দিন অগ্রসর হইয়া একখানি কাগজ তাঁহার হাতে দিল। তিনি সেই কাগজখানি পড়িয়া একবার আমার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন ও সেই সঙ্গে ঈষৎ হাস্যের রেখা তাহার অধর

প্রান্তে প্রকটিত হ'য়ে চঞ্চলা চপলার ন্যায় তখনি লয় হইয়া গেল। আমি এক দৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিলাম; কাজেই তাহার সেই হাসিটুকু লক্ষ্য করিলাম, কিন্তু তাহার প্রকৃত কারণ তখন বুঝিতে পারিলাম না।

লোকটী বরকন্দাজদ্বয়কে বিদায় দিয়া, সহাস্য আস্যে আমাকে সেই তক্তপোষের উপর বসিতে বলিলেন। আমি তাঁহার আদেশমত উপবেশন করিলাম, কাজেই আমার একটু সাহস বাড়িয়া গেল; আমি খুব বিনীত-ভাবে কহিলাম, "মহাশয়! কি অপরাধের জন্য আমাকে ইহারা ধরিয়া আনিয়াছে, তাহা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বলুন? দারোগা মহাশয় আমাকে এখানে চালান দিলেন বটে, কিন্তু আমি যে কি অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার হ'লাম, তাহা আমাকে বলা সঙ্গত ব'লে বোধ কর্‌লেন না। সুতরাং কি অপরাধে আমি ধৃত হইলাম, তাহা এখন জানিতে পারি নাই।"

আমার কথা শুনিয়া ভদ্রলোকটী একটু গম্ভীরভাবে বদরুদ্দিন দত্ত সেই কাগজখানি মনযোগের সহিত আর একবার পাঠ করিলেন এবং পূর্ব্বেকার ন্যায় সহাস্য আস্যে কহিলেন, "যে রাজ্যে এ প্রকার অদ্ভুত বিচারের প্রহসনের ফলে, পাপীরা অর্থের জোরে নিষ্কৃতি পায়, আর নির্দ্দোষ নিরীহ লোকেরা তাহার পরিবর্ত্তে নির্য্যাতন সহ্য করে, ক্ষয়িতমূল বৃক্ষের ন্যায় অচিরকাল মধ্যে সে রাজ্যের পতন হ'য়ে থাকে। মুসলমানদের কপাল একেবারে ভেঙ্গেছে, রাজলক্ষ্মী জন্মের মত ত্যাগ ক'রেছে, সেই জন্য এই অন্তিম সময়ে অবিচার ও অনাচারের স্রোত এক প্রকার প্রকাশ্য ভাবে চল্‌ছে। যাই হোক্, যে অপরাধের জন্য তোমাকে গ্রেপ্তার ক'রেছে, সে প্রকার গর্হিত কাজ যে তোমার দ্বারা হয় নাই, তাহা আমি তোমাকে দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছি; তবে প্রকৃত ব্যাপারখানা যে কি, তাহা আমি ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। তোমার বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত

হ'য়েছে, কোন লোক পেছনে থেকে তোমাকে বিপদে ফেল্‌বার জন্য যে টাকা খরচ ক'চ্ছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমি এই কথা শুনিয়া অনেকটা ভীতভাবে কহিলাম, "যাই হোক্, মহাশয়ের কাছে যখন আমাকে চালান দিয়াছে, তখন আমার অপরাধের কথা নিশ্চয় জানিয়াছেন; পরোয়ানাতেও তাহা লেখা আছে, অতএব কি দায়ে আমি গ্রেপ্তার হ'লাম তা আমাকে অনুগ্রহ ক'রে বলুন?

সেই ভদ্রলোকটি হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "এমন কিছু গুরুতর ব্যাপার নহে; তুমি খুনের দায়ে অভিযুক্ত হ'য়েছ।

এই কথা শুনিয়া আমার মুখ শুকাইয়া গেল, বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে আরম্ভ করিল, দারুণ ত্রাসে সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল এবং সহসা স্বেদজলে সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া উঠিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম, কি আশ্চর্য্য, আমি ইহ জীবনে কখন কাহার গাত্রে একটী তৃণঘাত পর্য্যন্ত করি নাই, তাহ'লে কিরূপে আজ খুনেরদায়ে অভিযুক্ত হ'লাম? কাহার সঙ্গে আমার তো কিছুমাত্র শত্রুতা নাই, তাহ'লে কে আমার বিরুদ্ধে এ প্রকার ভয়ানক চক্রান্ত করিল ও আমাকে বিপদে ফেল্‌বার জন্য টাকা খরচ কর্‌তে প্রস্তুত হলো? আমি বিপদে পড়্‌লে তার কি স্বার্থ সাধিত হবে, আমি তার কি অপকার ক'রেছি, কি জন্য আমার উপর তার এ প্রকার বিজাতীয় ক্রোধের উদয় হ'লো?

সহসা এই কথা আমার মনে উদয় হইল, আমি প্রকৃত ব্যাপার জানিবার অভিপ্রায়ে পুনরপি সেই সদাশয় ভদ্রলোকটীকে কহিলাম, "মহাশয়! তাহ'লে আমি কোথায় কাকে খুন ক'রেছি এবং কে খুনে ব'লে কোতয়ালিতে চিনাইয়া দিল, তাহা আমাকে বলুন।

সেই ভদ্রলোকটী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "কাজী সাহেবের দস্তখতি পরোয়ানাতে যাহা লেখা আছে শুন, "গত ২৩শে চৈত্র বালুচর নিবাসী সার্থক জেলে গঙ্গায় জাল ফেলিতে ফেলিতে একটা বড় ভারি বস্তা পায়;

বস্তা খুলিয়া দেখে যে, তাহার মধ্যে একটা মুসলমান যুবার লাশ র'য়েছে। জেলে বেচারি কোতয়ালিতে এই খবর দেয় ও লাশ দেখায়, তাতে মঞ্জুর হয় যে, কোন বদ্‌মাইস আকোচ ক'রে পিস্তলের গুলিতে খুন ক'রে বস্তায় পুরে গঙ্গায় ফেলে দিয়েছে। দারোগা সফি খাঁ এই খুনের কিনারা করে, তিনি হররোজ মেহনতের পর মোবারক আলি, হিম্মত খাঁ ও গোলাব মাড়োয়ারি এই তিনজনকে গাওয়া খাড়া ক'রে ফেলেন। মোবারক আলি নামে যে গাওয়া সে দর্জ্জির পেশা করে, সে বলে ২২শে চৈত্র রাত্রি আন্দাজ দশটার সময় হরিদাস নামে একজন ছোক্‌রা এই বস্তাটা মাথায় ক'রে তার দোকানের ধার দিয়ে গিয়েছিল, চাঁদের আলোতে সে স্পষ্ট লোক চিন্‌তে পেরেছিল। হিম্মত খাঁ ও গোলাব মাড়য়ারি বলে, হরিদাস নামে একটা ছোক্‌রা কিষণজি বাজপাই নামে একজন ভদ্রলোকের বাড়ীতে ছোক্‌রা খানসামা ছিল; একদিন ছোঁড়া বাক্সো ভেঙ্গে কিছু টাকা ও গহনা চুরি ক'রে বাবুর বাড়ী থেকে পালায় ও ঠাকুর সাহেবের আখড়ায় মদ ভাং খেতে আরম্ভ করে। একদিন তাস্‌ খেল্‌তে খেল্‌তে মৃত ব্যক্তি যাহার নাম সেখ রহিমমোল্লা, তাহার সহিত ঐ ছোক্‌রার গালাগালি ও কেজিয়ে হয়। হরিদাস খুব রেগে বলে আমার কাছে পিস্তল আছে, আমি গুলি কর্‌বো। আর পাঁচ জন এই কেজিয়ে তখনকার মতন আপোষ ক'রে দিল, কিন্তু তারপর হ'তে আর কেউ রহিমমোল্লার খবর পায় নাই, চারিদিকে ঢুড়ে ঢুড়ে কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। তার পরদিন সার্থক জেলের জালে রহিমমোল্লার লাশ পাওয়া যায়, তদন্তে এই সব গাওয়ার দ্বারায় প্রমাণ হ'য়েছে যে, উক্ত হরিদাস রহিমমোল্লাকে পিস্তল দ্বারায় খুন করিয়াছে, অতএব সেই খুনে হরিদাসের গ্রেপ্তারের জন্য পরোয়ানা জারি হইল। তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া এন্‌সাফের জন্য আমার কাছে ভেজিবে। ইতি ৩রা জ্যৈষ্ঠ, হিজরি ১১৬৫।

মহম্মদ টোকী খাঁ, কাজী।

আমি তখন খুনদায়ে অভিযুক্ত, কাজেই প্রাণেও যথেষ্ট ভয়ের সঞ্চার হ'য়েছে, কিন্তু তথাপি এই পরোয়ানা শুনিয়া আমি একটু না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না, কোথা হ'তে পোড়া হাসি আসিয়া সেই সময় আমার অধরদেশে উপস্থিত হইল। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, "এ কি ভয়ানক চক্রান্ত, কি বিষম যোগাযোগ, যাহা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই, কল্পনায় আনি নাই, তাহাই এক্ষণে প্রত্যক্ষ্যে ঘটীল। শেষে আমাকে কিনা রহিমমোল্লার খুন দায়ে অভিযুক্ত হ'তে হ'লো; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খুনতো কিষণজি বাবুর বাড়ীতে হইয়াছিল, কিন্তু পরোয়ানায় তাহার নামোল্লেখ না ক'রে ঠাকুর সাহেবের আখড়ার কথা লিখিত হইল কেন? কে বুদ্ধি খরচ ক'রে এরূপভাবে মোকদ্দমাটী সাজাইল? আমি দণ্ডভোগ করিলে কাহার কি স্বার্থ সাধিত হইবে, কে গোপনে গোপনে আমার সঙ্গে এ প্রকার শত্রুতা কর্‌ছে? আমি তো এ জীবনের মধ্যে কখন কাহার বিন্দুমাত্র অপকার করি নাই, কাহার প্রাণে বিষের বাতি জ্বালি নাই, তবে আমাকে এ প্রকার বিড়ম্বনা ভোগ কর্‌তে হ'চ্ছে কেন? পরোয়ানায় যে তিন জন সাক্ষীর নাম শুনিলাম, তাদের আমি আদৌ চিনি না, এ জীবনে কখন যে দেখেছি, তাহাও বোধ হয় না, বিশেষ তিনজন সাক্ষীর মধ্যে কেহই একটীও সত্য কথা বলে নাই, আগাগোড়া মিথ্যা কথা বলিয়াছে, সুতরাং এই মিথ্যাবাদী পাপাত্মাদের সাক্ষ্য দেবার জন্য কে যোগাড় কর্‌লে? গতিক দেখে বোধ হয় যে, কিষণজিবাবু এই ষড়যন্ত্রের মূলে আছেন, তবে তিনি নিজের ঘাড়ে কোন ঝোক্ রাখেন নাই, একেবারে পাশ কাটাইয়া ভাল মানুষ সাজিয়াছেন। বোধ হয় তাহার আজ্ঞায়, আমাকে বিপদে ফেল্‌বার জন্য নরাধম দেবীপ্রসাদ এই যোগাযোগ করিয়াছে, নিশ্চয় সেই বেটাই দূর হ'তে আমাকে সনাক্ত করিয়া তাড়াতাড়ি ছাতা আড়াল দিয়া চলিয়া গেল, তারপর বরকন্দাজেরা আসিয়া আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিল।

আমি এই সব কথা মনোমধ্যে তোলাপাড়া কচ্ছি, এমন সময় সেই ভদ্র-লোকটী পরোয়ানাখানি বাক্সের মধ্যে রাখিয়া তাহার স্বভাবসিদ্ধ হাসি হাসি মুখে কহিলেন, "কেমন হে! ব্যাপারখানা কি বুঝে্তে পার্লে?" আমি বিনীত ভাবে উত্তর করিলাম, "মহাশয়, প্রকৃত ব্যাপারখানা আমি বুঝিতে পারি নাই।" তবে রহিমমোল্লা নামে একজন মুসলমান যুবক পিস্তলের গুলিতে খুন হইয়াছিল সত্য; কিন্তু আমি নিজে খুন বা খুনের কিছুমাত্র সাহায্য করি নাই। কিষণজি বাবুর বাড়ীতে জোয়া খেলা হ'তে হ'তে কি জন্য ঠিক জানি না, অন্য আর এক ব্যক্তি পিস্তলের দ্বারায় খুন ক'রে পলাইয়া যায়। পরদিবস সাঁইজি নামে একটি ফকিরবেশী বদ্‌মাইস, বস্তাবন্দি লাশ লইয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়াছিল; কিষণজি বাবুর আজ্ঞাক্রমে আমি সেই সাঁইজির সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিলাম, কিন্তু ঘটনাক্রমে কিষণজি বাবুর বাড়ী আর আমার যাওয়া হইল না। ইহা ভিন্ন এ ব্যাপারের আর আমি কিছুই জানি না। আজ আমি কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আজীমগঞ্জ হ'তে আসিতেছিলাম, হঠাৎ পথ মধ্য হ'তে কাহার সনাক্ত মতে ঠিক জানি না, দু-জন বরকন্দাজ আমাকে গ্রেপ্তার ক'রে কোতয়ালিতে নিয়ে গেল। তারপর দারোগা কোন কথা না ব'লে আপনার নিকট আমাকে পাঠাইয়া দিল; জগদম্বা জানেন যে, মহাশয়ের নিকট এক বর্ণও মিথ্যা বলি নাই।

আমার কথা শেষ হ'লে সেই ভদ্রলোকটী কহিলেন, "ব্যাপারটা যে কি তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি যে মিথ্যা কথা বল্‌বার লোক নয়, তাহা আমার বুঝিতে বাকী নাই; কিন্তু কিষণজি বাবু প্রকৃতপক্ষে লোকটা কে, তোমার সহিত তাহার কি সম্বন্ধ ছিল, আর কিজন্যই বা তুমি তাহার আশ্রয় ত্যাগ কর্‌লে, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল।" আমার নিকট কোন কথা গোপন ক'রো না, কেন না, আমার দ্বারায় তোমার কোন অপকার হবে না, বরং আমি সাধ্যমত তোমার উপকার কর্‌বো

কারণ মুসলমানের অধীনে চাকরী গ্রহণের ইহাই আমার একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য।

ভদ্রলোকটীর কথায় আমার মনে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইল। আমি বুঝিয়া দেখিলাম যে, এক সমুদ্রগর্ভে যেমন বহুমূল্য মুক্তা ও অকিঞ্চিৎকর বালুকা একত্রে অবস্থান করে, ভীষণ সর্পের মাথায় যেমন অমূল্য মাণিক থাকে, তেমনি এই সংসারে আলো অন্ধকারের ন্যায় দেবতার প্রতিরূপ ও পিশাচের হেয়, উভয় প্রকার মনুষ্যই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই ভদ্রলোকটী মুসলমানদের সরকারে চাকরী করে সত্য, কিন্তু অন্যান্য কর্ম্মচারীদের ন্যায় অত্যাচার-প্রিয়, অর্থলোলুপ পিশাচ প্রকৃতি নহেন, তুচ্ছ অর্থের জন্য মনুষ্যত্বকে বলি দিতে অগ্রসর হন নাই; অন্যের কষ্টে ইহার কোমল অন্তঃকরণ আর্দ্র হয় এবং করুণার প্রবাহ খরবেগে প্রবাহিত হ'য়ে থাকে। যেমন চক্ষে না দেখে কেবলমাত্র স্বরে কাক ও কোকিল চেনা যায়, তেম্‌নি মুখের দুটো কথা শুনিলেই ভদ্র কি ইতর, নিষ্ঠুর কি সদাশয় তাহা অনায়াসে জানিতে পারা যায়। বিশেষ মানবের মুখমণ্ডলে তাহার অন্তরের অনেকটা আভাষ প্রতিফলিত হ'য়ে থাকে। সেইজন্য এক একজনকে দেখ্‌লে অন্তর মধ্যে যেমন ভক্তির উদয় হ'য়ে উঠে, সর্ব্বস্ব তার চরণে উৎসর্গ কর্‌বার ইচ্ছা প্রবল হয়, আবার এমন লোকও আছে যে, তাদের মূর্ত্তি দৃষ্টিপথে পতিত হ'লে, এক প্রকার অব্যক্ত ত্রাসে প্রাণ শিহরিয়া ওঠে এবং ক্রোধ ও ঘৃণার যুগপৎ আক্রমণে হৃদয়-রাজ্য সমাক্রান্ত হ'য়ে উঠে। সেইজন্য বোধ হয় পণ্ডিতেরা বলেন যে মানবের আকারের সহিত তাহার মানসিক ভাবের অনেকটা সামঞ্জস্য আছে। এই ভদ্রলোকটী যেরূপভাবে কথা কহিলেন, আমার ন্যায় অপরিচিত বিপন্ন ব্যক্তির উপর যে প্রকার সহানুভূতি প্রকাশ কর্‌লেন, তাতে বেশ বোধ হ'লো যে, এই মহাত্মার অন্তর নিশ্চয় স্বর্গীয় উপাদানে নির্ম্মিত ও যাবতীয় সদ্‌গুণের আধার এবং দয়া ধর্ম্মের

নিকেতন। স্থির করিলাম, ইহার নিকট কোন কথা গোপন করিব না, যাহা জানি অকপটে প্রকাশ করিব। যদিও সব সত্য বলিলে ভবিষ্যতে মোহিতবাবুর বিপদ ঘটিতে পারে, কিন্তু তথাপি এখন আর উপায় নাই, নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণের জন্য এখন তো সব সত্য কথা বলি, তারপর যাহা অদৃষ্টে আছে তাহাই হইবে।

মনে মনে এই স্থির ক'রে আমি যাহা জানিতাম, তাহা তাহার নিকট অকপটে প্রকাশ করিলাম। দেবীপ্রসাদের সহিত কর্ত্তার সেই পরামর্শ, চিঠি নিয়ে ঠাকুর সাহেবের আখ্ড়ায় আমার গমন, খোদ ঠাকুর সাহেবের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সাজা প্রভৃতি সে রাত্রের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলাম, একটী কথাও বাদ দিলাম না।

ভদ্রলোকটী অতীব মনযোগের সহিত আমার কথাগুলি আগাগোড়া শুনিয়া একটু ব্যগ্রভাবে কহিলেন, "আচ্ছা সেই কিষণজি বাজপাই যে যথার্থ কণোজি ব্রাহ্মণ, তাহার কোন প্রমান পেয়েছো বা তাহার দেশের কুটুম্ব কি আপনার জনকে কখন দেখেছ?"

আমি। না, আমার জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত কর্ত্তাকে দেশে যেতে কি তাহার দেশ হ'তে কোন লোককে আস্তে কখন দেখি নাই, তিনি চিরকাল সহরেই আছেন।

ভদ্রলোক। আচ্ছা তোমাদের কর্ত্তা এখানে কি বিষয়-কর্ম্ম করেন?

আমি। তা ঠিক জানি না। তবে গিন্নির মুখে শুনেছি যে, কর্ত্তা টিকারির রাজা ও গয়া জেলার আর তিন জন জমিদারের আমমোক্তার, কিন্তু কখন কোন কাজকর্ম্ম করতে, কি কাগজ কলমে হাত দিতে দেখি নাই। তবে মাঝে মাঝে ঠিক দুপুরবেলায় ইজার চাপকান চোগা প'রে পরামাণিকদের মতন হাতে বাঁধা পাগ্ড়ি মাথায় দিয়ে, পাল্কী আনিয়ে কোথায় বেরুতেন ও গোছা গোছা টাকা নিয়ে ঘরে ফিরতেন; প্রকাশ্য পেশার মধ্যে বাড়ীতে জুয়াখেলার আড্ডা ছিল, মূর্খ বড়মানুষের ছেলেদের

লোভ দেখিয়ে এনে খেলায়, ও শেষে বলপূর্ব্বক তাহাদের নিকট যাহা থাকে তাহা কাড়িয়া লয়। সেদিন রাত্রে এই জন্যই ওপ্রকার ভয়ানক বিভ্রাট উপস্থিত হ'য়েছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, প্রকৃতপক্ষে যেখানে খুন হইল, সেখানকার নামোল্লেখ পর্য্যন্ত হইল না, সত্য কথা গোপন ক'রে ঠাকুর সাহেবের আখড়ার নাম করা হইল।

আমার শেষের কথাগুলি তিনি শুনিলেন কি না সন্দেহ, কারণ ওসকল কথার কোন উত্তর দিলেন না; বরং যেন অধিকতর আগ্রহের সহিত কহিলেন, "আচ্ছা, সত্য ক'রে বল দেখি যে, সেই মেয়েটী কিষণজি বাবুর ঔরষজাত মেয়ে কি পালিতা মেয়ে?"

আমি। এইবার একটু বিপদে পড়্‌লাম। যদিও নির্ম্মলার মুখে প্রকৃত কথা শুনিয়াছিলাম, কিন্তু এতদিন পুত্রের ন্যায় যারা প্রতিপালন ক'রেছিলেন, তাদের সেই ভয়ানক কেলেঙ্কারীর কথা এই অপরিচিত ভদ্রলোকের কাছে প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত ব'লে বোধ করিলাম না। কাজেই এক্ষেত্রে আমি সত্য কথা গোপন করতে বাধ্য হ'লাম, কারণ কথায় কথায় যদি তাদের চরিত্র সম্বন্ধের সেই জঘন্য কথা প্রকাশ হ'য়ে পড়ে, এই আশঙ্কায় নির্ম্মলার মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা প্রকাশ না করিয়া কহিলাম, "সম্ভবতঃ কিষণজি বাবুর স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যা হবে।"

ভদ্রলোক। আচ্ছা মেয়েটী তো বড় হ'য়েছে, তবু এখনও বিবাহ হয় নাই কেন?

আমি। তাহা আমি ঠিক জানি না, তবে গিন্নির মুখে শুনিয়াছি যে, এদেশে তাদের স্বঘরের ছেলে নাই, সেইজন্য মেয়ে আজও আইবড় আছে, দেশ হ'তে ছেলে আনাইয়া মেয়ের বিবাহ দিতে হবে।

ভদ্রলোক। আচ্ছা, তোমাদের কর্ত্তা ও গিন্নিকে কি রকম দেখ্‌তে বল দেখি? আমি যথাযথ কর্ত্তা ও গিন্নির রূপ বর্ণনা করিলাম। আমার কথা শুনে ভদ্রলোকটী যেন বিমনা হ'লেন ও গম্ভীর ভাবে কি

ভাব্‌তে লাগলেন। আমি একদৃষ্টে ভদ্রলোকটীর ভাবভঙ্গি দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু আমার এই কথা শুনিয়া তিনি যে কেন ঈদৃশ বিমনা হ'য়ে প'ড়লেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না, কেবল উদাসভাবে তাঁহার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম।

খানিকক্ষণ পরে ভদ্রলোকটী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আমাকে কহিলেন, তাইতো ভাই! বদ্‌লোকের ষড়যন্ত্রে তুমি তো বড় বিপদে প'ড়েছো; নিশ্চয় কোন ক্ষমতাশালী লোক পেছন থেকে টাকা খরচ কর্‌ছে; সেইজন্য বিনা সূতায় হার গাঁথার ন্যায় এইরূপ মিথ্যা মোকর্দ্দমার সৃষ্টি হ'য়েছে। যাই হোক্, আমি গোপনে তোমার সম্বন্ধে তদন্ত কর্‌বো, তুমি মনে মনে সেই বিপদহারী মধুসূদন নাম জপ কর; তাহ'লে সেই নিরুপায়ের উপায় তোমার কোন সদুপায় ক'রে দেবেন। এক্ষণে তুমি ৯নং ঘরে বাস করগে, সেখানে তোমার ন্যায় নিরপরাধ এক ব্রাহ্মণ অবরুদ্ধ আছেন। তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় তুমি সুখে সময়ক্ষেপ কর্‌তে পার্‌বে। এখানে যে ক'দিন থাক্‌বে, কোন বিষয়ে তোমার কষ্ট হবে না। দেখ্‌ছি এখনো তোমার আহার হয় নাই, আচ্ছা আমি এখনি সে বিষয়ের বন্দোবস্ত কর্‌ছি, আজকার মতন লুচি খাও, তারপর কাল হ'তে বামুনরান্না ভাতের বন্দোবস্ত কর্‌বো।"

ভদ্রলোকটী এই কথাগুলি বলিয়া দেবীসিং দেবীসিং ব'লে চীৎকার ক'রে উঠলেন, অমনি "হুকুম-গরিব পরবর" এই জবাব দিয়ে তালগাছের ন্যায় ঢেঙ্গা, নেতার মতন কালো চিরকূট পৈতে গলায়, এক হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ মহাশয় স্বশরীরে সেইখানে এসে উপস্থিত হ'লেন। বাবুটী তাহার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "দেখ দেবীসিং তুমি এই ছোক্‌রাটিকে গোছলখানায় নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে ৯নং কামরায় নিয়ে যাও; আমার মাখিবার তেলও একখানি কাপড় বাসা হ'তে এনে দিও। প্রকৃতপক্ষে এই ভদ্রসন্তানটী কোন কসুর করে নাই, কেবল বদ্‌লোকের যোগাড়ে ঐ ঘরের ঠাকুর

মহাশয়ের মতন মিছে ফ্যাসাদে পড়িয়াছে; সেইজন্য এক ঘরে দুই-জনকে দিলাম। এ ছোক্‌রা কখনই পালাবার পাত্র নয়; কাজেই তোমাকে কিছুমাত্র সাবধান হ'তে হবে না, ইহার সহিত সাধারণ কয়েদির মতন ব্যবহার ক'রো না, এ কেবল গ্রহফেরে ও কুলোকের চক্রান্তে কোন দোষ না করিয়াও এখানে আসিয়াছে। আমার হুকুমে এই ভদ্রসন্তানের সঙ্গে ভদ্রব্যবহার কর্‌বে ও আমার দোস্তজ্ঞানে আদর যত্ন কর্‌বে। দেবীসিং এক "জোহুকুম" ব'লে তাঁহার সকল কথার উত্তর দিল। তারপর তিনি আমার দিকে চেয়ে কহিলেন, "তাহ'লে যাও ভাই, স্নান করগে, আর বেলাও অধিক নাই, একেবারে সন্ধ্যার পর আহারাদি ক'রো। বোধ হয় বিধাতা আজ তোমার অন্ন মাপান নাই, সেই জন্য একটা মিছে ফ্যাসাদে প'ড়ে আজ সমস্ত দিনটা উপবাসে কাটালে। এই সংসারে কবে যে কাহার ভাগ্যে কিরূপ ঘটনা ঘটে, তা অনুমানে স্থির কর্‌বার ক্ষমতা কাহার নাই।"

এই সদাশয় ভদ্রলোকটির সহানুভূতিসূচক এই সকল কথা শুনিয়া মনে মনে নিতান্ত প্রীত হ'লাম, এমন কি ত্রাসরূপ-নিরদখণ্ডে-সমাচ্ছন্ন অন্তরাকাশ যেন অনেকটা নির্ম্মল হ'লো। আমি ভাবিয়া দেখিলাম জীবদেহের ব্যাধি নিরাময় ক্ষমতা যে বিভু বনৌষধিতে প্রদান করিয়াছেন, তিনিই দয়া করিয়া এই নিঃস্বহায় বিপন্ন অভাগার পরিত্রাণের জন্য এ প্রকার জঘন্য স্থানে ঈদৃশ দয়ামায়ার আধার মহাত্মাকে প্রেরণ ক'রেছেন। তা না হ'লে সরকারি আমলা হ'য়ে আসামীর উপর যে এতদূর সদয় হবে, তাহা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। এই ঘোর বিপদে পতিত হ'য়ে আজ আমি স্পষ্ট বুঝ্‌তে পার্‌লাম যে, সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা হ'লে নীরস পাষাণের মধ্য হ'তেও স্নিগ্ধ সলিলরাশি নিঃসৃত হ'য়ে থাকে, ঘোর নরককুণ্ডও স্বর্গীয় সৌরভে সুরভিত হ'য়ে উঠে।

আমি এই ভদ্রলোকটীর সদয় ব্যবহারে এরূপ মুগ্ধ হ'য়েছিলাম যে,

এই পাপতাপময় সংসারে তাঁহাকে দেবতার প্রতিরূপ ব'লে আমার বিশ্বাস হইল। আমি কি বলে যে, এই মহাত্মার নিকট হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না, কেবল অশ্রুপূর্ণ চক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

বাবুজি দেবীসিংহকে এই হুকুম দিয়া সেই কক্ষ হ'তে অন্যত্রে গমন করিলেন, কাজেই আমিও দেবীসিংহের সঙ্গে হাবুজখানার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

কূপে-কমল।

আমি ভিতরে গিয়া দেখিলাম যে, হাবুজখানার চারিদিক উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত, সম্মুখে খুব প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, কেবল উত্তর দিকে ধনুকাকারে পায়রা কুটুরির মত সারবন্দি ঘর আছে। প্রত্যেক ঘর লোহার গরাদেযুক্ত দরজায় আবদ্ধ, এই সকল ঘরে কয়েদিরা বাস করিয়া থাকে, দরজার উপরে ১।২ করিয়া নম্বর লেখা আছে।

উঠানের ঠিক মধ্যস্থলে গোসলখানায় আমাকে নিয়ে গেল; এবং বাবুর আদেশমত দেবীসিং তাহার বাসা হইতে গামছা কাপড় ও মাখিবার জন্য ফুলাল তৈল আনিয়া দিল। আমি ব্যাপার দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলাম, দুপুর বেলায় কোতয়ালিতে দুটী চিড়েমুড়কি জল খাইতে দিল, আর বৈকালে কি না ফুলাল তৈল মাখিতে পাইলাম। সেখানে

বরকন্দাজেরা গালাগালি না দিয়া প্রায় কথা কহে নাই, আমিও ভয়ে কুণ্ঠিত ছিলাম ; কিন্তু এখানে আসিয়া সেই বরকন্দাজ স্থানীয় ব্যক্তি আমাকে যেন সম্ভ্রমের চক্ষে দেখ্‌ছেন, সম্মানের সহিত কথা কইছেন, কাজেই আমার সাহস বেড়ে গেল, বরকন্দাজদের ন্যায় দেবীসিংহকে তেমন সভয়ে দেখ্‌তে হইল না। আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, এই হাবুজখানার অধ্যক্ষ ভদ্রলোকটীর কৃপায় আমার এ প্রকার আদর অপ্যায়ণ হইতেছে।

আমি দেবীসিংকে জিজ্ঞাসা ক'রে জ্ঞাত হ'লাম যে, বাবুর নাম লছমীপ্রসাদ ওঝা, সারস্বত শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, প্রায় এক বৎসর হইল বাবু এই হাবুজখানার দারোগা হ'য়েছেন, পূর্ব্বে একজন মুসলমান এই পদে বাহাল ছিলেন। দেবীসিং সরকারি হাবুজখানার একজন সেপাহী ; কিন্তু বাবুর বিশ্বাসী ও প্রিয়পাত্র, তার উপর বাবুর বাসার মহারাজ, সুতরাং আর আর সেপাহীদের উপর সর্দ্দারি চালাইয়া অধিকাংশ সময় সরকারি কাজের আঞ্জাম দিয়ে থাকে। বাবুর বাসায় তাহার পরিবারাদি কেহই নাই, কাজেই এই দেবীসিং সর্ব্বতোভাবে তাহার অন্দরমহলে কর্ত্তৃত্ব ক'রে থাকে।

আমি স্নানাদি করিয়া কাপড় ছাড়িলাম, দেবীসিং আমাকে সঙ্গে করিয়া নয় নম্বর ঘর দেখাইয়া দিল। দেখিলাম অন্যান্য ঘরের ন্যায় সে ঘরটা বাহিরদিক দিয়ে চাবী বন্ধ নাই, লৌহ কপাট কেবলমাত্র ভেজানো আছে। আমি আস্তে আস্তে সেই দরজা ঠেলিয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দেবীসিং অন্যত্রে গমন করিল, অতিরিক্ত সাবধানের জন্য আর বাহির হ'তে দরজা বন্ধ করিল না, পূর্ব্বের ন্যায় খোলা রহিল।

আমি ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে, ঘরটি ক্ষুদ্র ; কিন্তু লম্বা চৌড়ায় প্রায় সমান। জানালার নামমাত্র নাই, কেবল উত্তরদিকে

খুব উঁচুতে তার দিয়ে ঘেরা একটা ঘুলঘুলি আছে, মেজের উপর দু-হাত ক'রে চওড়া পাশাপাশি চারটা মাটীর ঢিপি শোভা পাচ্ছে ও একদিকে একখানা ক'রে ইট গাঁথা আছে, আমি দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিলাম যে, ইহাই অভাগা বন্দীদের সুখশয্যা ও মস্তক রাখিবার সুকোমল উপাদান।

এই চারিটী ঢিপির তিনটী শূন্য পড়িয়া আছে, কেবল একটীতে কম্বল পাতিয়া গেরুয়াবশনধারী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের একটী ব্রাহ্মণ নয়নদ্বয় মুদ্রিত ক'রে যোগাসনে বসিয়া আছেন।

এই ব্রাহ্মণকে দেখিবামাত্র আমার অন্তর যেন ভক্তিরসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল ; মনে কেমন এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হ'লো, কাজেই আমি মনের আবেগ বশতঃ তাহার পদতলে প্রণত হ'লাম এবং পদধূলি গ্রহণ করিলাম।

ব্রাহ্মণ চক্ষুরুন্মীল করিলেন এবং আমার দিকে চাহিয়া ঈষৎহাস্যে আমাকে বসিতে বলিলেন।

আমি তাহার আজ্ঞামত পাশের শূন্য ঢিপির উপর উপবেশন করিলাম ও একদৃষ্টে তেজপুঞ্জ কলেবর এই সদানন্দ ব্রাহ্মণকে দেখিতে লাগিলাম।

সংসারে বীতস্পৃহ পরমার্থ পথের পথিক মহাত্মাদের বয়স ঠিক করবার ক্ষমতা কাহার নাই। কিন্তু অনুমানে বোধ হয় যে, প্রায় বাট বৎসর তাঁহার মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে ; কিন্তু দেহের মাংস বিন্দুমাত্র লোল হয় নাই, মস্তকের একগাছি কেশও শ্বেতবর্ণ ধারণ করে নাই। মুক্তা নিন্দিত শুভ্রদন্তগুলি পূর্ণ অবস্থায় বর্ত্তমান আছে, তারা এখন পর্য্যন্ত একটীও সঙ্গী হারায় নাই। ফলকথা, সংসারে সুখের নিদান স্বরূপ স্বাস্থ্যের লক্ষণ সকল পূর্ণ অবস্থায় তাঁহার শ্রীঅঙ্গে বর্ত্তমান আছে।

ব্রাহ্মণের শ্রীঅঙ্গের বর্ণ ঈষৎ মলিন সত্য, কিন্তু সেই শ্যামবর্ণের উপর কেমন একটু চাকচিক্য বর্ত্তমান আছে এবং এক প্রকার স্বর্গীয় প্রভা যেন তাহার শ্রীঅঙ্গ হ'তে বহির্গত হ'চ্ছে।

এই ভয়াবহ স্থানে আসিলে নিতান্ত নির্ভীক লোকের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার হ'য়ে থাকে। রবিতাপে ম্রিয়মান কিশলয়সম দারুণ ভয়ে মুখখানি শুকাইয়া যায়, নিতান্ত উৎকণ্ঠিতভাবে অবস্থান করিতে হয়; কিন্তু এই ব্রাহ্মণের তাহার বিপরীতভাব পরিদৃশ্যমান হইল।

আমি দেখিলাম এই মহাত্মার বদনমণ্ডল প্রসন্ন ও শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বিমল, ললাটদেশ চিন্তারেখা-পরিশূন্য এবং তেজগর্ব্বিত, নয়নদ্বয় যুবাদের ন্যায় উৎসাহব্যঞ্জক ও সমুজ্জ্বল। ফলকথা, এই সদানন্দ ব্রাহ্মণের ঈদৃশ প্রশান্ত ভাব ও সহাস্য বদন দেখলে বোধ হয় না যে, তাহার কোনরূপ বিপদ উপস্থিত হ'য়েছে; ঠিক যেন নিজের বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সদালাপ ক'চ্ছেন; কোন প্রকার যে দুর্ঘটনা উপস্থিত হ'য়েছে, তাহা তাঁহার বাহ্যিক ভাব দেখে আদৌ বুঝিবার উপায় নাই।

যেমন ভাবে সোণা ও পিতলের প্রভেদ বুঝিতে পারা যায়, তেম্নি বিপদে ঈদৃশ অসীম ধৈর্য্য ও অসামান্য সহিষ্ণুতা দেখিয়া এই ব্রাহ্মণকে কোন মহাপুরুষ ব'লে আমার স্থির বিশ্বাস হ'লো। মনে করিলাম যখন ঈদৃশ মহাত্মা নিরপরাধ হইয়াও বিচারের জন্য এই হাবুজখানায় আবদ্ধ আছেন, তখন আমার ভাগ্যে যে এরূপ বিপদ ঘটিবে তার আর বিচিত্র কি।

সেই সদানন্দ ব্রাহ্মণ আমার আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ ক'রে হাসি মুখে কহিলেন, "বাপু! এই কিশোর বয়সে তুমি এমন কি অপরাধ ক'রেছ যে, তাহার জন্য এই পাপ পুরীতে তোমাকে আসিতে হইয়াছে?"

আমি করযোড়ে কহিলাম, "প্রভো! আমি নিজে কোন অপরাধ করি নাই, তথাপি আমি গ্রেপ্তার হইলাম; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে অপরাধ ক'রেছ, তাহার কেহ নামোল্লেখ পর্য্যন্ত করিল না।"

ব্রাহ্মণ হো হো ক'রে হেসে উঠে ব'ল্লেন, "সংসারে এরূপ কাণ্ড অনেক ঘটে, তুমি ছেলেমানুষ ব'লে এর নিগূঢ় ভাব এখনো বুঝ্‌তে পার নাই। দেখছি তুমি বড় ভাগ্যবান ছেলে, কারণ তোমার স্পর্দ্ধা বেশী না বাড়িয়ে ঈশ্বর এই বয়সেই তোমাকে তুফানে ফেলেছেন; তোমার উপর তাঁর লক্ষ্য প'ড়েছে, এই সময় বাপু, কুতর্ক জালকে তাড়িয়ে মনকে নির্ম্মল রাখিতে চেষ্টা কর; হৃদয়ের ধৈর্য্য, প্রাণের সহিষ্ণুতা, মনের একাগ্রতা দেখাও, এক মনে বিশ্বাসের হাল ধ'রে থাক, তাহ'লে সব তুফান কাটিয়ে তিনিই পার ক'রে দিবেন। মাটীর উপর প'ড়ে গেলে যেমন সেই মাটী ধ'রেই উঠ্‌তে হয়, বাপ মা প্রহার ক'ল্লে, বালক যেমন "বাবাগো মাগো" ব'লে কাঁদে, তেম্‌নি অকপট হৃদয়ে সেই অভয় পাদপদ্মে শরণ নিলে তাঁর দত্ত বিপদ-জাল অচিরকাল মধ্যে লয় হ'য়ে যাবে। তুমি যে কোন অপরাধ না করিয়াও গ্রেপ্তার হ'য়েছ, আর প্রকৃত দোষী ব্যক্তিরা সানন্দে দিনপাত ক'চ্ছে, তারও নিগূঢ় কারণ আছে। এ সংসারে কোন উদ্দেশ্য ব্যতীত একটি পত্রও বৃক্ষচ্যুত হয় না, তবে ক্ষীণপ্রাণ মানবের ততটা দূর-দর্শন নাই ব'লে আপাততঃ তাহা বুঝতে পারে না। দারুণ শীতের পর যেমন মধুর বসন্ত আইসে, পূর্ণিমার অবসানে যেমন অমাবস্যা দেখা দেয়, তেম্‌নি মানবমাত্রেই বিপদ সম্পদ সুখ দুঃখ আনন্দ নিরানন্দ পর্য্যায়ক্রমে উপভোগ ক'রে থাকে। তবে যেমন স্বর্ণকার অন্যান্য ধাতু অপেক্ষা স্বর্ণকে উজ্জ্বল কর্‌বার অভিপ্রায়ে পুনঃ পুনঃ দগ্ধ ক'রে থাকে, তেম্‌নি সেই অগতির গতি শ্রীপতি ধর্ম্ম বলে বলীয়ান কর্‌বার জন্য অন্যের অপেক্ষা নিজ জনদের অধিক পরিমাণে পেষিত ক'রে থাকেন। হৃদয়বল প্রভাবে সেই মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে সক্ষম হ'লে, তবে মানব অনন্ত-সুখ-ভোগের

অধিকারী হয়। যাই হোক্ তুমি কে, আর কি সূত্রে এখানে এলে, আমার নিকট সত্য ক'রে বল?

আমি অতীব বিনীতভাবে, আগাগোড়া সমস্ত সত্যকথা, এই দেবপ্রতিম ব্রাহ্মণের কাছে অকপটে প্রকাশ করিয়া বলিলাম। ব্রাহ্মণ মনযোগের সহিত আমার কথাগুলি শুনিয়া গম্ভীরভাবে কহিলেন, "আচ্ছা, ছেলেবেলা হ'তে তুমি যাদের কাছে ছিলে, সেই কিসণজি বাবু ও তাহার সহধর্ম্মিণী যে তোমার বাপ মা নয়, তা তুমি কি ক'রে বুঝ্‌লে? আমি কহিলাম, "প্রভো, পূর্ব্ব হ'তেই তারা আমাকে তাদের কোন উচ্ছিষ্ট খাদ্য কখন আমাকে দিত না। ব্রাহ্মণে রান্না করিত, আমি তাই আহার করিতাম, তবে তাতে আমার মনে তেমন কোন সন্দেহ হয় নাই, তারপর একদিন রাত্রে ঘটনাক্রমে কর্ত্তা গিন্নির কথা শুনে আমি যে তাহাদের কেহ নই এই ধারণাই আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হ'য়েছে।

ব্রাহ্মণ। তুমি কি কোন কথা শুনেছিলে?

আমার প্রতিপালকদের সেই ভয়ানক কেলেঙ্কারীর কথা জগতে প্রকাশ করা আমার আদৌ অভিপ্রেত ছিল না, আমি এতাবৎকাল সেই কুৎসা কাহারও কর্ণগোচর করি নাই, বরং সকলের নিকট গোপন করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে এই তেজস্বী ব্রাহ্মণের সহিত সেরূপ ব্যবহার করিতেআমার ইচ্ছা হইল না, ইহার নিকট অকপটে সকল কথা প্রকাশ করিব বলিয়াই স্থির করিলাম।

আমি মনে মনে এই স্থির ক'রে, সেই রাত্রে জাগ্রত থেকে স্বকর্ণে যাহা শুনিয়াছিলাম এবং নির্ম্মলার কাছে যাহা শুনিয়াছিলাম তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলাম।

আমার এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের সহসা একটু ভাবান্তর হইল। তিনি যেন বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। আমি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে তিনি পুনরায়

আমাকে কহিলেন, "আচ্ছা, সেই অভয়ানন্দ স্বামী তোমাকে কোথায় পাইয়াছিল" ও তাঁর শিষ্য কিণজি বাবুর নিবাস কোথায়, কিছু কি শুনিয়াছ ?

আমি। আজ্ঞে না, আমার ন্যায় নিম্মলাও ঘটনাক্রমে যাহা কর্ত্তার নিকট শুনিয়াছিল তাহাই আমার কাছে প্রকাশ করিল। ইহার অধিক আর সে কোন কথা শুনে নাই, কাজেই আমাকে সে কিরূপে বলিবে ?

আমার কথা শেষ হইলে সেই দেবপ্রতিম ব্রাহ্মণ গম্ভীরভাবে কি ভাবিতে লাগিলেন ও মাঝে মাঝে আড়চোখে আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। আমি প্রকৃত ব্যাপার বুঝ্‌তে না পেরে নিতান্ত বিস্মিতভাবে ব্রাহ্মণের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

খানিকক্ষণ পরে সেই সদানন্দ ব্রাহ্মণ পূর্ব্বের ন্যায় হাসি হাসি মুখে আমাকে কহিল, "ভাই, কিষণজির ন্যায় পাপাত্মার বাড়ি তার পাপান্ন গ্রহণ ক'রেছিলে, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তোমাকে এই বিড়ম্বনা ভোগ করতে হ'চ্ছে; কিন্তু এত শীঘ্র হাতে হাতে অন্য কাহার কর্ম্মান্তিকের ফল ভোগ হয় না। তাতেই বোধ হ'চ্ছে সাধারণ মানবের সঙ্গে তুলনায়, বিধাতা ভিন্ন উপকরণে তোমার ভাগ্য নির্ম্মাণ ক'রেছেন, অল্প দিনের মধ্যে এদিককার সব খেলা শেষ করতে হবে, শীঘ্র শীঘ্র জাল গুড়ুতে হবে, সেই জন্য সদ্য সদ্য গাছে ফল ধর্‌লো। তবে ভাই এখন কথা হ'চ্ছে, তুফান দেখে ভয় পেয় না, এই রকমভাবে দাঁড় টেনে যাও, ঝাঁ ক'রে তোমার পাড়ি জমে যাবে, আর সকলা পেছনে প'ড়ে থাক্‌বে।

ব্রাহ্মণের এই সকল কথার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝ্‌তে না পেরে, উদাসভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম, এমন সময় হাবুজখানার অধ্যক্ষ সেই সদাশয় ভদ্রলোকটী একটা আলো হস্তে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত

হইলেন ও খুব বিনীতভাবে সেই দেবপ্রতিম ব্রাহ্মণকে কহিলেন, "প্রভো! দু-দিন আপনি নিরম্বু উপবাস ক'রে আছেন, এ পাপ পুরীতে আপনি ত আর কিছু আহার করিবেন না, কিছু কাঁচা দুগ্ধ ও গঙ্গাজল আনাইয়াছি,' অনুমতি হয় তো নিয়ে আসি।"

সেই সদানন্দ ব্রাহ্মণ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সহাস্য বদনে কহিলেন, "বাপু, তোমার অনুগ্রহে নিতান্ত বাধ্য হ'লাম, তবে আজকার রাতটা যাক্, কাল যা হয় হবে, এখন এ ছেলেটাকে কিছু খাইতে দাও।

লছমীপ্রসাদ বাবু উত্তর করিলেন, "ইহার জন্য লুচি ভাজাইয়াছি, দেবীসিং এখনি লইয়া আসিবে। আমি কেবল আপনার জন্য আসিয়াছি, দেহ রক্ষা কর্‌তে হ'লে তো কিঞ্চিৎ আহারের প্রয়োজন?

ব্রাহ্মণ। সে কথা সত্য, কিন্তু বাবা এখনতো আমি আহার অভাবে মর মর হই নাই, অভ্যাসের গুণে যতটুকুন পারি, তাহা ছাড়িব কেন? তারপর এই পাপ প্রাণ রক্ষা করা যদি নিতান্ত আবশ্যক হ'য়ে উঠে, তাহ'লে তখন দেখা যাবে, তিন দিন তো যাক্, দেখি মা জগদম্বা দাসের প্রতি কি বিধান করেন, সে বেটী কি একেবারে ভুলে থাক্‌বে। প্রতিদিন বেটীর চরণামৃত পান না ক'রে জলগ্রহণ করি না, ইহাই আমার জীবনের ব্রত, পোড়া পেটের জন্য সেই ব্রতটা ভঙ্গ ক'রে ফেল্‌বো? জীব জন্মাবার আগে মার স্তনে যিনি দুধ জুগিয়ে দেন, তিনি কি আমাকে অনাহারে মার্‌বেন?

লছমীপ্রসাদ বাবু কোন কথা না ব'লে, ভক্তিভাবে একটী প্রণাম ক'রে, সে স্থান হ'তে প্রস্থান কর্‌লেন।

আমি এই কথা শুনিয়া অপার বিস্ময়-হ্রদে নিমগ্ন হ'লাম। কি আশ্চর্য্য, এই তেজস্বী ব্রাহ্মণ, দুই দিন উপবাসে আছেন, কিন্তু কই মুখতো কিছুমাত্র শুষ্ক হয় নাই, মনের প্রফুল্লতা ত কমে নাই, অভ্যাসের গুণে মানুষের এতদূর ক্ষমতা জন্মাতে পারে? ফল কথা, ইনি কখনই সামান্য

ব্যক্তি নন। এঁকে এই পাপ পুরীতে কেন আটক ক'রে রেখেছে, কথায় কথায় সেই কথাটা জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি।

আমি মনে মনে এই স্থির ক'রে, সেই ভক্তিভাজন দ্বিজবরকে কহিলাম, "আপনি দু-দিন উপবাসে আছেন, কিন্তু এরূপ অনাহারে আর কদিন থাক্‌বেন? পাপিষ্ঠেরা শীঘ্র যে আপনাকে ছাড়িয়া দেবে, তাহারি বা সম্ভাবনা কি?"

ব্রাহ্মণ। ভাই, সে কথা সত্য, কিন্তু আমার তা ভাববার তো কোন দরকার নাই। আমার যা কায কেবল তাই ক'রে যাব, তারপর সে বেটীর মনে যা আছে তাই হবে।

আমি। আজ্ঞে, মানব মাত্রই তো আহার করে, উপবাস থেকে আত্মাকে কষ্ট দেওয়া তো উচিত কাজ নয়?

ব্রাহ্মণ। ভাই, আমি পূর্ব্বেই ত ব'লেছি, মার পূজান্তে তাঁর চরণামৃত পান ক'রে তবে জলগ্রহণ ক'রে থাকি, আজ দু-দিন তা হয় নাই, সুতরাং দগ্ধ উদর পোষণের জন্য জীবনের প্রিয়ব্রত কি ভঙ্গ কর্‌বো? আর তাহ'লেই কি আমার জীবন রক্ষা হবে, জগতে অমরত্ব লাভ কর্‌বো। ভাই, মানুষের শাস্তির একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে, সে দিন না এলে কিছুতেই কেউ ইহকালের সম্বন্ধজাল ছিন্ন করতে পারে না। সেইজন্য সমুদ্রগর্ভে জাহাজ ডুবি হ'লেও মানুষ বাঁচে, আবার ঘরে শুয়ে থেকেও মানুষ মরে, আমার সে দিন এলে কেউ কিছুতেই রক্ষা করতে পার্‌বে না। তা ব'লে আগে থেকে হাল ছেড়ে দিই কেন? দেখি না, মা আমাকে উপবাসে মারেন, কি প্রসাদ দিয়ে বাঁচান। এখান হ'তে আমার শীঘ্র মুক্তির কোন উপায় নাই সত্য, কিন্তু সে বেটীর এমন খেলা নয়, তাঁর ইচ্ছা হ'লে, নিতান্ত অসম্ভবও সম্ভবে পরিণত হয়, পাষাণের উপর পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় ও মরুভূমির মধ্য দিয়ে স্নিগ্ধ-সলিলা নদী প্রবাহিত হ'য়ে থাকে; মানুষ ততটা তলিয়ে বোঝে না, অপেক্ষা করতে না পেরে ক্ষুধার ঝোকে পাটকিলে কামড় দিয়ে

বসে, সেইজন্য পদে পদে বিড়ম্বনা ভোগ করতে বাধ্য হয়, যার অপার মহিমা বুঝ্‌তে পারে না।

এমন সময় দেবীসিং একখানি থালায় ক'রে লুচি তরকারি ও তিন চার রকম ক্ষিরের মিষ্টান্ন আমাকে আনিয়া দিল। তখন আমার ক্ষুধানল খুব প্রবল হ'য়ে উঠেছে, প্রাণের ভয়ও অনেকটা ভেঙ্গে গেছে, কাজেই আর ক্ষণ বিলম্ব না ক'রে ঢিপি হ'তে নামিয়া আহারে বসিলাম, দেবীসিং পুনরায় এক ঘটী কর্পূরবাসিত জল, এক বাটি ঘন দুগ্ধ ও দু-খিলি ছাচি পান আনিয়া দিল।

হাবুজখানায় এ প্রকার জামাই আদর দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলাম, মনে করিলাম যে, ইহা নিশ্চয় এই ব্রাহ্মণের কথিত জগদম্বার খেলা, আমার বোঝবার ক্ষমতা নাই ব'লে, কখন কখন বিষাদে কাতর ও আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠি, এই তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণ সার বুঝেছেন ব'লে, অচলের ন্যায় অটলভাবে অবস্থান কর্‌ছেন, কিছুতেই টলাতে পারছে না।

আমি পরিতোষে আহার ক'রে তাম্বুল চর্ব্বন করিতে করিতে পুনরায় সেই ঢিপিতে বসিলাম ও ভক্তিভাবে ব্রাহ্মণকে কহিলাম, "একবেলা আহার না করিয়াই আমার যথেষ্ট কষ্টবোধ হইয়াছিল, এখন যেন ধড়ে প্রাণ আসিল, কিন্তু আপনি কিরূপে দু-দিন উপবাসে আছেন? মুখমণ্ডল বিন্দুমাত্র ম্লান হয় নাই, সদ্য বিকসিত পদ্মের ন্যায় প্রফুল্লিত র'য়েছে, এই উপবাসে আপনার কি কিছুমাত্র কষ্ট হ'চ্ছে না। তবে বাহিকে আপনাকে দেখ্‌লেই কিছুতেই বোধ হয় না যে, আপনি দু-দিন উপবাসে আছেন।

সেই তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণ সেইরূপ হাসি হাসি মুখে উত্তর করিলেন, "ভাই, কর্ম্মভূমি লোকে যাকে সংসার বলে, সেই সংসারে এই ক্ষীণপ্রাণ মানুষ একমাত্র অভ্যাসের দ্বারায় ও মনের একগ্রতার গুণে যাবতীয় দুষ্করকার্য্য

অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারে; আর অভ্যাস না কর্‌লে, হৃদয়ে বল না থাক্‌লে, এই তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন মনুষ্যে ও জড়-প্রকৃতি প্রস্তরখণ্ডে কোন বিভিন্নতা থাকে না। আবার এই অভ্যাসের ফলে অধম জীবের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার অবধি লাভ হ'য়ে থাকে। কষ্টকে কষ্ট ব'লে গ্রাহ্য না কর্‌লে, কোনপ্রকার অভাবে জড়িত না হ'লে, পার্থিব কোনরূপ দুঃখের অস্তিত্ব আদৌ বুঝ্‌তে পারে না। তবে কোন স্নিগ্ধ-সলিলা সরোবরে অবগাহন কর্‌লে যেমন গাত্রদাহ প্রশমিত হ'য়ে যায়, তেম্‌নি এক মনে, এক প্রাণে মার নাম জপ কর্‌তে পার্‌লে, ক্ষুধা তৃষ্ণার নাম অবধি থাকে না, কেমন একপ্রকার অভূত-পূর্ব্ব আনন্দে চিত্তভূমি প্লাবিত হ'য়ে উঠে। আর ভাই, এখানেই বা আমার বিশেষ কষ্ট কি? ঘরে ব'সে যা কর্‌তাম, এখানে থেকেও তাই কর্‌ছি, তারপর সে বেটী যে দিন খাওয়াবেন, সেই দিন খাব, অনাহারে মারেন মর্‌বো, তবু প্রাণ থাক্‌তে সহজে হাল ছাড়্‌বো না।

এই বল্‌তে বল্‌তে দরদরিত ধারে অশ্রুজল ব্রাহ্মণের গণ্ডদেশ দিয়া গড়াইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে আমারও চক্ষে জল আসিল, কষ্ট হ'লে লোকে কেঁদে থাকে সত্য, কিন্তু প্রাণের অন্তস্থলে বিমল আনন্দের উৎস উৎসারিত হ'লেও যে চ'খে জল আসে ও সংসারে সেরূপ কান্নার তুল্য সুখ যে আর নাই, তা আজ প্রথমে বুঝ্‌তে পার্‌লাম। ফুলের সঙ্গে থাক্‌লে জলও যেমন সুরভিত হয়, তেম্‌নি আজ আমি এই মহাত্মার সহবাসগুণে এই অনাস্বাদিতপূর্ব্ব বিমল আনন্দের অংশভাগী হইলাম। ক্ষণেকের জন্য পার্থিব সকল চিন্তা ও ভয় আমার অন্তর হ'তে যেন অন্তরিত হ'য়ে গেল, মনে করিলাম, ভাগ্যে আমি রহিমমোল্লার খুনদায়ে অভিযুক্ত হ'য়েছিলাম, ভাগ্যে দারোগাসাহেব আমাকে এখানে চালান দিয়েছিলেন, তা না হ'লে ত এই মহাত্মার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হ'তো না, কাজেই তখন মিথ্যা খুনদায়ে অভিযুক্ত এই বিপদকেও সৌভাগ্যের নিদান ব'লে বোধ

করিলাম। মনে করিলাম এ সকলি মায়ের খেলা, যিনি বিষাক্ত সর্পের মাথায় অমূল্য মাণিক স্থাপিত ক'রেছেন, তিনিই নরককুণ্ড বিশেষ মুসলমানদের হাজতখানায় এরূপ তত্ত্বদর্শী মহাত্মার সঙ্গে আমার মিলন ক'রে দিলেন। বিষম প্লাবনে দেশ প্লাবিত হ'য়ে গেলে যেমন ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হয়, তেম্‌নি বিপদ হ'তে যে সম্পদের সূত্রপাত হ'য়ে থাকে, নিতান্ত দুর্ঘটনার পরিণাম ফল যে নিতান্ত শুভ হ'তে পারে, তাহা আজ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। তবে জীবপ্রতি কৃপাবান্ দয়ার সাগর মহাত্মার শত্রু কে হইল? এবং কি অপরাধে ইহাকে এখানে আটক করিয়া রাখিল, তাহা এইবার জিজ্ঞাসা করিব, কারণ তাহা শুনিবার বাসনা আমার মনমধ্যে নিতান্ত প্রবল হইয়া উঠিল।

আমি মনে মনে এই স্থির ক'রে সেই দেবপ্রতিম ব্রাহ্মণকে কহিলাম, "প্রভো, কুলোকের ষড়যন্ত্রে আমি এই বিপদে প'ড়েছি, বকের সঙ্গে সারসপক্ষী থাক্‌লে সেও যেমন শীকারির ফাঁদে পতিত হ'য়ে প্রাণ হারায়, তেম্‌নি আমি কুলোকের সঙ্গে ছিলাম ব'লে আমার আজ এ দশা ঘট্‌লো, কিন্তু আপনি তো কখন কুসংসর্গে মেশেন নাই, কাহার সঙ্গে মহাশয়ের যে বিবাদ আছে, তাহা কিছুতেই বোধ হয় না। তাহ'লে কিজন্য আপনাকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিল, কাজী সাহেব কি অপরাধের জন্য আপনার বিচার করিবে?

আমার কথা শুনিয়া সেই সদানন্দ ব্রাহ্মণ হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "ভাই বড় গুরুতর অপরাধে আমি অপরাধি, কাজী সাহেব আমার অপরাধের গুরুত্ব বুঝে বোধ হয় ফাঁসির ব্যবস্থা কর্‌বেন, আর না হয় ত শূলে চড়াবেন।"

ব্রাহ্মণের কথায় আমি একটু ভয় পেয়ে বলিলাম, "কেন, আপনি এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন যে, যার জন্য আপনাকে এরূপ কঠোর দণ্ডভোগ কর্‌তে হইবে?"

ব্রাহ্মণ হাসিয়া কহিলেন, "ভাই, তবে আমার অপরাধের কথা শুন; এই সহরের অন্তর্ভাগে একটি কালী বাড়ি আছে, সকলে তাহাকে ব্রহ্মচারীর কালীবাড়ি বলে, আমি এক্ষণে গুরুদেবের আজ্ঞায় মার সেবাকর্ম্মে নিযুক্ত আছি, অল্পদিন হইল একঘর মুসলমান আসিয়া মন্দিরের অনতিদূরে বাস করিয়াছে। মার আরতির সময় শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনি হয় তাহাতেই ঐ মুসলমানের নেমাজ খারাপ হইয়া যায়, কাজেই কাফেরের দোষে তাহার ধর্ম্মহানি ঘটিয়াছে, এই মর্ম্মে কাজীর কাছে আমার অভিযোগ আনে ও পরদিন আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া প্রথমে দারোগার কাছে নিয়ে যায় ও পরে এখানে আনিয়া আটক করিয়া রাখিয়াছে, বিচারে যে কি হইবে তাহা জগদম্বাই জানেন।

আমি রোষভরে কহিলাম, "পাপিষ্ঠদের অসাধ্য কিছুই নাই। সংসারে ধর্ম্ম ব'লে পদার্থ থাক্‌লে কখন আপনার ন্যায় মহাত্মাকে এ প্রকার দুর্গতি ভোগ করতে হ'তো না। আর অর্থলোলুপ, নীচাশয় পাষণ্ডেরা ধনে মানে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌তো না।

ব্রাহ্মন আমার কথা শুনে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন, "না ভাই, এটা ভুল বল্‌লে, হাজার হোক্ এখনও তুমি ছেলেমানুষ, সেই জন্য মানব ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তন কি সাধারণভোগ্য বিপদ সম্পদ সুখ দুঃখের সঙ্গে সাক্ষাতের নিগূঢ় রহস্য এখনও ঠিক বুঝিতে পার নাই। তবে অল্পদিনের মধ্যে যখন ঘোর কেটে যাবে, নূতন জীবন লাভ কর্‌বে, তখন এসব ব্যাপারের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝ্‌তে পার্‌বে। এখন এইমাত্র জেনে রাখ যে, এই সংসারে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা ভিন্ন কোন ঘটনা ঘটে না, বা কোনকালেও পদানত ভক্তের প্রতি তাঁর করুণার হ্রাস হয় না। তার সাক্ষ্য দেখ না, আমাদের ন্যায় কুপুত্রের পাছে কোন কষ্ট হয় ব'লে, মা যমপুরী সদৃশ মুসলমানদের এই হাবুজখানায় লছমীপ্রসাদের ন্যায় সদাশয় ভদ্রলোককে পূর্ব্বেই পাঠিয়েছেন, আমিত তোমাকে আগেই ব'লেছি যে, এ সব সেই বেটীর

খেলা, চোরকে চুরি করতে ব'লে গৃহস্থকে সজাগ রাখা বেটীর চিরকালের অভ্যাস, সে বেটী যেদিন যেখানে যে অবস্থায় রাখ্‌বে, তাতেই সন্তুষ্ট থাক্‌বে, সুতরাং আমার পক্ষে মন্দির ও এই হাজত দুই সমান, বলপূর্ব্বক আমাকে অনায়াসে আটক ক'রে রাখ্‌তে পারে, কিন্তু আমার মনের উপর তো কাহার প্রভুত্ব নাই, যেখানেই থাকি না কেন, মনে মনে সেই মহেশ-মনমোহিনীর মোহিনী-মূর্ত্তি ধ্যান করবো, সুতরাং আমার নিজের জন্য বিশেষ কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তবে একটা বিষয়ের জন্য আমার অন্তরে একটু ভাবনা হ'চ্ছে?

আমি। আপনাদের ন্যায় মহাপুরুষের আবার ভাবনা কি? একমাত্র সেই ভাবময়ের ভাবনা ভিন্ন অন্য কোন অনিত্য ভাবনা তো ভবদীয় বিমল অন্তরে স্থান পেতে পারে না।

ব্রাহ্মণ। সে কথা ঠিক ভাই, কখন কোন পার্থিব ভাবনার ধার ধারি নাই; চিরকাল মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় মুক্তপ্রাণে স্বাধীনভাবে মার গুণগান ক'রে দিন কাটাতাম। আজ প্রায় দুই বৎসর হ'লো আমি বাধ্য হ'য়ে এই ভাবনাকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছি; কারণ তা না হ'লে সেই অভাগিনীর আর কোন উপায় ছিল না, কাজেই আমি তাকে আশ্রয় দিতে বাধ্য হ'লাম। এখন জগদম্বা নিজে তার ভার গ্রহণ করবেন, তার কোন চিন্তা নাই; কিন্তু আমা বিহনে সেই মেয়েটার কি হ'চ্ছে কেবল তাই, ভাব্‌ছি। তবে আমার মতন সে কখন উপবাসে নাই, নিশ্চয় জগদম্বা সেই অনাথিনীর কোন উপায় ক'রে দিবেন। কারণ এ সংসারে যায় কেউ নাই, সেই জগজ্জননী নিশ্চয় তার সহায় হ'য়ে থাকেন। এ কথা বেদ বাক্যের ন্যায় অভ্রান্ত; কেবল আমরা চঞ্চল চিত্ত ব'লে ততটা নির্ভর করতে পারি না, সেই জন্য বৃথা ভাবনার কোলে পতিত হ'য়ে মনকে ক্লিষ্ট করি।

আমি। তাহ'লে আপনি যে মেয়েটীকে আশ্রয় দিয়েছেন, সে কি আপনার কোন আত্মীয়া?

ব্রাহ্মণ। না, সে আমার আপনার কেহ নয়, কিন্তু তবু আমাকে ফাঁদে ফেলেছে, কখন কাহারও জন্য ভাবি নাই, কিন্তু সেই বেটীই কেবল ভাবাচ্ছে। সে বেটী তাঁতির মেয়ে, কিন্তু অর্থ পিশাচ নরাধমের কুচক্রে পড়ে তার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, রাজরাণী হ'তে একেবারে ভিখারিণী হ'য়ে পা'ড়ছে, তবে সে মেয়েটী যথার্থ পতিপ্রাণা সতী বলে, সেই সতী-শিরোমণি তার জাতকুল রক্ষা করলেন, কাজেই দেবীর উচ্চাসন হ'তে পরিভ্রষ্টা হ'য়ে কুক্কুরীর অধমা হ'তে হ'লো না, বিপদবারিণী তার সব বিপদ কাটিয়ে দিলেন। এখন আমার এই গলগ্রহ ঘুচে গেলেই আমি পুনরায় নিশ্চিন্ত হ'তে পারি।

"সেই অভাগিনী তাঁতির মেয়ে" এই কথা শুনিবামাত্র আমার মনটা যেন ঝাঁৎ ক'রে উঠ্‌লো, প্রাণে বিষম খট্‌কা লাগিল; কাজেই এই ব্রাহ্মণের কথার শেষ ভাগটা মনোযোগের সহিত শুনিতে পারিলাম না, মনে মনে সেই অভাগিনী রমণীর কথাই ভাবিতে লাগিলাম।

ব্রাহ্মণ বিরত হইলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "প্রভো! সে কন্যাটী কে? তার নিবাস কোথায়, আর কি রকম সূত্রে সেই অভাগিনী আপনার আশ্রয়ে আসিল?

ব্রাহ্মণ। সে অনেক কথা ভাই, লিখিলে একখান আঠার পর্ব্ব মহাভারত হয়। তবে তোমাকে সংক্ষেপে বল্‌ছি যে, তার শ্বশুরালয় এই আজীমগঞ্জে, তার দাদা-শ্বশুর সাহেবদের কাছে হাজার টাকা দাদন লয়; কিন্তু প্রায় দু-হাজার টাকার রেশমী কাপড় ও প্রায় লক্ষ টাকার জমিদারী দিয়েও সেই দাদনের টাকা শোধ যায় না, শেষে অভাগিনীর শ্বশুর ও দেবরকে বাকীর দায়ী ক'রে রাখে। সে সাহেবকে এক বাঙ্গালী বাবু পরামর্শ দেয় যে, বাঙ্গালিদের পুরুষ অপেক্ষা অন্দরের মেয়েদের ধ'রে কয়েদ করলে বড় কায়দায় পড়ে, তখন তাদের কাছে যা চাওয়া যায়, তাই বার ক'রে দেয়, কিছুমাত্র টাকার মায়া করে না। বুড়া বেটার হাতে এখনো কিছু

টাকা চাপা আছে, তার বউকে ধ'রে কয়েদ করলে আর চেপে থাকতে পারবে না। এই পরামর্শ ঠিক ক'রে একদিন সেই শোক-সন্তপ্ত বুড়াকে বলে যে, আরও পাঁচ শত টাকা না দিলে তোর নাত্ বউকে ধ'রে নিয়ে যাব। বৃদ্ধের তখন এক পয়সারও সম্বল নাই, কাজেই পাপীদের অভিষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিল না, এই অপরাধে কুটীর বরকন্দাজ পাঠাইয়া বৃদ্ধের সম্মুখ হ'তে অভাগিনীকে ধরিয়া লইয়া যায় এবং একটা খালি বাড়ীতে আবদ্ধ ক'রে রাখে।

যে বাড়ীটায় তাকে বন্দিনী করিল, সেটা ঠিক গঙ্গার উপরে অবস্থিত। তখন ভাদ্রমাস, কাজেই জোয়ারের জল বাড়ীর ভিতরে গিয়া ঠেকিয়াছে। কন্যাটী আর কোন উপায় না দেখে, ধর্ম্মনাশ ভয়ে ভীত হ'য়ে ঘরের জানালার একটা গরাদে ভেঙ্গে গঙ্গায় ঝাপিয়ে পড়ে ও টানের মুখে ভাসিতে ভাসিতে যায়। ঘটনাক্রমে আমিও নৌকা ক'রে অন্যত্র যাইতেছিলাম, দূর হ'তে প্রথমে আমি তাহার চুল দেখিতে পাই ও তাড়াতাড়ি সেইদিকে নৌকা নিয়ে গিয়ে অজ্ঞান অবস্থায় অভাগিনীকে তুলিয়া ফেলি ও অনেক কষ্টে বাঁচাই। সেই অবধি বেটী আমার কাছে আছে ও আমার পায়ের বেড়ি হ'লে প'ড়েছে। শেষে জগদম্বা যে সে বেটীর কি হিল্লে ক'রে দেবেন তা তিনিই জানেন, আমি তো ভেবে কিছু স্থির করতে পারি নাই।

যদিও সেই মহাত্মা স্পষ্ট কাহার নাম বলেন নাই, কিন্তু তথাপি অনুমানে আমি অনেকটা বুঝিতে পারিলাম। তবে একেবারে নিঃসংশয় হওয়ার জন্য কহিলাম, "আচ্ছা, সেই তাঁতির মেয়েটী সধবা না বিধবা ?"

ব্রাহ্মণ। তাহা সে ঠিক জানে না, কারণ যে সময় সাহেবের লোকেরা বৃদ্ধের দুই পুত্রকে গ্রেপ্তার করে, সেই সময় তাহার স্বামী ভয়ে মাতুলালয়ে পলাইয়া যায়, তারপর সাহেবেরা বাড়ীখানি দখল করে ও তাহাদের তাড়াইয়া দিলে বৃদ্ধ নাত্‌বউটীকে লইয়া একখানি খড়ো ঘরে

বাস করিতেছিল ও রুগ্ন অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিল। সেই সময় তাহার মুখে একমাত্র জল দেবার পাত্রী সুশীলা কন্যাটীকে ধরিয়া আনিয়াছিল। ফলকথা প্রায় পাঁচ বৎসর হইল তাহারা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে প'ড়েছে, কাজেই তাহার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই; সুতরাং সে জীবিত কি মৃত তাহার কোন ঠিক নাই।

আমি। ধর্ম্মরক্ষার জন্য যে নারী হাস্যমুখে নিজের জীবন বলি দিতে উদ্যত হয়, সে রকম পুণ্যবতীরা সংসারে কখনই বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করে না। নিশ্চয়ই সেই সতী সাধ্বীর, স্বামী এখনো জীবিত আছে। তবে দারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হ'য়ে এখন উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হ'য়েছে।

ব্রাহ্মণ অনেকটা বিস্মিতভাবে কহিলেন, "তুমি কি সেই কন্যাটীকে চেনো?"

আমি। আজ্ঞে না, তবে তাদের সব কথা শুনেছি। "আচ্ছা, সেই কন্যাটীর দাদাশ্বশুরের নাম কি রামসদয় বসাক?

ব্রাহ্মণ। হাঁ, তাহার ঐ নাম বটে; আহা, এই সংসারে তার মতন মনঃকষ্ট আর কেউ ভোগ ক'রেছে কি না সন্দেহ। তার মনের ঠিক বিশ্বাস হ'য়েছে যে, মনুষ্য সমাজ অপেক্ষা হিংস্র-পশু-পূর্ণ নিবিড় বনে বাস করাও সহস্রাংশে শ্রেয়স্কর; সে যাই হোক্, তুমি কি ক'রে এ কথা জান্‌লে তা বল?

আমি। আজিমগঞ্জে দিনকয়েক সেই বসাক মহাশয়ের বাটীতে বাস করিয়াছিলাম। যে পাপিষ্ঠ বাঙ্গালীর পরামর্শে এই সর্ব্বনেশে কাণ্ড হয়, তার নাম মাণিকলাল সরকার, সে বেটা কৈবর্ত্ত হ'য়ে এখন কায়েত হ'য়ে প'ড়েছে। সে মহাপাতক ক'রে অনেক টাকা উপার্জ্জন ক'রেছে বটে, কিন্তু বেটা এমনি কৃপণ যে, একটী পয়সাকে হৃদয়ের অস্থিতুল্য জ্ঞান করে। মার কৃপায় তার একটী ঘোরমূর্খ অপব্যয়ী পুত্ররত্ন জন্মেছে, তার নাম মোহিতলাল সরকার। সাহেবেরা পাপিষ্ঠের পাপকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ

বসাক মহাশয়ের বাড়ীখানি তাকে দান ক'রেছে, মোহিতবাবু আমাকে সেই বাড়ীতে এনেছিলেন। আমি পাপিষ্ঠ কর্ত্তার প্রধান আমলার মুখে শুনিয়াছি যে, মানুষ হ'য়ে মানুষের উপর যে এতদূর নির্ম্মম ব্যবহার কর্ত্তে পারে তা পূর্ব্বে তাঁর বিশ্বাস ছিল না।

ব্রাহ্মণ। আচ্ছা, তুমি সেই হতভাগ্য যুবককে কোথায় কি অবস্থায় দেখেছিলে, আর সেই যে রামসদয় বসাকের পৌত্র তা তুমি কি ক'রে বুঝ্‌লে ?

আমি। আমি দুইবার তাকে দেখেছি ; প্রথমে আজিমগঞ্জের জোন সাহেবের বাজারের কাছে দেখিয়াছিলাম। যুবকের রুক্ষকেশ, মলিনবেশ, কেবল মাত্র কতকগুলো কাগজের একটা দপ্তর বগলে র'য়েছে ; দেখ্‌লাম লোকটা এক বিষয়ে অনেকক্ষণ মননিবেশ করতে পাচ্ছে না, মাঝে মাঝে যখন পূর্ব্বকথা স্মৃতিপটে উদয় হ'চ্ছে, তখনই ক্রোধে উন্মত্ত হ'য়ে "কাট শালাকে মার শালাকে, শালার ভূঁড়িটা তরমুজের মত ফাঁসিয়ে দে" এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। যুবকের সঙ্গে দুটো কথা কহিবার ইচ্ছা থাকিলেও আমি কহিতে পারি নাই ; কারণ যুবক নিজের খেয়ালের বশে মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। তারপর আজ গঙ্গাপার হইবার সময় নৌকায় তাহাকে দেখিলাম, কিন্তু এখানেও আমার প্রয়াস বিফল হইল ; কারণ আমি তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, আবার সেইরূপ পাগলামি আরম্ভ করিল, নৌকা ডুবিবার উপক্রম হইল, কাজেই আমি নীরব হ'তে বাধ্য হ'লাম। মনে করিলাম, তীরে উঠিয়া হতভাগ্যের আত্মকাহিনী শ্রবণ করিব, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার সে ইচ্ছা ফলবতী হইল না। পাপিষ্ঠ নরপ্রেত মাণিকলালের অমানুষিক ব্যবহারে সে সমস্ত বাঙ্গালীর উপর এম্‌নি হাড়ে চটিয়া গিয়াছে যে, আমাকেও সাহেবের লোক বলিয়া তাহার ভ্রম হইল, কিছুতেই প্রাণের কথা খুলিয়া বলিল না ; শেষে পূর্ব্ব স্মৃতির উদয়ে তাহার অন্তরে প্রতিহিংসানল প্রজ্জ্বলিত হওয়ায় সেই রকম চীৎকার করতে

কর্‌তে ছুটে পলাইল, কাজেই আর তাকে ধরিতে পারিলাম না! এবং এই ঘটনার একটু পরেই বরকন্দাজেরা আমাকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল; যাহা হউক এক্ষণে মহাশয়ের কথা শুনিয়া আমার স্থির বিশ্বাস হইল যে, সেই হতভাগ্য যুবাই বৃদ্ধ রামসদয় বসাকের পৌত্র ও সেই রমণীর স্বামী। কারণ তাহার সকল ক্রোধ একমাত্র ঐ পাপিষ্ঠ মাণিকলাল সরকারের উপর, কেবলমাত্র তাহারই উদ্দেশে সে গালাগালি দেয় ও তাহার ভুঁড়ি ফাঁসাবার জন্য চীৎকার ক'রে থাকে। ফলকথা কোনরূপে তাহার প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি নিবৃত্তি হ'লে, তাহার মস্তিষ্ক শীতল হবার সম্ভাবনা।

ব্রাহ্মণ একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "যাই হোক্, তোমার নিকট এই সংবাদ শুনে অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'লাম। তবে ভাই, এটা ঠিক জেনো যে, এই সংসারে সাধনা কর্‌লেই তাহা সিদ্ধ হ'য়ে থাকে। একদিন নিশ্চয় যুবকের মনরথ সিদ্ধ হবে ও পাপিষ্ঠ মাণিকলাল তাহার কৃতকর্ম্মের উপযুক্ত ফলভোগ কর্‌বে। চঞ্চল চঞ্চলার আলোক বিকাশ ক্ষণেকের তরে, পরে যেমন অন্ধকার দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে,তেম্‌নি পাপীদের ভাগ্যদীপ একবার উজ্জল হ'য়ে তারপর দুর্ভেদ্য অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়। পরিণামে পাপীর নরকযন্ত্রণা কেহই ভোগ রোধ কর্‌তে পারে না। তুমি এই সংসার মধ্যে আমার এই সকল কথার প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হবে। নরপ্রেত সদৃশ মাণিকলালের ভাগ্য জোয়ার দেখিয়াছ, আবার ভাটার টানে কি হয় তাহাও প্রত্যক্ষ করিবে। ভাই! এই সংসার মানবের পক্ষে মহা পরীক্ষার স্থল, উপভোগের স্থান ইহা নহে; তবে যে মূর্খ অপেক্ষা কর্‌তে না পেরে, ইহকালকে সার ভেবে, নিজেকে অমরজ্ঞানে অনিত্য প্রমোদে প্রমত্ত হ'য়ে পড়ে, সেই ভ্রান্ত জীবের অসীম দুর্দ্দশা কেহই রোধ কর্‌তে পারে না। এই বৈষম্যময় জগতে পাপীর উন্নতি ও ধর্ম্মভীরু সাধুদের অবনতি দেখা যায় বটে, কিন্তু শেষে নিশ্চয় ধর্ম্মের জয় হ'য়ে থাকে। ফলকথা, হৃদয়বল প্রভাবে এই মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে না পারিলে মানুষ

কখন মানুষ নামের উপযুক্ত হয় না। আমি দেখ্‌ছি তোমারও পরীক্ষা আরম্ভ হ'য়েছে, এই সময় একটু সাবধানে থাকিলে, অবিচলিত চিত্তে অসীম সহিষ্ণুতাগুণে সব সহ্য করিতে পারিলে, সুখ দুঃখ বিপদ সম্পদ সব মার শ্রীচরণে অর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হ'লে, অনায়াসে এই পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হ'তে সক্ষম হবে। তখন বুঝিবে যে, আপাতমধুর পরিণামবিরস, তুচ্ছ ঐহিক সুখের সহিত বিমল ভগবৎ প্রেমরসে অপ্লুত থাকার কত প্রভেদ; অমৃতের সহিত তুচ্ছ তক্র আস্বাদনের কত অন্তর তাহা বুঝিতে পারিবে।

ব্রাহ্মণের জ্ঞানগর্ভ সুধাসিঞ্চিত কথাগুলি শুনিয়া আমার অন্তরে বিপুল আনন্দের উদয় হইল, তখন হাবুজখানাকে স্বর্গের নন্দনকানন ব'লে বোধ করিলাম। ফলকথা, এরূপ সুখে সময়পাত আমার ভাগ্যে একদিনের জন্যও ঘটে নাই; আজ ভাগ্যবলে এই অনাস্বাদিতপূর্ব্ব বিমল আনন্দলাভ করিলাম। পূর্ব্ব জন্মের বহুপুণ্য ফলে যে সাধু দর্শন ঘটে থাকে, সাধু দর্শনের ফল যে কিছুতেই ব্যর্থ হয় না তাহা সত্য। অগ্নিতে পড়িলে অঙ্গারের মলিনমূর্ত্তি যেমন তিরোহিত হ'য়ে যায়; তেম্‌নি সাধুসহবাস লাভ কর্‌তে পার্‌লে নিতান্ত নীরস অন্তরেও বিমল আনন্দের উদয় হ'য়ে থাকে; ফলকথা আমার ক্ষুদ্র জীবনের এই বিচিত্র ঘটনাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আমার বেশ বোধ হইল যে, কূপে যেমন কমল বিকশিত হয়, তেম্‌নি নিশ্চয় এ অভাগার প্রাণে শান্তি দিবার জন্য, আমার অন্তরের তর্ক-জাল ছিন্ন করিবার অভিপ্রায়ে জগদম্বা তাঁর এই সুপুত্রকে এখানে কৌশলক্রমে পাঠাইয়াছেন, কাজেই বিমল ভক্তিরসে আমার চিত্তভূমি প্লাবিত হইয়া উঠিল, আজ আমার জীবনের এই প্রথমে এ প্রকার অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিলাম।

প্রায় রাত্রি দুইটা অবধি এই মহাপুরুষের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় কাটাইলাম।

ঊষার মধুরমূর্ত্তি দর্শনে অন্ধকারচর যেমন পলায়ন করে, তেম্‌নি ভক্তিরসে প্লাবিত সদর্থযুক্ত কথা শুনিয়া আমার অন্তরের সেই সকল ভয় ভাবনা ও উদ্বেগ তখনি অন্তর্হিত হইল এবং একপ্রকার সাহসে হৃদয় সুদৃঢ় হইয়া উঠিল। শেষে রাত্রি অধিক হইয়াছে বলিয়া, তিনি আমাকে শয়ন করিতে বলিলেন, কাজেই আমি আমার অনিচ্ছা-সত্ত্বেও সেই ঢিপির উপর কম্বল-খানি পাতিয়া শয়ন করিতে বাধ্য হইলাম।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

হাজতে দ্বিতীয় রাত্রিবাস।

এই মহাপুরুষের আজ্ঞায় শয়ন করিলাম বটে, কিন্তু নিদ্রাদেবী সহসা তাঁহার শান্তিময়কোলে আমাকে স্থান দিলেন না। পূর্ব্বে মোহিতবাবুর চিন্তা আমার মনমধ্যে নিতান্ত প্রবল হ'য়েছিল, খাঁ সাহেবের আড্ডায় সেই সকল কথা শুনিয়া একান্ত উৎকণ্ঠিত হ'য়েছিলাম, তারপর হঠাৎ এইরূপ গ্রেপ্তার হ'য়ে যারপর নাই ভীত হইলাম, কিন্তু এক্ষণে সে সকল ভাবনা ও ভয় সম্পূর্ণরূপে আমার অন্তর হ'তে অন্তর্হিত হ'য়ে গেল; আমি একমনে কেবল এই দেবপ্রতিম ব্রাহ্মণের কথা ভাবিতে লাগিলাম। ইনি প্রথমে আমাকে বাপু ব'লে সম্বোধন কর্‌লেন, কিন্তু পরে আমার পরিচয় শুনে, অথচ আমার মা বাপের নাম না জেনে, আমাকে বরাবর ভাই ভাই ব'লে ডাক্‌তে লাগ্‌লেন, এর কারণটা কি? তারপর আমার কথা শুনে ঈষৎ

হাস্যের রেখা তাঁহার অধরদেশে প্রকটিত হ'য়েছিল ও কিয়ৎকাল বিমনা হ'য়ে কি ভেবেছিলেন। আমি তখনি তাহা লক্ষ্য ক'রেছিলাম, তবে কারণ জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় নাই; কিন্তু এখন বেশ বোধ হ'চ্ছে এই ত্রিকালজ্ঞ ব্রাহ্মণ সব জানেন, আমি কে, কার পুত্র, কি সূত্রে কিষণজি বাবুর আশ্রয়ে আছি, তাহা যোগবলে জানিতে পারিয়াছেন, তবে কি জন্য জানি না, আমাকে কোন কথা স্পষ্ট করিয়া বলিলেন না। আমিও সে সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, কিন্তু একবার অবসর বুঝিয়া বিশেষরূপে অনুরোধ করিব। তাহ'লে এই দয়াশীল ব্রাহ্মণ কখনই আমাকে নিরাশ করিবেন না।

আমি মনে মনে এই যুক্তি স্থির করিয়া রাখিয়া এই ব্রাহ্মণ ও সদাশয় লছমীপ্রসাদ বাবুর কথা ভাবিতেছি এমন সময় ঊষার সুশীতল সমীরণ স্পর্শে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

প্রভাতে উঠিয়া দেখিলাম, সেই ব্রাহ্মণ সেইখানেই নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিয়া যোগাসনে বসিয়া আছেন ও তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে যেন একপ্রকার জ্যোতিঃ নিসৃত হ'চ্ছে। আমি সেই সময় এই মহাত্মার মুখের প্রসন্নভাব দেখে স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম যে, ইহার হৃদয়ার্ণবে যে আনন্দের লহরী ক্রীড়া করছে, এই পাপতাপময় সংসারে মানুষের পক্ষে তাহা নিতান্ত দুর্ল্লভ। ফলকথা, ইনি যে এইরূপ স্বর্গীয় আনন্দে সমস্ত রজনী অতিবাহিত ক'রেছেন, একবারও শয্যায় শয়ন করেন নাই, তাহা আমি তাঁহার ভাব গতিক দেখে বুঝিতে পারিলাম।

আমি প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন ক'রে পুনরায় সেই ঢিপির উপর আসিয়া বসিলাম। সদানন্দ ব্রাহ্মণ হাসি হাসি মুখে কহিলেন, "কেমন ভাই! নিদ্রার তো কোন ব্যাঘাত হয় নাই?" আমি উত্তর করিলাম, "আজ্ঞে, কষ্ট ত দূরের কথা, গতরাত্রি আমি যেরূপ মনের সুখে কাটিয়েছি, আমার ক্ষুদ্রজীবনের মধ্যে তেমন মনের সুখে একটী রাত্রিও অতিবাহিত

হয় নাই। কিন্তু আপনি কি একবারও শয়ন করেন নাই, সমস্ত রজনী কি এইরূপ জাগ্রতভাবে কাটিয়েছেন, তাইত, একটু নিদ্রা না গেলে যে দেহ অসুস্থ হবার সম্ভাবনা।

আমার এই কথা শুনিয়া সেই মহাপুরুষ গম্ভীরভাবে কহিলেন, "ভাই হরিদাস! মানুষে না বুঝে ভ্রমবশতঃ সোণা, হীরে, মণি, মুক্তা প্রভৃতি অসার বস্তুকে মূল্যবান্ ব'লে বোধ ক'রে থাকে, কিন্তু এই সংসার মধ্যে মানুষের পক্ষে সময়ের তুল্য মূল্যবান পদার্থ আর নাই। কারণ জগতে অর্থের বিনিময়ে সকল জিনিষ পাওয়া গিয়ে থাকে, কিন্তু সময় একবার হারালে কুবেরের ভাণ্ডার ব্যয় করলেও আর ফিরে পাওয়া যায় না। মানুষ যদি মুহূর্ত্ত মাত্র সময় বৃথা কাজে অপব্যয় না ক'রে, বিষয় নির্ব্বাচন-পূর্ব্বক মনকে নিয়োগ করতে পারে, তাহ'লে তাহার এই ভবে আসা সার্থক হয়, কারণ তার উপর দুরন্ত কৃতান্তের পর্য্যন্ত আর কোন অধিকার থাকে না। ফলকথা, মানবের উন্নতি অবনতির প্রধান কারণ এই সংসারে সময়ের ব্যবহারের দোষে ও গুণে সংঘটিত হ'য়ে থাকে। মানুষে সামান্য দিনের জন্য সীমাবিশিষ্ট সময় নিয়ে এই সংসার রঙ্গভূমে প্রবেশ ক'রে থাকে, বৃথা নিদ্রায় সেই বহুমূল্য সময় অপব্যয় না ক'রে যতটুকুন নিজের ইষ্ট চিন্তা করতে পারি, চঞ্চল মনের চাঞ্চল্য নষ্ট করতে সক্ষম হই, তা ছাড়বো কেন? আমি পূর্ব্বে তোমাকেই ব'লেছি যে, এই সংসারে সকল বস্তুই সাধন-সাপেক্ষ, অভ্যাস ও সাধন প্রভাবে এই মানুষ যাবতীয় অসাধ্য সাধনে সমর্থ হ'য়ে থাকে, সুতরাং আহার নিদ্রা প্রভৃতি নিতান্ত সঙ্কোচসাধনও সেই অভ্যাসের সুধাময় ফল। আমরা অভ্যাসের গুণে তিন দিন পর্য্যন্ত অনাহারে থাকতে পারি, যদি এই তিন দিন মধ্যে জগদম্বা কোন ব্যবস্থা না করেন, তাহ'লে বুঝ্‌বো, কারাগারে অপবিত্র অন্নগ্রহণ করা সে বেটীর অভিপ্রেত, কাজেই তখন অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবো।

আমি। আজ ত আপনার তিন দিন পূর্ণ হবে, এখনও ত মুক্তির কোন সম্ভাবনা নাই, তাহ'লে আপনি কি করবেন?

ব্রাহ্মণ। ভাই, কি যে কর্‌বো, কি যে হবে, তাতো আমার বল্‌বার ক্ষমতা নাই। সূত্রে আবদ্ধ পুত্তলিকা নৃত্যকারীর ইচ্ছামত যেমন নৃত্য করে, রশ্মিসংযুক্ত অশ্ব যেমন চালকের ইঙ্গিতে পরিচালিত হয়, তেমনি যাঁহার অভয় পাদপদ্মে জন্মের মতন আত্মবিক্রয় ক'রেছি, সে বেটী আমাকে দিয়ে যা করাবেন, আমি তাই কর্‌বো, সেই জন্য ভবিষ্যতের দিকে আদৌ লক্ষ্য না ক'রে, যাতে এই বর্ত্তমানটা বৃথা কাজে অপব্যয় না হয়, তার জন্য চেষ্টা ক'রে থাকি।

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময় হঠাৎ সেই কক্ষের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল এবং একখানি কাগজ হাতে ক'রে হাসি হাসি মুখে লছমীপ্রসাদ বাবু প্রবেশ করিলেন। তাহার মুখের প্রফুল্ল ভাব দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি কোন সুসংবাদ আনিয়াছেন।

লছমীপ্রসাদ বাবু একগাল হেসে কহিলেন, "প্রভুদের লীলা বোঝা ভার, বাস্তবিক আপনারা মার ছেলে বটে, মাও আপনাদের জন্য ভেবে থাকেন, সেই জন্য পাষাণের মধ্য দিয়ে স্নিগ্ধসলিলরাশি নিসৃত হ'লো, সাপের মুখ দিয়ে সুধা ঝরিল। তার সাক্ষ্য পারসী হ'তে অনুবাদিত এই হুকুমনামাখানা শুনুন।

"সুবেদার নিজামউলমুল্লুক নবাব মিরজাফর খাঁ বাহাদুরের হুকুম হইল যে, অত্রসহরে মিরপোটার কালীবাড়ীর কাফের মোল্লা বামাচরণ ব্রহ্মচারী নামে যে কাফের এন্‌সাফের লেগে আটক আছে, তেনাকে বিনা এন্‌সাফে ফেলফৌর খালাস দেওয়া হয়। ইতি ১৭ শ্রাবণ, ২১৭৫ হিজরি।

হজরতআলির হুকুমমতে ইব্রাহিম আলি সেখ।

মীর মুন্সী, দাওয়ান খাস

এই হুকুমনামার নিম্নে কাজীসাহেব লিখিয়াছেন।

"হুকুম হইল যে, কাফের বামাচরণ ব্রহ্মচারীকে এখনি হাবুজখানা হ'তে খোলসা দেওয়া হয়। ইতি ১৮ই শ্রাবণ।

মহম্মদ টোকী খাঁ কাজী।

এই হুকুমনামা শুনিয়া ব্রাহ্মণের কিছুমাত্র ভাবান্তর হইল না, আনন্দ বা উদ্বেগের কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইল না, পূর্ব্ববৎ নিশ্চলভাবে বসিয়া রহিলেন; কেবল দুই চক্ষু দিয়ে অবিরলধারে অশ্রুজল গড়াইতে লাগিল, আমরা দুইজনে অবাক্ হ'য়ে তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

অল্পক্ষণ পরে ব্রাহ্মণ চক্ষের জল মুছে কাঁদ কাঁদ স্বরে কহিল, "দেখ ভাই, সে বেটীকে কেউ চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পায় না, কিন্তু কাজেতে সে বেটী নিজেই হাতে-হাতে ধরা দেয়। মন ঠিক থাক্‌লে, বিশ্বাসের খেই না ছাড়লে, মানুষের কোন বিষয়ই অপ্রাপ্য হয় না। তার সাক্ষ্য দেখ ভাই, রোজ যেমন প্রসাদ পাই, তেমন হ'লে তবে খাব, না হয় উপবাসে মরবো ব'লে কোট্ কর্‌লাম, মা আমায় দু'দিন উপবাসে রেখে আর থাক্‌তে পার্‌লেন না। এই অধমের জন্যেও দয়াময়ীর দয়ার নদী উৎলে উঠলো, এ অধমের ক্ষুদ্র প্রাণ রক্ষার জন্যও ব্যস্ত হ'তে হ'লো। ভাই, শারদীয় জ্যোৎস্না যেমন প্রাসাদ ও কুটীরে সমানভাবে পতিত হয়, তেম্‌নি সকল সন্তানের প্রতি মার স্নেহ সমান। তাঁকে যে ডাকে তাকে তিনি কিছুতেই ভুল্‌তে পারেন না। অতএব ভাই, তুমিও এক মনে সেই বিপদবারিণীকে ডাক, তাহ'লে নিশ্চয় তুমিও এই বিপদ হ'তে উদ্ধার হবে।

আমার হরিষে বিষাদ উপস্থিত হ'লো কারণ এই মহাপুরুষের সঙ্গে যদি চিরকাল এইখানে আবদ্ধ থাকি, কুটীল সংসারের সঙ্গে যদি সকল সম্বন্ধ ছিন্ন হ'য়ে যায়, তাহ'লেও আমার মনে বিন্দুমাত্র কষ্টের উদয় হয় না, বরং অপেক্ষাকৃত প্রসন্নচিত্তে সময়ক্ষেপ করিতে পারি, কিন্তু এই মহাত্মার অভাবে একাকী এখানে বাস করা নিতান্ত কষ্টকর হইবে।

সাধু সংসর্গের সুধাময় ফল যে অনিবার্য্য, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, কারণ একদিনের মধ্যে আমার মন যতদূর উন্নত হ'য়েছে, প্রাণে যতদূর শান্তির উদয় হ'য়েছে, অন্যস্থানে শত বৎসর থাকিলেও আমার মলিন অন্তরের এতদূর পরিবর্ত্তন হইত না। কাজেই এই মহাপুরুষের মুক্তির সংবাদে আমি নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলাম। এই জগতে মানুষ মাত্রই স্বার্থপর হ'য়ে থাকে, যথার্থ পরার্থপরতা একমাত্র ঈদৃশ মহাপুরুষদের নিজস্ব সম্পত্তি, সেইজন্য এই শুভ সংবাদে আমি আনন্দিত না হ'য়ে নিতান্ত বিষণ্ণ হ'য়ে প'ড়লাম।

লছমীপ্রসাদবাবু কহিলেন, "ভক্তের বোঝা যে ভগবান বয়, এ কথাটা অভ্রান্ত সত্য, আজ আমি এ কথাটার স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হ'লাম। প্রবল বন্যায় গ্রাম ধ্বংস হ'লেও পলি-প'ড়ে পরিণামে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বর্দ্ধিত হয়, তেমনি মুসলমানদের অধীনে আমার এই চাকরী গ্রহণ, আমার সৌভাগ্যের নিদান ব'লে বোধ করছি। কারণ তা না হ'লে তো ভবদীয় শ্রীচরণ দর্শন ক'রে কৃতার্থ হ'তে পারতাম না। যাই হোক্, আপনি প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হউন, আমি খাতায় আপনার মুক্তির কথা লিখিগে।

লছমীপ্রসাদবাবু এই কথা বলিয়া সেই হইতেকক্ষ প্রস্থান করিলেন। আমি তখন ব্রাহ্মণের দুটী পায়ে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলাম, "দয়াল প্রভো! এ জীবনের মধ্যে আর যে, আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিতে সক্ষম হইব তাহার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং কৃপা ক'রে এই সময় আমার মনের সন্দেহ মিটাইয়া দিন। আমি বেশ বুঝেছি যে, যোগবলে কি অন্য কোন দৈব ক্ষমতার প্রভাবে আমার সম্বন্ধের সমস্ত কথা জানিতে পারিয়াছেন, অতএব দয়া ক'রে আমাকে সে সকল কথা বলুন। আর আপনি আমাকে বাৎসল্যরসে সিঞ্চিত বাপু সম্বোধনের পরিবর্ত্তে আমাকে ভাই বলিয়া ডাকেন কেন তাহাও বলুন?

ব্রাহ্মণ সযত্নে আমাকে তুলিয়া অত্যন্ত স্নেহস্বরে কহিলেন, "ভাই উঠ!

আমি নিশ্চয় বল্‌ছি যে, তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হবে; সেই সময় আমি তোমার মনের সকল সন্দেহ দূর করিব। এখন সে সকল কথা জানিবার কোন আবশ্যক নাই, তাহাতে তোমার বিন্দুমাত্র লাভ হইবে না; বরং অধিকতর উৎকণ্ঠিতভাবে কালযাপন করিতে হইবে, কোন কর্ত্তব্য কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারিবে না। কাজেই এখন যেরূপ অন্ধকারে আছ, সেইরূপভাবে আরও কিছুদিন থাক, তারপর সুসময়ের সমাগমে তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হবে। এখন তোমার বয়ঃক্রম ঊনিশ বৎসর, কিন্তু বাইশ বৎসর বয়সের সময়, তোমার সকল সন্দেহ মিটিবে এবং তুমি নবজীবন লাভ করিয়া এক ভিন্ন জীব হইয়া পড়িবে। আর তোমাকে পাপাত্মা কিষণজি, কি নরাধম মাণিকলালের পাপ অন্ন গ্রহণ করতে হবে না। তুমি এখান হইতে মুক্ত হইয়া মীরঘাটার কালীবাড়ীতে যাবে, সেইখানে আমার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হবে। এই অধমকে সকলে বামাচরণ ব্রহ্মচারী বলিয়া ডাকে, সেইজন্য মীরাঘাটায় গিয়ে ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কালীবাড়ীর কথা যাহাকে বলিবে, সেই তোমাকে দেখিয়ে দিবে; মীরঘাট এখান হইতে এক ক্রোশের অধিক হইবে না। এখান হইতে মুক্ত হ'য়ে, তুমি কোথাও না গিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে, তাহ'লে আর তোমার কোন ভয় ও ভাবনা থাকিবে না, তুমি সম্পূর্ণরূপে নূতন মানুষ হইয়া পড়িবে। তোমার কর্ম্মান্তিকে যেটুকু ভোগ আছে তাহা অগ্রে ভুগিয়া লও, তারপর অগ্নিশোধিত স্বর্ণের ন্যায় দ্বিগুণ প্রভায় প্রভান্বিত হবে। এক্ষণে ভাই, আমাকে বিদায় দাও, মনে ঠিক জেনো যে, অতি অল্পদিনের মধ্যে আমরা পুনরায় মিলিত হইব, এক্ষণে বৃথা ভয় ও ভাবনাকে অন্তর হইতে বলপূর্ব্বক দূর করিয়া দাও এবং যাঁর চরণের নিকট জন্মেরমত তোমার মস্তক বিক্রিত হ'য়ে আছে, তাঁহার পাদপদ্ম মনে মনে চিন্তা কর। যদি কিয়ৎ পরিমাণে মনের চাঞ্চল্যকে দমন করিতে না পার, তাঁরই পবিত্র নাম জপমালা কর, তাহ'লে ক্ষুধা তৃষ্ণাতেও

তোমাকে সহসা কাতর করিতে পারিবে না। সেই নামের এম্‌নি আশ্চর্য্য গুণ যে, মৃত্যুর অধীন স্বার্থের দাস এই মানব একবার তন্ময় হ'তে পার্‌লে সকলপ্রকার অভাবের কবল হ'তে মুক্ত হ'য়ে যায়, তখন তার উপর দুরন্ত কৃতান্তের কোন অধিকার থাকে না। তারপর এ জগতে যার কেউ নাই, নিশ্চয় তিনি সেই অনাথের নাথ হ'য়ে থাকেন। আমার এই কথাটী ভাই রাত্রিদিন স্মরণ রাখ্‌বে, এক দণ্ডেরজন্য ও বিস্মৃত হইও না।

সেই দেবপ্রতিম তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণ এই সকল জ্ঞানগর্ভ কথা বলিয়া আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ধীরপদবিক্ষেপে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। আমি সেই টিপির উপর বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম।

বেলা নয়টার সময় সেই দেবীসিংহ পূর্ব্বদিনের ন্যায় ফুলার তৈল, কাপড়, গামছা আনিয়া দিল, আমি গোসলখানাতে গিয়া স্নান করিলাম। দেবীসিং পঞ্চ ব্যঞ্জন সমেত অন্ন আনিয়া দিল, আমি পরিতোষে আহার করিলাম। অনেক দিনের পর বোক্‌ড়া চালের পরিবর্ত্তে সরু চালের অন্ন ও ঘৃত মসলা সংযুক্ত উপাদেয় তরকারি দ্বারায় উদরদেবকে পূজা করিলাম। ভূঁড়ো কর্ত্তার বাড়ীর সেই একঘেয়ে চাউলে জীবটা একরকম হেজে গিয়েছিল, আজ এই রাজভোগে যেন সেই জীবের পঙ্কোদ্ধার্ হ'য়ে গেল।

আমি লছমীপ্রসাদবাবুর ব্যবহারে নিতান্ত বিস্মিত হইলাম; কারণ আমি তাহার কোন আত্মীয় হওয়া দূরে থাক, স্বজাতী পর্য্যন্ত নহে। তিনি হিন্দুস্থানী, আর সম্ভবতঃ আমি বাঙ্গালী; পূর্ব্ব হ'তে কোন জানা শোনা ছিল না, হঠাৎ অপরাধিরূপে ইহার কাছে আমি আছি, তাহ'লে ইনি আমাকে এরূপ জামাই আদর কর্‌বেন কেন? সকল আসামীর প্রতি ইনি যে এত সদয় ব্যবহার করেন, তাহা কিছুতেই সম্ভব নহে, তবে বোধ হয় এর মধ্যে কোন রহস্য আছে।

লছমীপ্রসাদবাবু নিজের কাজে ব্যস্ত থাকেন, কাজেই আমার সঙ্গে তাহার আর সাক্ষাৎ হয় না। আমি একাকী আমার চিন্তাসহচরীকে লইয়া সেই ঘরে রহিলাম।

ক্রমে দিনমণি পশ্চিমগগনে আশ্রয় লইলেন। তাঁহার সেই সর্ব্বজন-ভীতিকর রুদ্রমূর্ত্তি এখন রম্যরূপে পরিণত হ'য়েছে। প্রকৃতি সতী ভাবুকজন মনলোভা অপূর্ব্ব সজ্জায় সজ্জিত হ'য়ে সন্ধ্যাসখীর জন্য অপেক্ষা ক'চ্ছে। কুসুমকুল হাস্যমুখে রসিক পবনের সহিত মাথা নেড়ে নেড়ে মনের কথা বলাবলি ক'চ্ছে। গগনগবাক্ষ খুলে দুই একটী তারা উকী মেরে এই রঙ্গ দেখ্‌ছে, শীতল সমীর ধীরে ধীরে প্রবাহিত হ'য়ে যেন অমৃত বর্ষণ ক'চ্ছে, পক্ষীগণ বিভুগুণ গান কর্‌তে কর্‌তে স্ব স্ব শাবকের জন্য নীড় উদ্দেশে যাত্রা ক'চ্ছে। পতির অবর্ত্তমানে পাছে পরপুরুষের মুখ দেখ্‌তে হয়, এই ভয়ে লজ্জাশীলা পদ্মিনী সতী ঘোমটায় চাঁদমুখখানি ঢেকে ফেলেছে ও বেহায়া কুমুদিনী লজ্জাহীনা নারীর ন্যায় ঘোম্‌টা খুলে হো হো ক'রে হাস্‌ছে।

দিবা ও সন্ধ্যার সন্ধি সময় প্রদোষ ব'লে অভিহিত হ'য়ে থাকে। এই সময় স্বভাবসুন্দরী তাপদগ্ধ জীবের ন্যায় নিজের শোভার ভাবান্তর খুলিয়া দেন; কিন্তু এই মধুর সময় যে কতদূর মনোরম, কিরূপ প্রীতিপ্রদ ও মন প্রাণ স্নিগ্ধকারী, তাহা বৎসরের মধ্যে এই কাল ভিন্ন অন্য সময় অনুভূত হয় না; কারণ শীতকালে এই মধুর প্রদোষের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাকে না। তবে জীবের সুখ সৌভাগ্যের ন্যায় স্বভাবখানির এই সর্ব্বজন-প্রীতিকর মধুর-মূর্ত্তি অধিকক্ষণ স্থায়ী থাকে না। তবে সারল্যের প্রতিরূপ পলকে চক্ষে জল ও মুখে হাসি যেমন নিতান্ত মনোরম হয়, তেম্‌নি এই সময় এক গগনে চন্দ্র ও সূর্য্যের উদয় একান্ত নয়নরঞ্জন হ'য়ে থাকে; কিন্তু স্বভাবের অকাট্য নিয়মবশে সকল বস্তুই পরিবর্ত্তনশীল, কিছুই চিরস্থায়ী হয় না, কাজেই দেখিতে দেখিতে প্রকৃতি সতীর এই

এই মন-প্রাণ বিমোহনকারী মধুর-মূর্ত্তি তিরোহিত হইল ও দুষ্ট অন্ধকার এসে ধরাতলকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল।

সন্ধ্যার পর একজন ভৃত্য আসিয়া আলো জ্বালিয়া দিল ও কহিল, "একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এসেছে।"

এই সংবাদে আমি অপার বিস্ময়হ্রদে নিমগ্ন হইলাম। এই হাবুজ-খানায় কে যে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এসেছে, তাহা অনুমানে কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না; কিন্তু অধিকক্ষণ আমাকে উৎকণ্ঠিত অবস্থায় থাকিতে হইল না, কারণ অল্পক্ষণের মধ্যে দেবীপ্রসাদ আসিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

পাপিষ্ঠ দেবীপ্রসাদ আমার নয়নপথের পথিক হইলে ক্রোধ ও ঘৃণার যুগপৎ আক্রমণে আমার অন্তর সমাক্রান্ত হইল; কারণ এ বেটাই যে, আমার এই দুর্দ্দশার প্রধান নায়ক, তাহা আমি অনেকটা অনুমানে বুঝিতে পারিয়াছিলাম; কিন্তু এ বেটা কি অভিপ্রায়ে আবার আমার নিকট এসেছে, তাহা জানিবার জন্য আমার মনের প্রকৃত ভাবকে গোপন করিলাম, বাহ্যিক কোনপ্রকার ক্রোধ প্রকাশ করিলাম না।

নরাধম দেবীপ্রসাদ আমার পার্শ্বে আসিয়া বসিল ও তাহার স্বভাবসিদ্ধ কর্কশ স্বরকে সাধ্যমত মোলাম ক'রে কহিল, "তাই তো ভাই, তুমি তো আচ্ছা ফ্যাসাদে প'ড়ে গেছো। আহা! ছেলেমানুষ, এই হাবুজখানায় না জানি কত কষ্ট পাচ্ছ। যাই হোক্, আমাদের কাণে কথাটা পৌঁছেচে, এখন তোমাকে বাঁচাবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিব, টাকাকে টাকা জ্ঞান করিব না। তুমি যাই কেন ভাব না, আমরা তোমাকে পর ভাবি না; সেইজন্য তোমার বিপদের কথা শুনেই আর থাকিতে পরিলাম না, হাতের সব কাজ ফেলে রেখে ছুটে এলাম, নেহাৎ পর ভাবিলে প্রাণের একটু টান না থাকিলে, এতদুর কষ্ট ক'রে আসিবার কি গরজ ছিল?" আমি পাপিষ্ঠকে উত্তমরূপে চিনিয়াছি, কাজেই এই ডাইনের মায়াতে মুগ্ধ

হইলাম না ; কেবল এ বেটার মতলবখানা ও এখানে আসিবার প্রকৃত উদ্দেশ্য জানিবার জন্য নেহাৎ ন্যাকা সেজে কহিলাম, "আচ্ছা বক্সীমশায়, আমি যে এই বিপদে প'ড়েছি, তা আপনি কি করিয়া জানিতে পারিলেন ?" আমার এই কথা শুনিয়া পাপিষ্ঠ এক গাল হেসে কহিল, "আরে, এ কথা কখন কি চাপা থাকে, একেবারে সহরময় গোল হ'য়ে প'ড়েছে।" আমি এই ফাঁকা কথায় নিরস্ত না হ'য়ে পুনরায় কহিলাম, "তবু আপনি কি ক'রে বুঝিলেন যে, আমাকে গ্রেপ্তার ক'রেছে ? প্রায় দুই মাস অতীত হইল, আপনি তো আমার কোন সংবাদ রাখেন নাই, তাহ'লে আজ আমার এই বিপদের কথা কিরূপে জানিতে পারিলেন ?"

পাপাত্মা ঘোর মিথ্যাবাদী পিশাচের অবতার দেবীপ্রসাদ অল্পক্ষণ কি ভেবে উত্তর করিল, "আমি দুপুর বেলায় বাজারে এসেই শুনিলাম যে, গঙ্গা হ'তে যে মুসলমানের লাস পাওয়া গিয়াছে ও যাকে রহিমমোল্লা বলিয়া সকলে সনাক্ত ক'রেছে, সেই মুসলমানকে যে খুন ক'রেছে, সেই আসামী গ্রেপ্তার হ'য়েছে। কথাটা শুনেই আমার প্রাণে কেমন একটা খট্‌কা লাগিল, আমি তখনি কোতয়ালিতে গিয়ে দারোগাকে দুটাকা নজর দিয়ে জানিতে পারিলাম, হরিদাস নামে এক ছোকরাকে খুনে বলিয়া গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

আমি। আচ্ছা, আমি যে সেই রোহিমমোল্লাকে খুন করিয়াছি বা আমার নাম হরিদাস তাহা কোতয়ালিতে কে বলিয়া দিল, তারপর কে আমাকে নিসিন্দি করিয়া দিল ?

দেবী। কোতয়ালির গোয়েন্দারা ঠিক সন্ধান ক'রেছিল, বিশেষ তুমি যে সাঁইজির সঙ্গে সে রাত্রে গিয়াছিলে, তা অনেকে দেখেছিল। তারাই এই মামলার গাওয়া হ'য়েছে, এখন কিছু টাকা খাইয়ে তাদের ভাঙ্গাতে হবে।

পাপিষ্ঠ দেবীপ্রসাদ যে আগাগোড়া মিথ্যা কথা কহিবে, তাহা বুঝিতে আমার বাকী রহিল না। তবে কি জন্যে, কি মতলবে এখানে এসেছে, তাহা জানিবার অভিপ্রায়ে আর অধিক জেরা না ক'রে কহিলাম, "তাহ'লে বক্সীমশায় এখন আমার উপায় কি হবে?" আমার এই কথা শুনিয়া, পাপাত্মা অনেকটা প্রসন্নভাবে মুরুব্বিয়ানা ধরণে কহিল, তুমি যদি আমার কথামত চল, আমি যা বলি তা শুন, তাহ'লে এখন বাঁচাতে পারি; টাকা খরচ করিলে এই রাজ্যে হয়কে নয় করিতে পারা যায়।

আমি। আমার তো একটী পয়সাও নাই, আমি টাকা কোথায় পাব?

দেবী। আরে তুমি তো নেহাৎ ছেলেমানুষ, তোমার টাকা নাই র'ইলো, তাতে আর ক্ষতি কি? এতদিন যে তোমাকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ ক'রেছে, সে কি আর তোমাকে এই বিপদের সময় দু-পাঁচহাজার টাকা খরচ ক'রে বাঁচাতে পারিবে না? তুমি তার বাড়ী ছাড়িয়াছ বলিয়া, তোমার ন্যায় তাঁর কি দয়া মায়া নাই?

আমি নেহাৎ ন্যাকা সেজে কহিলাম, "তাহ'লে কিষণজিবাবুও কি এই কথা জানেন?

দেবী। জানেন বইকি, আমি এই খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁকে বলেছিলাম।

আমি। এ কথা শুনে তিনি কি বল্‌লেন?

দেবী। বলিবেন আর কি, অনেক দুঃখ করিতে লাগিলেন। উকীলের বাড়ী গিয়ে তোমায় বাঁচাবার মতলব ক'রে আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আহা, ছেলেরমত যাকে ভালবাসিতেন, তার বিপদের কথা শুনে কখন কি স্থির থাকিতে পারেন, যাই হোক্ একটা মায়া আছে ত।

পাপাত্মার এই সকল মনভোলান কপটতামূলক অসার কথা শুনিবার ইচ্ছা আদৌ ছিল না, কাজেই আমি তাহার কথায় বাধা দিয়া কহিলাম, "কিষণজিবাবু কি ব'লেছেন সেই কথা আমাকে বলুন।"

দেবী। আরে, আমি সেই কথাই তো বল্‌ছি। তবে সব কথা খুলে না বলিলে, তুমি বুঝিতে পারিবে কেন? তুমি না বুঝে, পরের কুমতলব শুনে তার বাড়ী ছেড়েছ বটে, কিন্তু তোমার উপর তার ভালবাসার টান যায় নাই; তিনি তোমাকে বাঁচাবার জন্য জলের মত টাকা খরচ করিতে স্বীকৃত আছেন। এখন তুমি যদি আমাদের মতলবে চল, উকীলেরা যে কথা বলিতে বলিয়াছে, যদি কাজীসাহেবের কাছে সেই কথা বল, তাহ'লে নিশ্চয় এ মামলা ফেঁসে যাবে।

সাপের মুখ দিয়ে যেমন বিষ ছাড়া সুধা ক্ষরণ হয় না, তেম্‌নি নরপ্রেত সদৃশ এই সকল পাপাত্মাদের মতলব কখনই কু-ছাড়া যে সু-হ'তে পারে না, তাহা বুঝিতে আমার বাকী ছিল না। তবে পাপাত্মাদের দৌড়খানা বুঝিবার জন্য, মনের প্রকৃত ভাবকে চাপা দিয়া কহিলাম, "বক্সীমশায়! আমার তো কোন সহায় সম্পত্তি নাই, এই সংসারের মধ্যে তোমরাই আমার একমাত্র আত্মীয় ও আপনার জন; এখন যাহাতে এই বিপদ হইতে আমি রক্ষা পাই, তার উপায় করুন। তারপর আপনি তো জানেন কে খুন ক'রেছে? আমার তো তাহাতে কোন দোষ নাই, আমি কেবল কর্ত্তার কথামত সাইজির সঙ্গে গিয়াছিলাম মাত্র; কিন্তু সাইজিকে না ধরিয়া আমায় ধরিল কেন, আমার বিশেষ অপরাধ কি?"

পাপাত্মা দেবীপ্রসাদ আমার এই কথা শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, আমি তার মুখের দিকে চেয়ে রহিলাম। অল্পক্ষণ পরে হাসির বেগ থামিলে, পাপিষ্ঠ নিজের বাহাদুরি দেখাইবার জন্য কহিল, "কসুর করিলে যদি সাজা হইত, তাহ'লে এই গুজরত খোদ আজ গোঁফে তেল দিয়ে বাবুরমত বাইরে বেড়াতে পার্‌তো না, কোনকালে জেলখানায় গিয়ে ঘানী

কিন্তো। বাজারে বেশী পয়সা খরচ কর্‌লে যেমন ভাল জিনিষ পাওয়া যায়, তেম্‌নি টাকা ছড়ালে এখানে ভালরকম বিচার কিনিতে পাওয়া যায়। তোমার হ'য়ে কেবল তোমাকে বাঁচাবার জন্য যখন একজন ভদ্রলোক টাকা খরচ করিতে সম্মত আছে, তখন তোমার আর ভয় কি? ভাল ভাল উকীল খাড়া ক'রে দিলে, তারা তিন কথায় মামলা ফাঁসিয়ে দেবে। সাইজি বেটা ফেরার হ'য়েছে, সেই জন্য তাকে ধরিতে পারে নাই; এখন আর বাজে কথার কোন দরকার নাই, তোমার মরণ বাঁচন এখন তোমার উপর নির্ভর ক'চ্ছে। তুমি মনে করিলে, আমাদের পরামর্শ মত চলিলে, বেকসুর খালাস হ'তে পার; এখানে টাকা খরচ করিলে সব পাওয়া যায়; যোগাড়ের গুণে, অর্থের জোরে হয়কে নয় করা কিছুতেই অসম্ভব নহে। সুতরাং আমাদের মতলবমত চলিলে যাহা শিখিয়ে দিব, কাজীসাহেবের কাছে তাহা বলিলে তুমি নিশ্চয় বেঁচে যাবে।

আমি শান্ত শিষ্ট বালকের ন্যায় খুব বিনীতভাবে কহিলাম, "আপনারা যখন আমার একমাত্র মুরুব্বি, তখন আপনাদের কথা শুন্‌বো না তো কার কথা শুন্‌বো। আপনি এই বিপদের কথা শুনে যখন এত কষ্ট ক'রে এতদুর এসেছেন, তখন আমার উপর মহাশয়ের যে বিশেষ কৃপা আছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

এইবার আমার কথা শুনিয়া দেবীপ্রসাদ একেবারে গলে গেল। আমাকে নেহাৎ একোবেকো বলিয়া মনে স্থির করিল, কাজেই বিপুল আনন্দে অধীর হ'য়ে গোঁফে তা দিতে দিতে মুরুব্বিয়ানা ধরণে কহিল, "তোমার জন্য একজন ভাল উকীল খাড়া ক'রে দিব। কাজীসাহেবকে ভেট পাঠাব, কাজেই মামলা ফেঁসে যাবে, তোমার কোন ভয় নাই; কিন্তু কাজীসাহেবের কাছে কোনরকম ছেলেমানুষি করো না; যা বল্‌তে হয়, তা তোমার হ'য়ে সেই উকীল বল্‌বে, তোমাকে কোন

কথা বল্‌তে হবে না, কেবল সেলাম ঠুকে পাথরের মুরদের মত দাঁড়িয়ে থাক্‌বে।

আমি তখন বালক, কাজেই দেশের কোন আইনের ধার-ধারি না। এই সংসার-চিড়িয়াখানায় উকীল নামধেয় লোকেরা যে কি প্রকার জীব তাহাও জানি না; কখন তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিবার অবসর ঘটে নাই, সুতরাং দেবীপ্রসাদের কথায় আমার প্রাণে একটা খট্‌কা লাগিল। কারণ আমি অপরাধি, আমার মুখের কথা না শুনিয়া উকীলের কথা প্রমাণে কিরূপ বিচার করিবেন এবং সেটা কিরূপ অদ্ভুত বিচার-প্রণালী তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। কেন, না উকীল ত নিজ হ'তে কোন কথা বলিবেন না, আমার মনের ভাব, প্রাণের কথা হাকিমের কাছে বুঝাইয়া বলিবে, তাহ'লে বিচারপতি প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না কেন,—ইহাতে কি তাঁহার ন্যায় বিচারের পথ সঙ্কুচিত হবে না? ভাল, দেবীপ্রসাদকে এই কথা জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি ও বেটা কি উত্তর দেয়।

আমি এই কথা মনে মনে স্থির ক'রে দেবীপ্রসাদকে কহিলাম, "আচ্ছা বক্সীমশায়! আমার যখন বিচার হবে, তখন হাকিম আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বেন না কেন? আর উকীল আমার প্রাণের কথা তো হাকিমকে বুঝিয়ে দিবে, সুতরাং আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রে, সব কথা জেনে লইলে ত বিচারপতির বিচারের সুবিধা হইতে পারে?"

দেবীপ্রসাদ নিতান্ত বিরক্তভাবে উত্তর করিল, "আরে না তা হয় না; কি কথায় কি দাঁড়াবে, তা কি তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে? শেষে একটা বেফাঁস কথা ব'লে সব মাটি ক'রে দেবে। উকীলের আইন বোধ আছে, তারা আইন বাঁচাইয়া কথা কইতে জানে, সেই জন্য মুটো মুটো টাকা দিয়ে তাদের নিযুক্ত করা। তাহারা

মুখের জোরে হয়কে নয় করিতে পারে, তাদের অদ্ভুত ক্ষমতার তুলনা হয় না।

দেবীপ্রসাদ বীর-দর্পের সহিত উকীল মহাশয়দের গুণ বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু সে সব কথার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না, মনে কেমন একটা বিষম খট্‌কা উপস্থিত হইল। আমি পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম যে, বিদ্বান আইনজ্ঞ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ওকালতি ক'রে থাকেন, কিন্তু দেবীপ্রসাদ যেরূপ ধরণের কথা কইলেন, যে সকল গুণের উল্লেখ করিলেন, তাতে বেশ বোধ হইল যে, তাদের তুল্য নরাধম আর কেহ আছে কি না সন্দেহ। কারণ উচ্চাঙ্গের লেখাপড়া শিখে শেষে যখন স্রোতের ন্যায় অনর্গল মিথ্যাকথা বল্‌তে হ'লো, মিথ্যাকে সত্য ও সত্যকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করা পেশার মধ্যে দাঁড়াইল; মিথ্যাকথা, প্রতারণা, জুয়াচ্চুরি অঙ্গের ভূষণ হ'য়ে পড়িল, তখন প্রাণপাত ক'রে, বহু অর্থ ব্যয়ে সে শিক্ষালাভের আর কি গৌরব রহিল? যে শিক্ষায় মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না, হৃদয় উন্নত ও অন্তর মালিন্যপরিশূন্য হয় না, সতত বিমলাত্ম-প্রসাদলাভের লালসা জন্মায় না, কেবল অন্তরে কতকটা গর্ব্বের উদয় হয়, সে প্রকার অপশিক্ষা কখনই প্রকৃত শিক্ষাপদবাচ্য হ'তে পারে না। বরং বিদেশী বিধর্ম্মীর নিকট হ'তে প্রাপ্ত এ প্রকার গর্ব্বমূলক, অন্তসারশূন্য কিঞ্চিৎ অর্থকরী অপশিক্ষার প্রাবল্য নিবন্ধন সমাজের মূল শিথিল ও মানুষ ঘোর স্বার্থপর আত্মসুখপ্রিয় অর্থপিশাচ ও কপট হ'য়ে প'ড়েছে।

আমি মনে মনে এই সব কথা ভাবিতেছি, এমন সময় দেবীপ্রসাদ আমাকে কহিল, "কেমন হে, আমার কথা বুঝ্‌তে পেরেছ ত? দেখো যেন বেফাঁস কোন কথা বলিয়া নিজের পায়ে নিজে কুঠার আঘাত করিও না। উকীল মাথা ঘামিয়ে যে মতলব ঠিক ক'রেছ ও তোমাকে যে কথা বল্‌তে বল্‌বে, তুমি তা ছাড়া আর কোন কথা বলিও না। আহা,

ছেলেমানুষ, পাছে কোন বিপদে পড় এই জন্য দয়া ক'রে আমরা এতটা কচ্ছি, টাকাকে টাকা ব'লে জ্ঞান ক'চ্ছি না, তুমি এ ধর্ম্ম রেখো!"

আমার একবার মনে হ'ল যে, পাপাত্মাকে দশকথা শুনাইয়া দিই। আমি যে নেহাৎ বোকা নই, তাহাকে চিনিয়াছি, তার মতলব জানিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিয়া বলি; কিন্তু আবার ভাবিলাম, তাহ'লে পাপাত্মা ক্রোধভরে এ স্থান হ'তে প্রস্থান করবে, আর কোন প্রাণের কথা মনের মতলব ভাঙ্গিবে না। কাজেই এ বেটার কতদূর দৌড় তাহা আগে দেখিয়া লই, তারপর আমার মনে যাহা আছে তাহাই করিব।

আমি এই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া তখনকারমত আমার মনের প্রকৃত ভাবকে গোপন করিয়া রাখিলাম। এই পাপিষ্ঠের প্রাণের মতলব জানিবার জন্য, দৌড়খানা বুঝিবার অভিপ্রায়ে, কোন রকম কড়া কথা না বলিয়া, শিষ্টবালকের ন্যায় খুব মোলামভাবে কহিলাম, "আমার উপর মহাশয়ের যে এতদূর দয়া আছে, তা আগে জানিতাম না। আমি না বুঝিয়া একটা কুকাজ ক'রেছি ব'লে কিষণজি বাবু যেন রাগ না করেন, আমাকে এ যাত্রা যেন মাপ করেন, আপনি আমার হ'য়ে বাবুকে দুকথা বল্‌বেন।"

পাপিষ্ঠ দেবীপ্রসাদ পেঁচার ন্যায় গম্ভীর ভাবে মুরুব্বিয়ানাধরণে কহিল, "সে জন্য তোমার কোন ভয় নাই, বাপ মা কি কখন ছেলের দোষ ধরে। আমি তোমার হ'য়ে বাবুকে ভাল ক'রে দশকথা বল্‌বো; আর তিনিও তোমাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসেন, সেইজন্য তোমার বিপদের কথা শুনে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন, তা ছাড়া তোমাকে বাঁচাবার জন্য একশত টাকা খরচ ক'রে একজন ভাল উকীল খাড়া ক'রে দিবেন। সে তিন কথার মামলা ফাঁসিয়ে দেবে, না হয় দু-দশ টাকা জরিমানা হবে। টাকার জন্য তোমার কাজ আট্‌কাবে না, তবে তুমি নেমকহারামি ক'রো না। উকীল তোমাকে যেমন তালিম

দেবেন, তুমি ঠিক সেই পথে চলিবে, নিজে ছেলেমানুষি ক'রে কোন কথা বলিও না।"

আমি এক "যে আজ্ঞে" বলিয়া তাহার সকল কথার উত্তর দিলাম। পাপিষ্ঠ আর কোন কথা না বলিয়া অনেকটা প্রসন্ন চিত্তে বিদায় হইল, আমি সেইখানে বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। এমন সময় দেবীসিং একখানি থালায় ক'রে লুচি তরকারি ও মিষ্টান্ন আনিয়া দিল। আমি পরিতোষপূর্ব্বক উদরদেবকে পূজা করিয়া সেই টিপির উপর শয়ন করিলাম। একদল মশা আমার মনোরঞ্জনের জন্য শ্রুতিমধুর গান আরম্ভ করিল ও কতকগুলি উপবাসী ছারপোকা আমার সেবায় প্রবৃত্ত হইল। আমি আঃ উঃ প্রভৃতি আনন্দধ্বনি ক'রে গায়ক ও পরিচায়ক দলকে বাহবা দিতে লাগিলাম; এইরূপে হাবুজাখানায় আমার দ্বিতীয় রাত্রি অতিবাহিত হইল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

আমার বিচার।

ঘোর কপট নরপ্রেত বিশেষ পাপাত্মা দেবীপ্রসাদকে আমি চিনিয়াছি। সে বেটা যে কিরূপ প্রকৃতির লোক, তাহাও আমার জানিতে বাকী নাই, সুতরাং সে বেটা যে আমার উপকারের জন্য আসে নাই; তাহার মনমধ্যে যে অন্য একটা মতলব আছে, তাতে আর আমার কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। আমি পাপাত্মাদের দৌড়খানা দেখিবার জন্য, প্রাণের মতলবটা বুঝিবার

অভিপ্রায়ে, বেঁটাকে চটাইলাম না। আমি খোকারমত তাহার সকল কথায় সায় দিয়া গেলাম; আমার এপ্রকার ব্যবহারে ও কথায় পাপাত্মা যে নিতান্ত পরিতুষ্ট হ'য়েছে ও আমার মনের প্রকৃতভাব যে বুঝিতে পারে নাই, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এখন দেখা যাক্, কি উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হ'য়ে আজ এ বেটা এখানে এসেছে, আমার প্রতি তাহার সহসা এতদূর কৃপা প্র কাশের প্রকৃত কারণ কি?"

প্রাতঃকালে লছমীপ্রসাদবাবু আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কল্য তোমার সঙ্গে কোন .বাবু সাক্ষাৎ কর্‌তে এসেছিল? আমি ঈষৎ হাস্যে কহিলাম, "ঐ বেটার নাম দেবীপ্রসাদ, কিষণজিবাবুর ডাইনের দোহার, আজ আমার ভাল কর্‌বার জন্য এখানে দয়া ক'রে এসেছিলেন। আমি ইতঃপূর্ব্বে আমার সম্বন্ধের সকল কথা লছমীপ্রসাদ-বাবুকে খুলে ব'লেছিলাম, কাজেই দেবীপ্রসাদের্ গুণ তাহার অপরিজ্ঞাত ছিল না। লছমীপ্রসাদবাবু ঈষৎ হাস্যে কহিলেন, "এখন সব কথা বুঝা গেল, এই বেটারা নিজেদের নিরাপদের আশয়ে তোমাকে এই খুনদায়ে ফেলেছে। যাই হোক্, তোমার হিতৈষী বন্ধুটি তোমাকে কি ব'লে গেল?"

আমি। নিশ্চয় পাপাত্মারা কোন একটা মতলব হাসিল করিবার জন্য এখানে এসেছিল, আমার কাছে ডাইনের ন্যায় মায়া জানিয়ে গেল। আমার হাতে একেবারে আকাশের চাঁদ আনিয়া দিল। আমাকে বাঁচাবার জন্য টাকা খরচ ক'রে একজন ভাল উকীল নিযুক্ত কর্‌বে ব'লে আশা দিয়ে গেল। তবে বেটাদের কতদূর দৌড় তা দেখ্‌বার জন্য আমি সব কথায় সায় দিয়ে গেলাম, বেটাকে চটাইলাম না, বা কোন কথায় অধিক জেরা করিলাম না। পাপিষ্ঠ আমাকে নিতান্ত নির্ব্বোধ মনে ক'রে আগাগোড়া অনর্গল মিথ্যা কথায় আমাকে স্তোক দিল। কিন্তু পাপাত্মার কথায় আমার বিশ্বাস হইল না; কারণ ওবেটা যে কিরূপ দরের

লোক, কিরূপভাবে জীবন যাপন করে, তাহা আমি বিশেষরূপে জানিয়াছি। আমার ভালর কথা যে কেবল ছলনা মাত্র, অন্তর মধ্যে অন্য কোন কুমতলব লুকান আছে, তাহা আমি অনুসন্ধানে স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছি। তবে পাপিষ্ঠের একটা কথার মর্ম্ম ঠিক বুঝিতে পারি নাই, সেইজন্য মনে বিষম সন্দেহ ও ভয়ানক খট্‌কা জন্মেছে।

লছমী। কি কথায় তোমার মনে সন্দেহ হ'য়েছে?

আমি। দেবীপ্রসাদ বেটা বলিল যে, তোমার জন্য একজন উকীল খাড়া ক'রে দিব, সে তিন কথায় তোমার মামলা ফাঁসিয়ে দেবে। যা বলিতে হয় আইন মোতাবক সেই বলিলে, তোমাকে কোন কথা বলিতে হইবে না। এ কথার মানে কি? আর আমার মুখে প্রকৃত ব্যাপার না শুনে, উকীল নিজের মনগড়া কথা কি ক'রে বিচারপতির কাছে বলিবে? উকীল হ'লেই কি কোন দৈব ক্ষমতা জন্মায়, সেই ক্ষমতার প্রভাবে তারা কি অপরাধিদের মনের কথা জানিতে পারে?

আমার কথা শুনে লছমীপ্রসাদবাবু হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লে, আমি অবাক্ হ'য়ে তার মুখের দিকে চেয়ে র'ইলাম, অল্পক্ষণ পরে হাসির বেগকে রোধ ক'রে লছমীপ্রসাদবাবু গম্ভীরভাবে কহিলেন, "ভাই, ম্লেচ্ছদের রাজত্বকালে বিচারের নামে যে কি প্রকার অদ্ভুত প্রহসনের অভিনয় হয়, তা তুমি এখন জান না, সেইজন্য তোমার অন্তরে এ প্রকার সন্দেহের উদয় হ'য়েছে। দেশের শান্তি রক্ষার জন্য বিধর্ম্মী কর্ত্তারা গোলকধাঁধা বিশেষ এ প্রকার জটিল আইন প্রণয়ন ক'রেছেন, যে সরলচিত সাধারণ প্রজারা তাহার মর্ম্ম কিছুতেই বুঝ্‌তে পারে না, সেইজন্য বিচারের সুবিধার আশয়ে, উকীল নামে এক প্রকার নূতন জীবের সৃষ্টি হ'য়েছে। পূর্ব্বে এ জিনিষ আমাদের দেশে ছিল না, ম্লেচ্ছদের অধিকারকালে নূতন আমদানি হ'য়েছে। যেমন দেবতাদের বাহন থাকে, তেম্‌নি মুহুরি ও মোক্তার নামে ইহাদের দুটী বাহন আছে। ফৌজদারি জেলের মধ্যে

কি যমরাজার রৌরব নরকে এই বাহনদের ন্যায় নীচকর্ম্মা লোক আছে কি না সন্দেহ। কারণ যাহাকে কখন জীবনের মধ্যে দেখে নাই, কিছু পয়সা হাতে দিলেই সেই সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তিকে শপথ ক'রে সুপরিচিত বল্‌তে কুণ্ঠিত হয় না, আবার পয়সা না পেলে নিজের জন্মদাতাকেও চিন্‌তে পারে না। মিথ্যাকথা প্রবঞ্চনা জাল জুচ্চরি তাদের অঙ্গের ভূষণ ও সরল বিশ্বাসী লোকদের ঠকান ও মানুষের গলায় ছুরি বসান তাহাদের একমাত্র পেশার মধ্যে পরিগণিত হ'য়ে থাকে। তবে এদের মনিব ধনে মানে শ্রেষ্ঠ, বিদ্যায় সুপণ্ডিত আইনে অভিজ্ঞ উকীল মহাশয়েরা বাহনদের ন্যায় ছিট্‌কে চুরি পছন্দ করেন না, ছুচো মেরে হাত গন্ধ কর্‌তে ভালবাসেন না। শীকার পেলে ময়ালসাপের মতন একেবারে গিলে ফেলেন, এমন কি পরিপাক শক্তির তেজে কাঁটাটি পর্য্যন্ত অবশিষ্ট থাকে না, সমস্তটা বেমালুম হজম হ'য়ে যায়। এই অর্থ পিশাচদের কবলে পতিত হ'য়ে কত সুখের সংসার যে শ্মশানে পরিণত হ'য়েছে, কত ভদ্রপরিবার যে একেবারে পথের ভিখারী হ'য়ে প'ড়েছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ইহারা প্রথমে একে-বারে আকাশের চাঁদ হাতে দেয়, ভুলেও সত্যকথা বলে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত একফোঁটা রস থাকে, ততক্ষণ অবধি জোঁকের ন্যায় চুষিতে আরম্ভ করে; তারপর সম্পূর্ণরূপে ছোবড়া হ'লে, তবে ছেড়ে দেয়। কিন্তু বকের দলে সারস পক্ষীর ন্যায় ইহাদের মধ্যেও ধর্ম্মভীরু সদাশয় ভদ্রলোক দু-একটী আছেন, পরের উপকার সাধন, বিপন্নের বিপদোদ্ধার তাঁদের পুণ্যময় জীবনের প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত, তবে তাঁহারা সংখ্যায় অতি অল্প বলে গণনার মধ্যে আসে না।

লছমীপ্রসাদবাবুর নিকট উকীল নামধেয় জীবের গুণের কথা শুনে আমি নিতান্ত বিস্মিত হ'লাম। যারা মনুষ্য হ'য়ে ধর্ম্মের ধার ধারে না, তুচ্ছ অর্থের জন্য মনুষ্যত্বকে বলি দেয়, মিথ্যাকথা ছলনা কি কাপট্য ব্যবহারকে পাপ ব'লে স্বীকার করে না, যে কোন উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন

করা যাদের জীবনের একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য, তারা যদি ভদ্রলোক হয়, তাহ'লে আর অভদ্র কে? মনের দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন মানবের সহসা কোন প্রকারে পদস্খলন হ'লে, অনুতাপের দ্বারায় সে পাতক কথঞ্চিৎ লাঘব হ'তে পারে, কিন্তু তুচ্ছ স্বার্থের জন্য জেনে শুনে সজ্ঞানে কোন পাপে লিপ্ত হ'লে, কিছুতেই সেই জ্ঞানকৃত মহাপাতকের মোচন হয় না। অনন্তকাল নরকভোগ ভিন্ন সেই সকল মহাপাপীদের আর কোন গত্যন্তর নাই।

আমি মনে মনে এই সকল কথা তোলাপাড়া কর্‌ছি, এমন সময় লছমীপ্রসাদবাবু হাসি হাসি মুখে কহিলেন, "আর তোমার ভাবনা কি? তোমার দয়ারসাগর মুরুব্বিরা যে উকীল খাড়া ক'রে দেবে, সেই তিন কথায় তোমাকে খালাস ক'রে আন্‌বে।"

আমি। আচ্ছা তাই যেন হ'লো, কিন্তু হাকিমের কাছে, আমাকে কোন কথা বল্‌তে বারণ কর্‌লে কেন?

লছমী। তুমি ছেলেমানুষ, তার উপর সরলচিত্ত, সংসারের চাতুরী এখনও শিক্ষা কর নাই, সেইজন্য পাপাত্মের মতলব বুঝ্‌তে পার নাই। এই পাপাত্মারা নিজেদের মনের মতন একজন উকীলকে তোমার স্বাপক্ষে নিযুক্ত কর্‌বে, সে বেটা তোমার উপকারের দিকে লক্ষ্য না ক'রে, ঐ বেটাদের নিরাপদের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কর্‌বে। ঐ পাপাত্মারা আগাগোড়া মিথ্যাকথায় এই মাম্‌লা যেরূপভাবে সাজিয়েছে, উকীল বেটা তাই বজায় রেখে কথা কইবে, কাজেই তাদের কাহার উপর কোন আঁচ লাগ্‌বে না। পাছে তুমি সত্য কথা কহিলে, তাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়, হাকিমের মনে খট্‌কা জন্মায়, সেইজন্য তোমাকে কোন কথা কহিতে নিষেধ করিল। নিশ্চয় কোন গাছতলার বব্‌বুলে উকীল এই মামলায় নিযুক্ত হ'য়েছে, কারণ জলে তেলে যেমন মিশ খায় না, তেম্‌নি বদ্‌মাইস ভিন্ন কোন ভদ্রলোকের সহিত কখনই এদের মিলন হ'তে পারে না।

লছমীপ্রসাদবাবুর প্রমুখ্যাৎ এই সকল কথা শুনে আমি উত্তর করিলাম,

"তা হোক্, আমি কিন্তু সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলিব না, অকপটে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিব, তাহাতে আমার ভাগ্যে যা থাকে তাই হবে।"

আমার কথা শুনে সদাশয় লছনীপ্রসাদ হাসি হাসি মুখে কহিলেন, "ভাই! ম্লেচ্ছদের ধর্ম্মাধিকরণে সত্যের সম্মান নাই, এখানে অর্থ ও যোগাড়ের গুণে নিতান্ত অসম্ভব ব্যাপারও সম্ভবে পরিণত হ'য়ে থাকে। সুতরাং সত্য কথা বলিলেই যে তুমি এই বিপদ হ'তে মুক্ত হবে বা বিচারপতি তোমার কথা বিশ্বাস করবেন, ইহা আমার বিশ্বাস হয় না। যাই হোক্, তুমি কিছুতেই হতাশ হইও না, সেই দেবপ্রতিম ব্রাহ্মণের কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে,মনে বিশ্বাস রাখ্‌বে যে ভক্তের বোঝা ভগবান বহন ক'রে থাকেন। মানুষ পোড় না খেলে অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে না, বোধ হয় সেইজন্য আজ তুমি এরূপ দশায় পতিত হ'য়েছ, অপরাধ না ক'রেও অপরাধির স্থান অধিকার ক'রেছো। সংসারে নানা ভোলধারী কপট লোকের সঙ্গে মিশে ম্লেচ্ছদের আইনের মাহাত্ম্য ও বিচার প্রণালী দেখে নিশ্চয় এই অল্প বয়সেই তুমি বহুদর্শীত্ব লাভ করবে। কাজেই সংসারী জীবের উপর একপ্রকার বিজাতীয় ঘৃণার উদ্রেক হবে, তাদের সঙ্গে কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখিতেও আর তোমার স্পৃহা হবে না। পাছে সংসারের বাহ্য চাক্‌চিক্য দেখে বালসুলভচাপল্যনিবন্ধন তাহাতে আকৃষ্ট হও, কি কোনপ্রকার মায়ার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হ'য়ে পড়, সেইজন্য মাখাল-ফল-বিশেষ সংসারের অভ্যন্তর ভাগটা সেই কৌশলময় কৌশলে তোমাকে দেখাইলেন। তুমি নিশ্চয় একজন ভাগ্যবান পুরুষ, তোমার অদৃষ্ট ভিন্ন উপকরণে গঠিত, সেইজন্য তোমার উপর তাঁর লক্ষ্য প'ড়েছে। বোধ হয় অল্পদিনের মধ্যে তোমার ছেলেখেলা শেষ হ'য়ে যাবে, তাই এই অল্পবয়সেই তোমাকে তুফানে ফেলেছেন। এখন এই মহাত্মার কথামত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসের খেই ধ'রে থাক, তাহ'লে সকল তরঙ্গ কাটিয়ে পরপারে পাড়ি জমাতে পার্‌বে।

লছমীপ্রসাদ বাবু এই কথা ব'লে প্রস্থান কর্‌লেন, আমি একাকী সেইখানে ব'সে আকাশ পাতাল ভাব্‌তে লাগ্‌লাম।

এইরূপে পাঁচদিন সেই হাবুবখানার মধ্যে অতিবাহিত হইল, তবে লছমীপ্রসাদবাবুর কৃপায় আমার কোন বিষয়ের বিন্দুমাত্র কষ্ট হইল না; একমাত্র এক স্থানে আটক থাকা ভিন্ন আমি যে অপরাধি তাহা বুঝিবার কোন উপায় ছিল না। কেন না প্রত্যহ ফুলাল তৈল মাখিয়া স্নান করিতাম, আহারাদিরও বিশেষ পরিপাট্য ছিল; হাবুজখানার সিপাহীরা খানসামার ন্যায় হুকুমে চলিত, সুতরাং ষষ্ঠীবাটার নিমন্ত্রণে সমাগত নূতন জামাইবাবুর ন্যায় প্রচুর আদর অপ্যায়নে আমার এই কটা দিন বেশ কাটিয়া গেল।

ক্ষুৎপিপাসায় কাতর কোন ব্যক্তিকে উত্তম পর্য্যঙ্কে দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় শয়ন করালে যেমন তাহার সুনিদ্রা হয় না, তেম্‌নি এতো আদর যত্নে, আহারের ঈদৃশ পারিপাট্যে আমার প্রাণে শান্তি কি মনে বিন্দুমাত্র সুখ ছিল না। কেমন একপ্রকার অব্যক্ত ত্রাস ও উৎকণ্ঠায় অন্তরাকাশ রাত্র দিন সমাচ্ছন্ন থাকিত। বিশেষ এই সদাশয় লছমীপ্রসাদ-বাবু সম্বন্ধে একটা খট্‌কা আমার অন্তরে উদয় হ'য়েছিল। কারণ আমার প্রতি ঈদৃশ সদয় দেখে, একদিন অবসর বুঝে তাঁহার পারিবারিক সম্বন্ধের সকল কথা খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম। তাহাতে তিনি আমাকে ব'লেছিলেন, ভাই হরিদাস! তোমার নিকট মিথ্যা কথা কহিলে নিশ্চয় জগদম্বার কোপে পতিত হ'তে হবে, অথচ সরল সত্য কথা বলিবার উপযুক্ত সময় এক্ষণে আসে নাই; সুতরাং এক্ষণে তোমার মনের কৌতুহলকে তৃপ্ত কর্‌তে পার্‌লাম না। তজ্জন্য আমি তোমার নিকট সানুনয়ে ক্ষমা ভিক্ষা ক'চ্ছি। তবে এখন এইমাত্র বল্‌ছি যে, আমি কোন উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হ'য়ে এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে আত্মগোপন ক'রে ছদ্মবেশে ভ্রমণ কর্‌ছি। যেদিন আমার সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, আমার জীবনের মহাব্রতটির উদ্‌যাপন

হবে, সেই দিন এই ছদ্মবেশ ত্যাগ ক'রে জগতে আমার প্রকৃত মূর্ত্তি প্রকাশ কর্‌বো। তুমি ভাই নিশ্চয় যেন তোমার সঙ্গে আমার আবার সাক্ষাৎ হবে, তবে সম্ভবতঃ সে সময় উভয়েরই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘট্‌বে। এরূপ বেশে আমাকে আর দেখ্‌তে পাবে না।

এই সকল কথা শুনে আমি অপার বিস্ময়-কূপে নিমগ্ন হইলাম। কারণ আমার বিশ্বাস ছিল যে, সংসারে ঘোর অপকর্ম্মা বদ্‌মাইসরা নিজেদের নিরাপদের জন্য, কি লোক ঠকাবার অভিপ্রায়ে সংসারে ছদ্মবেশ ধারণ ক'রে থাকে, পিতা মাতা প্রদত্ত প্রকৃত নাম গোপন ক'রে জনসমাজে ভিন্ন নামে পরিচিত হয়, কিন্তু লছমীপ্রসাদবাবুর ন্যায় ধর্ম্মভীরু সদাশয় ব্যক্তি কিজন্য এ প্রকার নীচপথের পথিক হ'লেন? নিশ্চয় ইহার মধ্যে কোন গূঢ় রহস্য আছে, তা না হ'লে ইহার ন্যায় মহৎ ব্যক্তি যে রাজদণ্ডের ভয়ে আত্মগোপন ক'রে লোকের চক্ষে ধূলি প্রদান কর্‌বেন, তাহা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। কারণ এই কয়েকদিনে লছমীপ্রসাদ বাবুর অন্তরের যে প্রকার পরিচয় পেয়েছি, তাতে ইনি যে কোনরূপ গুরুতর অপরাধ ক'রে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান কর্‌বেন ইহাও সহসা বিশ্বাস হয় না, ইনি ত আমাকে স্পষ্ট বল্‌লেন যে, কখন যদি আমার জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন হয়, তাহ'লে জনসমাজে আমার প্রকৃত মূর্ত্তি প্রকাশ কর্‌বো। ইহাতে ত স্পষ্ট প্রতীত হ'চ্ছে যে, ইনি কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হ'য়ে এই ছদ্মবেশ ধারণ ক'রেছেন।

লছমীপ্রসাদবাবু সম্বন্ধে এই সকল কথা আমার মনে তোলাপাড়া হ'তে লাগ্‌লো, ভদ্রতার অনুরোধে তাঁকে বিশেষ পেড়াপেড়ি কর্‌তেও সাহস হ'লো না, কাজেই তখনকার মতন আমাকে নিরস্ত হ'তে হ'লো।

ষষ্ঠ দিন প্রাতঃকালে লছমীপ্রসাদবাবু আমাকে কহিলেন, "অদ্য তোমার বিচারের দিন স্থির হ'য়েছে, কাজেই বেলা এগারটার পর তোমাকে কাজীসাহেবের এজলাসে হাজির হ'তে হবে। আজই তুমি

মুসলমান শাসনকর্ত্তাদের প্রবর্ত্তিত আইনের মাহাত্ম্য বুঝ্‌বে ও অদ্ভুত বিচার প্রণালী প্রত্যক্ষ কর্‌বে ; তবে কিছুতেই ভীত হইও না, মনে ঠিক্ যেন যে, এই সংসারে যার কিছুমাত্র সহায়সম্পত্তি নাই, তাঁর উপর যার চিরনির্ভর থাকে,সেই অগতির গতি শ্রীপতি স্বীয় শান্তিময়-কোলে সেই তাপিত জনকে আশ্রয় দিয়ে থাকেন। সেইজন্য ভক্তেরা আদর ক'রে তাঁকে ভক্তবৎসল ব'লে ডাকে। যাই হোক্ তুমি প্রস্তুত হ'য়ে থাক, আদালত হ'তে সিপাহী আসিলে তাহাদের সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে।

লছমীপ্রসাদবাবু এই কথা ব'লে প্রস্থান করিলেন। যদিও এক্ষণে আমার আহারাদির কোনপ্রকার কষ্ট হয় নাই, কিন্তু তথাপি এরূপ অলসভাবে সময়ক্ষেপ করা আমার পক্ষে নিতান্তই কষ্টকর হ'য়েছিল, কাজেই এই সংবাদে আমি মনে মনে আনন্দিত হইলাম। রাত্রদিন উৎকণ্ঠিতভাবে দুর্ভাবনার সেবা করা অপেক্ষা, ভালমন্দ যা হোক্ একটা মীমাংসা হওয়া আমার নিতান্ত অভিপ্রেত হ'য়ে উঠেছিল। বিশেষ কাজীসাহেবের বিচারপ্রণালী দেখ্‌বার ইচ্ছা আমার মন মধ্যে নিতান্ত প্রবল হ'য়েছিল, দেখি না তিনি কিরূপ প্রমাণ বলে আমাকে খুনে ব'লে স্থির করেন।

বেলা নয়টার পর দেবীসিং আহারের যোগাড় ক'রে দিল, আমি পরিতোষে উদরদেবকে পূজা করিলাম, মনে হইল এরূপ রাজভোগ আবার যে কবে জুটিবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। আগাগোড়া সব সত্য কথা কহিলে, পাছে কিষণজি বাবুর কোন বিপদ ঘটে, পাপাত্মাদের বিদ্যা প্রকাশ হ'য়ে পড়ে, এই ভয়ে দেবীপ্রসাদ বেটা এখানে এসে বৃথা স্তোকবাক্যে আমার মুখ বন্ধ করিয়া গেল, খরচ ক'রে উকীল নিযুক্ত কর্‌বে ব'লে লোভ দেখাইল, ফল কথা কেবলমাত্র নিজেদের নিরাপদের আশয়ে কিষণজি বাবুর সঙ্গে পরামর্শ এঁটে ওবেটা যে এসেছিল, তাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু মোহিতবাবুও কি এই ষড়যন্ত্রের ভিতর আছেন?

তিনিও কি আমাকে বিপদে ফেল্‌বার জন্য পাপাত্মাদের সঙ্গে মিলিত হ'য়েছেন? কিষণজি কি দেবীপ্রসাদ তাঁহার কিরূপ দরের সুহৃদ, তাহা আমি তাঁহাকে উত্তমরূপে বুঝিয়ে দিয়েছি, এত শীঘ্র তিনি কি আমার সেই সব কথা বিস্মৃত হ'য়ে পুনরায় পাপাত্মাদের ছলনাজালে আবদ্ধ হবেন? হ'লেও হ'তে পাঁরে, কেন না অর্থপিশাচ পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বার জন্য বড় মানুষের ঘরে আস্তো মা ভগবতীসদৃশ যে সকল পুত্ররত্ন জন্মায়, তারা প্রায় বিদ্যার কুকি,সভ্যতায় সাঁওতাল ও বুদ্ধিতে হাবা তাঁতির পিতামহ হ'য়ে থাকেন, সুতরাং নিরেট মুর্খ, নিতান্ত নির্ব্বোধ মোহিতবাবু যে পাপাত্মাদের মোহিনী মন্ত্রে মুগ্ধ হ'য়ে আমাকে বিপদে ফেল্‌বার জন্য যে এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে, তাহার আর বিচিত্র কি? আমার বেশ বোধ হ'চ্ছে যে মূর্খ মোহিতবাবু ইহাদের কবলে পুনরায় পতিত হ'য়েছে এবং বানর যেমন বেদেদের ইঙ্গিতক্রমে তালে তালে নাচে, তেম্‌নি এদের কথায় ঘুর্‌ছে ফির্‌ছে। যাই হোক্ আবার যদি দেবীপ্রসাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তাহ'লে মোহিতবাবুর কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বো, দেখিনা বেটা কি উত্তর দেয়। পাপাত্মা দেবীপ্রসাদ যে আমাকে সত্য কথা বল্‌বে, তাহা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। তবে আমি কোন কথা গোপন কর্‌বো না, কি একটী কথাও মিথ্যা বল্‌বো না, অকপটে প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ কর্‌বো, দেখিনা বিচারপতি আমার কথা শুনিয়া কিরূপ বিচার করেন।

আমি মনে মনে এই স্থির ক'রে প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে রইলাম। বেলা প্রায় সাড়ে দশটার পর লছমীপ্রসাদবাবু আমাকে তাহার সেরেস্তার ঘরে ডাকাইয়া পাঠাইলেন, আমি তথায় গিয়া দেখিলাম যে, দুইজন সিপাহী আমার জন্য অপেক্ষা কর্‌ছে।

লছমীপ্রসাদবাবু একখানি পত্র লিখিয়া তাহাদের হাতে দিলেন ও ছল ছল নেত্রে আমাকে কহিলেন, "ভাই! ইহাদের সঙ্গে তোমাকে আদালতে যেতে হবে। তুমি যখন সম্পূর্ণ নিরপরাধ, তখন তোমার

বিন্দুমাত্র ভীত হবার কারণ না থাকিলেও এখানে যখন সত্যের সম্মান নাই, তখন তুমি চাইকি আইনের মাহাত্ম্যে, অর্থের প্রভাবে, যোগাড়ের গুণে দণ্ডিত হ'লেও হ'তে পার, কিন্তু তাতে পরিণামে তোমার উপকার ভিন্ন অপকার হবে না। লোকে রঙ্গ দেখ্‌বার জন্য যেমন রঙ্গভূমে প্রবেশ ক'রে থাকে, তেম্‌নি তুমিও এই সংসার মধ্যে এসেছো, তবে অতি অল্প-দিনের মধ্যে তোমার দেখা শুনা শেষ হবে, এক্ষণে অবিচলিত চিত্তে মন প্রাণ সেই মদনমোহনের পাদপদ্মে রেখে প্রশান্ত মনে এ রঙ্গ দেখ, মনে ঠিক জেনো যে, মহীলতা মৃত্তিকা মধ্যে বাস ক'রেও যেমন মৃত্তিকা স্পর্শ করে না, তেম্‌নি তুমিও সংসার মধ্যে অবস্থান ক'রে সংসারের কলুষ-কলাপে অভিভূ্ত হবে না। মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় পুনরায় দ্বিগুণপ্রভায় প্রভান্বিত হবে, এক্ষণে মনে মনে দুর্গানাম স্মরণ ক'রে কাজীসাহেবের আদালতে গমন কর, সুসময় সমাগত হ'লে পুনরায় আমরা আবার মিলিত হবো।

লছমীপ্রসাদবাবু বিরত হ'লে, আমি সেপাহীদের সঙ্গে হাবুজখানা হ'তে বহির্গত হ'লাম ও তাহাদের সঙ্গে আদালত উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

তদানিন্তন কেল্লার মধ্যে স্বতন্ত্র একটী বাটীতে কাজীসাহেবের ফৌজদারি আদালত ছিল। প্রহরীরা আমাকে বৃহৎ ফটকযুক্ত, ইস্‌লামি-কেতনে শোভিত সেই বাড়ীটার মধ্যে নিয়ে গেল এবং সিড়ির ঠিক নীচের একটা ছোট কুটুরির ভিতর প্রবেশ করাইয়া বাহির হ'তে চাবি বন্ধ করিয়া দিল ও দরজার কাছে একটা ত্রিভঙ্গ ভাঙ্গা টুলে অতি সাবধানের সহিত সন্তর্পণে বসিয়া রহিল।

সেই ঘরের মধ্যে একখানি ছোট তক্তপোষ ছিল, আমি সেইখানির উপর বসিলাম ও এক মনে আমার ভাগ্যের কথা ভাবিতে লাগিলাম। প্রায় আধ ঘণ্টাটাক্ পরে দেবীপ্রসাদ আসিয়া দেখা দিল। কিন্তু এখন তাহার সম্পূর্ণরূপ ভোল ফিরিয়াছে, আমি কখন এপ্রকার আমিরালি পোষাকে পাপাত্মা দেবীপ্রসাদকে দেখি নাই, কাজেই তাহার ধরণধারণ ও পোষাক

পরিচ্ছদের কায়দা দেখে নিতান্ত বিস্মিত হ'লাম, মনে মনে বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, পাপাত্মা কোন মতলব হাসিল কর্‌বার জন্য এ প্রকার বেশ পরিবর্ত্তন ক'রে এসেছে।

আমি দেখিলাম যে, দেবীপ্রসাদ পুরোদস্তুর পশ্চিমা মুসলমান সেজেছে, চাপকানের বোতামগুলিও মুসলমানি কায়দার, এমন কি হাতের তেলোতে মেদিপাতার রং ও আঙ্গুলে ঝুটো পাথর বসান গোটাকয়েক রূপার আংটী পর্য্যন্ত পরিতে ভুল করে নাই।

এখন মালকোচা মারা ধুতির স্থানে খুব চোস্ত রেশমী পাজামা অধিকার ক'রেছে, শ্রীঅঙ্গে একটী ফুলকাটা সাটীনের চাপকানের উপর কালাবার্ত্তুর কাজকরা কাল রঙ্গের মখমলের ফতুয়া শোভা পাচ্ছে, মাথায় উত্তম মসলিনের লাট্টুদার পাগ্‌ড়ি, পায়ে একজোড়া মুখ উচু জরির লপেটা জুতো সুবৃহৎ নাগরা বেচারীকে বেদখল ক'রে শ্রীপদ যুগলে বসবাস কর্‌ছে। ফল কথা পাপাত্মা দেবীপ্রসাদ একেবারে পুরোদস্তুর বেমালুম মুসলমান সেজেছে, কাজল পরা খোকার ন্যায় দুই চক্ষে সুর্ম্মা প'রেছে, কাণে তুলাশুদ্ধ এক ফায়া আতর ও গালে এক গাল ছাচি পান র'য়েছে, এবং ছাগলে যেমন পাতা খায় সেইরূপ ভাবে সেই পানগুলি চিবুচ্ছে। আমি তার এই মুসলমানী কায়দা ও ভাবভঙ্গি দেখে একটু না হেসে থাক্‌তে পার্‌লাম না।

পাপাত্মা দেবীপ্রসাদ এইরূপে ভোল ফিরিয়ে সেই দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো এবং প্রহরীর হাতে একটী সিকি দিল, অমনি সেই প্রহরী-কুল-তিলক লম্বাগোচের একটী সেলাম ক'রে, তখনি চাবি খুলিয়া দিল, কাজেই দেবীপ্রসাদ হাসি হাসি মুখে আমার কাছে আসিয়া বসিল।

এই অবস্থা বিপর্য্যয়ে আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম যে, মুসলমানদের পবিত্র আদালত গৃহের টিক্‌টিকিটা পর্য্যন্ত হাঁ করিয়া আছে, পয়সা খরচ

ভিন্ন এখানে কোন উপায় নাই, কাজেই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যে দেবীপ্রসাদের কিঞ্চিৎ ব্যয় হইবে তাহার বিচিত্র কি ?

দেবীপ্রসাদ আমার পাশে সেই তক্তপোষের উপর ব'সে একটু মৃদুস্বরে কহিল, "সব ঠিক ক'রেছি, কিষণজি বাবুর প্রায় ২০০৲ শত টাকা খরচ হ'য়ে গেছে, মাম্‌লার খাসা তদ্বির হ'য়েছে, তোমায় কোন কথা বল্‌তে হবে না, তুমি উকীলের উপর সব নির্ভর ক'রো, তিনি আইন মোতাবেক সওয়াল জবার ক'রে মাম্‌লাটা ফাঁসিয়ে দেবেন। আমরা তোমার জন্য মাতব্বর গাওয়া খাড়া ক'রেছি, তারা হুবহু সব কথা বল্‌বে, তুমি কেবল কোন কথার জবাব দিও না, উকীল জেরা ক'রে তাদের দমিয়ে দেবে। তুমি তো জান সাক্ষী না হ'লে মাম্‌লা হয় না, কেন না আদালত প্রমাণের বাধ্য, কাজেই আগে পাকা পাকা গাওয়া যোগাড় করা খুব দরকার। তাই তোমাকে বাঁচাবার জন্য আমি নিজে হলফ ক'রে গাওয়া দিব, আর যাতে মাম্‌লা ফেঁসে যায়, আগাগোড়া সেই রকম ভাবের কথা বল্‌বো। এমন উকীলের বেটা উকীল নেই যে, আমাকে টলাতে পারে, আমি তিন কথায় মাম্‌লা ফাঁসিয়ে দোব ; তবে আমি মোবারিক আলি হ'য়ে গাওয়া দোব, কারণ তা না হ'লে তেমন জোর দাঁড়াবে না, তোমার ভালর জন্য আমরা মাম্‌লা যেরূপ ভাবে তদ্বির কর্‌বো, তাতে তুমি কোন কথা কো'ও না। কেন না তদ্বির কর্‌তে পার্‌লে নেহাৎ পচা মাম্‌লাও জেতা যায়, আবার তদ্বির অভাবে সাচ্চা মকদ্দমাও হার হ'য়ে থাকে। আমরা যখন টাকা খরচ ক'রে ভাল উকীল লাগিয়ে নিজে সাক্ষ্য দিয়ে, তোমার মাম্‌লার তদ্বির কর্‌ছি, তোমার খালাসের যোগাড়ে আছি, তখন তোমার মতন ছেলেমানুষের এতে কি কথা কওয়া উচিত ?

আমি পাপাত্মার এই সকল কথা শুনে অবাক্ হ'য়ে গেলাম, কি যে বলি তাহা হঠাৎ স্থির কর্‌তে পার্‌লাম না। ইতঃপূর্ব্বে লছমীপ্রসাদবাবু যে পরোয়ানা পাঠ ক'রেছিলেন, তাতে তিনটে সাক্ষীর মধ্যে মোবারিক-

আলি নামে একজন সাক্ষী ছিল, এখন দেখ্‌ছি পাপিষ্ঠ দেবীপ্রসাদই মোবারিকআলি সেজে সাক্ষ্য দেবে, সেইজন্য বেটা পুরো দস্তুর মুসলমান সেজেছে। ওঃ এ জগতে এ বেটাদের পক্ষে কোন অকার্য্য নাই, যে কাজে শয়তানের প্রাণ কাঁদে, পিশাচের সাহসে কুলায় না, স্বার্থের স্বম্ভাবনা থাক্‌লে সেইরূপ কাজ মানবরূপ এই সকল প্রেতেরা অনায়াসে সম্পন্ন কর্‌তে পারে।

ফল কথা, আমার মনে বিন্দুমাত্র ত্রাসের সঞ্চার হইল না, কেমন একপ্রকার অব্যক্ত সাহসে হৃদয় সুদৃঢ় হইয়া উঠিল। এখন কেবল প্রহসনের ন্যায় হাস্যোদ্দীপক এই অদ্ভুত বিচারপ্রণালী দেখ্‌বার একটা কৌতুহল আমার অন্তর মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিল। আমি বুঝিয়া দেখিলাম, এখন আমার প্রাণের কথা প্রকাশ কর্‌লে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। কাজেই পূর্ব্বের ন্যায় ন্যাকা সাজিয়া রহিলাম, পাপাত্মা দেবীপ্রসাদকে স্পষ্ট কোন কথা কহিলাম না, তবে মোহিতবাবুর কথাটা জানিবার সাধ হৃদয় মধ্যে নিতান্ত প্রবল হ'য়ে উঠেছিল, সেইজন্য শিষ্ট বালকের ন্যায় অতি মোলামভাবে কহিলাম, "আপনারা আমার মঙ্গলের জন্য যখন এতদূর পরিশ্রম কর্‌ছেন, তখন আমি কখন আপনাদের অবাধ্য হ'য়ে চল্‌বো না। আপনারা যা বল্‌বেন, আমি তাই কর্‌বো, কিন্তু একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছি, আপনি অনুগ্রহ ক'রে সত্যকথা বল্‌বেন কি ?

আমার এই কথা শুনে দেবীপ্রসাদ বুঝ্‌তে পার্‌ল যে, ঔষধ ধরিয়াছে, কাজেই বিপুল আনন্দে অধীর হ'য়ে, বিরাট গোঁফজোড়াটিতে তা দিতে দিতে একটু গম্ভীরভাবে মুরুব্বিয়ানা ধরণে কহিল, "কি জিজ্ঞাসা কর্‌বে কর, সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলা আমার আদৌ অভ্যাস নাই।" আমি অতি কষ্টে হাসির বেগকে দমন ক'রে কহিলাম, "আচ্ছা মোহিতবাবুর কোন সংবাদ আপনি জানেন কি ?" দেবীপ্রসাদ ফিক্ ক'রে একটু হেসে

কহিল, "খুব জানি, খাসা জানি, আমি আর মোহিতবাবুর খবর জানি না, তাকে যে হাতে ক'রে মানুষ ক'রে দিলাম।

আমি। তাহ'লে তিনি এখন কোথায়?

দেবী। গুল্‌জার বাড়ীওয়ালির বাড়ীতে হরদম মজা মার্‌ছে, এতদিনের পর তার পড়্‌তা একেবারে খুলে গেছে, কাজেই সে এখন সাতরাজার ধন এক মাণিক বনে গেছে।

আমি পাপাত্মার কথার মর্ম্ম বুঝ্‌তে না পেরে কহিলাম, "কিসে তার পড়্‌তা খুলে গেল?

দেবী। এতদিন তার ইয়ারকিরূপ-স্রোতের মুখে যে জগদল পাথরখানি ছিল, সেখানি এতদিনের পর স'রে গেছে, কাজেই বাছাধন এখন পুরো তেজে স্ফূর্ত্তির ফোঁয়ারা ছোটাচ্ছে।

আমি বল্লুম আপনি স্পষ্ট ক'রে বলুন যে, মোহিতবাবুর কিসে পড়্‌তা খুলে গেল?

দেবী। এ আর বুঝ্‌তে পার্‌লে না, আজ তিন দিন হ'লো তার কৃপণ বাপ বেটা শিঙে ফুকেছে, কাজেই সে এখন ১০।১২ লক্ষ টাকার মালিক, তাই এখন কাচা গলায় দিয়ে হরদম মজা ওড়াচ্ছে।

আমি এই কথা শুনে নিতান্ত বিস্মিতভাবে কহিলাম, "কি ক'রে কর্ত্তার মৃত্যু হ'লো? এরমধ্যে কর্ত্তার এমন কি ব্যায়রাম হ'য়েছিল?

দেবী। ব্যারাম হয় নাই, এক বেটা তাকে খুন ক'রেছে।

আমি নিতান্ত ব্যগ্রভাবে কহিলাম, "কি বল্‌ছেন, ভূঁড়োকর্ত্তাকে খুন ক'রেছে, কে কিরূপ সুবিধায় তাকে খুন কর্‌লে, আসামী কি ধরা প'ড়েছে?

দেবী। না শালা বেমালুম ছুরি মেরে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে প'ড়ে পালিয়েছে, কেউ তাকে ধর্‌তে পারে নাই। তবে লোকে কানাকানি

কর্‌ছে যে, ও বেটা যে তাঁতিদের সর্ব্বনাশ ক'রেছে, বোধ হয় তাদের বংশের কেউ একাজ ক'রেছে।

প্রকৃতপক্ষে কর্ত্তাকে যে কে খুন ক'রেছে, তা বুঝ্‌তে আমার অধিক বিলম্ব হ'লো না, কিন্তু এত শীঘ্র যে পাপাত্মার পাপের ফল ফল্‌বে, সেই হতভাগ্য উন্মাদ যুবক যে নিজের বিষম প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর্‌তে সক্ষম হবে, তাহা আশা করি নাই। কাজেই এই সংবাদে আমি নিতান্ত বিস্মিত হ'লাম, তবে প্রকৃত ব্যাপারখানা জানিবার জন্য পুনরায় জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "কর্ত্তা সাহেবদের একজন বড় আম্‌লা, বাহিরে যেতে আস্‌তে হ'তে তাঁর সঙ্গে সাহেবের লোকজন থাকে, তাহ'লে তাঁকে কি ক'রে খুন কর্‌লে?

দেবী। ঠিক সন্ধান রেখেছিল, তাই ঝাঁ ক'রে কাজ গুছিয়ে ফেল্‌তে পার্‌লে; চেষ্টা কর্‌লে কি না হয়, মানুষ আর কদিন সাবধান হ'য়ে থাক্‌তে পারে?

আমি। তবু সে কি সুবিধায় খুন কর্‌লে, আপনারা তা শুনেছেন ত?

দেবী। হাঁ শুনেছি বৈকি, লোকটা বেশ কায়দায় কাজ হাঁসিল ক'রেছে। বুড়ো বেটা পাল্কী চ'ড়ে আফিসে যাওয়া আসা কর্‌তো, পাল্কীর সঙ্গে প্রায় দু-একজন সরকারি আরদারি থাকৃত, এক দিন সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় কর্ত্তা বেটা পাল্কীতে শুয়ে আসিতেছিল, সঙ্গে কোন লোকজন ছিল না, এই সুবিধা পেয়ে সে বেটাও বাঘের মতন এক লাফে বেটার ভূড়িতে ছুরি বসিয়ে দেয় ও গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে প'ড়ে পালিয়ে যায়, কাজেই কেউ খুনেকে ধর্‌তে পারে নাই। বেটা মনের রাগে একেবারে নির্ঘাত ছুরি বসিয়েছিল, কেন না তারি পরদিন কর্ত্তা মরে যায়, সাহেবরা অনেক চেষ্টা ক'রেছিল, কিন্তু কিছুতেই বাঁচাতে পার্‌ল না।

আমি। আচ্ছা মোহিতবাবু সে সময় বাড়ী ছিল?

পাপাত্মা দেবীপ্রসাদ একবার আমার মুখের দিকে কট্‌মট্‌ ক'রে চেয়ে উত্তর করিল, "তা আমি ঠিক জানি না। আমাকে রাতদিন নিজের

ধান্দায় ঘুর্‌তে হয়, কাজেই পরের তত খবর রাখ্‌বার আমার তেমন ফুরসুৎ নাই। যাই হোক্‌ মোহিতবাবু এখন একখানা উচুদরের জিনিস হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এখন যে তাকে ছুঁতে পার্‌বে, সেই লাল হ'য়ে যাবে। এখান হ'তে তোমাকে খালাস ক'রে মোহিতবাবুর সঙ্গে তোমার দেখা করিয়ে দিব, তুমি ভরপুর মজা মার্‌তে পার্‌বে। এখন আমি যা ব'লে গেলাম ঠিক সেই রকম কাজ কর, তোমার সব দিকে সুবিধা হবে। আর আমি দেরী কর্‌তে পাচ্ছি না, কাজীসাহেব এলেই পহেলা কাছারিতে তোমার ডাক হবে। আমি এখন চল্‌লাম, আমার কথাগুলো স্মরণ রেখ।

এই কথা ব'লে পাপাত্মা দেবীপ্রসাদ ওরফে মোবারক আলি সে স্থান হ'তে প্রস্থান করিল। আমি একাকী সেইখানে বসিয়া পাপাত্মা অর্থ-পিশাচ মাণিকলালের পরিণামটা ভাব্‌তে লাগ্‌লাম। এই সংসারে সাধনা কর্‌লেই যে সিদ্ধিলাভ হ'য়ে থাকে একথা কিছুতেই মিথ্যা নহে। সেইজন্য নিঃসহায় সেই উন্মাদ যুবক মাণিকলালের ন্যায় ধনে মানে শ্রেষ্ঠ একজন প্রতাপশালী লোককে অনায়াসে খুন কর্‌তে সক্ষম হ'লো। বোধ হয় পাপী মাণিকলালের রক্তে যুবকের রোষাগ্নি নির্ব্বাপিত হ'তে পারে, তজ্জন্য তাহার প্রকৃতিস্থ হওয়ার নিতান্ত সম্ভাবনা, তারপর আমি সেই মহাত্মাকে তাহার সংবাদ দিয়াছি, তিনি নিশ্চয় সন্ধান কর্‌বেন, এবং যাতে তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হ'য়ে পুনরায় সংসারী হয় তারও উপায় ক'রে দেবেন। পাপীর দণ্ড, পুণ্যবানের পুরস্কার যখন সংসারের সাধারণ ধর্ম্ম, তখন শেষে এই তাপিত যুবক যে পত্নী নিয়ে সুখী হবে তাহা নিশ্চয়; কিন্তু দশ লক্ষ টাকার অধিপতি হইয়াও মোহিতবাবু কখনই সংসারে সুখী হ'তে পার্‌বে না। কারণ তার জীবনের প্রিয়সঙ্গিনী, পার্থিব সুখের নিদানভূতা ধর্ম্মপত্নী বিপথগামিনী ও পরপুরুষরতা, তিনি নিজেও মূর্খ, অপরাধী এবং নীচ আমোদপ্রিয়, কাজেই তিনদিনেই তাকে-

পথের ফকির হ'তে হবে। অশ্ব দুষ্ট হ'লে সুচালকের গুণে যেমন সুপথে পরিচালিত হয়, অগ্নি পরশে অঙ্গার যেমন মলিনমূর্ত্তি পরিত্যাগ করে, তেম্‌নি গুণবতী পতিব্রতা পত্নীর গুণে নিতান্ত পাষণ্ডেরও সংশোধন হ'য়ে থাকে, কিন্তু আমি কুমুদিনীর চরিত্রের যে প্রকার পরিচয় পেয়েছি, তাতে হতভাগ্য মোহিতবাবুর সে আশা আদৌ নাই ; আমার বেশ বোধ হ'চ্ছে, কর্ত্তার মৃত্যুতে পাপিনী কিছু টাকা সংগ্রহ ক'রে সেই অকৃতজ্ঞ খানসামার সঙ্গে পলায়ন করবে, পাঁচজন ধূর্ত্ত বদ্‌মাইসে কর্ত্তার পাপার্জ্জিত অর্থগুলি লুটে নেবে, মূর্খ মোহিতবাবু কিছুতেই পিতৃধন রক্ষা করতে পারবে না।

মোহিতবাবু যদিও চরিত্রহীন উন্মার্গগামী যুবক কিন্তু তথাপি একেবারে হৃদয়হীন পাষণ্ড নহে। কেবলমাত্র কুসংসর্গে পতিত হ'য়ে তাহার এ প্রকার অধঃপতন হ'য়েছে। আমি তাহার অন্তরের অনেক সদ্‌গুণের পরিচয় পেয়েছিলাম, বোঝালে বুঝিবার ক্ষমতা তাহার আছে। আমি এ সময় তাহার কাছে থাকিলে অনেকটা উপকার হ'তো, কারণ অসৎ সঙ্গে তাহাকে মিশিতে দিতাম না ; কিন্তু এখন তাহাকে সাবধান করবার কি সদুপদেশ দেবার লোক কেহই নাই, সকলেই নিজেই জঘন্য স্বার্থসাধনের তরে তাকে পাপকার্য্যে যথেষ্ট উৎসাহ দেবে, সুতরাং অল্প-দিনের মধ্যে তাকে যে সর্ব্বস্বান্ত হ'তে হবে, তাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমি একাকী ছোট তক্তপোষখানির উপর ব'সে মনে মনে এই সকল কথা ভাব্‌ছি, এমন সময় সেই কুটুরির দ্বার পুনরায় উদ্ঘাটিত হ'লো, এবং একজন বরকন্দাজ প্রবেশ ক'রে নিতান্ত রুক্ষস্বরে কহিল, "চল্‌বে চল্‌, হজরৎ আলির কাছে চল্‌, তোর এন্‌সাফ হবে।"

যদিও আমার প্রাণে বিশেষ কোন ভয়ের সঞ্চার হয় নাই, এই অদ্ভুত বিচার-প্রণালী দেখ্‌বার একটা প্রবল কৌতূহল জন্মেছে, কিন্তু তথাপি এই কথা শুনে আমার বুকটা যেন গুর গুর করিয়া উঠিল, হাঁটু কাঁপিতে লাগিল ও ঘর্ম্মজলে সর্ব্বাঙ্গ আর্দ্র হইয়া পড়িল। আমি বলপূর্ব্বক আমার

এই চিত্তবিকারকে দমন করিয়া ও নীরবে কলের পুতুলের ন্যায় সেই লোকটার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। লোকটা আমার হাতখানি ধ'রে সেই সোপানবলী অতিক্রম করিল ও কাজীসাহেয়ের ডানদিকের কাটারার মধ্যে আমাকে প্রবেশ করাইয়া দিল।

আমি বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে সেই আদালতের চারিদিক দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম যে, কক্ষটি বেশ প্রশস্ত, ঠিক মধ্যস্থলে উচ্চ মঞ্চের উপর একখানি গদি আঁটা কেদারার উপর কাজীসাহেব বসিয়া আছেন ও আধুনিক ইংরাজি কায়দাসম্মত একটী মর্ম্মর প্রস্তর শোভিত টেবিল তাহার সম্মুখে শোভা পাচ্ছে। কাজীসাহেবের মঞ্চের একটু নীচের তক্তপোষের উপর ঢালা বিছানায় বড় বাক্সো কোলে ক'রে দু-জন লোক মুখোমুখি হ'য়ে বসে আছে। তাদের এক পৈটে নীচে মেজের উপর খানকয়েক কেদারা র'য়েছে ও সামলা মাথায় দিয়ে নকিব সেজে জনকয়েক লোক বসে আছে, তাদের পশ্চাতে দর্শকদের জন্য খানকয়েক বড় বড় বেঞ্চি পাতা র'য়েছে।

কাজীসাহেবের বয়স প্রায় ৬০ বৎসরের কাছাকাছি হবে, কিন্তু দেহের মাংস ততদূর লোল হয় নাই, কাজেই স্বাস্থ্যের পূর্ণলক্ষণ তাহার শ্রীঅঙ্গে বর্ত্তমান আছে।

কাজীসাহেবের বর্ণ টুকুন ফিট্ গৌর, মাথায় কার্ত্তিকের ন্যায় পাকা চুলের বাব্রি ও তদুপর একটী সাচ্চার টুপি একবগ্গা হ'য়ে শোভা পাচ্ছে।

কাজীসাহেব লোকটা ছিপ্ছিপে একহারা, কাজেই একটু ঢেঙ্গা, মুখখানি ঠিক বাঙ্গালা পাঁচের মতন, চক্ষু দুটী ক্ষুদ্র ঈষৎ কোঠরগত ও সুর্ম্মায় শোভিত, তবে তাহার তারা দুটি কাল কি কটা তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য, কারণ অহিফেন প্রসাদে রাত্রদিন ঝাঁপ পড়িয়া আছে, কাজেই লোকচক্ষুর সম্পূর্ণ অগোচর। কাজীসাহেবের নাকটী বেশ ঠিকালো,

ঠোঁট দুখানি পাতলা ও তাম্বুলরাগে রঞ্জিত, নিদ্রার সময় ব্যতীত আর সকল সময় মসলাযুক্তা পান তাহার গালে থাকিত, হঠাৎ দেখিলে বোধ হইত যেন ছাগলে পাতা চিবাইতেছে।

পুরুষের মুখের প্রধান শোভা গোঁফ দাড়ির সহিত কাজীসাহেবের বড় সম্বন্ধ নাই, একপ্রকার মাকুন্দ বলিলেও চলে, কেবল রামছাগলের অনুরূপ তামার সলার ন্যায় ফাঁক ফাঁক দুচারগাছি দাড়ি, খোদার নুরস্বরূপ বর্ত্তমান আছে।

কাজীসাহেব নিজের পদমর্য্যাদার উপযুক্ত বেশভূষায় ভূষিত হ'য়ে বিচারাসনে ব'সে আছেন, ছেলেদের হাতে যেমন চুষি থাকে, তেম্‌নি তাঁর বাঁহাতে সট্‌কার নল শোভা পাচ্ছে, তিনি এক একবার সেইটে নিয়ে মুখের ভিতর পুরে নিঃশব্দে টান্‌ছেন ও চোখ দুটি বুজিয়ে মাঝে মাঝে যেন ধ্যানস্থ হ'য়ে প'ড়ছেন।

আমি সেই কাঠ্‌রার মধ্যে গিয়া কাজীসাহেবকে একটী লম্বাগোচের সেলাম করিলাম, তিনি অতি কষ্টে চক্ষের ঝাঁপ তুলে একবার ফিরে চেয়ে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ কর্‌লেন। মুসলমান রাজত্বে যে কি প্রকার অদ্ভুত বিচার প্রণালী, তাহা আমি থানায় অনেকটা পেয়ে থাকলেও এক্ষণে আদালতে কিরূপ হয় তাহা দেখ্‌বার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে অপেক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লাম।

আমার মনে মনে বিশ্বাস ছিল যে, মূর্খ ধনীদের বৈঠকখানায় মোসাহেব নামে একপ্রকার নিকৃষ্ট জীব সতত অবস্থান করে। বাবুর তোযামদ করা তাদের একমাত্র কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত, কিন্তু এখন দেখ্‌ছি যে মুসলমানদের ধর্ম্মাধিকরণেও এ প্রকার জীবের অবাধে গতিবিধি আছে। কারণ কাজীসাহেবের শ্রীমুখ হ'তে কোন একটা কথা বহির্গত হইলেই, "সোভানআল্লা" "কেয়া খুব" "বহুত আচ্ছা" প্রভৃতি শব্দ চারিদিক্ হ'তে উত্থিত হয় ও বাহবার ধূম প'ড়ে যায়।

আমি কাঠগড়ার ভিতর দাঁড়িয়ে এই সকল রঙ্গ দেখ্‌ছি, এমন সময় কাজীসাহেব বাজে কথা ছেড়ে দিয়ে কাজে মন দিলেন, কাজেই আমার বিচার আরম্ভ হ'লো।

কাজীসাহেবের এজলাসের একটু নীচে যে দুজন লোক বাক্স কোলে ক'রে ব'সে ছিল, তাদের মধ্যে যিনি পেশকার তিনি দাঁড়িয়ে উঠে একখানা কাগজ নিয়ে খুব চেঁচিয়ে প'ড়তে আরম্ভ কর্‌লেন। পূর্ব্বে লছমীপ্রসাদ বাবু আমাকে যে পরোয়ানাখানি প'ড়ে শুনিয়েছিলেন এখানি তাহারই প্রতিলিপি, আমার অপরাধ স্ব্যব্যস্থ কর্‌বার জন্য কাজীসাহেবের কাছে পেশ করা হ'য়েছে।

কাগজ পড়া শেষ হ'লে কাজীসাহেব গম্ভীরভাবে নিমীলিত নেত্রে কহিলেন, "আদালত প্রমাণের বাধ্য, কাজেই গাওয়ার দ্বারায় প্রমাণ না হ'লে কখনই কাহাকেও দণ্ড দেওয়া যায় না। অগ্রে তজ্‌বিজ না ক'রে সাজা দিলে খোদাতাল্লার কাছে গুণা হবে।"

কাজীসাহেবের মুখের কথা শেষ হ'লেই অম্‌নি চারিদিকে অজস্র বাহবা বৃষ্টি হ'তে লাগ্‌লো, আমি কেবল অতি কষ্টে মুখে চাদর দিয়ে হাসির বেগ্‌কে দমন করিলাম।

বাহবার গোল থামিলে বিচার আরম্ভ হ'লো, তবে কাজীসাহেব আমাকে কোন্ কথা জিজ্ঞাসা করা সঙ্গত ব'লে বোধ করিলেন না, কেবল পাছে অবিচার হয় এই ভয়ে প্রমাণ প্রার্থনা করিলেন। আমি উপযাচক হ'য়ে কোন কথা বল্‌তে সাহস করিলাম না, কেবল কাঠের পুতুলের ন্যায় নীচের সেই কাঠগড়ার মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

এমন সময় সেই পেশকারের ইঙ্গিতক্রমে একটা লোক সাক্ষ্যদেবার জন্য সেই ছোট কাটগড়াঠার মধ্যে প্রবেশ করিল। আমি জীবনের মধ্যে কখন তাহাকে দেখি নাই, তবে লোকটা যে কোন ইতর জাতীয়, তাহা তাহাকে

দেখিয়াই আমি বুঝিতে পারিলাম। এক্ষণে এ লোকটা কি বলে তাহা স্থির কর্ণে শুনিতে লাগিলাম।

পেশকার মহাশয়ের প্রশ্নে লোকটা বলিতে আরম্ভ করিল, "আমার নাম সার্থক জেলে, পিতার নাম হৃদয়নাথ জেলে, নিবাস বালুচর, আমি মাছ ধরিয়া দিনপাত ক'রে থাকি। গত চৈত্রমাসে, তারিখ ঠিক স্মরণ নাই, আমি মাছ ধরিবার জন্য গঙ্গায় জাল ফেলিতেছিলাম, হঠাৎ আমার জাল ভারি হওয়ায় আমি উপরে তুলিয়া দেখি তাহার মধ্যে একটা বস্তা রহিয়াছে। আমি বস্তা খুলিয়া দেখি, তাহার মধ্যে একটা মুসলমান যুবকের লাশ র'য়েছে। আমি নিতান্ত ভীতভাবে সেই বস্তা লইয়া কোতয়ালিতে চলিলাম, পথে তিন চার জন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহারা কহিল যে, গত রাত্রে একটী ছোক্‌রা এই বস্তা ঘাড়ে ক'রে গঙ্গার দিকে যেতেছিল। তারা সেই ছোক্‌রার যে প্রকার চেহারা বর্ণনা করিয়াছিল তাহার সহিত এই কাঠগড়ার ছোক্‌রার চেহারার ঠিক্ মিল হ'চ্ছে, তাহ'লে নিশ্চয় এই বালক আকোচ ক'রে গুলির দ্বারায় সেই মুসলমানটাকে খুন্ ক'রেছে।

সাক্ষীটা সাক্ষ্য দিতে এসে এক' রকম রায় দিয়ে গেল, কেবল দণ্ডাজ্ঞাটা প্রকাশ করা বাকী রহিল। ফলকথা এই সত্যবাদী সাক্ষীর জবানবন্দি শুনিয়া আমি আর হাসি রাখিতে পারিলাম না, কিন্তু পাছে আদালতে বেয়াদ্বি প্রকাশ হয়, কাজীসাহেব চটে যান, এই ভয়ে মুখের ভিতর চাদর দিয়ে অতি কষ্টে হাসির বেগকে দমন করিলাম।

সাক্ষীর জবানবন্দি দেওয়া শেষ হ'লে, কাজীসাহেব চোখ দুটী বুজিয়ে ঝিম্ আওয়াজে কহিল, "এ গাওয়াকে কেউ কি কিছু জেরা কর্‌বে?

কাজীসাহেবের এই কথা শুনে, সাম্‌লা মাথায় দুষমন চেহারার একটা লোক উঠে দাঁড়াল, আমি মনে করিলাম বোধ হয় এই বেটাই আমার পক্ষে উকীল নিযুক্ত হ'য়েছে, নিশ্চয় বদ্‌মাইস বেটারা এই বব্ব্‌লে উকীটাকে

তাদের মনের মতন কথা বল্‌তে শিখিয়ে দিয়েছে, কাজেই এ লোকটা সেই রকম পথ ধর্‌বে, এখন দেখা যাক্‌, এ বেটা কি জেরা করে।

সেই উকীলটা উঠে কেতামত কাজীসাহেবকে কুর্ণিস ক'রে কহিল, "খোদাবন্দ, এই গাওয়াকে বেশি জেরা করা চলে না, কারণ কে যে বস্তা ফেলেছে, তাহা নিজের চখে দেখে নাই, কেবল লোকের মুখে শুনে বালকটীকে সুভো ক'রেছে মাত্র। কাজেই শুনা কথা আদালতে গ্রাহ্য হ'তে পারে না। আইনে ইহার হাজার নজীর আছে।

কাজীসাহেব অতি কষ্টে খানিকটা চ'খের ঝাঁপ তুলে খুব মিহি আওয়াজে কহিল, "এ ওয়াজিবি বাত, এ গাওয়ার কথায় বালকের কসুর পাক্কা হ'তে পারে না, দোস্‌রা গাওয়া চাই, লেকিন আজ ওক্ত ব'য়ে গেছে, কাল এই মাম্‌লা শেষ কর্‌বো।" এই কটী কথা ব'লে কাজীসাহেব আবার ধ্যানস্থ হ'য়ে প'ড়লেন, কিন্তু ঘরের চারিধার হ'তে তাঁহার এই অদ্ভুত ন্যায়পরতা ও বুদ্ধিমত্তার জন্য সুখ্যাতির স্রোত প্রবাহিত হ'তে লাগ্‌লো।

বেলা প্রায় তিনটার সময় আমার মোকদ্দমার ডাক হইয়াছিল, তখন প্রায় ছয়টা বাজিয়া গিয়াছে, কাজেই আজকার মত মাম্‌লা মুল্‌তুবি রহিল। নীচেকার আম্‌লাদ্বয় পাত্তাড়ি গুড়াইয়া ফেলিল, উকীল ও বেকার দর্শকদল ক্রমে ক্রমে আদালত গৃহ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। কাজেই আমিও কাঠগড়া হ'তে নামিলাম, দুজন সেপাহী আমার আগে পিছে যাইতে আরম্ভ করিল ও আমাকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় সেই হাবুজখানায় রাখিয়া আসিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিচারালয়।

আমাকে পুনরায় দেখিয়া সদাশয় লছমীপ্রসাদ বাবুর মুখমণ্ডল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, তিনি হাসি হাসি মুখে আমাকে ব্যাপারখানা কি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি কাজিসাহেবের বিচার-পদ্ধতির যে নমুনাটুকু পাইয়াছিলাম, তাহা অকপটে বর্ণনা করিলাম। দেবীপ্রসাদ যে আমার ভালোর জন্য মোবারকআলি সেজে সাক্ষ্য দেবে, তাহাও বলিতে ভুলিলাম না।

আমার কথা শুনিয়া লছমীপ্রসাদ বাবু একটু গম্ভীরভাবে কহিলেন, "তেতুল দুগ্ধে পড়িলে যেমন দুগ্ধের গুণ তখনি বিনষ্ট হ'য়ে যায়, তেম্‌নি এই সকল নরপিশাচদের অযোগ্য হস্তে গুরুভার ন্যস্ত হওয়ায় ধার্ম্মাধিকরণের পবিত্রতা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হ'য়েছে। কেবল বাহিরের লোককে সুশাসনের ভাণ দেখাবার জন্য ও বাজার সরগরম রাখ্‌বার অভিপ্রায়ে বিচারের নামে এ প্রকার হাস্যোদ্দীপক বিচিত্র প্রহসনের অভিনয় হ'য়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে সত্যে সম্মান, কি ন্যায়ের মর্য্যাদা সংরক্ষিত হয় না। কূটতর্কের প্রভাবে, দুর্ব্বোধ্য জটীল আইনের কল্যাণে, সুচিত্র রজত খণ্ডের মহিমায় সত্য মিথ্যা এবং মিথ্যা অভ্রান্ত সত্যরূপে পরিণত হ'য়ে থাকে। যে স্রোতের ন্যায় অনর্গল মিথ্যা কথা বল্‌তে পার্‌বে, বেমালুম বহুরূপী সাজ্‌তে সক্ষম হবে, সেই আদালতে নিতান্ত বুদ্ধিমান ব'লে সমধিক সম্মান লাভ কর্‌বে। সকলেই আগ্রহের সহিত তাহার পরামর্শ গ্রহণ কর্‌বে, সুতরাং সত্যবাদী ধর্ম্মভীরুদের অপেক্ষা তাহার আয়ের পথ যে প্রশস্ত হবে, বিষয়ী বুদ্ধিমান ব'লে

জনসমাজে খ্যাতি লাভ কর্‌বে, তাহা বলাই বাহুল্য। পরিণামে মঙ্গলের জন্য সেই মঙ্গলময় বিবিধ অবস্থা বিপর্য্যয়ে পুরুষকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ ক'রে থাকেন, আমাদের ততটা তলিয়ে বোঝ্‌বার ক্ষমতা নাই ব'লে, আমরা কখন কখন তাতে বিস্মিত ও বিরক্ত হই এবং মনের দৌর্ব্বল্যনিবন্ধন তাঁর উপর দোষারোপ করি এবং নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিই, কিন্তু ভাই মনে ঠিক্ জেনো যে, অকারণ কখন একটী শুষ্কপত্রও বৃক্ষচ্যুত হয় না, সুতরাং তাঁর প্রত্যেক কার্য্যের কোন না কোন নিগূঢ় রহস্য নিহিত থাকে। তবে সেই উদ্দেশ্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা মানব-ক্ষমতার অতীত ও কল্পনার বহির্ভূত। যেমন কোন একটা কুম্ভ দৃষ্টিগোচর হ'লে একজন কুম্ভকারের অস্তিত্ব সুস্পষ্ট অনুভূত হ'য়ে থাকে, তেম্‌নি এই বৈচিত্র্যময় সংসারের এই সকল বিচিত্র কার্য্যাবলীতেও ঘটনাপরম্পরা সামঞ্জস্য সন্দর্শনে সেই সৃষ্টিকর্ত্তার সত্ত্ব উপলব্ধি হ'য়ে থাকে। ভবিষ্যতে তোমার প্রচুর উপকার সংসাধিত হবে ব'লে, সেই কৃপাময় তোমাকে এরূপ অবস্থায় নিক্ষেপ ক'রেছেন। পূর্ব্বে নিশ্চয় তোমার মনের ধারণা ছিল যে, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য করগ্রাহী রাজা বিচারালয়ের প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন এবং নিরীহ প্রজাদের মঙ্গলের অভিপ্রায়ে বিবিধ আইন প্রণয়ন ক'রে থাকেন, কিন্তু কার্য্যকালে সেই সকল লোকহিতকর আইনের কিরূপ সম্মান রক্ষা হয়, ন্যায়নিষ্ঠ বিচারক কিপ্রকার পদ্ধতিতে ন্যায় বিচার ক'রে থাকেন, তাহা তুমি এইবার প্রত্যক্ষ কর্‌বে, কাজেই সংসার সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ কর্‌তে সক্ষম হবে, সুতরাং তোমার ঈদৃশ বিড়ম্বনা ভোগ পরিণামে যে সুফলরাশি প্রসব কর্‌বে তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এক্ষণে সেই পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কুঠরিতে গিয়ে বিশ্রাম করগে, সমস্ত দিন দাঁড়িয়ে থেকে নিশ্চয় অত্যন্ত কষ্ট হ'য়েছে।

লছমীপ্রসাদ বাবু আমাকে এই সকল কথা ব'লে, দেবীসিংকে

সময়োচিত দুএকটা আদেশ কর্‌লেন। আমি পূর্ব্বেকার কুঠরির দিকে গমন করিলাম, তিনিও নিজের কাজকর্ম্মে মনযোগী হ'লেন।

বাবুর বন্দোবস্ত মতন রাত্রিতে দেবীসিং থালায় ক'রে লুচি তরকারি ও বরফি আনিয়া দিল, আমি প্রায় সকলগুলিকে ধ্বংসপুরে পাঠালাম ও সেই টিপির উপর শয়ন করিয়া অকুলপাথার ভাবিতে লাগিলাম।

মুহূর্ত্তমধ্যে আমার জীবনের অতীত ঘটনাবলী একে একে স্মৃতিপথে আসিয়া উদয় হইল, নির্ম্মলার নির্ম্মল বদনখানি হৃদয়দর্পণে দেখা দিল, কাজেই ক্ষণেকের জন্য আমি একটু বিমনা হইয়া পড়িলাম ও ইন্ধনপ্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় আমার অন্তরের অন্তস্থলের লুকান অগ্নিটুকুন জ্বলিয়া উঠিল।

মনের ভাব প্রাণের কথা অকপটে প্রকাশ কর্‌লে সকলে তাকে পাগল ব'লে থাকে, সেইজন্য বোধ হয় সংসারে সকলে প্রাণের কপাটে তালা বন্ধ ক'রে রাখে, অন্তর মধ্যে সহসা কাহাকেও প্রবেশ কর্‌তে দেয় না; কেবল নিজেকে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান ভেবে, মুখের কথায় অন্য সকলকে বঞ্চনা কর্‌তে সাধ্যমতে চেষ্টা করে। কিন্তু দুর্ব্বলমনা মানবের অন্তরে মাঝে মাঝে যে ভাবের উদয় হয়, বাসনা-পবন তাহার হৃদয় মধ্যে যে প্রকার বিপ্লবের সৃষ্টি ক'রে তুলে, তাহা জানিবার জন্য তার গলায় ছুরি বসাইলেও জগতে সে কাহার নিকট সে কথা প্রকাশ কর্‌তে পারে না। তবে যার হৃদিভাণ্ডারে মনুষ্যত্বরূপ মহারত্ন সঞ্চিত আছে, অন্তররাজ্য সম্পূর্ণরূপে শয়তানের অধিকারভুক্ত হয় নাই, তিনি স্বীয় প্রজ্ঞাবলে সে ভাবকে দমন ক'রে ফেলেন, আর অন্তসারশূন্য লঘুচেতারা তাতে প্রমত্ত হ'য়ে ক্রমে ক্রমে কলুষসাগরে নিমগ্ন হ'য়ে পড়ে।

আমি অতিকষ্টে আমার অন্তরের এই উচ্ছ্বলিত আবেগকে দমন করিলাম। পাছে লোকে পাগল বলে, উপহাস করে, এই ভয়ে প্রাণের কথা স্পষ্ট ক'রে বলিলাম না, মনের ভাব মনমধ্যে লুকাইয়া রাখিলাম।

আমি প্রজ্ঞা খোঁটায় প্রবোধ-রজ্জুর সাহায্যে আমার বিপথগামী চঞ্চল মনকে বাঁধিলাম বটে, কিন্তু চিন্তাকাশ সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মল হইল না, নানাপ্রকার চিন্তামেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

আমি সেই ঢিপির উপর শয়ন করিয়া, নরপ্রেত কৃপণপ্রধান মাণিক-লালের পরিণাম, মোহিতবাবুর বোকামো, দেবীপ্রসাদের শঠতা, আদালতের অদ্ভুত বিচারপদ্ধতি প্রভৃতির কথা মনে মনে তোলাপাড়া করিতে লাগিলাম, কাজেই নিদ্রাদেবী এ অভাগাকে পরিত্যাগ ক'রে অন্য কোন ভাগ্যবানের আশ্রয় গ্রহণ কর্‌লেন।

পরদিন বেলা আন্দাজ এগারটার সময় দুজন সেপাহীর সঙ্গে আদালতে উপস্থিত হইলাম। সেদিন আমাকে অধিকক্ষণ অপেক্ষা কর্‌তে হ'লো না, কারণ কাজীসাহেব সকাল সকাল আদালতে আসিয়াছেন, সুতরাং সেপাহীদ্বয় আমাকে একেবারে হুজুরআলির সামনে খাড়া করিয়া দিল।

আমি সেই কাঠগড়ার মধ্যে গিয়া কাজীসাহেবকে কেতামত একটী লম্বাগোচের সেলাম করিলাম, তিনি মাথা নাড়িয়া আমার সেলামটি ফিরাইয়া দিলেন কি একবার ঝিমাইয়া লইলেন, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

ক্ষণপরে কাজীসাহেব আদালতের মূল্যবান সময় অপব্যয় না ক'রে কাজে মন দিলেন, কাজেই আমার মোকদ্দমা আরম্ভ হইল।

ন্যায়নিষ্ঠ কাজীসাহেব প্রমাণ ভিন্ন আমাকে খুনে ব'লে স্থির কর্‌বেন না, কাজেই প্রমাণ আবশ্যক, সেইজন্য সাক্ষ্য দিবার জন্য একটা পশ্চিমদেশীয় বেঁটে মুসলমান সাক্ষীদের কাঠগড়ায় আসিয়া হাজির হইল।

পেশকার মহাশয়ের প্রশ্নে সেই লোকটা এইরূপ জবানবন্দি দিল যে, আমি এই সহরে দর্‌জির কায ক'রে থাকি। গত ২১শে কি ২২শে চৈত্র রাত্রি আন্দাজ ১০টা কি ১১টার সময় আমি কাজকর্ম্ম শেষ ক'রে

দোকানের সম্মুখে খাটিয়া পেতে শয়ন ক'রে আছি, এমন সময় দেখি যে, এই ছোক্‌রা একটা বস্তা মাথায় ক'রে গঙ্গার দিকে যাচ্ছে। সেদিন রাত্রে যদিও আঁধার ছিল, কিন্তু সে সময় আমি তামাক পিতেছিলাম; ছিলামে গুলের আগুন দপ্‌ দপ্‌ কর্‌তে ছিল, কাজেই আমি এই ছোক্‌রার মুখখানা ঠিক্‌ দেখেছিলাম, খোদাতাল্লা জানে মুই ঝুট্‌ বাত বলি নাই।

কাজীসাহেব ঝিম্‌ আওয়াঝে কহিলেন, "মুসলমানের ছেলে, কোরাণ ছুয়ে যখন কসম খেয়েছে, তখন সে কখনই ঝুট্‌বাত বল্‌বে না। তাহ'লে যে কাফের বনে যাবে।

কাজীসাহেবের মুখের কথা শেষ হ'তে না হ'তেই অমনি শত শত কণ্ঠ হ'তে "শোভানআল্লা, কেয়াখুব, জিতারহ" প্রভৃতি শব্দ উচ্চারিত হ'তে লাগ্‌লো, কাজেই খানিকক্ষণের জন্য আদালত গৃহ পল্লীগ্রামের কোন একটী হাটে পরিণত হ'ল। তবে এই সত্যবাদী সাক্ষীর কল্কের আগুনে আমার মুখ চেনার কথা শুনিয়া আমি আর হাসির বেগকে দমন কর্‌তে পারিলাম না, পাছে কেহ দেখিতে পায়, এই ভয়ে মুখে চাদর দিয়া রহিলাম।

গোল একটু থামিলে উকীল মহাশয় জেরা করিতে উঠিলেন, তাহাতে এইরূপ প্রশ্নোত্তর হইল।

প্র। তুমি কি ঠিক এই ছোক্‌রাকে বস্তা নিয়ে যেতে দেখেছিলে?

উ। হাঁ, ঠিক এই ছোক্‌রাকে দেখেছিলাম।

প্র। সে রাত্রে কি চাঁদনি ছিল?

উ। না আঁধার ছিল, লেকিন মুই খাটিয়া নিয়ে বাহিরে শুয়েছিলাম, সাম্‌নে গুড়্‌গুড়ি ছিল, তার উপর বড় কল্কেয় তাওয়া দেওয়া তাহাতে দশ বারোটী গুল জ্বল্‌তেছিল, তারপর এই ছোক্‌রা তামাকপিনার তরে আমার নজরদিকে খাড়া হ'য়েছিল, আমি ছিলাম দিয়েছিলাম, আসামী

বস্তা নামিয়ে হাতে ছিলাম ধ'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাক পিয়েছিল, তাইতে এই ছোক্‌রাকে আমি ঠিক চিনেছিলাম।

প্র। আচ্ছা সেই বস্তাটা আসামীর মাথায় ছিল কি ঘাড়ে ছিল?

উ। পহেলা মাথায় ক'রে আনেছিল, মোর নজরদিকে এসে ঘাড়ে কর্‌লে, তারপর গোড়েরপর নেমিয়ে রেখে তামাক পিলে, তারপর বস্তাটা ধরে মাথায় চড়িয়ে দিলুম।

প্র। আচ্ছা সেই বস্তাটা হাল্কা না ভারি ছিল?

উ। খুব ভারি ছিল, মুই তুলে দিতে হেঁপিয়ে প'ড়েছিলুম।

প্র। বস্তায় কি আছে তা কি তুমি আসামীকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলে?

উ। হাঁ, মুই পুছ্‌ ক'রেছিলুম, তাতে আসামী জবাব দিলে যে, ইহার অন্দরে পিতল কাঁসার অনেকগুলি বাসন আছে, বাজার হ'তে কিনে মনিবের বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি।

প্র। তুমি যখন বস্তা মাথায় তুলে দাও, তখন বাসনের কোন রকম আওয়াজ্‌ হ'য়েছিল?

উ। তা আমার খেয়াল নাই।

প্র। আচ্ছা এতো রাত্রে সে কেন বাসন কিন্‌লে, আর তার মনিবের বাড়ী কোথায় তাকি জিজ্ঞাসা ক'রেছিলে?

উ। হাঁ পুছ্‌ কর্‌বার এরাদা মোর দেলে এসেছিল, লেকিন্‌ মোর মুখের বাত ফুট্‌তে না ফুট্‌তে আসামী বস্তা নিয়ে সাঁ সাঁ ক'রে চ'লে গেল। তাইতে তখুনি আমার দেলে একটা খট্‌কা হ'য়েছিল। তারপর ফজরে যখন জেলের জালে ওঠা সে বস্তার ভিতর লাশ দেখলাম, তখুনি সম্‌জে নিলুম যে, রাতের সেই ছোক্‌রা এই কাম ক'রে লাশ ফেলে দিয়েছে।

কাজীসাহেব ঝিম্‌ আওয়াজে কহিলেন, "ব্যাস বহুৎ হ'য়েছে, আর জেরা ক'রে গাওয়াকে দিক্‌ কর্‌বার দরকার নাই। গাওয়া বেচারা সাচ্চা বাত ক'য়েছে।"

আমি কিন্তু গাওয়ার সাচ্চা বাত শুনে একেবারে অবাক্ হলাম। মনে করিলাম একি ব্যাপার, এইরূপ মিথ্যা প্রমাণের উপর নির্ভর ক'রে বিধর্ম্মী শাসনকর্ত্তারা কি বিচার কার্য্য সমাধা ক'রে থাকেন? সাক্ষীটাতো ভুলেও একটী সত্য কথা বলিল না, অথচ কাজীসাহেব গাওয়ার কথাগুলি সত্য ব'লে বিশ্বাস কর্‌লেন। এতে তো বেশ বোধ হ'লো যে, পূর্ব্ব থেকেই কাজীসাহেবের সঙ্গে এ সম্বন্ধে একটা বন্দোবস্ত হ'য়েছিল। তার উপর উকীল বেটা যে রকম জেরা কর্‌লে তাতে মকদ্দমা হাল্কা হওয়া দূরে থাক্, বেশ পাকিয়ে তুল্‌লে; তাহ'লে আমাকে বিপদে ফেল্‌বার জন্য যোগাযোগে যে একাজ হ'য়েছে, তাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এখন দেখা যাক্, এই অদ্ভুত মকদ্দমার বিচার ফলে আমার ভাগে কি ঘটে।

আমি মনে মনে এই স্থির ক'রে কাঠের পুতুলের ন্যায় নীরবে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম, স্রোত মুখের তৃণের ন্যায় ঘটনাসাগরে ভাসিলাম, ভাল মন্দ সকল বিষয় ভাগ্যের উপর নির্ভর ক'রে একপ্রকার নিশ্চিন্ত হ'লাম। এমন সময় দেখি দেবীপ্রসাদ ওরফে মোবারকআলি সেজে সাখ্য দেবার জন্য কাঠরায় এসে দাঁড়াল। পাছে তাহার মুখের দিকে চাহিলে হাসি পায়, এই ভয়ে ঘাড় হেঁট করিলাম, কিন্তু বেটার কথা শুন্‌বার জন্য কাণ খাড়া ক'রে রহিলাম।

যথারীতি হলফের বাঁধাগৎ আওড়ে সে বেটা এই জবানবন্দি দিলে,—"আমার নাম মোবারকআলি, আজ প্রায় তিন বরষ হ'লো আমি লক্ষ্ণৌ হ'তে এখানে এসে বাস কর্‌ছি। আমি এই সহরের একজন ওস্তাদজি, অর্থাৎ বাইজিদের সঙ্গে সারেং বাজাই ও গান শিখাইয়া থাকি। আমি আসামীকে চিনি, ইহার নাম হরিদাস, ঠাকুরসাহেবের আখ্‌ড়ায় ইহাকে জুয়া খেলিতে দেখিয়াছি, বাড়ী ঘর কোথায় বা কি কাজকর্ম্ম করে তাহা জানি না। বস্তার মধ্যে যাহার লাশ পাওয়া গিয়াছিল, তাহার

নাম রহিমমোল্লা, সে সম্পর্কে আমার মেজো খালার ছোট ফুপুর বোনায়ের আমার চাচাতো ভাই, কাজেই আমার নেহাৎ আপনার জন। আমি রহিমমোল্লার সাথে খাঁসাহেবের আখ্ড়ায় হরদম্ যাইতাম। আজ প্রায় মাস তুই হ'লো এক দিন তুপুর বেলায় সলুই খেল্তে খেল্তে এই আসামীর সহিত রহিমমোল্লার কেজিয়ে বেধে খুব গালিগালাজ চলে, শেষে মারামারি কর্তে তুজনেই তৈয়ার হয়, আমি তখন সেখানে হাজির ছিলাম, আমি ও গোলাপ মাড়োয়ারি নামে একজন ভদ্রলোক মাঝখানে প'ড়ে তুজনকে ছাড়িয়ে দেই, সেইজন্য মারামারি বন্ধ হয়; কিন্তু এই আসামী রেগে ব'লেছিল, "আচ্ছা" শালা নেড়ে এখন বড় বেঁচে গেলি, এরপর যখন তোকে বাগে পাব, তখনি গুলি মেরে একেবারে খুন ক'রে ফেল্বো। আমরা সকলে আসামীর এই কথা শুনিয়াছিলাম, তবে রাগের ঝোঁকে বল্ছে ব'লে আমরা তা গ্রাহ্য করি নাই। কিন্তু এ ঘটনার তুদিন পর হ'তে আর রহিমমোল্লাকে দেখা গেল না। কোথায় যেন গায়েব হ'য়ে গেল, আমরা অনেক খুঁজেও তাকে দেখ্তে পেলাম না। তারপর গুজব শুন্লাম, জেলের জালে একটা লাশ পাওয়া গিয়াছে। আমি কোতয়ালিতে গিয়ে লাশ দেখেই রহিমমোল্লা ব'লে সনাক্ত কর্লাম ও দারোগাসাহেবকে সব হাল বুঝিয়ে বল্লাম, তাতেই তিনি শুভো ক'রে আসামীকে গ্রেপ্তার ক'রেছেন।

উকীল মহাশয় দাঁড়াইয়া জেরা আরম্ভ কর্লেন।

উকীল। আচ্ছা, আসামীর কাছে কখন তুমি পিস্তল কি বন্দুক দেখেছ?

সাক্ষী। না, তা দেখি নাই, তবে আসামী নিজেই ব'লেছিল যে, আমার মনিবের বাড়ী পিস্তল আছে, তাই এনে তোকে খুন্ কর্বো।

উকীল। আসামীর মনিব লোকটা কে তা তুমি জান?

সাক্ষী। না তা জানি না।

উকীল। কত দিন হ'লো তুমি এই আসামীকে চিনিয়াছ ?

সাক্ষী। বড় জোর তিনমাস হবে।

উকীল। ঠাকুরসাহেবের আখ্ড়া ছাড়া আর কোথাও কি তুমি ইহাকে দেখেছিলে ?

সাক্ষী। রাস্তা ঘাটে দু-একবার দেখিয়া থাকিব, তাহা ভিন্ন আখ্ড়ার মধ্যে হরদম দেখিয়াছি

উকীল। আচ্ছা এই ছোক্‌রা যে রহিমমোল্লাকে খুন্ ক'রেছে, তা তুমি কি ক'রে বুঝ্‌লে ?

সাক্ষী। গতিক দেখে মালুম হ'লো। তারপর রহিমমোল্লা বড় ইয়ারবাজ আদ্‌মি, সকলে তাকে পেয়ার কর্‌তো, এই আসামী ছাড়া আর কেউ তার দুষমন ছিল না, আর কারুর সঙ্গে তার কখন কেজিয়ে হয়নি, কাজেই এই আসামী ছাড়া আর কে তাকে খুন্ কর্‌বে ?

উকীল। আচ্ছা আসামীকে খুন্ কর্‌তে ত তুমি চোখে দেখ নাই ?

সাক্ষী। না তা দেখি নাই, মোরা তো আর কাফের নয় যে না দেখে ঝুট্ বাত বল্‌বো।

কাজীসাহেব চ'খের অৰ্দ্ধেকটা ঝাঁপ্ ফেলে খুব ঝিম্ আওয়াজে কহিল, "হাঁ গাওয়া ওয়াজিবি বাত ব'লেছে, লোকে ছিপায়ে খুন্ ক'রে থাকে, কাজেই সহজে কেউ দেখ্‌তে পায় না, কেবল্ আবহাওয়া বুঝে সাবুদ নিয়ে মাম্‌লা কিনারা কর্‌তে হয়। এ মাম্‌লার আর প্রমাণ নেবার দরকার নাই। মাম্‌লা কায়েম হ'য়েছে, এখন তুমি সওয়াল জবাব কর।

কাজীসাহেবের এই আদেশ শুনিয়া সাক্ষী কাঠ্‌রা হইতে নামিয়া গেল, অনাবশ্যক বোধে বাকী সাক্ষী গোলাপ মাড়োয়ারিকে আর হাজির করা হইল না, কারণ এই সকল অকাট্য প্রমাণর দ্বারা মাম্‌লা কায়েম হইয়া গিয়াছে স্থির হইল।

এইবার আমার হিতৈবী উকীল মহাশয় উত্তমরূপে গোঁফ জোড়াটিতে

তা দিয়া, বার দুই গলা খ্যাকার দিয়া ও এক পস্‌লা কাসিয়া লইয়া সওয়াল জবাব আরম্ভ করিলেন, "ধর্ম্মাবতার, এই আসামী ছোক্‌রা, যদিও বেয়াদব বদ্‌মাইস ও বথা, কিন্তু তবু যে এ খুন্ ক'রেছে, তা কিছুতেই বোধ হয় না। কারণ এ ছোক্‌রার ততদূর সাহস কি বুকের পাটা হওয়া অসম্ভব। বিশেষ যে তিনজন গাওয়া সাক্ষ্য দিল, তাহারা কেহই আসামীকে খুন্ করিতে চক্ষে দেখে নাই, কেবল অনুমানের উপর নির্ভর ক'রে আসামীকে খুনে ব'লে সাব্যস্ত ক'রেছে। তারপর মৃতব্যক্তি যে গুলির দ্বারায় নিহত হ'য়েছে, তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে আদালতে প্রমাণ হ'য়ে গেছে, কিন্তু হুজুর এই গরিব ছোক্‌রা যে খান্‌সামাগিরি ক'রে দিনপাত করে, সে পিস্তল কি বন্দুক কোথায় পাবে, আর গুলি মৃতব্যক্তির যেরূপ মর্ম্মস্থানে বিদ্ধ হ'য়েছে, তাতে বেশ বোধ হ'চ্ছে যে, কোন হাতচোস্ত খেলোয়াড় লোকে বন্দুক ছুড়েছিল, কোন বেটা আনাড়ি অমন অব্যর্থ লক্ষ্যে গুলি ছুড়্‌তে পারে না। কাজেই হুজুর এই আসামী যে নিজের হাতে গুলির দ্বারায় খুন্ ক'রেছে, তাহা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য নহে, কারণ কোন গাওয়াই স্বচক্ষে আসামীকে খুন কর্‌তে দেখে নাই।

দ্বিতীয় সাক্ষী হিম্মত মিয়া বস্তা মাথায় ক'রে ছোক্‌রাকে গঙ্গার দিকে যেতে দেখেছিল, কিন্তু সেই বস্তার মধ্যে যে লাশ ছিল, তাহারই বা প্রমাণ কি? আর এই ছোক্‌রা যে একলা লাশ বস্তায় পুরে মাথায় ব'য়ে নিয়ে যাবে, তাহাও সম্ভবপর ব'লে বোধ হয় না। তৃতীয় সাক্ষী মোবারক মিয়া আসামীর সঙ্গে মৃত রহিমমোল্লার কেজিয়ে হ'তে শুনেছিল, কিন্তু খুন্ কর্‌তে কি বন্দুক ছুড়্‌তে দেখে নাই। সুতরাং ধর্ম্মাবতার আসামী যে স্বহস্তে গুলির দ্বারায় হতভাগ্য রহিমমোল্লাকে খুন ক'রেছে, তাহা অগ্রে আদালতে নিঃসংশয়রূপে সপ্রমাণ হয় নাই। কাজেই আমার মক্কেলকে ইচ্ছাপূর্ব্বক নরহত্যা অপরাধে অপরাধি করা যুক্তি সঙ্গত নহে। এই মাম্‌লা গাওয়ার দ্বারায় যে প্রকার প্রমাণ হ'য়েছে, তাতে আমার মক্কেল

খুনেদের উপযুক্ত সাজা পেতে পারে না। আদালত দয়া ক'রে আসামী বেচারাকে বেকসুর খোলসা দিলেও দিতে পারেন।

উকীলবাবু বক্তৃতা শেষ ক'রে পুনরায় আসন গ্রহণ কর্লেন এবং রুমালকে পাখার একটাং দিয়ে হাওয়া খেতে লাগ্লেন। এমন সময় কাজীসাহেব একবার অতি কষ্টে চেঁচিয়ে চেয়ে স্বভাবসিদ্ধ ঈষৎ বাজখেঁয়ে ঝিম্ আওয়াজে কহিতে আরম্ভ করিলেন, “যখন বস্তার মধ্যে একজন মুসলমান ভ্রাতার লাশ পাওয়া গিয়াছে, তখন কেহ যে আকোচবশে তাহাকে খুন ক'রে এই উপায়ে লাশ ছাপিয়েছে তাহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই; তাহ'লে একটা খুন যে হ'য়েছে, তাহা নিশ্চয়। সহরের মধ্যে একজন মুসলমান যখন খুন হ'য়েছে, তখন তার জানের তরে কাহাকেও সাজা না দিলে খোদাতাল্লার কাছে আমার গুণা হবে, আর সুবেদার সাহেব কম্বক্তা বলিয়া নিন্দা করিবেন; কাজেই আইনের মান্য রাখ্বার জন্য একজনকে সাজা দেওয়া উচিত। যদিও আসামীকে খুন কর্তে কেউ দেখে নাই, কিন্তু গাওয়ার দ্বারায় যে প্রকার প্রমাণ হ'লো তাতে আসানী ছাড়া যে আর কেউ রহিমমোল্লাকে খুন ক'রেছে তা অসম্ভব। আসামী নিজের হাতে কি অন্য লোক দ্বারায় যদিও খুন করিয়াছে বলিয়া ঠিক সপ্রমাণ হয় নাই, তবু এই খুনের মধ্যে যে আসামী আছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই, কারণ গাওয়ার কথা দ্বারা তাহার প্রমাণ হ'য়ে গেল; কোনকালে কোন খুনি মাম্লায় ইহার অধিক প্রমাণ হয় না; কারণ কেহ কখন লোক দেখাইয়া, গাওয়া খাড়া করিয়া খুন করে না, নির্জ্জনে রাত্রিতে সাবধানে এই সব কাজ ক'রে থাকে। কেবল আবহাওয়া দেখে, সাক্ষীদের মুখে অবস্থা বুঝে বিচার কর্তে হয়।

এই মামলায় তিনজন সাক্ষীর মধ্যে একজন কাফের ও দুইজন মুসলমান। মুসলমানের ছেলে কোরাণ সরিফের কিরে ক'রে কখন ঝুটবাত বল্বে না; আমার বিশ্বাস এই মাম্লায় সকলেই সাচ্চা কথা

ক’য়েছে, কাহার কথায় কিছুমাত্র গরমিল হয় নাই। তিনজনেই খাসা জবানবন্দী দিয়ে মাম্‌লাকে কায়েম ক’রে দিয়েছে।

যদিও মাম্‌লা এক রকম কায়েম হ’য়েছে বটে, কিন্তু আসামীকে কেহ খুন কর্‌তে দেখে নাই, তার উপর আসামীর এই ছোক্‌রা বয়স, সেইজন্য আসামীকে খুনের উপযুক্ত দণ্ড না দিয়ে কেবলমাত্র এক বৎসরের জন্য ফাটক দিলাম।

এই দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল, চতুর্দ্দিকে যেন অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। মুহূর্ত্তমধ্যে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া ছল ছল-নেত্রে যুক্তকরে কাজী সাহেবকে কহিলাম, “ধর্ম্মাবতার! আগাগোড়া মিথ্যা প্রমাণের উপর নির্ভর ক’রে, ভ্রম-প্রযুক্ত আমাকে এই দণ্ড প্রদান কর্‌লেন। প্রকৃতপক্ষে আমি সম্পূর্ণরূপে নিরপরাধি, আমি খুন করি নাই, আমা হ’তে খুনের কিছুমাত্র সহায়তাও হয় নাই। তবে এই খুন সম্বন্ধে অনেক কথা আমি জানি। আপনি যদ্যপি সব সত্যকথা শুন্‌তে ইচ্ছা করেন—

“আমি এই পর্য্যন্ত ব’লেছি, এমন সময় সেই পেশকার মহাশয় একটী বিরাশিসিক্কা ওজনের ধমক্ মেরে কহিল, চোপরাও বেয়াদব কাফের, হুজরতআলি মেহেরবাণি ক’রে তোর জান বেঁচিয়ে দিয়েছেন, আবার কথা ক’চ্ছিস্ বেয়াদব পাজি!”

আমার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল, কাজেই এই খুনের প্রকৃত বিবরণ কাজীসাহেবকে আর বলা হ’লো না। এমন সময় দুজন সেপাহী আমার হাত ধ’রে হিড়্‌হিড়্ ক’রে টেনে কাঠরা হ’তে বাহির করিয়া আনিল এবং পেশকার মহাশয়ের নিকট হইতে একখানি কি কাগজ নিয়ে জেল উদ্দেশে যাত্রা করিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

এ কথা কি সত্য ?

রহিমমোল্লার খুনের জন্য কাজীসাহেবের সূক্ষ্ম বিচারে আমার এক বৎসরের জন্য কয়েদ হইল। আমার দণ্ড হইল বটে, কিন্তু যে প্রকার ছেলেখেলা প্রমাণ সংগ্রহ ক'রে ও আগাগোড়া মিথ্যা সাক্ষীর এলোমেলো কথার উপর নির্ভর ক'রে আমার সাজা হইল তাহাতে আমি বিস্মিত হইলাম। আমি অপরাধি বলিয়া আদালতে প্রমাণিকৃত হইলাম, তাহা স্মরণপথে উদয় হওয়ায় সেই বিপদের সময়ও আমি না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি মনে মনে বুঝিয়া দেখিলাম যে, বিদেশী বিধর্ম্মী রাজারা দেশেতে বিচার বিতরণের পরিবর্ত্তে বিক্রয় ক'রে থাকেন, উচ্চ মূল্যে বাজারে যেমন উত্তম জিনিষ মিলে, তেম্‌নি অর্থ ব্যয় করিতে পারিলে, মনের মতন বিচার লাভও হ'য়ে থাকে। কেবল বোকা ভোলাবার জন্য বাজার সরগরম রাখিবার অভিপ্রায়ে ন্যায়ের ভাণ দেখাইয়া বিচারের নামে এ প্রকার অদ্ভুত হাস্যোদ্দীপক প্রহসনের অভিনয় হয়। সামান্য স্বার্থের জন্য চতুরে ন্যাকা সাজে এবং দয়া, ধর্ম্ম কি মনুষ্যত্বের সহিত পৃথক হ'য়ে এই বিবেক সম্পন্ন শ্রেষ্ঠজীব মানব, একেবারে পশুর অধম হ'য়ে পড়ে।

কি আশ্চর্য্য, যার নাম ধর্ম্মাধিকরণ, যেখানে সকল সময়ে ধর্ম্ম বর্ত্তমান, ন্যায় ধর্ম্ম ও সত্যের সেই পবিত্র স্থানে এ প্রকার প্রেতের হাট ও মিথ্যা-কথার এতদূর প্রাদুর্ভাব। টাকা খরচ কর্‌তে পার্‌লেও যোগাড়ের গুণে রহিমমোল্লার খুনী মোকদ্দমার ন্যায় আরও শত শত মাম্‌লা যে নিষ্পত্তি হ'তে পারে, উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে যায়, রাম শ্যামের হ'য়ে যে সাজা পায়, তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। লেখাপড়া শিখে ভদ্রলোক হ'য়ে

উকীলেরা সাক্ষীকে যখন অনর্গল মিথ্যা কথা শিখাইয়া দিতে লজ্জা বোধ করেন না, বিচারপতি বিচারাসনে বসিয়া যখন ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করেন, প্রকৃত সত্যকথা পর্য্যন্ত শুনিতে ইচ্ছা করেন না, তখন বিচারের নামে যে এ প্রকার বিড়ম্বনা ঘটিবে তাহার আর বিচিত্র কি? বোধ হয় এই ঘোর কলিকালে মুসলমান অত্যাচার সন্দর্শনে ধর্ম্ম ইহধাম ত্যাগ করিয়া অন্যত্রে পলায়ন ক'রেছেন। সেইজন্য যে ব্যক্তি প্রকৃত খুন করিল আদালতে তাহার নামোল্লেখ পর্য্যন্ত হইল না; আর আমি কোন অপরাধ না করিয়াও এক বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলাম। ধর্ম্ম থাকিলে কখনই এ প্রকার বিসদৃশ বিপরীত ঘটনা ঘটিত না।

মুহূর্ত্ত মধ্যে এই সন্দেহ মেঘটুকুন আমার অন্তরাকাশে উদয় হইল, কিন্তু শিশির পতনে কমলদল যেমন ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে যায়, তেম্‌নি সেই দেবপ্রতিম তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণের সদুপদেশ ও লছমীপ্রসাদবাবুর সারত্ব পূর্ণ জ্ঞানগর্ভ কথাগুলি স্মরণপথে উদয় হওয়ায় আমার চিত্তাকাশ পুনরায় সুনির্ম্মল হইল, কাজেই এক প্রকার অব্যক্ত সাহসে আমার হতাশ হৃদয় সুদৃঢ় হইয়া উঠিল।

লছমীপ্রসাদবাবু আমাকে ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, লোকে রঙ্গ দেখিবার জন্য যেমন রঙ্গালয়ে গমন করে, তেম্‌নি তুমিও বিবিধ রঙ্গ দেখিবার অভিপ্রায়ে সংসার রঙ্গভূমে প্রবেশ ক'রেছ; তবে অতি শীঘ্র তোমার দেখা শোনা শেষ হবে।" এখন দেখ্‌ছি লছমীপ্রসাদবাবুর একটী কথাও মিথ্যা নহে, প্রকৃতপক্ষে আমি এই অবস্থা বিপর্য্যয়ে পতিত হ'য়ে অনেক রঙ্গ দেখিলাম, অনেক লোককে চিনিলাম, তবে তাঁর কথামত কবে আমার এরূপ দেখা শোনা শেষ হবে, তাহা অনুমানে স্থির করিবার ক্ষমতা আমার নাই।

ফলকথা এই জেলখানায় এসে আমি জগদম্বার অপার মহিমার সুস্পষ্ট

নিদর্শন প্রাপ্ত হইলাম। নিরুপায়ের উপায়ের জন্য পদানত ভক্তদের রক্ষা করিবার অভিলাষে সেই কৃপাময়ী যে পাষাণকে আর্দ্র ক'রে দেন, কূপে কমল ফোটান, মরুভূমির মধ্য দিয়া স্নিগ্ধ সলিলা নদী বহান তাহা যথার্থ। পূর্ব্বে সেই ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকট এই পরম তত্ত্বটী শুনেছিলাম, এক্ষণে কার্য্য জগতে এই সকল সারগর্ভ কথার সার্থকতা দেখিতে লাগিলাম।

এক বৎসরের জন্য কারাদণ্ড হওয়ায় আমার প্রাণে যথেষ্ট ভয়ের সঞ্চার হ'য়েছিল ; কিন্তু কারাধ্যক্ষ মহাশয়ের ব্যবহার দেখে ও কথাবার্ত্তা শুনে আমার অন্তরের সেই ত্রাসটী অনেক পরিমাণে নিরাকৃত হইল, অপিচ অপার বিস্ময় নীরে নিমগ্ন হইলাম। মনে করিলাম এ সব সেই জগদম্বার খেলা। এই অধমের কষ্ট হরণের জন্য সেই কষ্টহারিণী মা সাপের মুখ দিয়েই কালকূটের বদলে অমৃত বাহির করিলেন।

এই কার্য্যাধক্ষ মহাশয়ের নাম মির্জ্জাআলি খাঁ, বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসরের অধিক হইবে না। সুন্দরীর-ভালে খদির তিলকে যেমন শোভা বিস্তার করে, তেমনি নবীন ভ্রমর-কৃষ্ণ গোঁফরাজীতে তাহার শ্রীমুখের সৌন্দর্য্য শতগুণ বৃদ্ধি ক'রেছে। খাঁসাহেব লোকটা ছিপ্‌ছিপে একহারা, বর্ণ টুকুন কষিত কাঞ্চনের ন্যায় গৌর ; নাসিকাটী সমুন্নত ও তাঁহার সুন্দর মুখের অনুরূপ, চক্ষুর্দ্দয় আকর্ণবিস্তৃত সমুজ্জ্বল ও উৎসাহব্যঞ্জক, দৃষ্টি স্থির নিম্নগামী ও কুটীলতাপরিশূন্য। ফলতঃ সংসারজ্ঞানহীন কলুষবর্জ্জিত বালকের ন্যায় তাঁহার সুন্দর মুখখানি সরলতা মাখানো, দেখিলেই সকলের ভালবাসিতে ইচ্ছা করে।

মানুষের মনের ভাব, হৃদয়ের পরিচয় অনেকটা তাহার মুখমণ্ডলে প্রতিভাত হ'য়ে থাকে, সেইজন্য এক এক জনকে দেখিলে অন্তরার্ণব প্রীতি-পবনে উদ্বেলিত হ'য়ে উঠে, সর্ব্বস্ব দান ক'রে তার আনুগত্য স্বীকার করতে ইচ্ছা হয়, আবার অনেকের মূর্ত্তি নেত্রপথের পথিক হ'লে কেমন

এক প্রকার ক্রোধ ও ঘৃণায় অন্তরাকাশ সমাচ্ছন্ন হ'য়ে থাকে। সে কখন কোন অপকার করে নাই সত্য, কিন্তু তথাপি বিষবৎ তাহার সংসর্গ পরিত্যাগ কর্‌তে বাসনা হয়। ফলকথা জগতে সুচেহারা, প্রফুল্ল বদন যে অনেকটা দৈবানুগ্রহে ঘটিয়া থাকে তাহা নিশ্চয়।

খাঁসাহেব জাতিতে মুসলমান সত্য, কিন্তু তাঁহাকে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ বলিয়া আমার জ্ঞান হইল। কারণ তিনি হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষপরিশূন্য, সদালাপী, উদার হৃদয় ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন, বিশ্বস্রষ্টা পরমপুরুষের প্রতি তাঁহার অটল বিশ্বাস ছিল, তুচ্ছ অর্থের জন্য দয়াধর্ম্মকে পদদলিত কর্‌তে কি মনুষ্যত্বকে বলী দিতে নারাজ ছিলেন। ফলকথা প্রথম দিনে তাঁহার সহানুভূতিসূচক দু-চারটি কথা শুনেই, এই মুসলমান যুবককে একজন সহৃদয় ভদ্রলোক ব'লে বোধ হইল। আমার উপর তিনি আশার অতীত অনুগ্রহরাশি বরিষণ করিয়াছিলেন।

সুদৃঢ় লৌহের কপাটযুক্ত প্রস্তরে নির্ম্মিত প্রকাণ্ড ফটকের পাশে মির্জ্জাসাহেবের সেরেস্তা ঘর, সেপাহীরা আমাকে সেইখানে লইয়া গেল।

মির্জ্জাসাহেব সেই সিপাহীদের নিকট হ'তে রুচুকারিখানি পাঠ ক'রে, একবার আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন ও সহাস্য আস্যে কহিলেন, "ভাই, তুমি যে নরহত্যা করিবে, তাহা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। প্রকৃত পক্ষে তুমি যে কোন অপরাধ কর নাই, তাহার প্রমাণ আমি পাইয়াছি, এক্ষণে ব্যাপারখানা কি তাহা আমার নিকট অকপটে প্রকাশ কর। আমার দ্বারায় তোমার উপকার ভিন্ন অপকার হইবে না।

কারাধ্যক্ষ মহাশয়ের ঈদৃশ সহানুভূতি-সূচক কথা শুনে আমার সাহস অনেকটা বৃদ্ধি পাইল, কাজেই রহিমমোল্লার খুনের আগাগোড়া সমস্ত বৃত্তান্ত ও কাজীসাহেবের অদ্ভুত বিচারপ্রণালী অকপটে

তাহার নিকট প্রকাশ করিলাম। তাঁহার মুখের ভাব দর্শনে আমার স্পষ্ট প্রতীত হইল যে, আমার একটি কথাও তাঁহার অবিশ্বাস হয় নাই।

আমার কথা শেষ হ'লে মির্জ্জাসাহেব গম্ভীরভাবে কহিলেন, "যে রাজ্যে ন্যায়ের সম্মান নাই, বিচারের নামে এ প্রকার ব্যভিচার ঘ'টে থাকে, নিরীহ ব্যক্তি অপরাধির পরিবর্ত্তে দণ্ডভোগ করে, ক্ষয়িতমূল বৃক্ষের ন্যায় অচিরকাল মধ্যে সে রাজ্যের পতন অবসম্ভাবি। নিপীড়িত নিরীহ ব্যক্তিদের অশ্রুজল ও তপ্তোশ্বাসেই সাম্রাজ্যের মূলভিত্তিকে নিতান্ত শিথিল ক'রে দেয়। অল্প দিনের মধ্যে মুসলমান রাজত্বের নাম ধরা পৃষ্ঠ হ'তে সম্পূর্ণরূপে অপনীত হবে ; ক্ষুদ্র একদল বণিক রাজ্যেশ্বর হ'য়ে প'ড়বে, সেইজন্য দেশের মধ্যে এতদুর অনাচার ও অত্যাচারের প্রাবল্য পরিলক্ষিত হ'চ্ছে। বিশ্বাসঘাতক মির্জ্জাফর ও তোমার স্বজাতি জনকয়েক অদূরদর্শী বাঙ্গালী নালা কাটিয়া স্বগৃহে কুমীর আনিয়াছেন, প্রমোদ উদ্যান মধ্যে মহিষ ছাড়িয়া দিয়াছেন। মূর্খ মির্জ্জাফর শীঘ্র তাহার কুকর্ম্মের ফলভোগ করবে ও অনেক পুরুষ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীরা তাহাদের পদতলে নিষ্পেষিত হবে। কারণ অনভিজ্ঞ অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিরা পরিণামে কখনই সুখী হ'তে পারে না। তুমি যে কেবলমাত্র বদ্‌লোকের ষড়যন্ত্রে ও হাকিমের অদ্ভুত বিচারের মাহাত্মে এরূপ বিপদে পতিত হ'য়েছে এবং আমার নিকট একটীও মিথ্যা কথা বল নাই, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। কারণ মিথ্যা কথা কখনই তোমার মুখ হ'তে বাহির হ'তে পারে না, তুমি যে সাধারণ ছোক্‌রা নও, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ আমি পাইয়াছি।

আমি একটু বিস্মিতভাবে কহিলাম, "আপনি কি প্রমাণ পেয়েছেন ?"

মির্জ্জাসাহেব একটু হাসিয়া কহিলেন, "তাহা শুনিয়া তোমার কোন লাভ নাই। তবে এখানে যত দিন থাকিবে, তোমার কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না, আমি তোমার সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া দিব। আমার

ক্ষমতার অধীন হ'লে তোমাকে এখনি ছাড়িয়া দিতাম। তোমাদের ন্যায় ভাগ্যবান ব্যক্তিদের সেবায় জীবনকে উৎসর্গ কর্‌তে পার্‌লে, অনায়াসে জগৎপিতার প্রসন্নতা লাভ কর্‌তে পারা যায়। কেন না ভগবান তোমাদের ভাবনা ভেবে থাকেন।

আমি তাহার এই সকল কথার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝ্‌তে না পেরে, উদাসভাবে একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। মির্জ্জাসাহেব ঈষৎহাস্তে কহিলেন, "বোধ হয় আমার কথার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পার নাই, সেইজন্য নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছ, অন্য আর এক সময় তোমাকে সব কথা বুঝাইয়া বলিব; এক্ষণে আহারাদি কর। তোমাকে সাধারণ কয়েদিদের সঙ্গে তাহাদের রান্না ভাত খাইতে হইবে না। রামলাল তেওয়ারি নামে একজন কণোজি ব্রাহ্মণ জেল রক্ষক আছে, সে তোমার জন্য ভাত ও রুটী প্রস্তুত করিয়া দিবে, আমি পূর্ব্ব হ'তেই সব বন্দোবস্ত ক'রে রেখেছি।

আমি বিস্মিতভাবে কহিলাম, "আপনি পূর্ব্ব হ'তে কিরূপে বন্দোবস্ত করিলেন, আমি যে এক বৎসরের জন্য আজ এখানে আসিব, তাহাতো আপনার জানিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না।" আমার এই কথা শুনিয়া কারাধ্যক্ষ মহাশয় হাসি হাসি মুখে কহিলেন, "পূর্ব্বে যে কথা তোমার নিকট অনাবশ্যক বোধে গোপন ক'রেছিলাম, তাহা এক্ষণে প্রকাশ করিতে হইল, কারণ তা না হ'লে তোমার প্রশ্নের উত্তর হবে না, কিংবা মনের সন্দেহ মিটিবে না। কাল শেষ রাত্রে আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিলাম, তাতেই আমার স্থির বিশ্বাস হ'য়েছিল যে, তুমি এখানে আসিবে, সেইজন্য পূর্ব্ব হ'তেই সব ঠিক্ ক'রে রেখেছি। আমি নিতান্ত আবেগভরে কহিলাম, "আপনি কি স্বপ্ন দেখেছিলেন?" মির্জ্জাসাহেব গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "আমি যে অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়াছি, তাহা স্বপ্ন কি সত্য তাহা এখনো ঠিক্ বুঝিতে পারি নাই। এরূপ অলৌকিক কাণ্ড এ জীবনের

মধ্যে কখন আমার দৃষ্টিপথের পথিক হয় নাই। আমি দেখিলাম আমার শয়ন কক্ষের পালংয়ের ধারে গেরুয়া বসনধারী একটী ব্রাহ্মণ দাঁড়াইয়া আছেন। ব্রাহ্মণ যদিও শ্যামকায় কিন্তু তাঁহার দেহের মধ্য দিয়ে যেন তেজরাশি বহির্গত হ'চ্ছে। ব্রাহ্মণের ঈদৃশ তেজপুঞ্জ কলেবর ও সৌম্যমূর্ত্তি সন্দর্শনে রবিকরস্পর্শ তুষার রাশির ন্যায় আমার নীরস হৃদয় ভক্তিরসে বিগলিত হইল এবং তাঁহার পদপ্রান্তে মস্তক অবনত হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণ আমাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে সহাস্য আস্যে কহিলেন, "বৎস একটু বিশেষ প্রয়োজনের জন্য আজ আমি তোমার কাছে আসিয়াছি। কাল হরিদাস নামে একটী ছোক্‌রা কোন অপরাধ না ক'রে কেবলমাত্র কুলোকের ষড়যন্ত্রে প'ড়ে এক বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হ'য়েছে। সে যখন কোন অপরাধ করে নাই, তখন তুমি তাহার সহিত সাধারণ অপরাধির ন্যায় ব্যবহার করিও না। ভগবানের পদানত সেই নিরীহ নিঃসহায় নিরপরাধের প্রতি সদয়ব্যবহার কর্‌লে, জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল কর্‌বেন। গ্রহবিপর্য্যয়ে যদিও সেই বালক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হ'য়েছে, কিন্তু সে বড় সাধারণ বালক নয়। মেঘের আড়ে দিনকরের ন্যায় সে এখন প্রচ্ছন্নভাবে আছে, তবে একদিন নিশ্চয় মেঘ সরিয়া তাহার প্রকটমূর্ত্তি প্রকাশ হ'য়ে পড়্‌বে। শত শত তাপীর তাপদগ্ধ হৃদয় তার স্নিগ্ধ করুণার ধারায় সুশীতল হবে; তুমি যদিও যবন, তথাপি তুমি পর্য্যন্ত সেই কৃপালাভে বঞ্চিত হবে না। এই কথা বলিয়াই চক্ষের নিমেষ ফেলিতে না ফেলিতে তিনি তিরোহিত হইয়া গেলেন। তখন আমার যেন চমক ভাঙ্গিল; আমি স্বপ্নঘোরে সেই ব্রাহ্মণকে দেখিলাম, কি প্রত্যক্ষে তিনি উপস্থিত হ'য়েছিলেন তাহা ঠিক্ বুঝিতে পারিলাম না, তারপর দেখিলাম যে, আমার শয়ন কক্ষের দ্বারের খিল পূর্ব্ববৎ বন্ধ আছে, সুতরাং স্বশরীরে কোন লোক যে ইহার মধ্যে প্রবেশ কর্‌বে, তাহা কিছুতেই সম্ভবপর নহে।

কাজেই আমি স্বপ্ন ব'লে স্থির কর্‌লাম, কিন্তু এখনো সেই ব্রাহ্মণের তেজগর্ব্বিত সৌম্যমূর্ত্তিখানি আমার হৃদয়ফলকে চিত্রিত হইয়া আছে ও সুধাসিঞ্চিত সেই স্বরলহরী আমার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হ'চ্ছে। তারপর তোমাকে দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম যে, তোমার জন্য এই অধমকেই সেই মহাপুরুষ স্বপ্নযোগে দেখা দিয়েছিলেন। যা হোক্ তোমার কৃপায় প্রত্যক্ষে না হোক্ স্বপ্নে যথার্থ সাধু দর্শন ঘটিল।

মুসলমানের মুখে ঈদৃশ ভক্তিরসে সিঞ্চিত সহানুভূতি-সূচক বাক্য শুনিয়া ও তাহার এই অদ্ভুত স্বপ্নের বিবরণ জ্ঞাত হইয়া আমি অপার বিস্ময়হ্রদে নিমগ্ন হ'লাম। বিশেষ আমার জিজ্ঞাসামত তিনি স্বপ্নদৃষ্টে সেই ব্রাহ্মণের যেরূপ রূপ বর্ণনা করিলেন, তাহাতে আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম যে, হাবুজখানার সেই বামাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয় স্বপ্নযোগে ইহাকে দেখা দিয়েছেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় যে একজন জগদম্বা জানিত মহাপুরুষ তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু এই অভাগার কষ্ট লাঘবের জন্য কেন তিনি একদূর কষ্ট স্বীকার কর্‌লেন? তিনিতো পার্থিব মমতার কোন ধার ধারেন না, কার্য্যজগৎ হ'তে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হ'য়েছেন, তাহ'লে আমার প্রতি এ প্রকার কৃপা প্রকাশের কারণ কি?

আমি মনে মনে এই সকল কথা তোলাপাড়া করিতে লাগিলাম, কিন্তু স্পষ্ট কোন কথা বুঝিতে পারিলাম না। তবে সে ব্রহ্মচারী মহাশয় যোগবলে যে অসীম ক্ষমতা লাভ ক'রেছেন, এস্থানে তাহার আর একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হইলাম, কাজেই একপ্রকার অনাস্বাদিতপূর্ব্ব বিমল আনন্দে আমার অন্তরার্ণব উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

প্রকৃতপক্ষে মির্জ্জাসাহেব আমাকে সোণার চক্ষে দেখিলেন, নিতান্ত পরিচিত আত্মীয় ব্যক্তির ন্যায় আদর যত্ন করিতে লাগিলেন, সকল বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন, অন্য কোন কঠোর কাজ না দিয়া তাঁহার

সেরেস্তার মুহুরির কাজে বাহাল করিলেন, কাজেই কোন বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র কষ্ট হইল না। এক স্থানে আটক থাকা ও কয়েদিদের নির্দ্দিষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান ভিন্ন আমি যে কয়েদি তাহা বুঝিবার আর কোন কারণ ছিল না।

দিন যায়, সকলকার যায়, বিলাসী ধনীব্যক্তি নিজেকে অমর ভেবে সুন্দরী রমণীগণে পরিবৃত হ'য়ে পরমসুখে দিনপাত কর্‌ছে, তারও সময় যাচ্ছে, আবার চিররোগী রোগের অসহনীয় যাতনা ভোগ কর্‌ছে, প্রতিমুহূর্ত্ত বৎসরের ন্যায় বোধ হ'তেছে, তারও সময় যাচ্ছে, সময় কখন কাহার জন্য অপেক্ষা করে না, আপন গতিতে অনন্ত কালসাগরে মিশিতেছে, তবে যে বুদ্ধিমান, ভাগ্য যার প্রতি অনুকূল, সেই কেবল এই নিয়ত-প্রবাহমান সময়ের সদ্ব্যবহার দ্বারায় নিজের নশ্বর জীবনকে সার্থক কর্‌তে সমর্থ হয়।

আমারও সময় যেতে লাগ্‌লো, সাধারণ কয়েদিদের ন্যায় আমাকে কোনরূপ কষ্ট পাইতে হইল না, মির্জ্জাসাহেব আমার সুখের জন্য যথাসম্ভব সকল বিষয়ের উত্তম বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। দিনের মধ্যে তিন চার ঘণ্টা তাহার সেরেস্তায় মুহুরির কার্য্য করিতাম, বাকী সময় প্রশস্ত জেল-প্রাঙ্গনের মধ্যে বেড়াইয়া বেড়াইতাম। অন্যান্য কয়েদির সঙ্গে আমাকে শয়ন করিতে হইত না, মির্জ্জাসাহেব সেরেস্তা ঘরের পাশে একটী ক্ষুদ্র কক্ষ আমার জন্য নির্দ্দেশ ক'রে দিয়েছিলেন, তাহাতে একখানি খাটিয়া পাতা ছিল, আমি তথায় শয়ন করিতাম, রামলাল তেওয়ারি সেইখানে দিবসে অন্ন ও রাত্রিতে রুটী আনিয়া দিত। আমার উপর মির্জ্জাসাহেরের ঈদৃশ অনুগ্রহ দেখে জেলের আর আর রক্ষী ও সিপাহীরা পর্য্যন্ত আমাকে সম্মানের চক্ষে দেখিত, সাধারণ কয়েদির ন্যায় অবজ্ঞা কর্‌তে সাহসী হ'তো না। এইরূপে দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রায় ছমাস অতীত হ'য়ে গেল।

একদিন বৈকালে আমি, আমার সেই ক্ষুদ্র কক্ষটীর মধ্যে বসে আকাশ পাতাল ভাব্‌ছি, সম্মুখের ছোট জানালাটা খোলা আছে, এমন সময় সেইখান দিয়ে একদল কয়েদি সমস্ত দিনের কাজের পর ফিরে যাচ্ছে, সেই দলের মধ্যে এক বেটা কয়েদিকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলাম ও অপার বিস্ময়-হ্রদে নিমগ্ন হ'লাম।

যে ফরিকবেশী বদ্‌মাইসটা অভাগা রহিমমোল্লার শব গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ ক'রেছিল ও কর্ত্তার হুকুমমতে আমি যার সঙ্গে গিয়াছিলাম, সেই সাঁইজিকে দেখিলাম। এই ফকিরবেটা যে একজন উঁচুদরের বদ্‌মাইস তা আমি পূর্ব্ব হ'তেই জান্‌তে পেরেছিলাম, কিন্তু বর্ত্তমানে কি অপরাধের জন্য যে এ বেটার জেল হ'য়েছে, তা জান্‌বার ইচ্ছা আমার মন মধ্যে নিতান্ত প্রবল হ'য়ে উঠ্‌লো। ভাবলাম যখন কিষণজিবাবুর সঙ্গে এ বেটার দহরমমহরম আছে, তখন মাঝে মাঝে তাঁহার সঙ্গে দেখা শুনা যে হয়, তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং কর্ত্তার পারিবারিক অবস্থা ইহার নিশ্চয় জানা আছে, কাজেই যে কোন উপায়ে হোক্ ইহার সহিত একবার নির্জ্জনে সাক্ষাৎ কর্‌বে হবে।

পরদিন সেই দলের রক্ষীর সহিত আমি গোপনে দেখা করিলাম এবং আমার অভিপ্রায় তাহাকে জানাইলাম। মির্জ্জাসাহেবের এতাদৃশ অনুগ্রহের জন্য এই রক্ষীটা আমাকে বিশেষ খাতির করিত বটে, কিন্তু আমার প্রস্তাবে সম্মত হ'তে সাহসী হইল না। তবে পাছে আমি দুঃখিত হই, এইজন্য মিনতির সহিত কহিল, "আমরা সামান্য সিপাহীমাত্র, এরূপ বেআইনি কাজ যদি প্রকাশ হ'য়ে পড়ে, তাহ'লে আমার চাকরী যাবে। কাজেই এ কাজ কর্‌তে আমার ভয় হয়। তার চেয়ে আপনি খাঁসাহেবকে আপনার প্রাণের কথা খুলে বলুন, তিনি আপনাকে যেরূপ খাতির করেন, তাতে নিশ্চয় রাজী হবেন। একবার খাঁসাহেব আমাকে হুকুম দিলেই আমি ও বেটাকে রাত্রিতে আপনার কামরায় এনে হাজির ক'রে

দোব। খাঁসাহেবের হুকুম থাক্‌লে, কোন বেটা চুক্‌লি ক'রে কিছু কর্‌তে পার্‌বে না। তাই বল্‌ছি আপনি খাঁসাহেবকে একবার খুলে বল্‌বেন। তাঁকে ছাপিয়ে এ কাজ কর্‌তে আমার সাহসে কুলায় না। আপনি খাঁসাহেবকে বল্‌বেন যে, ২৯শে তারিখে আলেক্‌সাঁই ফকির ব'লে যে বেটা তিন বৎসরের জন্য আজ পাঁচ দিন এসেছে, তার সঙ্গে একবার দেখা কর্‌তে ইচ্ছা করি।

আমি তাহার কথা যুক্তিসঙ্গত ব'লে বোধ কর্‌লাম। বিশেষ আমার তুচ্ছ কৌতুহল তৃপ্তির জন্য যে একটা লোক বিপন্ন হয়, ইহা আমার অভিপ্রেত ছিল না, কাজেই তাহার উপদেশমত মির্জ্জাসাহেবকে এই কথা বলা যুক্তিসঙ্গত ব'লে বোধ কর্‌লাম।

পরদিন সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে খাঁসাহেবকে অনেকটা প্রফুল্লিত দেখে ও একাকী পেয়ে, আমার অভিলাষ অকপটে তাঁহার নিকট প্রকাশ কর্‌লাম। আমার এই কথা শুনিবামাত্র বিস্ময়ের লক্ষণ তাহার মুখমণ্ডলে প্রকটিত হইল, এবং সহসা কোন উত্তর না দিয়ে একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমি আভাষে তাহার মনের ভাব বুঝিয়া ঈষদাস্যে কহিলাম, "এই ফকির বেটার ন্যায় বদ্‌মাইসের সঙ্গে আমার কিরূপে আলাপ হ'লো এবং তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বার আমার প্রয়োজন বা কি, এই সন্দেহ আপনার মনে প্রবল হ'য়েছে, কিন্তু আগাগোড়া সব কথা শুন্‌লে, আমি কেন যে ইহার সঙ্গে একবার সাক্ষাতের জন্য ব্যস্ত হ'য়েছি, তাহা স্পষ্ট বুঝ্‌তে পার্‌বেন, কাজেই মনের সন্দেহটুকুন তখন নিরাকৃত হবে। বোধ হয় আপনার স্মরণ আছে, সেই হতভাগ্য মুসলমানের লাশ গঙ্গায় ফেল্‌বার জন্য কিষণজিবাবু একজন লোক নিযুক্ত ক'রেছিলেন। সে বেটা ঠিক গঙ্গায় ফেলে কি না তাই দেখ্‌বার জন্য আমি কেবল তাহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিলাম। কর্ত্তা এই ফকির বেটাকে এই কাজের জন্য বাহাল ক'রেছিলেন, আমি জীবনের মধ্যে কেবল সেই একদিন মাত্র ইহাকে

দেখিয়াছিলাম। তবে কর্ত্তার সঙ্গে এ বেটার যে বেশ জানা শুনা আছে, সর্ব্বদা দেখা সাক্ষাৎ হ'য়ে থাকে, তাহা বুঝিতে আমার বাকী ছিল না। আজ প্রায় ছয় মাসের অধিক হইল, আমি এখানে আটক আছি, ও বেটা সম্প্রতি আসিয়াছে, যদি ইহার দ্বারায় কর্ত্তার বাড়ীর কোন সংবাদ পাই, এই জন্য উহার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ কর্‌তে ইচ্ছা হ'য়েছিল, "মির্জ্জাসাহেব একটু মুচ্‌কে হেসে কহিল, "কর্ত্তার বাড়ীর কয়জন পরিবার?"

আমি। কর্ত্তা তাঁহার স্ত্রী ও এক কন্যা ভিন্ন আর কেহই আপনার লোক নাই,—

মির্জ্জা। কন্যাটির বয়স কত?

আমি। তের বৎসর হবে।

মির্জ্জা। বিবাহ হ'য়েছে?

সহসা কোথা হ'তে লজ্জা আসিয়া আমার স্বর রুদ্ধ করিবার উপক্রম করিল। আমি সাধ্যানুসারে সে ভাবকে গোপন ক'রে অবনত মস্তকে অপেক্ষাকৃত নম্র-স্বরে কহিলাম, "তাহা আমি ঠিক জানি নাই। অনেক দিন হ'লো আমি তাহাদের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি।

মির্জ্জাসাহেব একবার হো হো ক'রে হেসে উঠে কহিলেন, "হাঁ, তাহ'লে তোমার জান্‌বার বিশেষ দরকার আছে। প্রাণের একটু টান না থাক্‌লে মানুষের পরের খর্পর জান্‌বার কখন গরজ হয় না।

মির্জ্জাসাহেবের এই কথায় আমি নিতান্ত লজ্জিত হ'লাম, কি যে বলি তাহা স্থির করিতে পারিলাম না, কাজেই নীরবে ঘাড় হেট করিয়া রহিলাম। সুতরাং মির্জ্জাসাহেব হাসি হাসি মুখে কহিলেন, "আমার কাছে লজ্জিত হবার কোন কারণ নাই, কেন না আমা হ'তে তোমার উপকার ভিন্ন অপকার হবে না। যাই হোক্, আমি রামদীন জমাদারকে বলিয়া দিব, সে রাত্রিকাল সে বেটাকে তোমার কামরায় এনে হাজির

ক'রে দেবে। তোমার যাহা জানিবার আবশ্যক স্বচ্ছন্দে সে বেটাকে জিজ্ঞাসা করিও। আমি এখনি তাহার বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছি।"

এই কথা ব'লে মির্জ্জাসাবেব অন্যত্রে গমন করিলেন, আমি আমার কক্ষের মধ্যে সেই খাটিয়াখানির উপর বসিয়া গভীর চিন্তাকূপে নিমগ্ন হইলাম।

রামলাল যথাকালে রুটী ডাল আনিয়া দিল, আমি আহারাদি শেষ ক'রে সাইজির জন্য অপেক্ষা করতে লাগ্‌লাম, কাজেই শয্যার উপর শয়ন করতে আদৌ ইচ্ছা হইল না।

রাত্রি আন্দাজ দশটার সময় রামদীন সাঁইজিকে সঙ্গে ক'রে হাজির হ'ল ও তাকে ঘরের মধ্যে রেখে দরজাটি ভেজিয়ে দিয়ে বাহিরে অপেক্ষা করতে লাগ্‌লো।

সাইজি বেটা ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার মুখের ভাবে বোধ হইল যে, সে আমাকে ঠিক চিনিতে পারে নাই। কাজেই আমাকে প্রথমে মুখ খুলিতে হইল। আমি সাঁইজিকে আদর ক'রে সেই খাটিয়ার উপর বসিয়ে কহিলাম এবং বলিলাম, "দাতাসাহেব, তুমি কি আমাকে চিন্‌তে পার্‌ছো না ? 'সেই কিষণজিবাবুর বাসা হ'তে সে রাত্রে আমি তোমার সঙ্গে গিয়েছিলাম, কিন্তু ভাই কি আশ্চর্য্য আমি খুন করি নাই, তবু কি না আমাকে খুনদায়ে এক বৎসরের জন্য কারাযন্ত্রণা ভোগ করতে হ'লো।

সাঁইজির তখন চমক ভাঙ্গলো, আমি যে কে তাহা স্পষ্ট চিনিতে পারিল, কাজেই হাসি হাসি মুখে কহিল, "আরে ভেইয়া, খুন্ কর্‌নেসে সাজা হোতা তো, মেরা হাড্ডি আবি কবরমে মাট্টি হো যাতা। লেকিন্ তোম্ ভেইয়া হক্‌নাহক্ ফাঁস গিয়া। এ দুনিয়ামে রূপেয়ামে সব হোতা।" আমি আমার নিজের কথা চাপা দিয়ে খুব মোলামভাবে কহিলাম, "আমি নেহাৎ গরিব, টাকা কড়ি নাই, সেইজন্য এ দায়ে প'ড়ে গেলুম, কিন্তু

তোমার এ দশা কেন হ'লো ? তোমার তো সহায় সম্পদের অভাব ছিল না। অতীব তাচ্ছিল্যভাবে সাইজি উত্তর করিল, "ঐ ফিরিঙ্গি শালারা হাম্‌কে ও আর চার আদ্‌মিকে ফাঁসায় দিয়া। কাজী টৌকিখাঁকা সাৎ মেরা বহুৎ জান পছান থা, বেসখ হাম্‌লোক খালাস হো যাতা। লেকিন খোদ সুবেদারসাব্ ফিরিঙ্গি লোক্‌কা ডরমে কাঁপতা, সুবেদার সাব্‌কা সুপারিস মে, হাম্‌লোক্‌কা সাজা হুয়া, কাজীসাব্ বেকসুর ছোড়্‌নে সেকা নেই।"

আমি। ইংরাজ বাহাদুরেরা তোমার শত্রু হ'য়ে উঠ্‌লো কেন? আর খোদ সুবেদারসাহেব কি জন্য তোমাকে সাজা দিবার অভিপ্রায়ে কাজীকে সুপারিস কর্‌লেন্?

সাঁই। আরে ভেইয়া, আজীমগঞ্জমে ঐ শালা লোক্‌কা এক্‌ঠো বাবু থা, কোন্ শালা আকোচমে ঐ বাবুকে খুন কর্‌কে ভাগা, হাম্‌লোক ঐ শালাকে বাড়ী ডাকাতি কর্‌নেকোআস্তে গিয়া থা, লেকিন্ কুচ্ মিলা নাই, ঝুট্‌মুট্ এই ফ্যাসাদমে গিরা।

পাপিষ্ঠ সাঁইজির কথা শুনে এক রকম স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম যে, ইহারা নরাধম মাণিকলালের বাটী ডাকাতি করতে গিয়াছিল; কিন্তু একটা কথায় আমার সন্দেহের উদয় হইল। কারণ আমি বেশ জানি যে, কৃপণ-প্রধান নরপ্রেত তুল্য মাণিকলালের হাতে তো অনেক টাকা আছে, তাহ'লে পাপাত্মা সাঁইজি কেন বল্‌লে "কুচ্ মিলা নাই, ঝুট্‌মুট্ এই ফ্যাসাদমে গিয়া।"

আমি আমার এই মনের সন্দেহ মিটাইবার জন্য কহিলাম, "আজীমগঞ্জে বার্লো সাহেবের কুটীর বড়বাবু মাণিকলাল সরকার, বাঙ্গালীদের মধ্যে বড় মানুষ, তার হাতে ৫।৬ লক্ষ নগদ টাকা আছে।" আমার কথায় বাধা দিয়া সাইজি কহিল, "ও সব ঝুট্‌বাৎ, শালাকা মর্‌মে এক্‌ঠো কৌড়ি বি হ্যায় নাই। যো কুচ্ থা ও শালাকা বহু সব মাল লেকে ভাগ্ গিয়া।"

আমার মনের সন্দেহ অনেকটা মিটিল। আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, কর্ত্তার মৃত্যুর পর পাপিয়সী কুমুদিনী উপযুক্ত অবসর পেয়ে সর্ব্বস্ব নিয়ে গুণের সাগর সেই খান্‌সামার সঙ্গে পালিয়েছে। এখন মোহিতবাবুর যদি কোন উদ্দেশ পাই, এই আশয়ে পুনরায় কহিলাম, "আচ্ছা ভাই! কর্ত্তার সেই ছেলেটী ডাকাতির সময় কোথায় ছিলেন, তার কি কোন সন্ধান জান ?"

পাপিষ্ঠ সাইজি আমার কথায় কোন উত্তর না দিয়ে, কেবল কট্‌মট্ ক'রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আমি তাহার এই চাহনির অর্থ বুঝিতে পারিলাম। পাপিষ্ঠ যে মাণিকলালের বাড়ী ডাকাতি ক'রেছিল, তিনি যে আমার পরিচিত ব্যক্তি, তাহা পূর্ব্বে স্মরণ ছিল না, সেইজন্য অকপটে সব কথা বলিতেছিল। এক্ষণে আমার এই প্রশ্নে তাহার চমক ভাঙ্গিল, কাজেই তখন প্রাণের কপাটে চাবি বন্ধ ক'রে আমাকে নিরস্ত করিবার জন্য কহিল, "তা ভেইয়া হাম্ জান্‌তা নেই, আজীমগঞ্জকা ক'ই আদ্‌মিকা সাৎ মেরা জানপছান্ থা নেই। গোয়েন্দাকা খপ্পরমে হাম্‌লোক ডাকাতি কর্‌নে-গিয়া।"

আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, পাপাত্মা সাবধান হ'য়েছে, আর এ সম্বন্ধের কোন কথা পাপাত্মার মুখ দিয়া বাহির হইবে না। এক্ষণে কিষণজিবাবুর বাড়ীর যদি কোন সন্ধান জান্‌তে পারি, এই আশায় কহিলাম, "আচ্ছা ভাই! কিষণজিবাবু এখন কোথায় ?"

সাই। ও শালাবি সহর-ছোড়্‌কে ভাগ্ গিয়া।

আমি। কোথায় গিয়াছেন তা জান ?

সাই। কুচ্ জান্‌তা নেই। ও শালা পাক্কা বদ্‌মাইস।

আমি। আচ্ছা, বাবুর স্ত্রী ও মেয়ে কি তার সঙ্গে গিয়াছে।

পাপিষ্ঠ অম্লান বদনে কহিল, "নেই, ও দোনো জানেনা কসবি হো গিয়া।"

এই কথা শুনিয়া সহসা আমার মাথা যেন ঘুরিয়া গেল। সাঁইজিকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল না, কাজেই তাকে বিদায় দিলাম।

সাঁইজি দৃষ্টিপথের অতীত হইল, আমার মনমধ্যে মহাবিপ্লব উপস্থিত হইল। আমি একমনে ভাবিতে লাগিলাম, পাপিষ্ঠ সাঁইজির এই কথা কি সত্য? বাস্তবিক কি সেই সরলা নির্ম্মলার এতদূর শোচনীয় পরিণাম হ'য়েছে? দেবীর উচ্চাসন হ'তে পরিভ্রষ্ট হ'য়ে একেবারে শূকরীর অধমা হ'য়ে পড়েছে? হায়! কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, পদ্মের মধু ভেকের উপভোগ্য হবে, সোণার পিঞ্জরে জঘন্য বায়স বাসা নেবে; যজ্ঞীয় পবিত্র হবি নীচ কুকুরে স্পর্শ কর্‌বে। অনেকদিন পূর্ব্বে সেই খাঁ সাহেবের আখড়া নামক বদ্‌মাইসদের আড্ডায় শুনেছিলাম যে, মোহিত বাবু ৫০০৲ টাকা দিয়ে একটা মাল টপ্‌কে আন্‌বার জন্য দুজন পাকা বদ্‌মাইসকে সহরে নিয়ে গেছেন। কথাটা শুনেই মনে একটা খট্‌কা হ'য়েছিল, কিন্তু তলিয়ে কিছু বুঝি নাই। এখন বোধ হ'চ্ছে দেবীপ্রসাদের যোগে নির্ম্মলার সর্ব্বনাশ কর্‌বার জন্য পাপাত্মা মোহিতবাবু সেই ফাঁদ পাতিয়াছিলেন; কিন্তু এ কি সম্ভব? পশু বলে কেহ কি কখন সতীর সর্ব্বনাশ কর্‌তে পারে? নির্ম্মলা যে প্রকার সুশীলা ও ধর্ম্মপ্রাণা তাতে নিশ্চয় ধর্ম্ম তাহার ধর্ম্ম রক্ষা কর্‌বেন; কিন্তু তাহ'লে এ লোকটা এমন কথা কেন বল্‌লে? আমার সাক্ষাতে এরূপ মিথ্যা কথা বল্‌বার কারণ কি—তাতে কি ওর কি স্বার্থ সাধিত হবে?

এই সকল কথা আমার মনে তোলাপাড়া হইতে লাগিল, আমি কিছুতেই অস্থির অন্তরকে সুস্থির করিতে পারিলাম না। কেবল আমার মনে উদয় হইতে লাগিল "এ কথা কি সত্য?"

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

ব্রহ্মচারী মহাশয়।

পাপিষ্ঠ সাঁইজির নিকট হ'তে এই দুঃসংবাদ শুনে অবধি, আমার মনের সেই প্রশান্ত ভাবটুকুন রবিকরস্পর্শে নীহার বিন্দুর ন্যায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল। রাত্রদিন এই কথাই জপমালা হইল, কাজেই কাজ কৰ্ম্মে তেমন আর মন লাগিল না, প্রায় সকল সময়ে বিমনা হইয়া থাকিতাম।

সুচতুর মির্জ্জাসাহেব আভাষে আমার এই চিত্তচাঞ্চল্যের বিষয় পরিজ্ঞাত হইলেন, কিন্তু তিনি ঠিক ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন না, তাঁহার ধারণা হইল যে, সেই কুমারী অন্য পাত্রের অঙ্কশায়িনী হ'য়েছে, তাই আশাভঙ্গে এরূপ বিমনা হ'য়ে প'ড়েছে।

মির্জ্জাসাহেব এই মনে ক'রে আমাকে প্রবোধ দিবার ছলে দু-একটা ঠাট্টা করতে ছাড়্‌লেন না, কিন্তু আমি তাহাকে প্রকৃত ব্যাপার প্রকাশ করিয়া বলিলাম না, প্রাণের যাতনা, মনের উদ্বেগ সাধ্যানুসারে গোপন করিলাম। কাজেই আশাভঙ্গে আমি যে ঈদৃশ মর্ম্মপীড়িত হ'য়েছি, এই ধারণাই মির্জ্জাসাহেবের মনে বদ্ধমূল হইল।

শ্রাবণ মাসের শেষে আমার জেল হইয়াছিল, দেখতে দেখতে পুনরায় শ্রাবণ মাস এলো, কাজেই আমার এক বৎসর মিয়াদ পূর্ণ হইয়া গেল।

খালাসের দিন প্রাতঃকালে মির্জ্জাসাহেব হর্ষভরে আমাকে কহিলেন, "ভাই হরিদাস, আজ তুমি খালাস হইবে, তোমার কর্ম্মভোগ শেষ হ'য়েছে, আর তোমাকে এই পাপপুরীতে অন্ন গ্রহণ করতে হবে না। কিন্তু এ

অধমকে একেবারে ভুলিও না, মনে ঠিক জেনো এ দেখাই আমাদের শেষ দেখা নয়, কোন না কোন সময়ে আমরা দুজনে পুনরায় মিলিত হবো।”

আমি মনের আবেগ ভরে কহিলাম, “আপনি আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। আপনার বিপুল ঋণ আমি ইহজন্মে কিছুতেই পরিশোধ কর্‌তে পার্‌বো না। মহাশয়ের এই অসীম অনুগ্রহ কোন-কালেও বিস্মৃত হ'তে পার্‌বো না। আপনার কৃপায় এই পাপপুরীতে এক বৎসরকালে পরমসুখে কাটাইলাম, কোন বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র কষ্ট নাই। আমি হিন্দু, আপনি মুসলমান, কিন্তু তথাপি আমার প্রতি আপনার ঈদৃশ কৃপা, মহাশয়ের অসীম মহত্ত্ব ও উদারতার পরিচারক। ফলকথা আমি যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন আপনার মোহন-ছবিখানি আমার স্মৃতিমন্দিরে বিগ্রহরূপে বিরাজ করিবে।

মির্জ্জাসাহেব সস্নেহে উত্তর করিলেন, “ভাই, মানুষের যাহা কর্ত্তব্য, আমি কেবলমাত্র তাহাই করিয়াছি, সুতরাং তার জন্য তোমাকে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হ'তে হবে না। তুমি এক বৎসরের জন্য এখানে আটক ছিলে, কিন্তু এই এক বৎসরের মধ্যে জগতে কত পরিবর্ত্তন হ'য়েছে। সম্প্রতি আর একজন নূতন সুবেদার বাঙ্গালার মস্‌নদে ব'সেছেন।

আমি। কেন, পুরাতন সুবেদার সাহেবের কি মৃত্যু হ'য়েছে?

মির্জ্জা। না, তিনি রাজকার্য্যে অনুপযুক্ত ব'লে তাকে সরিয়ে তার স্থানে তার জামাতা নবাব হ'য়েছে।

আমি। এই হিন্দুস্থান মধ্যে এমন শক্তিশালী পুরুষ কে, যাঁর কথায় বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যার সুবেদার বাহাল বরতরফ হয়?

মির্জ্জা। ইংরাজ, লোকে যেমন নিজের হাতে-গড়া পুতুল অনায়াসে ভেঙ্গে ফেল্‌তে পারে, তেম্‌নি ইংরাজেরা এই অকর্ম্মণ্য বিশ্বাসঘাতক মির্‌জাফরকে বাঙ্গালার মস্‌নদে বসিয়েছিলেন, এখন আর সেই

ইংরাজ তাকে কাণে ধ'রে নামিয়ে, তার জামাই মিরকারিমকে নবাব ক'রেছে।

আমি। ইংরাজের যখন এতদূর ক্ষমতা তখন আর এরূপ পুতুল নিয়ে খেলা করা কেন? সকলকে তাড়িয়ে নিজেরা বস্‌লেইতো সব গোল চুকে যায়।

মির্জ্জা। তার অধিক দেরি নাই। তবে ইংরাজেরা অতীব চতুর, সহসা হট্‌কারিতার পরিচয় দেন না, তিন চাল ভেবে তবে একটি ব'ড়ে টেপেন, তবে মিরকাসিম পূর্ব্ব নবাবের ন্যায় অপদার্থ নহেন, তিনি শক্তিশালী ন্যায়নিষ্ঠ উন্নতমনা পুরুষ, শাসনকর্ত্তার অনেক গুণ তাঁহার আছে, বোধ হয় কিছুদিনের জন্য তিনি তাঁহার অধিকার বজায় রাখতে পার্‌বেন। যাহা হউক তুমি এক্ষণে কোথায় যাইবে স্থির করিয়াছ?

আমি। এই সংসারে আমার নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই, স্রোতের মুখে তৃণের ন্যায় ভাস্‌ছি, তবে ভাগ্যক্রমে এক মহাপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'য়েছিল, তিনি কৃপা ক'রে আমাকে তাঁর ঠিকানা ব'লে দিয়েছেন, আমি এখান হ'তে সেইখানে যাব মনে মনে স্থির ক'রেছি।

মির্জ্জা। ঠিক্ কথা, সম্ভবতঃ স্বপ্নযোগে সেই মহাপুরুষই আমাকে দেখা দিয়েছিলেন এবং তোমাকে যত্নে রাখ্‌তে অনুরোধ ক'রেছিলেন। যাই হোক্ সেই মহাপুরুষ কোথায় থাকেন এবং তাহার নাম কি?

আমি। মিরঘাটার কালীবাড়ীতে তিনি থাকেন, তাঁর নাম বামাচরণ ব্রহ্মচারী। লোকে পথের মাঝে যেমন অমূল্য নিধি কুড়িয়ে পায়, তেম্‌নি আমি হাবুজখানার মধ্যে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম। নমাজের সময় শঙ্খঘণ্টা ধ্বনি ক'রেছিলেন ব'লে তিনি ধৃত হ'য়েছিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তিন দিনের দিন খোদ সুবেদার সাহেব তাঁহার মুক্তির জন্য অনুরোধ ক'রেছিলেন। এই

তিন দিনের মধ্যে তিনি জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন নাই; অথচ তাঁহার মুখ শুষ্ক কি চিত্তের বিন্দুমাত্র অবসাদ ঘটে নাই।

মির্জ্জা। তিনি নিশ্চয় একজন মহাপুরুষ ও ঈশ্বরজানিত ব্যক্তি। এ সংসারে যে ভগবানের যথার্থ ভক্ত, তাঁহার নিকট প্রতাপশালী সম্রাটকেও মস্তক অবনত করতে হয়। কিন্তু কর্ম্মজগৎ হ'তে অপসৃত এরূপ মহাপুরুষ যখন তোমার মঙ্গলের জন্য লালায়িত ও সুখস্বচ্ছন্দের জন্য ব্যস্ত, তখন ভাই, তুমি কখনও সামান্য ব্যক্তি নও। কেন না, সারবান বৃক্ষ ব্যতীত মলয়-মারুত-স্পর্শে অন্য কোন তরুতে চন্দন হয় না। "যাই হোক্, এ জগতে সঙ্গগুণে সাধনহীন অধম মানবও কৃতার্থ হ'য়ে থাকে; সুতরাং কুসুম পরশে তৈল যেমন সুরভিত হয়, সেইরূপ আমি অধম যবন হ'য়েও স্বপ্নাবস্থায় সাধু দর্শন ক'রে চরিতার্থ হ'য়েছি, যদি ভাগ্যে থাকে তাহ'লে একদিন না একদিন প্রত্যক্ষে সেই মহাপুরুষের শ্রীচরণ দর্শন করবো।"

মুসলমানের মুখে ঈদৃশ ভক্তিরসে সিঞ্চিত অদ্বৈতভাবপূর্ণ সদর্থযুক্ত মধুর বাক্য শ্রবণে নিতান্ত বিস্মিত হ'লাম। আমি পূর্ব্ব হ'তেই এই মুসলমান যুবকের অনেক সদ্‌গুণের, উদার ভাব ও মহত্বের পরিচয় পেয়েছিলাম, সুতরাং আমার স্পষ্ট প্রতীত হইল যে, এই বৈষম্যময় সংসারে কিছুই বিচিত্র নহে। বিধাতার ইচ্ছা হ'লে সাপের মুখ দিয়েও সুধাক্ষরণ হ'তে পারে, কয়লার খনিতে হীরক জন্মায় ও মরুপ্রদেশে শতদল বিকশিত হ'য়ে থাকে।

যাহা হউক, সহৃদয় মির্জ্জাসাহেব ছলছল নেত্রে আমাকে বিদায় দিলেন। আমি যমপুরী সদৃশ কারাগার হ'তে বহির্গত হ'লাম ও সেই মহাত্মার নির্দ্দেশমত মীরঘাটার দিকে যাত্রা করিলাম।

ক্রমে আমি সহরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং অপার বিস্ময়হ্রদে নিমগ্ন হইলাম। কারণ আজ মুর্শিদাবাদ নগরী বিবিধ সাজে সজ্জিতা হ'য়ে বসন্ত সমাগমে বনস্থলি, কি স্বামী আগমনে সালঙ্কারা কামিনীর

ন্যায় পরিদৃশ্যমান হ'চ্ছে। রাজপথের উভয় পার্শ্বস্থ অট্টালিকাশ্রেণী বিবিধ পত্র, পুষ্প ও পল্লবে শোভিত, নাগরিকেরা উৎসবে উন্মত্ত, সকলেই বিচিত্র বেশভূষায় ভূষিত হ'য়ে নগর ভ্রমণে বহির্গত হ'চ্ছে, স্থানে স্থানে রাস্তার উপর চাঁদোয়া খাটিয়ে আসর হ'য়েছে এবং তয়ফাদারদের নাচ গান হ'চ্ছে, দলে দলে মাতালেরা কাণ্ডজ্ঞানকে গলা ধাক্কা দিয়ে রীতিমত মদের মহিমা প্রকাশ কর্ছে ও খোদ পিশাচকে এনে যেন কণ্ঠে বসিয়েছে।

আমি এই সকল তামাসা দেখ্তে দেখ্তে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হ'তে লাগ্লাম, কিন্তু কিসের জন্য যে এই উৎসবের অনুষ্ঠান হ'য়েছে, কেন যে নগরবাসীরা আনন্দসাগরে ভাস্ছে, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না; কাজেই নিতান্ত সন্দেহাকুলিতচিত্তে আমার গন্তব্য স্থানের দিকে যাইতে লাগিলাম।

খানিকদূর গিয়া ভদ্রবেশধারী একজন মুসলমানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সাহেব! কিসের জন্য সহরে এরূপ উৎসবের আয়োজন হ'য়েছে?"

তিনি একবার আমার মুখের উপর খরদৃষ্টিপাত ক'রে উত্তর করিলেন, "তুমি কি সহরের লোক নও, কোথা হইতে আসিতেছ?"

আমি ঈষৎ অপ্রতিভ হ'য়ে মিনতির সহিত কহিলাম, "আজ্ঞে! আমি অদ্য অন্য স্থান হ'তে এখানে এসেছি, সেইজন্য ভদ্রলোক দেখে আপনাকে এই কথা জিজ্ঞাসা কর্লাম।"

সেই ভদ্রলোকটী হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার নূতন সুবেদার বাহাল হইল, তাঁহার মান্যর জন্য এই উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছে এবং ইহার জন্য রাজকোষ হ'তে দুই লক্ষ টাকা বরাদ্দ হ'য়েছে। কিন্তু এদিকে দেশের একপ্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্ত অবধি দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী করাল বদন বিস্তার করিয়াছে। যে আপদ এদেশে কখন ছিল না, কেহ কখন কর্ণেও শুনে নাই নূতন বন্দোবস্তের গুণে সেই আপদ এক্ষণে

প্রত্যক্ষ উপস্থিত হ'য়েছে। বিধাতার কৃপায় শস্য শ্যামলা উর্ব্বর ভূমি এই বঙ্গদেশে কেহ কখন অনাহারে মরে নাই, কিন্তু হায়! বলতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, এখন সেই বঙ্গদেশের লক্ষ লক্ষ লোক উদর জ্বালায় কাতর হ'য়ে পশুদের ন্যায় শাক পাতা ভক্ষণ করছে, একমুষ্টি অন্নের জন্য হৃদয়-পুত্তলি সদৃশ পুত্রকে বিক্রয় করতে কুণ্ঠিত হ'চ্ছে না। অথচ এখনও পুরো তেজে রাজস্ব আদায় চলিতেছে এবং দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অনাহারি প্রজার হৃদয়ের শোণিততুল্য অর্থ এরূপ তামসিক ব্যাপারে জলের ন্যায় খরচ হ'চ্ছে। মীরকাসিম একজন হৃদয়বান পুরুষ সত্য, শাসনকর্ত্তা হবার যোগ্য ব্যক্তি বটে, কিন্তু তাহার পরমহিতৈষী, নিতান্ত উপকারী ইংরাজ বাহাদুরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কথা বল্‌তে পার্‌বেন না। তারা ইচ্ছামত কামধেনু দোহন কর্‌বে, তাতে কথা কইলেই নবাব বাহাদুরের মান থাক্‌বে না?"

সেই ভদ্রলোকটী এই সকল কথা ব'লে আর উত্তরের প্রতীক্ষা না ক'রে বাঁ দিক্‌কার একটা গলির মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। যেমন স্বরে কাক কি কোকিল বুঝিতে পারা যায়, তেম্‌নি কথা শুনিলেই লোকটা ভদ্র কি অভদ্র, সহৃদয় কি নিষ্ঠুর, তাহার অনেকটা আঁচ পাওয়া গিয়া থাকে। সুতরাং এই ভদ্রলোকটী জাতিতে মুসলমান হইলেও মির্জ্জাসাহেবের ন্যায় ধর্ম্মভীরু ও উচিতবক্তা যে তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অনেক সর্প যেমন সুন্দর ও মনোরম, তেম্‌নি অনেক বদ্‌মাইস অভদ্র ব্যক্তি ভদ্রভাবে সজ্জিত হ'য়ে থাকে, কাজেই বেশভূষা দেখে ভদ্র অভদ্র ঠিক্ বুঝ্‌তে পারা যায় না, কিন্তু যথার্থ পরদুঃখ-কাতর সহৃদয় ভিন্ন কোন ক্ষুদ্রচেতা স্বার্থপরের অন্তর হ'তে এ প্রকার উচ্ছ্বাস কিছুতেই বহির্গত হ'তে পারে না। তাহ'লে মুসলমানদের মধ্যেও যে অনেক পরদুঃখ-কাতর মহানুভব ব্যক্তি বর্ত্তমান আছেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

এই মুসলমান ভদ্রলোকটীর এই সকল কথা শুনিয়া আমার অন্তরের যথেষ্ট ভাবান্তর ঘটিল, রাস্তার উপর বাইজিদের গান শুন্‌তে ও ভাঁড়েদের ভাঁড়ামো দেখ্‌তে আর ইচ্ছা হইল না। আমি একজন হিন্দু পথিককে মীরঘাটার রাস্তা জিজ্ঞাসা করিয়া দ্রুত পদসঞ্চারে সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

বেলা আন্দাজ একটার সময় ঠিক্ সেই কালীবাড়ির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখ্‌লাম সে স্থানটি বেশ মনোরম স্বভাবের সুদৃশ্যে শোভিত ও কলনাদিনী গঙ্গার ধারে অবস্থিত। সহর হ'তে এ স্থানটী তিন ক্রোশের কম হইবে না, পূর্ব্বে এ স্থানটী এক প্রকার জনমানব পরিশূন্য নির্জ্জন ছিল। সম্প্রতি জনকয়েক সম্ভ্রান্ত মুসলমান নিকটে বাগানবাড়ী নির্ম্মাণ ক'রেছেন, সেইজন্যই ব্রহ্মচারী মহাশয় ওপ্রকার বিপন্ন হ'য়েছিলেন।

আমি দেখিলাম যে, সেখানে কোন মন্দির নাই, বোধ হয় পাছে উচ্চশির মন্দির দেখিলে হিন্দুদ্বেষীদের পাপদৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, এই ভয়ে এ প্রকার গুপ্তভাবে জগদম্বার মূর্ত্তি কোন মহাপুরুষ প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন।

চারিদিকে আম কাঁঠাল প্রভৃতি ফলের বাগান, তাহার ঠিক মধ্যস্থলে একহারা একটী কুটীরতে জগদম্বার প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি বিরাজমানা আছে, কুটীরের দুয়ারে দুখানি উলুছাউনি মেটে ঘর শোভা পাচ্ছে ও চারিদিক্ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত আছে।

সদর দরজা খোলা ছিল, কাজেই আমি ভিতরে প্রবেশ ক'রে দেখ্‌লাম যে, উলুচালে আচ্ছাদিত সেই কুটীরের সেই রকের উপর কুশাসনে সেই ব্রহ্মচারী মহাশয় ও জটাজুটধারী তেজপুঞ্জ কলেবর আর একজন সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। বোধ হয় যেন ইতঃপূর্ব্বে আমারই কথা হইতেছিল, কারণ আমাকে দেখিয়াই ব্রহ্মচারী মহাশয় মৃদুহাস্যে কহিলেন, "ঐ দেখুন, এসে হাজির হ'য়েছে।"

আমি রকের উপর গিয়ে ভক্তিভরে ব্রহ্মচারী মহাশয়ের পদতলে প্রণত হ'লাম ও সেই সন্ন্যাসী মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিলাম। তিনি ইঙ্গিতে আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, কিন্তু মুখে কোন কথা বলিলেন না, প্রস্তরে নির্ম্মিত মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চলভাবে সেইখানে বসিয়া রহিলেন। তবে ব্রহ্মচারী মহাশয় হাসি হাসি মুখে কহিলেন, "বেলা অধিক হ'য়েছে, গঙ্গা হ'তে স্নান ক'রে এসো, অনেকক্ষণ জগদম্বার ভোগ হ'য়ে গেছে, আহারাদির পর অন্যান্য কথাবার্ত্তা হবে।"

ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কথায় কোনরূপ প্রতিবাদ করতে আমার সাহসে কুলাইল না, কাজেই চাদরখানি সেইখানে রেখে স্নানার্থে গমন করিলাম।

মাতৃকোলে স্থান পেলে যেমন আনন্দের পরিসীমা থাকে না, তেমনি অনেক দিনের পর পুণ্যসলিলা কলুষহারিণী ভাগিরথীর শীতল জলে অবগাহন ক'রে আমিও নিরতিশয় প্রীত হ'লাম। আমার অন্তরের মালিন্য রাশিও যেন বিধৌত হ'য়ে গেল, কাজেই অনেকটা প্রফুল্ল মনে আমি সেই ঠাকুর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম।

আমি আসিয়া দেখি যে, মার গৃহের বামদিকের ছোট মেটে ঘরের দাওয়ার উপর কুশাসনে একখানি নূতন কাপড় ও সম্মুখে কলাপাতে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত র'য়েছে। আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, তত্ত্বজ্ঞানী ব্রহ্মচারী মহাশয় যোগবলে আমার আগমন পূর্ব্ব হ'তেই পরিজ্ঞাত হ'য়েছিলেন, সেইজন্য সব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

ব্রহ্মচারী মহাশয়ের আজ্ঞামত আহারে বসিলাম, তিনিও স্বতন্ত্র একখানি কুশাসনে একটু অন্তরে উপবেশন করিলেন। আমি আহারে বসিয়া সেই গৃহমধ্যে ঘন ঘন দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছি, এমন সময় ব্রহ্মচারী মহাশয় হাসি হাসি মুখে কহিলেন, "ঘরের মধ্যে কি দেখিতেছ ?"

আমি যেন একটু অপ্রতিভ হ'য়ে কহিলাম, "আজ্ঞে, আপনি যে সেই

তাঁতি মেয়েটীর কথা ব'লেছিলেন, সে এখানে আছে কি না, তাই দেখিতেছিলাম।"

ব্রহ্মচারী মহাশয় গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "না জগদম্বা তাদের প্রতি প্রসন্না হ'য়েছেন। তাইতে সে এখন স্বামীগৃহে গিয়ে পুনরায় সুখের মুখ দেখ্‌তে পেয়েছে।"

আমি আগ্রহের সহিত কহিলাম, "তাহার স্বামীতো পাগল ছিল?

ব্রহ্ম। হাঁ, কিন্তু স্বহস্তে শত্রুকে খুন কর্‌বার পর হ'তেই তার পাগলামী সেরে যায়, এই সহরের মধ্যে এক তাঁতির বাড়ী লুকিয়ে থাকে। আমি কোন গতিকে জান্‌তে পেরে তাকে এখানে আনি এবং তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলন করিয়ে দিই। কিন্তু এখানে তাকে অধিক দিন রাখ্‌তে আমার সাহস হ'লো না, কাজেই আমার একজন সম্পন্ন শিষ্যকে একখানি পত্র লিখে তাকে কলিকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছি, সে এক্ষণে স্ত্রী সহ কলিকাতায় বাস করিতেছে। সুতরাং আমি একটা মহাদায় হ'তে মুক্ত হ'য়েছি।

এই সংবাদে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম এবং সেই যুবকের আরও সঠিক সংবাদ শুনিবার আশায় তাঁহাকে কহিলাম, "সেই যুবকের নাম কি? এবং কিরূপে সে নিঃসহায় হ'য়ে শত্রুকে খুন করতে সমর্থ হ'লো?

ব্রহ্ম। তার নাম নীলমণি বসাক, সে রামসদয় বসাকের পৌত্র, তার পিতা ও খুল্লতাত সাহেবদের কয়েদখানায় মারা যায় এবং সর্ব্বস্ব নিলামে বিক্রয় হইয়া যায়, শেষে বাকী টাকার জন্য তাহার পত্নীকে ধরিয়া আটক করিয়া রাখে। মাণিকলাল সরকার নামে এক বেটা বাঙ্গালীর সাহায্যে ও সন্ধানে এই সব কাজ হ'য়েছে ব'লে তার উপরই যুবকের জাতক্রোধ জন্মায় ও খুন্ কর্‌বার মতলব করে। এ জগতে সাধলেই সিদ্ধ হ'য়ে থাকে, জগদম্বা অসহায়ের সহায় হ'য়ে থাকেন, সুতরাং এই নিঃসহায় যুবক যে সুবিধামতে নিজের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবে তাহার আর বিচিত্র কি? যাই হ'ক্, পাপিষ্ঠ

মাণিকলালের রক্তে নীলমণির প্রতিহিংসানল প্রশমিত হইয়াছে ও সেই সঙ্গে তাহার পাগ্‌লামিও সারিয়া গিয়াছে। সে ব্যবসায়ীর ছেলে, বয়সও অল্প, সুতরাং ব্যবসায় দ্বারায় ক্রমে ক্রমে সে পুনরায় বড়মানুষ হইয়া উঠিবে, কিন্তু পাপিষ্ঠ মাণিলাল অনেক লোকের সর্ব্বনাশ ক'রে যে টাকা রোজগার ক'রেছিল, শেষে কিরূপে তা শেষ হয়, তাও জগতে সকলে দেখ্‌বে।"

আমি। আজ্ঞে, পাপের ফল ঠিক্ ফ'লেছে। মাণিকলালের মৃত্যুতে তার সংসার ছারখার হ'য়ে গেছে, আমি কয়েদখানায় এক বেটা বদ্‌মাইসের মুখে সব কথা শুনেছি, সে বেটাও সেই বাড়ীতে ডাকাতি কর্‌তে গিয়ে ধরা প'ড়ে জেল খাট্‌ছে।

ব্রহ্ম। পাপার্জ্জিত অর্থ জগতে এইরূপেই নিঃশেষ হয়, তবে যিনি চতুর তিনি এই সব অকাট্য প্রমাণ পেয়ে পূর্ব্ব হ'তেই সাবধান হন্। তুচ্ছ অর্থের জন্য অনর্থপাতের সূত্রপাত করেন না।

কথায় কথায় অমৃতোপম জগদম্বার প্রসাদ আমি পরিতোষের সহিত আহার করিলাম। ব্রহ্মচারীমহাশয় পাশের ঘরখানি দেখাইয়া দিলেন, আমি তথায় একখানি কম্বল পাতিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম, পথশ্রমে ক্রমে আমার তন্দ্রার আবির্ভাব হইল।

আরতির শঙ্খঘণ্টা ধ্বনিতে আমি জাগ্রত হ'লাম, তখন সন্ধ্যা প্রায় অতীত হ'য়েছে, কাজেই আমি তাড়াতাড়ি জগদম্বার মন্দিরে গেলাম।

আমি দেখিলাম যে, মার মূর্ত্তির দুধারে ঘৃতের প্রদীপ জল্‌ছে, ধুনার ধোঁয়ায় চারিদিক আমোদিত হ'য়েছে এবং ব্রহ্মচারীমহাশয় একটী পঞ্চপ্রদীপ জ্বেলে ভক্তিভাবে মার আরতি কর্‌ছেন, অন্য সন্ন্যাসীটি তথায় নাই।

আমি সেই রকের উপর বসিয়া জগদম্বার আরতি দেখিতে লাগিলাম, কেমন এক প্রকার অনাস্বাদিতপূর্ব্ব অব্যক্ত আনন্দে চিত্তসাগর আলোড়িত

হইতে লাগিল, সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল ও ক্ষণেকের জন্য মন প্রাণ যেন কর্ম্মজগৎ ত্যাগ ক'রে মানববুদ্ধির অতীত অন্য এক অভিনব শান্তিময় রাজ্যে প্রবেশ করিল।

ব্রহ্মচারীমহাশয় আরতি শেষ করিয়া আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত হ'লেন। আমি প্রথমেই সেই জটাজুটধারী সন্ন্যাসীটি কোথায় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি সহাস্যবদনে উত্তর করিলেন, "উনি একজন মহাপুরুষ, কৃপা ক'রে একদিনের জন্য আমার এখানে এসেছিলেন, অদ্য বৈকালে পুরীক্ষেত্রে গমন করিলেন।" আমি এ কথায় নিরস্ত না হ'য়ে পুনরায় কহিলাম, "এ মহাপুরুষের নাম কি?" ব্রহ্মচারীমহাশয় হাসিতে হাসিতে অম্লান বদনে কহিলেন, "অভয়ানন্দস্বামী।"

এই কথায় আমার চমক যেন ভাঙ্গিল, নির্ম্মলার সেই কথা আমার স্মরণ পথে উদয় হইল। নির্ম্মলা আমাকে কহিয়াছিল, বাবার গুরুদেবের নাম অভয়ানন্দস্বামী, তিনি কাশীতে থাকেন, তিনিই আমাকে প্রতিপালনের জন্য কিষণজি বাবুর নিকট রাখিয়াছিলেন। তাহ'লে ইনিই কি সেই অভয়ানন্দস্বামী? আজ কি কাছে পাইয়াও ধরিতে পারিলাম না? কিন্তু কই তিনিতো আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না, ইহারই বা কারণ কি?

এই সব কথা আমি মনে মনে তোলাপাড়া করছি, এমন সময় সদানন্দময় ব্রহ্মচারী মহাশয় হাসি হাসি মুখে কহিলেন, "যার ভাবনা তিনিই ভাবছেন, সুতরাং তোমার আর বৃথা ভাবিবার আবশ্যক কি? সুসময় এলে তোমার মনের সকল সন্দেহ মিটবে, এমন কি সংসারে আর কোনরূপ অভাবের নামমাত্র থাকবে না। তবে ধার্য্য সময় অবধি অবশ্য তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে, কারণ মানবের সুখ দুঃখ বিপদ সম্পদ উন্নতি অবনতি সমস্তই সময়সাপেক্ষ; সেই সময় অতিক্রম করবার ক্ষমতা কাহারও নাই। তুমি সংসারে চিরকাল বদমাইস কুলোকের সহবাসে থেকে

কষ্টভোগ ক'রে আস্‌ছো, কখন সুখের মুখ দেখনি, এইবার দিনকয়েক বড়মানুষের সঙ্গে মিশে বড়মানুষি কর। কেন না সংসারে উচ্চ নীচ সকল সমাজে না মিশলে প্রকৃত অভিজ্ঞতা লাভ হয় না। কাজেই তুমিও দিন কয়েক জন্য সংসারের সম্ভ্রান্ত লোকদের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাবে ও শীঘ্র নবাব সরকারে তোমার একটী ভাল চাক্‌রী হবে। তারপর ধার্য্যমত সময় সমাগত হ'লে তোমারও সকল পার্থিব বন্ধন একেবারে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাবে।"

আমি ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কথার শেষভাগ ততদূর মনযোগের সহিত শুনিলাম না, কারণ তখন বিশেষ আবেগে আমার অন্তর পরিপূর্ণ, কাজেই তিনি বিরত হ'লে আমি অতীব মিনতির সহিত কহিলাম, "প্রভো! যোগবলে কি অন্য কোন প্রকার দৈব-বিদ্যার প্রভাবে আমার সম্বন্ধে যে সব কথা আমি জানি না, তাহা আপনি কিরূপে পরিজ্ঞাত হ'য়েছেন, এক্ষণে কৃপা ক'রে তাহা আমায় বলিয়া আমার অন্তরের কৌতূহলানলকে নির্ব্বাপিক করুন্? আমি কিষণজি বাবুর কন্যার মুখে শুনিয়াছি যে, অভয়ানন্দ স্বামী নামে এক মহাপুরুষ বাইশ বৎসরের জন্য তাহার পিতার নিকট আমাকে রাখিয়া গিয়াছিলেন, আপনিও সেই সন্ন্যাসীর নাম অভয়ানন্দ স্বামী কহিলেন, এক্ষণে আমাকে বলুন ইনিই কি আমাকে কিষণজি বাবুর নিকট প্রতি-পালনের জন্য দিয়া গিয়াছিলেন?

আমার কথা শুনিয়া মধুর স্বরে ব্রহ্মচারী মহাশয় কহিলেন, "ভাই হরিদাস! তোমার অনুমান অভ্রান্ত, এই মহাপুরুষই পাপিষ্ঠ কিষণজির করে তোমাকে সমর্পণ ক'রেছিলেন, এক্ষণে তোমার সম্বন্ধে একটা বন্দোবস্ত করবার জন্য এদিকে এসেছিলেন। কারণ তোমার ঈদৃশ ভাগ্যবিপর্য্যয় ও মহাপাপী ছদ্মবেশী কিষণজির অধঃপতন তিনি যোগবলে পরিজ্ঞাত হ'য়েছিলেন, সেই জন্য বাঙ্গালা দেশে আসিয়াছিলেন।"

আমি নিতান্ত বিস্মিতভাবে কহিলাম, "আপনি যখন কিষণজি বাবুকে মহাপাপী ছদ্মবেশী ব'লে উল্লেখ করলেন, তখন কিষণজি বাবুর বিদ্যা ও গুণাবলী নিশ্চয় মহাশয়ের জানা আছে। কিষণজি বাবু যে একজন ঘোর অর্থপিশাচ ও বদ্‌মাইস্‌দলভুক্ত, তাহা আমি পূর্ব্ব হ'তেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি যে লোকটা কে, কিজন্য মুর্শিদাবাদে এসে বাস ক'রেছেন, পূর্ব্বে দেশ কোথায় ছিল তাহা জানি নাই। এক্ষণে প্রকৃতপক্ষে লোক্‌টা কে, সেই সন্ন্যাসী মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর কি সম্বন্ধ, তাহা কৃপা ক'রে আমাকে বলুন ? আপনি ভিন্ন আর কেহই আমার অন্তরের এই সন্দেহ ভঞ্জন করতে পারবে না।" ব্রহ্মচারী মহাশয় হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আচ্ছা কিষণজি বাবু প্রকৃতপক্ষে লোকটা যে কে, আর কিরূপ অবস্থায় প'ড়ে এখানে এসেছিল, তা তোমাকে খুলে বল্‌বো ; কিন্তু এখন নয়, রাত্রিতে তোমার কাছে সব কথা প্রকাশ করবো, এখন আমার অন্য একটু কাজ আছে।"

ব্রহ্মচারী মহাশয় আমাকে এই কথা বলিয়া, জগদম্বার সম্মুখের সেই কুশাসনের উপর পুনরায় উপবেশন করিলেন এবং নিমীলিত নেত্রে জপে প্রবৃত্ত হইলেন ; আমি সেইখানে বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলাম।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

গুপ্তকথা।

সেই ঠাকুর বাড়ীতে যে আর দুখানি মেটে ঘর ছিল, তাহার মধ্যে একখানিতে ব্রহ্মচারী মহাশয় শয়ন করিতেন, আর যেখানির রকে ব'সে আহার ক'রেছিলাম সেইখানি ভোগঘর স্বরূপ ব্যবহার হইত। ব্রহ্মচারী মহাশয় স্বহস্তে রন্ধন করিতেন, তবে অন্যান্য কাজের জন্য দুইজন সৎশূদ্র ভৃত্য ছিল।

রাত্রি প্রায় এগারটার সময় ব্রহ্মচারী মহাশয়ের জপ শেষ হইল। তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া সেই শয়ন ঘরে আসিলেন এবং কিঞ্চিৎ জলযোগ করতে অনুরোধ করিলেন। সুধাসম জগদম্বার প্রসাদ আমি পরিতোষে আহার করিয়াছি, সুতরাং আমার ক্ষুধার উদ্রেক হয় নাই, কিন্তু তথাপি তাঁহার আজ্ঞামত সামান্য কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলাম। ব্রহ্মচারী মহাশয় পাশাপাশি দুখানি কম্বল পাতিয়া শয্যা রচনা করিলেন, আমি তাঁহার নিদেশমত একখানি অধিকার করিলাম, কিন্তু কিছুতেই নিদ্রাদেবীর শরণাপন্ন হইতে আদৌ ইচ্ছা হইল না। আজ কিষণজিবাবুর প্রকৃত পরিচয় জানতে পারবো, নির্ম্মলা যাহা বলে নাই, বা সে নিজে যাহা জানে না তাহা শুনিব, এই কৌতুহলই আমার মনে নিতান্ত প্রবল হইয়াছিল। কাজেই আমি শয্যার উপরে শয়ন করিয়াই কিষণজি বাবুর কথা পাড়িলাম এবং যাহা আমার জানিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, তাহা অকপটে এই দেবপ্রতিম ব্রাহ্মণের কাছে নিবেদন করিলাম। ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিতে আরম্ভ করিলেন।

"বঙ্গদেশে গঙ্গাতীরে শান্তিপুর নামক গণ্ডগ্রামে জহরলাল গোস্বামী নামে একজন সম্পন্ন বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, পূর্ব্বে তাঁহার অবস্থা ততদূর উন্নত ছিল না, তিনি জীবিকার জন্য জন্মভূমি ত্যাগ ক'রে সুদূর মৃজাপুর তহশিলের ফৌজদার কলজকরিমখাঁর অধীনে ১২৲ বার টাকা বেতনে একটী মুহুরির কার্য্য করিতেন। তবে তখনও শস্য সকলের মূল্য এত মহার্ঘ ছিল না, সেইজন্য মিতব্যয়ী গোস্বামী মহাশয়ের এই ১২৲ বার টাকার মধ্য হইতেও কিছু কিছু সঞ্চয় হইত।

গোস্বামী মহাশয় উদর-পোষণের জন্য ইংরাজদের অধীনে চাক্‌রী করিতেন বটে, কিন্তু স্বধর্ম্মের উপর তাঁহার প্রগাঢ় আস্থা ছিল এবং হৃদয়ের নিভৃতস্থলে বিমল ভক্তির-লহরী ক্রীড়া করিত। সেইজন্য তিনি কাজকর্ম্ম হ'তে অবসর পেলেই জগদম্বা বিন্দুবাসিনীর মন্দিরে গমন করতেন ও সরল-ভাবে শিশুর ন্যায় প্রাণের যাতনা মাকে জানাইতেন।

একদিন অভ্যাসমত বিন্দুবাসিনীর মন্দিরে আসিয়া দেখিলেন যে, তেজপুঞ্জ কলেবর এক সন্ন্যাসী নিকটস্থ একটী বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন। এই সন্ন্যাসীকে দেখিবামাত্র তাঁহার অন্তরে ভক্তির প্রবাহ খুব খরভাবে ছুটিল, কাজেই তিনি যাইয়া সেই মহাপুরুষের পদতলে প্রণত হ'লেন ও তাঁহার সঙ্গে বিবিধ তত্ত্ব কথায় প্রবৃত্ত হ'লেন।

অতি শুভক্ষণে সন্ন্যাসী ঠাকুরের সঙ্গে গোস্বামী মহাশয়ের সাক্ষাৎ হইল, কারণ তাঁহার ভক্তি সন্দর্শনে ও বিনয়-নম্র বচন শ্রবণে সন্ন্যাসী ঠাকুরও নিরতিশয় প্রীতি হ'লেন এবং তাঁহার বাসায় আসিয়া সে রাত্রি অতিবাহিত ক'রে পরদিন প্রত্যূষে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে সন্ন্যাসী ঠাকুরের সঙ্গে গোস্বামী মহাশয়ের আলাপ হইল এবং মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ হইতে লাগিল। এদিকে মহাপুরুষের আশীর্ব্বাদে দিন দিন তাঁহার উন্নতি হইতে লাগিল, খোদ ফৌজদার অবধি তাঁকে সোণার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন এবং এক বৎসরের মধ্যে তথনকার খুব

উচ্চপদ ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা বেতনে মীরমুন্সির পদে উন্নীত করিয়া দিলেন।

একমাত্র এই মহাপুরুষের কৃপায় ও আশীর্ব্বাদে গোস্বামী মহাশয়ের যে এতাদৃশ আশার অতীত উন্নতি হইয়াছে, তাহা বুঝিতে তাঁহার বাকী রহিল না, কাজেই এই মহাপুরুষকে দেবতার ন্যায় দেখিতে লাগিলেন, সন্ন্যাসী ঠাকুরও তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতে আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে কিছুদিন গত হ'লে সন্ন্যাসী ঠাকুর জহরলাল বাবুর ভক্তিতে তুষ্ট হ'য়ে তাঁহাকে মন্ত্রপ্রদান পূর্ব্বক শিষ্য করিলেন এবং লাহোরে নিজের মঠে প্রস্থান করিলেন।

সন্ন্যসী ঠাকুর জহরলাল বাবুর গুণগ্রামের পরিচয় পেয়ে তাঁহার ন্যায় গৃহীকে শিষ্য করিয়াছিলেন। ফলকথা, মহীলতা মৃত্তিকার মধ্যে বাস ক'রেও যেমন মৃত্তিকা স্পর্শ করে না, তেম্‌নি তিনি সংসার মধ্যে অবস্থান ক'রেও কোন কলুষ-কলাপে বিমোহিত কি মায়াশৃঙ্খলে সম্যক্‌রূপে আবদ্ধ হন নাই। কেবলমাত্র কর্ত্তব্যবোধে সংযমী পুরুষের ন্যায় অতীব পবিত্রভাবে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন এবং শ্রমার্জ্জিত অর্থে দুঃখীর দুঃখমোচন ক'রে অসার সংসারের সার বিমল আত্মপ্রসাদ লাভে কৃতার্থ হইতেন। সুচতুর কৃষক ভূমির শক্তি বুঝে তাতে যেমন যত্নসহকারে বীজ বপন করে, তেম্‌নি ত্রিকালজ্ঞ তত্ত্বদর্শী এই মহাপুরুষ জহরলালকে যোগ্যপাত্র জ্ঞান ক'রে তাঁহাকে আশ্রমবাসী গৃহীশিষ্য করিয়াছিলেন।

যদিও জহরলাল বাবু ন্যায়নিষ্ঠ ধর্ম্মভীরু মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন, অন্যায়ভাবে একটী পয়সাও উপার্জ্জন করিতেন না, কিন্তু তথাপি ধর্ম্মপথে থেকেও দশ বার বৎসরের মধ্যে প্রায় ৫০।৬০ পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা তাহার সঞ্চয় হইল।

গোস্বামী মহাশয় আর বিদেশে না থাকিয়া সপরিবারে দেশে ফিরিয়া

আসিলেন এবং খানকয়েক মহল কিনিয়া অতি সুখে স্বচ্ছন্দে দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

পশ্চিমে জহরলাল বাবুর দুটী পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তিনি জ্যেষ্ঠটীর নাম কৃষ্ণ ও কনিষ্ঠটীর নাম হরি রাখিয়াছিলেন। পশ্চিমে উপযুক্ত পাত্রীর অভাবে পুত্রদের বিবাহ দিতে পারেন নাই। এক্ষণে দেশে আসিয়া একসঙ্গে দুটী পুত্রের বিবাহ দিলেন, গোস্বামী মহাশয়ের নয়নানন্দদায়ক পুত্র-বধূদ্বয় গৃহে আসিল, কিন্তু সংসারের সকল বিষয়ে কাহাকেও সুখী করা সর্ব্বজন পূজিত বিধাতার অভিপ্রেত নহে। মধুর বসন্তের পর দারুণ বর্ষার ন্যায় সুখ দুঃখ বিপদ সম্পদ দেহীমাত্রেই পর্য্যায়ক্রমে উপভোগ করতে বাধ্য হ'য়ে থাকে। কেহই জগতে মানবদেহ ধারণ ক'রে নিরবচ্ছিন্ন সুখ দুঃখ ভোগ করে না।

এই সাধারণভোগ্য অকাট্য ঐশ্বরিক নিয়ম মহানুভব গোস্বামী মহাশয়ের ভাগ্যেও অন্যথা হইল না; অর্থাৎ এই শুভবিবাহের এক বৎসর পূর্ণ না হ'তেই তাঁহার হরি নামক কনিষ্ঠ পুত্র সুদারুণ বসন্তরোগে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইল।

গোস্বামী মহাশয় যদিও একপ্রকার মুক্তপুরুষ, সংসারের শুভাশুভ সেই পরমপুরুষের পাদপদ্মে সমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়েছিলেন; মায়ার-বন্ধনকে অনেকটা শিথিল ক'রে এনেছিলেন, কিন্তু তথাপি দারুণ পুত্র-শোক অম্লান-বদনে সম্বরণ করা রক্তমাংসবিশিষ্ট ভৌতিক-দেহধারী মানবের পক্ষে বড় সহজসাধ্য নহে; কাজেই বৃদ্ধ বয়সে অকস্মাৎ এই শোক পাইয়া অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া গেল। সময় পেয়ে জরা এসে তাঁহার দেহযষ্টি আক্রমণ করিল, কাজেই প্রায় বিরাশি বৎসর বয়সে গোস্বামী মহাশয় সজ্ঞানে গঙ্গাতীর ভৌতিক-কায়া পরিবর্ত্তন করিলেন।

গোস্বামী মহাশয় গ্রামের মধ্যে একজন সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, কাজেই

খুব সমারোহের সহিত তাঁহার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইল এবং কৃষ্ণনাম বাবু কর্ত্তা হইয়া অতি সুশৃঙ্খলে সংসার চালাইতে লাগিলেন।

কর্ত্তার মৃত্যুর এক বৎসর গত হইলে স্বামীজি তোমাকে লইয়া শান্তিপুরে উপস্থিত হইলেন, তখন তোমার বয়ঃক্রম দেড় বৎসরের অধিক হইবে না। কৃষ্ণনাম বিশেষরূপে জানিতেন যে, এই মহাপুরুষের কৃপায় তাহাদের ঈদৃশ উন্নতি হইয়াছে, কাজেই মহাপুরুষকে পাইয়া দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতে লাগিলেন। স্বামীজি তোমাকে কৃষ্ণনাম বাবুর হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিলেন, "বৎস! আমার একটী অনুরোধ তোমাকে প্রতিপালন করতে হবে। আমি এই ছেলেটীকে তোমার কাছে রাখিয়া যাইতেছি, তুমি ইহাকে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিবে এবং ভদ্রসন্তানের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করাইবে। যখন এই বালকের বাইশ বৎসর বয়ঃক্রম হইবে, সেই সময় তুমি যেখানেই থাকনা, সেইখান হ'তে ইহাকে লইয়া যাইব। যদিও এই বালকটি ব্রাহ্মণ কুমার, কিন্তু তথাপি কোন কারণ বশতঃ তুমি ইহার উপনয়ন দিবে না; আমি লইয়া গিয়া যাহা করিতে হয় করিব।

কৃষ্ণনাম বাবুর তখন দেহবৃক্ষে কোন ফল ফলে নাই, কাজেই স্বামীজির এই প্রস্তাবে অতীব আনন্দ প্রকাশ করিল এবং আদরের সহিত তোমাকে গ্রহণ করিল।

এইরূপে সন্ন্যাসী মহাশয় তোমাকে শান্তিপুরে কৃষ্ণনাম বাবুর করে সমর্পণ করিয়া প্রস্থান করিলেন, কৃষ্ণনাম বাবু ও তাহার পত্নী তোমাকে পুত্রের ন্যায় লালনপালন করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে কৃষ্ণনাম বাবুর পত্নী গর্ভবতী হইলেন এবং যথাকালে একটী কন্যা প্রসব করিয়া সূতিকারোগে সেই সূতিকা ঘরেই প্রাণত্যাগ করিলেন।

পত্নীবিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে কমলা হতভাগ্য কৃষ্ণনাম বাবুকে পরিত্যাগ

করিলেন, কাজেই তার ঘোর মতিচ্ছন্ন উপস্থিত হইল, হিতাহিতজ্ঞান ও মনুষ্যত্ব সহসা অদৃশ্য হইয়া গেল এবং খোদ পিশাচ আসিয়া তাহার হৃদয়রাজ্য অধিকার করিয়া বসিল।

কৃষ্ণনামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিনামের রূপলাবণ্যবতী এক বিধবা ভার্য্যা ছিল, তাহার নাম ভবতারিণী দেবী, পাপিয়সী পূড়োর জমিদার কৃষ্ণকমল রায়ের ভ্রাতকন্যা, কিন্তু পাপিয়সী বিধবা হইয়া পিত্রালয়ে না থাকিয়া এই শান্তিপুরে বাস করিত।

একমাত্র কৃষ্ণনামের পতিব্রতা ধর্ম্মপত্নীর বিরহে তাহার শান্তিময় সংসারে যেন প্রেতের হাট বসিল, কিছুমাত্র শৃঙ্খলা রহিল না। কারণ ধর্ম্মের ঘরে পাপ ঢুকিয়াছে, নরাধম কৃষ্ণনামের সঙ্গে ডাকিনী তুল্য ভবতারিণীর অবৈধ পাপ প্রণয় হইয়াছে

এই সংসারে পাপী যতই গোপনে পাপকাজ করুক না, বুদ্ধি খরচ ক'রে যতই প্রচ্ছন্ন রাখ্‌তে চেষ্টা করুক না, কিন্তু কোথা হ'তে কি সূত্রে তার যে সেই সাবধানতার জাল ছিন্ন হ'য়ে যায়, মুখে মুখে জগতে পাপকথা প্রকাশ হ'য়ে পড়ে, তাহা স্থির করিবার ক্ষমতা কাহারো নাই। এই জগতে সকলেই চতুর, সকলেই বুদ্ধিমান, আত্মগোপন করতে সকলেই সমান যত্নবান, কিন্তু ধর্ম্মের নিকট কাহারও চাতুরী খাটে না, মানবের সমস্ত ক্ষীণচেষ্টা সম্যক্‌রূপে ব্যর্থ হ'য়ে থাকে।

এই চিরপ্রচলিত নিয়মটা নরাধম কৃষ্ণনামের ভাগ্যে অন্যথা হইল না। ক্রমে কাণাকাণি আরম্ভ হইল, যে যাহার কিঞ্চিৎ বিশ্বাসের পাত্র কি আত্মীয়স্বজন, তাহাকেই সে এই কথা বলিত, ও পাছে না প্রকাশ হয়, তার জন্য নিবারণ করিত কিন্তু ফলে এইরূপ মুখে মুখে বিশ্বাসী লোকের দ্বারায়ই কথাটা গ্রামময় প্রচার হইয়া পড়িল। শেষে এমন গোলমাল হইয়া উঠিল যে, দেশে আর কৃষ্ণনামের মুখ দেখানো ভার হইল।

কৃষ্ণনাম খুব তাড়াতাড়ি সস্তাদরে মহল কয়খানি বিক্রয় করিয়া ফেলিল এবং যতদূর পারিল নগদ টাকা সংগ্রহপূর্ব্বক পাপিনীকে ও ভ্রাতৃকন্যাটিকে এবং তোমাকে লইয়া দেশ হইতে পলায়ন করিল। ভবতারিণীর ভ্রাতারা এইসংবাদে নিতান্ত মর্ম্মাহত হইল, বিশেষরূপ অপমান বোধ করিল এবং পাপাত্মা কৃষ্ণনামকে এই পাপকার্য্যের জন্য উপযুক্ত দণ্ড দিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। কিন্তু পাপিনীর উপযুক্ত ভ্রাতা লক্ষ্মীনারায়ণ রায়, অনেক চেষ্টা করিয়াও পাপাত্মার সন্ধান করিতে পারিল নাই। কারণ পাপিষ্ঠ কিষণলাল বাজপাই কণোজি ব্রাহ্মণ সাজিয়া অতি সাবধানে মুরশিদাবাদে বাস করিতে লাগিল, সেইজন্য আজও লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত করতে পারেন নাই, কিন্তু একদিন নিশ্চয় তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। কারণ পাপ ক'রে কেহ কখন চিরকাল পরিত্রাণ পায় নাই। সিংহের ঔরসে যেমন শৃগাল জন্মায়, হীরের খনি হ'তে যেমন কয়লা উঠে, তেম্‌নি জহরলাল বাবুর বংশে এমন কুলাঙ্গার কুপুত্র জন্মিয়াছে। পাপাত্মা অমন সোণার সংসার ছারেখারে দিল, কেবল তোমাকে ও তাহার ঔরসজাত কন্যা নির্ম্মলাকে লইয়া জন্মের মতন দেশত্যাগী হইল, পাপিনী ভবতারিণীও বিষ্ঠার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে কলঙ্কের কালিমা মাখিল।

আমি সাধ্যানুসারে আমার অশান্ত অন্তরকে শান্ত করিয়াছি বটে, বলপূর্ব্বক ভুলিবার চেষ্টা করিয়াছি সত্য, কিন্তু আজ নির্ম্মলার নাম শুনিয়া তাহার মোহিনীমূর্ত্তি সহসা আমার হৃদয় দর্পণে প্রতিফলিত হইল, আমি মানসনেত্রে সেই অপরূপ রূপমাধুরী দেখিতে লাগিলাম, কাজেই একটু বিমনা হইয়া পড়িলাম।

আমাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া সেই ত্রিকালজ্ঞ ব্রহ্মচারী মহাশয় হাসি হাসি মুখে কহিলেন, "ওকি ভাবিতেছ, ওসব অনিত্য চিন্তাকে অন্তর হ'তে অন্তর্হিত কর, কারণ একমাত্র মনকষ্ট ভোগ ভিন্ন আর উহাতে

কোন লাভ হইবে না। তোমাদের দুজনারি ভাগ্য একসূত্রে গ্রথিত, কাহারও বাসনা পূর্ণ হইবে না। তোমার জীবনস্রোত ভিন্ন পথ দিয়া প্রবাহিত হইবে, আর কণ্টকবৃক্ষের সেই গোলাপ ফুলটি বিকশিত হবার পূর্ব্বেই বিশুষ্ক হইয়া যাইবে, তাহার সৌরভ গ্রহণ কাহারও ভাগ্যে ঘটিবে না।

ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কথা শুনিয়া আমি যথেষ্ট লজ্জিত হইলাম, কারণ আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, যোগবলে আমার প্রাণের সমস্ত কথা উনি জানিতে পারিয়াছেন। তাহ'লে সম্ভবতঃ নির্ম্মলা এক্ষণে কোথায় কিরূপ অবস্থায় আছে, তাহা এই মহাপুরুষের পরিজ্ঞাত থাকা সম্ভব। ইনি ভিন্ন আমার মনের সেই বিষম খট্‌কা আর কেহ মিটাইতে পারিবে না। আমি মনে মনে এই স্থির ক'রে অতীব মিনতির সহিত কহিলাম, "প্রভো! এই জগতে ভূত ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, এমন কি কপট মনুষ্যের গূঢ় হৃদয়াভ্যন্তর অবধি যে প্রভুর জ্ঞানচক্ষুর আয়ত্বাধীন, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। আপনি সব জানেন, সুতরাং এক্ষণে কৃপা ক'রে আমাকে বলুন যে, সেই নির্ম্মলা এক্ষণে কোথায় কিরূপ অবস্থায় আছে। আমি প্রভু সমক্ষে শপথ ক'রে বল্‌ছি যে, সামান্য কৌতুহল পরিতৃপ্তের জন্য, কি কোন উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হ'য়ে আপনাকে এ কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছি না। আমি সেই বালিকার সম্বন্ধে বিশেষ কোন অমঙ্গলের সংবাদ শুনিয়াছি।" আমার প্রকৃত কথার উত্তর না দিয়ে ব্রহ্মচারী মহাশয় কহিলেন, "তুমি কি অমঙ্গলের সংবাদ শুনিয়াছ?"

আমি। কয়েদখানায় এক বেটা মুসলমান্ বদ্‌মাইসের সহিত আমার দেখা হ'য়েছিল, ছদ্মবেশী কিষণজি বাবুর একদলের লোক, বোধ হয় সংসার সম্বন্ধেও জানাশুনা ছিল, সম্ভবতঃ সদাসর্ব্বদা দেখা সাক্ষাৎ ও হইত। সেই বেটা আমাকে কহিল যে, কিষণজি বাবুর কন্যা বেশ্যা হইয়াছে। ব্রহ্মচারী মহাশয় জীব কাটিয়া কহিলেন, "মহাভারত, একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, কার

সাধ্য যে, সেই পবিত্রাকুমারীর পবিত্র অঙ্গে হস্তার্পণ করে, সে বেটা তোমাকে মিথ্যা কথা কহিয়াছে। নির্ম্মল-নির্ম্মলার জাতিকুল অব্যাহত আছে, সেজন্য তুমি বিন্দুমাত্র উৎকণ্ঠিত হইও না। তবে এক্ষণে নির্ম্মলা কোথায় ও কি অবস্থায় আছে, তাহা তোমার জানিবার কোন আবশ্যক নাই। ভবিষ্যতে যখন কিছুতেই আশা পূর্ণ হবে না, তখন আর মিছে পরের ভাবনা ভেবে নিজের মনকে ক্লিষ্ট ক'রে কি লাভ হবে? তবে এইমাত্র জেনে রাখ যে নির্ম্মলার হৃদয়-রাজ্যে কেহ অধীশ্বর হবে না, কুমারী অবস্থায় সে ইহধাম হ'তে প্রস্থান করবে। কেবল-মাত্র তোমার প্রমত্ত মনকে প্রবোধ দিবার অভিপ্রায়ে এই গুপ্তকথা ব্যক্ত করিলাম। তারপর আর যে কথা শুনিবার তোমার সাধ আছে, তাহা তুমি উপযুক্ত সময়ে শুনিবে। সেই সময় তোমার মনের সকল সন্দেহ ভঞ্জন হবে ও প্রকৃত ব্যাপার স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে। তোমার সেই সুসময় আসিতে আর দু'বৎসরমাত্র অবশিষ্ট আছে। এই দুই বৎসর সম্ভ্রান্ত বড় লোকদের সঙ্গে মিশে তাদের আচার ব্যবহার, কাণ্ডকারখানা দেখ, তাহ'লে তুমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে, টাকা থাক্‌লেই সংসারে মানুষে সুখী হ'তে পারে না।

যদিও ব্রহ্মচারী মহাশয় আমাকে প্রকারান্তরে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে বারণ করিলেন, কিন্তু তথাপি মনের আবেগপ্রযুক্ত পুনরায় আমি কহিলাম, "পরের কথা জানিবার কোন আবশ্যক নাই, আমি সে সন্ধানের কোন কথা জিজ্ঞাসা করিব না। তবে এক্ষণে বলুন সেই মহাপুরুষ আমাকে কি সূত্রে কোথায় পাইলেন, আর আমার পিতা মাতা কে?"

ব্রহ্মচারী মহাশয় হাসিয়া কহিলেন, "আর কিছুদিন তোমার এই কৌতূহলকে দমন করিয়া রাখ, কারণ সে সব কথা শুনিবার এখন উপযুক্ত সময় আসে নাই। তোমার আরো উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হবে ব'লে সেই মহাত্মা

সে সব কথা বল্‌তে আমাকে নিষেধ ক'রেছেন। কাজেই তোমাকে আর ও দুই বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে।

আর অধিক পেড়াপিড়ি করিতে আমার সাহস হইল না, কাজেই নিরস্ত হ'তে হ'লো, ও সম্বন্ধের আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। আমি কেবল মনে মনে নরাধম কৃষ্ণনাম বাবু ওরফে কপট কিষণজি ও ডাকিনী তুল্য গিন্নির কথা ভাবিতে লাগিলাম এবং এইরূপ কিছুক্ষণ চিন্তার পর সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রাদেবী তাঁহার শান্তিময়কোলে আমাকে স্থান দান করিলেন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

পাপের পরিণাম।

একটু বেলায় আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তখন প্রভাতের চারু শোভা অদৃশ্য হ'য়ে রৌদ্রে বাড়ী পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছে। আমি তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখিলাম যে, ব্রহ্মচারী মহাশয় আর একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে একটা কাঁঠাল গাছের তলায় দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। আমি এই ভদ্রলোকটীর বেশ-ভূষা ও অদূরে হস্তীর ন্যায় প্রকাণ্ড ঘোড়াযুক্ত গাড়ি দেখিয়া তাহাকে কোন বড় লোক বলিয়া অনুভব করিলাম।

ব্রহ্মচারী মহাশয় হাতছিনি দিয়ে আমাকে ডাকিলেন, আমি তাঁহাদের নিকট গেলাম, সেই ভদ্রলোকটী একবার আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ

করিয়া ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কাণে কাণে চুপি চুপি কি বলিলেন, আমি তাহার বিন্দুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না।

ব্রহ্মচারী মহাশয় ঈষৎ হাস্যে আমাকে কহিলেন, "এই মহাত্মার নাম দাওয়ান নন্দকুমার রায়, ইনি নবাব বাহাতুরের দাওয়ান, আজ হ'তে ইনি তোমার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করলেন, তুমি ইহার আবাসে পরম সুখে দিনপাত করবে, কোন বিষয়ে তোমার বিন্দুমাত্র কষ্ট হবে না। বিশেষ তোমাকে অলসভাবে কালযাপন করতে হবে না, দাওয়ান বাহাতুর একটি তোমার উপযুক্ত চাকরী করিয়া দিবেন। দাওয়ানজি মহাশয় নিহিস্বরে ও খুব মোলায়ভাবে কহিলেন, "চাকরী করা না করা তোমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে; কারণ তোমার চাকরী করিবার বিশেষ আবশ্যক নাই, তুমি পরমসুখে বাড়ীর ছেলের ন্যায় আমার বাড়ীতে থাকিবে। চাকর-বাকর সকলেই তোমাকে মনিবের ন্যায় মান্য করবে, কোন বিষয়ে কষ্ট হবে না। তবে যদি অলসে সময়পাত করতে তোমার কষ্ট হয়, ভ্রমণচ্ছলে ভিন্ন ভিন্ন দেশ দেখিবার সখ হয়, তাহ'লে নবাব সাহেবকে ব'লে তোমাকে সেই দিনেই একটি বেশ সম্মানের চাকরী করিয়া দিব। আমি যে বন্দোবস্ত করিব, নবাব সাহেব তাহার উপর আর হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না; কারণ আমাকে তিনি যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়া থাকেন।" যাই হোক্ এক্ষণে তুমি আমার সঙ্গে এসো, আর এখানে অপেক্ষা করিবার আবশ্যক নাই।

ব্রহ্মচারী মহাশয় অনুকুল মত প্রদান করিলেন, কাজেই আমি প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া তখনি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম ও ব্রহ্মচারী মহাশয়ের পদধূলি লইয়া গাড়ীতে উঠিলাম। দাওয়ানজী মহাশয় জগদম্বাকে দর্শন করিয়া গাড়ীতে উঠিলেন, গাড়োয়ান ঘোড়াকে চাবুকের ঘা দিল; কাজেই গম্ গম্ শব্দে মনিবের পদমর্য্যাদা প্রকাশ করতে করতে নক্ষত্রবেগে গাড়ীখানি ছুটিল।

প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যে বৃহৎ ফটকযুক্ত রাজবাড়ী তুল্য একখানি প্রকাণ্ড বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া গাড়ী থামিল, আমরা দুজনে নামিলাম। দেউড়ীর সিপাহিরা তখনি দাঁড়িয়ে অভিবাদন করিল, দাওয়ানজী মহাশয় একবার মাথাটা নেড়ে ইংরাজী কায়দায় সমস্ত সেলামগুলি ফিরিয়ে দিলেন ও গম্ভীরভাবে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। জেলের পশ্চাতের হাঁড়ীর মত আমিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম।

দাওয়ানজী মহাশয় আমাকে উপরের বৈঠকখানায় বসাইয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। আমি গদি আঁটা একখানি কোচের উপর বসিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চারিদিক দেখিতে লাগিলাম।

প্রকৃতপক্ষে আমার জীবনের মধ্যে ঈদৃশ দামী আস্‌বাব দিয়ে বড় মানুষী ধরণের সাজানো বৈঠকখানা দেখি নাই। বৈঠকখানাটি আধা দেশী ও আধা বিলাতী ধরণে সাজানো; কারণ আজকালের দিনের ইংরাজঘেঁসা অনেক সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী ও মুসলমানের গৃহে অনেকটা ইংরাজী কায়দা ইংরাজী ঢং প্রবেশ ক'রেছে, সেই জন্য সেই ঘরের এক দিকে একখানি গোল মার্ব্বেল পাথর মোড়া টেবিল ও গদি আঁটা ভাল ভাল খানকয়েক কেদারা শোভা পাচ্ছে ও তিন চারিখানি মকমলের গদিযুক্ত সোফা পাতা র'য়েছে।

ঘরের দেয়ালগুলি কোন চিত্রকুশল চিত্রকরের তুলির দ্বারায় অঙ্কিত কাজেই দর্শকের পক্ষে নিতান্ত নয়ন-রঞ্জক হ'য়েছে। দুইপাশে অশেষ কারুকার্য্য সম্পন্ন দুখানি প্রকাণ্ড দর্পণ টাঙ্গানো আছে এবং রৌপ্য-খচিত জোড়া দেয়ালগিরি ও শিল্পীর শ্রমপ্রসূত খানকয়েক দেশী ও বিলাতি অলেখ্য শোভা পাচ্ছে।

ঘরটির প্রায় ছয় আনা ভাগ উৎকৃষ্ট গালিচে দিয়ে মোড়া, তার উপর গোটাকয়েক বড় বড় তাকিয়া ও তিন চারিটা রূপার ডাবর শোভা পাচ্ছে। ঘরের ঠিক মাঝখানে কুড়ি ডেলে একটি ঝাড় ঝুল্‌ছে ও

টানা পাখাখানি রসিক পুরুষের ন্যায় মানিনী ঝাড়সুন্দরীর পায়ে ধ'রে রাত্রদিন উপাসনা কর্‌ছে। ঘরের এক পাশে পরীওয়ালা জোড়া বৈঠকের উপর এক জোড়া রূপায় বাঁধানো হুঁকা কল্‌কেরূপ পাগড়ি মাথায় দিয়ে ব'সে আছে ও পাথরের ব্রাকেটে একটি ঘড়ি টুক্‌টুক্‌ ক'রে শব্দ কর্‌ছে।

আমি সেইখানে বসিয়া এই সব দেখ্‌ছি, এমন সময় একজন খান্‌সামা রূপার বাটী ক'রে ফুলাল তৈল ও গামছা লইয়া আসিল। আমি তাহাকে মাখাইয়া দিতে বারণ করিয়া নিজেই মাখিলাম, তবে সে ছাতেই জল আনিয়া আমাকে দিল, আমি স্নান করিলাম।

স্নানান্তে কোঁচানো একখানি উৎকৃষ্ট ঢাকাই ধুতি পরিধান করিলাম, পায়ে এক জোড়া জরির লপেটা শোভা পাইল, রূপার থালে রাজভোগ তুল্য অন্ন ব্যঞ্জন আনিয়া দিল; বৈঠকখানার পাশে একটী ছোট সাজানো ঘর আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল, আমার হুকুম তামিলের জন্য একজন খানসামা রাত্রদিন মোতায়েন রহিল, কাজেই সহসা আমি যেন রাজপুত্র বনিয়া গেলাম। দাওয়ানজী মহাশয়ের কৃপায় আমার আর আদর যত্নের ক্রটী রহিল না, এইরূপ ভাবে প্রায় দুই সপ্তাহ কাটিয়া গেল।

এই সংসারে মানুষেরা যাহাকে সুখ বলে বা যাহা লাভ করিবার জন্য সকলে লালায়িত হইয়া থাকে, দাওয়ানজী মহাশয়ের কৃপায় আমার সে বিষয়ে কিছুরই অভাব ছিল না; কিন্তু তথাপি আমি যে পরমসুখে দিনপাত করিতাম, এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। ফলকথা এখন আমি অনেকটা বুঝেছি যে, পালকের গদির উপর শুইলে, রূপার গেলাসে বেদানার সরবৎ পান করিলে, কি ঢাকাই কাপড় কুঁচিয়ে পরিলে মানুষ কখন সুখী হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে সুখ সন্তোষ বৃক্ষের সুধাময় ফল, হৃদি ভাণ্ডারের অমূল্য নিধি, নিতান্ত ভাগ্যবান ব্যতীত এ নিধি সকলে লাভ করিতে পারে না। সেইজন্য শ্রমপটু কৃষক

শাকান্নমাত্র আহার ক'রে যে প্রকার সুখের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারে দুরাশার দাস ধনী রাজভোগ আহার করিয়াও তাহার শতাংশের একাংশও লাভ করিতে পারে না। এই সংসারে যার চিত্তকুসুমে কোনরূপ চিন্তাকীট প্রবেশ করে নাই, যে উৎকট কামনার বশম্বদ নয়, যার অভাব জ্ঞান নাই, সন্তোষের বিমল-বিভায় যার অন্তর আলোকিত, সে ব্যক্তি কপর্দ্দক পরিশূন্য ভিখারী হইলেও সংসারে সেই যথার্থ সুখী, বিমল সুখাস্বাদনের সেই ভাগ্যবানই যোগ্যপাত্র। আমার মানস-সমুদ্র যখন রাত্রদিন উদ্বেলিত হ'চ্ছে, আমি কে, কার পুত্র, কিরূপ অবস্থায় সন্ন্যাসীঠাকুর আমাকে পেয়েছেন, আর দুবৎসর পরে অর্থাৎ আমার বাইস বৎসর বয়সের সময় আমার কি হবে, এই সব ভাবনা যখন আমার অন্তরে প্রবল ছিল, তখন আমি কিরূপে সুখী হইব? তবে আমি আমার মনের অবস্থাকে সাধ্যানুসারে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলাম, দাওয়ানজি মহাশয় আমার বাহ্যিক লক্ষণ দেখিয়া কিছুই বুঝিতে পারেন নাই।

দাওয়ানজি মহাশয় একজন বড়লোক ছিলেন সত্য, নবাব-সরকারে সর্ব্বোচ্চ পদ অধিকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার চেহারাটা তেমন জম্‌কাল ছিল না। তিনি একটু বেঁটে ছিপ্‌ছিপে একহারা চেহারা ছিলেন, দেখ্‌লেই তালপাতার সেপাহী ব'লে ভ্রম হ'য়ে থাকে। আহারের বিশেষ রকম পরিপাট্য থাক্‌লে মানুষ যদি মোটা হইত, তাহ'লে দাওয়ানজি মহাশয়ের চেহারা ও রকম শুষ্ককাষ্ঠ নিন্দিত হ'তো না।

দাওয়ানজি মহাশয়ের বর্ণটুকুন ফিট্ গৌর; মুখখানি ঈষৎ লম্বা, মাথায় সোনমুড়ির মতন ধপধবে পাকা চুলের বাব্‌রি, নাকটা বেশ ঠিকালো ছিল, চক্ষুদুটী ক্ষুদ্র ছিল বটে, কিন্তু যুবাদের ন্যায় উজ্জ্বল ও উৎসাহ ব্যঞ্জক, দৃষ্টি স্থির গাম্ভীর্য্য পরিপূর্ণ ও মর্ম্মভেদী ছিল। দাওয়ানজি মহাশয়ের বয়স প্রায় ষাট বৎসরের কাছাকাছি হবে,

কিন্তু এখনো পাকা গোঁফ জোড়াটির মায়া ত্যাগ করিতে পারেন নাই, তবে অনেক চেষ্টা ক'রেও অবাধ্য দাঁতগুলিকে রাখ্‌তে পারেন নাই, সময়ের গুণে প্রায় সকল গুলিই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কাজেই খুঁটীহীন চালের ন্যায় অনেক আদরের গোঁফ জোড়াটী একটু নীচু হ'য়ে প'ড়েছে, চাঁদমুখের ততদূর বাহার খোলে নাই। যদিও দাওয়ানজি মহাশয় লোকটা খুব খেকুরে ও নেহাৎ একহারা, কিন্তু তথাপি কমলার প্রিয় পাত্র ব'লে সেই চেহারার উপর কেমন একটু লালিত্য বর্ত্তমান আছে।

ফলকথা আমার ন্যায় সম্পূর্ণ অপরিচিত সামান্য লোকের উপর দাওয়ানজি মহাশয়ের ঈদৃশ আদর আপ্যায়ন দেখিয়া আমার মনে স্থির বিশ্বাস হইল যে, ইহার মধ্যে কোন গূঢ় রহস্য নিহিত আছে, কারণ কোন প্রকার স্বার্থের সম্ভাবনা কি লাভের প্রত্যাশা না থাক্‌লে স্বার্থের দাস মানুষ কখন পরকে ভালবাসে না, কি আদর যত্ন করতে অগ্রসর হয় না। কিন্তু আমার ন্যায় সামান্য লোকের দ্বারায় ধনে মানে শ্রেষ্ঠ, উচ্চপদস্থ দাওয়ানজি মহাশয়ের কি উপকার হবে? নিশ্চয় জগদম্বার প্রিয়পুত্র ব্রহ্মচারী মহাশয় কি তত্ত্বজ্ঞানী সেই সন্ন্যাসীঠাকুরের অনন্য সাধারণ ক্ষমতা প্রভাবে আমার অবস্থার ঈদৃশ অভাবনীয় উন্নতি হ'য়ে থাক্‌বে। আমি কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই, কল্পনায়ও আনি নাই যে, কয়েদখানা হ'তে বাহির হইয়াই একেবারে রাজপুত্র বনিয়া যাইব, আমার হুকুর তামিল করবার জন্য চাকরে অপেক্ষা ক'রবে। বোধ হয় এইজন্য তত্ত্বজ্ঞানী মনীষীরা ঐহিক বিভবকে ভোজের বাজী ব'লে নির্দ্দেশ ক'রে থাকেন। কারণ মুহূর্ত্ত মধ্যেই মানবের তা লাভ হ'য়ে থাকে, কুটীরবাসী দরিদ্র একেবারে রাজ্যেশ্বর হ'য়ে পড়ে, আবার দুঃসময়ের উদয়ে চক্ষের পলক না ফেল্‌তে ফেল্‌তে স্বপ্নলব্ধ রাজ্যের ন্যায় কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে যায়।

দাওয়ানজি মহাশয়ের বাড়ীতে আমার কোন বিষয়ের বিন্দুমাত্র কষ্ট ছিল না, কিন্তু তথাপি এ প্রকার অলসভাবে সময়ক্ষেপ করা আমার পক্ষে

নিতান্ত কষ্টকর হইয়া উঠিল। একদিন উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া দাওয়ানজিকে আমার প্রাণের কথা প্রকাশ করিয়া বলিলাম, তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, "আচ্ছা, আমি চেষ্টায় রহিলাম, সুবিধা বুঝিলে তোমাকে একটি চাকরী করিয়া দিব। আমার এমন ইচ্ছা নয় যে, তুমি একটা সামান্য মুহুরি কি গোমস্তার কায কর, কারণ তাহাতে আমার পর্য্যন্ত সম্মানের হানি হইবে। তুমি আর অল্প দিন অপেক্ষা কর; তোমাকে একটি কোন সম্মানের পদ প্রদান করিব ও নবাবসাহেবের সঙ্গে আলাপ করিয়া দিব।" দাওয়ানজি মহাশয়ের এই কথাতেই আমাকে সম্মত হ'তে হ'লো, বিশেষরূপে পেড়াপিড়ি করতে আর সাহস হইল না, তবে নিতান্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে উপযুক্ত অবসরের অপেক্ষায় রহিলাম।

প্রায় দুই সপ্তাহের অধিক হইল, আমি দাওয়ানজি মহাশয়ের বাটীতে আসিয়াছি, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে একদিনও সদর দরজা পার হই নাই। যদিও আমি তথায় পরমসুখে ছিলাম, কোন বিষয়ের বিন্দুমাত্র অভাব হয় নাই, কিন্তু তথাপি এরূপ কয়েদির ন্যায় একস্থানে অবস্থান করা আমার পক্ষে যেন কষ্টকর হইয়া উঠিল। সেইজন্য একদিন বৈকালে বড় মানুষি ধরণের কাপড় চোপড় প'রে, রূপা দিয়ে বাঁধানো একগাছি ছড়ি হাতে ক'রে খানিটা বেড়াবার জন্য বাটী হইতে একাকী বহির্গত হইলাম।

কোথাও যাবার আমার বিশেষ কোন আবশ্যক ছিল না কাজেই গঙ্গার তীরের রাস্তা ধরিয়া লক্ষ্যশূন্যভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ক্রমে যে স্থানে দাঁড়িয়ে পাপিষ্ঠ সাঁইজি রহিমমোল্লার শব গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ ক'রেছিল, সেইস্থানে এসে উপস্থিত হ'লাম, অমনি আমার হৃদয়ে পূর্ব্বস্মৃতি জাগ্রত হ'য়ে উঠিল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে কিষণজি প্রমুখ খেলোয়াড়দের চিত্র চিত্তফলকে প্রতিফলিত হইল।

আমি আরও ক্রোশখানেক পথ অতিক্রম করিয়া, বাড়ীর দিকে

ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় দেখি যে, পাশের একটা গলির মধ্য হ'তে ঝাঁকা মাথায় তাল গাছের ন্যায় বেঢপ ঢেঙ্গা একটা স্ত্রীলোক "মাজন, মিশি, চুড়ি নিবিগো" ব'লে হাঁক দিতে দিতে বহির্গত হ'লো।

আমি এই রমণী-রত্নকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলাম, তবে পূর্ব্বের অপেক্ষা একটু কৃশ হওয়ায় ইহাকে কিছু ঢেঙ্গা দেখাইতেছিল ইহার হাতে মুসলমানিদের ন্যায় গাছকয়েক রূপার চুড়ি ও পরনে রংকরা শাড়ী ছিল। তদ্দৃষ্টে আমার মনে সন্দেহ হইল যে, বোধ হয় এই স্ত্রীলোকটী সম্প্রতি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ক'রেছে, কিম্বা কোন গরজ হাসিল করবার অভিপ্রায়ে এ প্রকার ভোল ফিরাইয়াছে।

স্ত্রীলোকটি আমার সাম্‌নে আসিলে আমি কহিলাম, "কি গো ফুলকুমারী, ভাল আছ তো?" আমার এই কথা শুনিয়া দেবীপ্রসাদের অবিদ্যা সেই ফুলকুমারী সুন্দরী উদাসভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, আমি যে কে, তাহা ঠিক্ চিনিতে পারিল না। কারণ সে আমাকে যে অবস্থায় দেখিয়াছিল, এখন তাহার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কাজেই সহসা সে আমাকে চিনিতে পারিল না। তবে আমার মুখে তাহার নাম শুনিয়া ভয়ে মুখখানি যেন শুকাইয়া গেল ও বৃষকাষ্ঠের ন্যায় নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

এই সংসারে কুৎসিতকর্ম্মা পাপীদের অন্তরে ত্রাস সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রবল হ'য়ে থাকে। একটী শুষ্কপত্র বৃক্ষ হ'তে পতিত হ'লে, তারা দারুণ ভয়ে শিহরিয়া উঠে, কিছুতেই শান্তিলাভে সমর্থ হয় না, রাবণের চিতার ন্যায় চিরপ্রজ্জলিত অনুতাপাগ্নিতে দগ্ধ হ'তে থাকে। সকলে বলে পাপ করলেই পরজন্মে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, কিন্তু জ্ঞানের উন্মেষে, বিবেকের তাড়নায় ইহজন্মে পাপীর যে অসনীয় যাতনা ও হৃদয়-বিদারণক্ষম মনকষ্ট সহ্য করতে যয় স্তাহা বর্ণনাতীত, মৃত্যুর পর নরক-যন্ত্রণা কখনই তাহা অপেক্ষা ভীষণতর কষ্টপ্রদ ব'লে বোধ হয় না।

পাপিনী ফুলকুমারী যখন শত শত অপরাধের নায়িকা ও সহকারিণী তখন সে যে আমাকে দেখে ঈদৃশ ভীতা হবে তাহার আর বিচিত্র কি? এই পাপিনীর দ্বারায় যদি কিষণজি বাবুর কোন সন্ধান পাই, এই আশায় তাকে অভয় দিয়া কহিলাম, "ফুল! তোমার কোন নাই, আমার দ্বারায় তোমার উপকার ভিন্ন অপকার হবে না। আমাকে তুমি কি চিনতে পারছো না, আমি সেই কিষণজি বাবুর পত্র নিয়ে ঠাকুরসাহেবের আখড়ায় তোমাদের বাসায় একবার গিয়েছিলাম, বলি দেবীপ্রসাদবাবু কেমন আছেন?"

আমার এই সকল কথা শুনে সেই রূপসীর চমক্ ভাঙ্গিল এবং আমি যে কে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। কাজেই মাথার সেই বাজ্‌রাটি নামিয়ে রেখে কহিল, "বাবুজি! সেই হারামখোর পাজি নেমোখারাম বেটার নাম আর নেবেন না। এই দুনিয়ার বিচে সে বেটার মতন আদত শয়তান আর দু'টী নাই। আখেরে খোদাতাল্লার কাছে কি যে জবাব দেবে, তার ঠিক্ নেই, বেটা আদত বেইমান।" ফুলকুমারী আমাকে এই কথা ব'লে দেবীপ্রসাদের স্বর্গগত পিতা পিতামহের উদ্দেশে কতকগুলো দুর্গন্ধময় জঘন্য জিনিষ আহারের ব্যবস্থা করিল।

আমি শ্রীমতীর ক্রোধের প্রকৃত কারণ বুঝ্‌তে না পেরে কহিলাম, "দেবীপ্রসাদকে এরূপ গাল দিচ্ছো কেন, সে তোমার কি ক'রেছে? আর কত দিন হ'ল তুমি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রেছ? ফুলকুমারি মুলানিন্দিত বত্রিশটী দন্ত বিকাশপূর্ব্বক কহিল, "আজ্ঞে, আগে যা ছিলাম, এখনো তাই আছি, কেবল ঐ বেইমান্ বেটার দমে প'ড়ে দিনকয়েক হিন্দুর মেয়ে সেজে ঠাকুরসাহেবের আখ্‌ড়ায় ছিলাম।" আমি নিতান্ত বিস্মিতভাবে কহিলাম, তাহ'লে দেবীপ্রসাদও কি জাতিতে মুসলমান?

ফুল। আজ্ঞে হাঁ, কেবল কোতোয়ালির বরকন্দাজদের চ'খে ধূলো

দিবার জন্য দেবীপ্রসাদ এই জাল নাম নিয়ে হিন্দু সেজেছিল। আমি ঐ বেইমান বেটার দমে প'ড়ে কুলে কালি দিই। তারপর ঐ বেটা কি না আমার সর্ব্বস্ব নিয়ে, পথের ফকির ক'রে একেবারে দেশছাড়া হ'য়েছে, বেটার এখন একবার দেখা পেলে, ঝাড়ু মেরে ওর বেইমানি ছুটিয়ে দিই।

ফুলকুমারীর মুখে এই সকল কথা শুনিয়া, আমি অপার বিস্ময়হ্রদে নিমগ্ন হইলাম। মনে করিলাম যে, সংসারে ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য এই সকল পাপাত্মাদের অসাধ্য কিছুই নাই। নরাধম কপট হিন্দু সেজে কত লোকের জাত মজাইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। বোধ হয় এই দলের লোক প্রাণের ইয়ার কিষণজি বাবু এই সকল গুপ্তকথা নিশ্চয় জানিত। যাই হোক্ শ্রীমতী যখন শ্রীমানের উপর এতদূর চটিয়াছে, তখন এখন আর কোন কথা গোপন করবে না, রাগের বশে অবশ্যই সব কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিবে।

আমি মনে মনে এই স্থির ক'রে, শ্রীমতীকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, তাহ'লে দেবীপ্রসাদের প্রকৃত নাম কি? কোথায় দেশ ছিল, আর এখনই বা তোমাকে ফেলে কোথায় পালিয়েছে?

ফুল। ও বেটার আদত নাম রহমন খাঁ, বাড়ী বাখরগঞ্জে, সেখানে একটা ডাকাতের দলের সর্দ্দার ছিল। তারপর গোলমাল হওয়ায় প্রাণের ভয়ে সেখান হ'তে আমাকে নিয়ে এইখানে পালিয়ে আসে ও নাম ভাঁড়িয়ে ঠাকুরসাহেবের আখ্ড়ায় থাকে, তারপর আমার সর্ব্বনাশ ক'রে এখন পিণ্ডিরদলে মিশিয়াছে।

আমি। পিণ্ডিরদল কাকে বলে?

ফুল। পশ্চিমে একটা ডাকাতের দল আছে, তাদের পিণ্ডিরদল বলে। তারা ঘোড়ায় চ'ড়ে, পাঁচহাতিয়ার নিয়ে গাঁকে গাঁ লুট করে। সেই দলে আমাদের সেই পোড়ারমুখো ও তোমাদের কিষণজি বাবু গিয়ে মিশেছে। শুনেছি তারা গোয়েন্দার দ্বারা সংবাদ লইয়া এই বঙ্গোপদেশে এসে লুটতরাজ

করবে। তোমার কিষণজিবাবু একটা কম ধড়িবাজ লোক নয়, তাইতে সেই বেইমান বেটার সঙ্গে তার দোস্ত হ'য়েছিল। শয়তান না হ'লে কখন শয়তানের সঙ্গে মেল হয় না।

ফুলকুমারী আমাকে এই কথা বলে বাজরাখানি মাথায় তুলিল এবং প্রস্থানোন্মুখী হইল, কিন্তু আমি তাহাকে বাধা দিয়া কহিলাম, "কিষণজি বাবুর স্ত্রী ও তাহার কন্যার কি হইয়াছে বল, সত্য কথা বলিলে তোমাকে বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিব। এখন যে আমার অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, তাহাতো তুমি বুঝিতে পারিতেছ, সুতরাং সত্য করিয়া সকল বল, তোমার কোন ভয় নাই। ফুলকুমারী পুনরায় বাজারাটি নামাইয়া কহিল, "বাবুজি, দুনিয়ার বিচে মানুষ চেনা ভার। তুমি যাকে কিষণজি বাবুর স্ত্রী বল্‌লে, সে তার বিধবা-ভাদ্রবৌ, দেশ থেকে বার ক'রে এনে নাম ভাড়িয়ে এখানে ছিল। কেউ কোন সন্ধান করতে পারে নাই। তারপর সেই মাগীর ভাই কোন রকমে খপর পেয়ে লোকজন নিয়ে সেই বাড়ীতে এসে হাজির হয়। কর্ত্তাবাবু কোন গতিকে পালিয়ে জান বাঁচান, কিন্তু মাগিটা সরমের খাতিরে গলায় দড়ি দিয়ে মরে।

আমি। আর তাদের সেই মেয়েটীর কি হ'লো?

ফুলকুমারী ভাঁটার মতন চোখ দুটো একবার ঘুরিয়ে উত্তর করিল, "হাঁ বাবু, সে কিন্তু বাহাদুর মেয়ে বটে, তারিফ আছে, নিজের জানের পরোয়া রাখে না, একি কম আশ্চর্য্যের কথা। যাই হৌক্, কেউ তার কিছুই করতে পারে নাই, এখন সে তার মামার কাছে পরমসুখে আছে। মেয়েমানুষ নিজে যদি ঠিক্ থাকে, তাহ'লে কারুর বাপের সাধ্য নাই যে তাকে নোয়াতে পারে।

আমি প্রকৃত ব্যাপারখানা বোঝ্‌বার জন্য কহিলাম, "তুমি সেই মেয়েটীকে অতো তারিফ করছো কেন, তাহার কি হইয়াছিল?"

ফুলকুমারী উত্তর করিল, "সেই বেইমান বেটার সঙ্গে কিষণজি বাবুর

খুব দোস্তি ছিল, কিন্তু তবু কে এক বেটা বড় মানুষের ছেলেকে খুসী কর্‌বার জন্য, দুজন গুণ্ডা আনিয়ে মেয়েটাকে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যায় ও জুম্মাপীরের দর্‌গা ব'লে একটা আড্ডার মধ্যে নিয়ে আটক ক'রে রাখে, কিন্তু খোদাতাল্লার কুদ্‌রতে সেই দিনে একটা ডাকাতি মোকদ্দমার তদ্বিরের জন্য দারোগাসাহেব ও কুড়ি পঁচিশজন বরকন্দাজ দর্‌গা-বাড়ীতে আসে, কাজেই বেটাদের সব বিদ্যা প্রকাশ হ'য়ে প'ড়ে। শুনেছি সেই মেয়েটার মামা তাদের সঙ্গে ছিল, কাজেই সেই মেয়েটা এখন তার মামার কাছে আছে।

রমণীর প্রমুখাৎ সকল কথা শুনে আমার মনের সন্দেহ মিটিয়া গেল। পূর্ব্বে খাঁ সাহেবের আখ্‌ড়ায় রহমন খাঁ এই নামটা আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ ক'রেছিল এবং সে বেটা বেমালুম হিন্দু সাজিয়া আত্মগোপন করিয়া আছে তাহাও শুনিয়াছিলাম, কিন্তু তখন প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারি নাই। দৈবগতিকে ফুলকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় আজ স্পষ্ট বুঝিলাম মোহিতবাবুর জন্য পাপাত্মা ছদ্মবেশী দেবীপ্রসাদ সেই সরলা কুমারীর বিরুদ্ধে বিষম ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ সেই সরলার যে জাতিকুল রক্ষা হইয়াছে, ইহাই সমধিক আনন্দের বিষয়। পাপিয়সী ভবতারিণীর পরিণাম শুনিয়া আমি যথেষ্ট মর্ম্মহত হইলাম, কারণ সে হাজার মন্দ হোক্ কিন্তু আমাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। যাই হোক্ পাপিনী শেষে আত্মহত্যা ক'রে তাপিত অন্তরকে সুশীতল করিয়াছে শুনিয়া কতকাংশে সুখী হইলাম এবং আমার জামার জেব হ'তে দুটী টাকা বাহির করিয়া ফুলকুমারীর হাতে দিলাম, রমণী নিতান্ত পরিতুষ্ট হইয়া আমার মস্তকে অজস্র আশীর্ব্বাদ বরিষণ করিল ও ঝাঁকাটি পুনরায় মাথার উপর তুলিয়া প্রস্থান করিল, আমিও দাওয়ানজি মহাশয়ের বাড়ীর দিকে ফিরিলাম।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

-:*:—

নবাব বাহাদুর।

বাটীতে আসিয়াই চাকরদের মুখে শুনিলাম যে, দাওয়ানজি মহাশয় আমাকে খুঁজিয়াছেন ও আমার জন্য বৈঠকখানায় অপেক্ষা করিতেছেন, কাজেই আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া কর্ত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য বৈঠকখানার দিকে অগ্রসর হইলাম।

আমাকে দেখিয়াই দাওয়ানজি মহাশয় হাসি হাসি মুখে কহিলেন, "আমি তোমার চাক্‌রীর কথা নবাব বাহাদুরকে বলিয়াছি, তিনি তোমাকে একবার দেখিতে চাহিয়াছেন, সুতরাং কল্য প্রভাতে তোমাকে নবাব বাহাদুরের হুজুরে হাজির করিয়া দিব।" দাওয়ানজি মহাশয় এই কথা বলিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন, আমি আমার চিরস্থায়ী চিন্তাদেবীর সঙ্গে সেই কক্ষেই বসিয়া রহিলাম।

কত অভিনব আশা, কত উৎকট বাসনা আমার অন্তরার্ণবে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। কল্পনাপ্রসূত কত সুখময় ছবি হৃদয়দর্পণে দেখা দিল, কাজেই সে রাত্রে আমার আদৌ সুনিদ্রা হইল না, কেমন একপ্রকার উদ্বেগে সেই রজনী অতিবাহিত হইল।

পরদিন বেলা প্রায় আট্‌টার সময় দর্‌বারি বেশ ভূষায় ভূষিত হ'য়ে, দাওয়ানজি মহাশয়ের সঙ্গে নবাববাড়ী উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। আমাদের গাড়ী পৌছিবামাত্র সেলামের ধূম পড়িয়া গেল, দাওয়ানজি মহাশয় নিজের পদমর্য্যাদায় উপযুক্ত গম্ভীভাবে প্রাসাদ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম।

দিল্লীর অনুকরণে কৈসয়বাগ নামক প্রাসাদে নবাবসাহেব ছিলেন; দাওয়ানজি মহাশয় আমাকে লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

আমি দেখিলাম যে, সেই কক্ষটি বেশ প্রশস্ত ও উৎকৃষ্ট মারবেল পাথরে মণ্ডিত, তবে তাহাতে কোন বিশেষ আস্‌বাবের পরিপাট্য ছিল না। কেবল মধ্যস্থলে মখমলের গদি-আঁটা সোফার উপর নবাবসাহেব বসিয়াছিলেন ও তাহার সম্মুখে আরো কয়েকখানি চেয়ার পাতা ছিল। ইহা ব্যতীত সোফার পাশে একটী সোণার পিক্‌দানী ও মার্ব্বেলের একটী ছোট টেপায়ার উপর অশেষ কারুকার্য্য সম্পন্ন উড়িষ্যার প্রবীণ শিল্পীর রূপার কল্কে যুক্ত একটী গুড়গুড়ী ভিন্ন তথায় আর কোন বস্তু ছিল না।

নবাবসাহেবের বয়স ৩০।৩২ বৎসরের অধিক হইবে না, কাজেই যৌবনের ভীম তরঙ্গে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের সম্যক্ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে এবং স্বাস্থ্যের পূর্ণ লক্ষণ সকল বর্ত্তমান আছে।

নবাবসাহেবের বর্ণ বেদানার দানার অনুরূপ, চক্ষুদ্বয় আকর্ণবিস্তৃত সমুজ্জ্বল তেজপূর্ণ ও উৎসাহ ব্যঞ্জক, ললাটদেশ প্রশস্ত ও মধ্যস্থলে রাজদণ্ড চিহ্ন স্বরূপ বিখ্যাত শিরা প্রকটিত রহিয়াছে। প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর ভ্রমর বসিলে যেরূপ বাহার খোলে, সেইরূপ ভ্রমরকৃষ্ণ নবীন গোঁফরাজীতে তাঁহার শ্রীমুখের সৌন্দর্য্য শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

নবাব বাহাদুরের আকার অনতি দীর্ঘ, বক্ষঃস্থল বিশাল ও বীরের লক্ষণ স্বরূপ সুদৃঢ় বাহুযুগল অজানুলম্বিত ছিল। ফলতঃ তাঁহার জ্ঞান-গর্ব্বিত বদনমণ্ডলের প্রশান্তভাব ও গাম্ভীর্য্য সন্দর্শন কর্‌লে তাঁহাকে বিশেষ কোন প্রতিভাবান্ পুরুষ ব'লে বোধ হ'য়ে থাকে।

তবে নবাব বাহাদুরের পোষাকের কিছুমাত্র পরিপাট্য ছিল না, সাধারণ মুসলমান ভদ্রলোকের ন্যায় সাদা কাপড়ের একটা পাজামা পরিধান করিয়াছেন এবং গায়ে খুব পাতলা লিনুর আলখেল্লা শোভা পাইতেছে। কাজেই অন্য সময় অন্য স্থানে তাঁহাকে দেখিলে নবাব-

বাহাদুর ব'লে চিনিবার কোন উপায় ছিল না। তবে তাঁহার ললাটদেশ কুঞ্চিত ও চিন্তারেখায় পরিপূর্ণ ছিল, দেখিলেই বোধ হয় তাঁহার অন্তরাকাশ নির্ম্মল নহে, নিশ্চয় চিত্তকুসুমে কোন বিষম চিন্তাকীট প্রবেশ করিয়াছে।

দাওয়ানজি মহাশয়ের উপদেশমত দ্বারের কাছ হ'তে আমরা কেতামত কুর্ণিস কর্‌তে কর্‌তে প্রবেশ করিলাম। নবাব বাহাদুরের চমক ভাঙ্গিল। তিনি খাতির ক'রে দাওয়ানজি মহাশয়কে সম্মুখের একখানি কেদারার উপর উপবেশন করাইলেন, আমি তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

শিষ্টাচারের পাশা শেষ হ'লে দাওয়ানজি মহাশয় কহিলেন, "এই ছোক্‌রার কথা হুজুরকে ব'লেছিলাম, এক্ষণে ইহার প্রতি হুজুরের যাহা হুকুম হয়।"

নবাব বাহাদুর ঈষৎ নম্রস্বরে কহিলেন, "হাঁ, রসদবিভাগের দারোগার সহকারীর পদ ইহাকে প্রদান করিলাম, কিন্তু ইহাকেও শীঘ্র মুঙ্গেরে যাত্রা করিতে হইবে। কারণ আমি বেশ বুঝিয়াছি যে, ইংরাজদের একটু চ'খের আড়ালে না গেলে আমার কোন কাজের তেমন সুবিধা হবে না।

দাওয়ানজি মহাশয় একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "তাহ'লে নিশ্চয় রাজধানী পরিত্যাগ কর্‌বেন?"

নবাব। তার আর সন্দেহ আছে, কারণ আপাততঃ ইহা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। আমি মানুষ হ'য়ে কখনই কাঠের পুতুলের ন্যায় মস্‌নদে সমাসীন থাকিব না। রাজা হ'য়ে যখন রাজক্ষমতা সঞ্চালনে অপারগ হ'লাম, অত্যাচারীগণের কবল হ'তে নিরীহ দুর্ব্বলকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌লাম না, জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ন্যায় বিচার বিতরণে অক্ষম হ'লাম, তখন যাত্রার সংয়ের ন্যায় এই সুবেদারি সাজে সজ্জিত থাকাই

বিড়ম্বনার আতিশয্য। আমি এভাবে এই উচ্চপদের অবমাননা করতে ইচ্ছা করি না। ধর্ম্মতঃ দিল্লীর বাদসাহ আমার প্রভু, কিন্তু কালবশে সেই বাদসা এক্ষণে সিংহাসন হারাইয়া ভিক্ষুকবেশে ভ্রমণ কর্‌ছেন। সুতরাং বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যা সুবাদারের স্বাধীন রাজ্য, আমি রাজসিংহাসনে ব'সে যদি রাজ কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হই, অত্যাচারীকে দণ্ড দিতে না পারি, প্রজারঞ্জনে অক্ষম হই, তাহ'লে সুবাদার নাম গ্রহণে প্রয়োজন কি? আমার অকর্ম্মণ্য শ্বশুর তাঁদের স্পর্দ্ধা বাড়িয়ে দিয়েছেন, সেইজন্য তাঁরা দেশের শাসনকর্ত্তাকে আর গ্রাহ্যের মধ্যে আন্‌ছেন না। বন্ধনশূন্য বলদের ন্যায় উদ্দামগতিতে ভ্রমণ কর্‌ছেন এবং আমার পতন কিরূপে হয় তাহার চেষ্টায় আছেন। তাদের এই সকল অমানুষিক অত্যাচার হ'তে আমাকে যদি রক্ষা করতে না পারি, তাহ'লে আমার এই সুবেদারি পদ গ্রহণ করাই নিরর্থক। আরও দেখ বাদসা সাজাহানের আমল হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বিনা শুল্কে ব্যবসা কর্‌বার অধিকার পাইয়াছে, কিন্তু এখন তাহা চলিবে না, কেন না রাজকোষে অর্থের অভাব, তাহা সংগ্রহ করিতে হইলে কিছু কিছু বাণিজ্য শুল্ক গ্রহণ করিতেই হইবে, বিশেষতঃ যখন ইংরাজ কোম্পানীরা বাণিজ্যের যথেষ্ট প্রসার করিয়া লাভবান হইতেছেন, তখন কেন শুল্ক দিবেন না, পূর্ব্বের নিয়ম দেখাইলে এখন আর তাঁহাদের চলিবে না, কারণ তখন দেশ খুব সুখের ছিল, আর এখন যতদূর দুঃখের হইতে হয় তাহাই হইয়াছে। আমি এই দুঃসময়ে প্রজাদের অর্থ যতদূর শোষণ করিতে পারি বা না পারি ইংরাজ কোম্পানীর নিকট হইতে কিছু লইবই লইব, বিশেষতঃ এক্ষণে যখন তারা লাভবান হইতেছেন।

এখন দেখ্‌ছি কোম্পানীর অনেক কর্ম্মচারী গোপনে নিজেরা ব্যবসা চালাচ্ছে, অধিকন্তু কোম্পানীর নিশান তুলিয়া স্বচ্ছন্দে বিনা মাশুলে মাল নিয়ে আস্‌ছে। আমি বিশেষরূপে জেনেও তাদের এই

প্রবঞ্চনার কোন প্রতিকার কর্‌তে পার্‌ছি না, সেইজন্য আমি মনস্থ ক'রেছি যে, মাল আমদানীর মাশুল কিছু কিছু লইবই লইব।

এরূপ কার্য্য করিলে ইংরাজদের সঙ্গে আমার যে, বিবাদ উপস্থিত হইবে তাহা আমি জানি, সেইজন্য আমি পূর্ব্ব হ'তেই মুঙ্গেরে গিয়া প্রস্তুত হইব এবং বল সংগ্রহ করিব।"

দাওয়ানজি মহাশয় একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "জাহাপনা, প্রাতঃস্মরণীয় মহামতি আলাবর্দ্দিখাঁর পরেই আপনি যদি সুবেদারের মসনদে বসিতেন, তাহ'লে মুসলমানের রাজলক্ষ্মী চিরকাল অচলাভাবে অবস্থান করিতেন; কিন্তু এক্ষণে আর উপায় নাই। কারণ তাঁহারা অনেকটা শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছেন, সুতরাং এ অবস্থায় তাঁহাদের নিরস্ত করা কখনই সহজসাধ্য হইবে না। বিশেষতঃ আপনার শ্বশুরের দুর্ব্বলতায় তাঁরা এতদূর এগিয়ে প'ড়েছেন। তিনি অপরিনামদর্শী বলিয়া এতদূর ঘটিয়াছে, এক্ষণে আপনি চেষ্টা করিলে যে কিছু করিতে পারিবেন তাহা আমার বিশ্বাস হয় না।

নবাববাহাদুর ঈষৎ উত্তেজিতভাবে কহিলেন, "হাঁ, প্রভুদ্রোহী দুরাশা বাতিকগ্রস্ত ঘোরকৃতঘ্ন আমার সেই মূর্খ শ্বশুরের সুদারুণ পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করিতে হবে। ষড়যন্ত্রকারী বাঙ্গালীদের আমি ততো দোষী বোধ করি না, কারণ পশুপ্রকৃতি নীচ-আমোদপ্রিয় সিরাজদ্দৌলার অত্যাচারে জর্জ্জরিত হ'য়ে তারা সেই কুটিল-পথের পথিক হ'য়েছিলেন। তবে তাদের দূরদর্শীর কি বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা কর্‌তে পারি না; কারণ চার পাঁচশ বৎসর যাদের সঙ্গে বসবাস ক'রেছে, যাদের আচার ব্যবহার বিশেষরূপে জানা আছে, তাদের ত্যাগ ক'রে অজ্ঞাত-কুলশীল সম্পূর্ণ বিদেশীদের এতদূর বিশ্বাস করা ভাল হয় নাই। যাই হোক্ আমার শ্বশুর যে স্বধর্ম্মী প্রতিপালক প্রভুকে বঞ্চনা ক'রে একপ্রকার রাজলক্ষ্মীকে তাড়াইয়া দিয়াছে, তাহার জন্য অনন্তকাল তাহার নাম

সকলের কণ্ঠে ঘৃণার সহিত উচ্চারিত হবে। ইংরাজেরা আমার রাজ্য-প্রাপ্তি সম্বন্ধে অনেকটা সহায়তা করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাতে আমার সুবিধা যে কি তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না, বরং আর্থিক অনেক অসুবিধাতেই পড়িতেছি। আহুতি পেলে অগ্নি যেমন প্রবল হ'য়ে থাকে, তেমনি তাদের বাণিজ্যের আশাও দিন দিন বর্দ্ধিত হ'চ্ছে এবং তজ্জন্য দেশের অর্থের শোষণ হইতেছে। আমি দেশের শাসনকর্ত্তা হ'য়ে কিজন্য বণিকদের ঈদৃশ আনুগত্য স্বীকার করবো? আমার করে রাজদণ্ড থাকতে কেন না অত্যাচারীদের উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করবো? সিংহাসন লাভ ক'রে যদি প্রকৃত রাজক্ষমতা সঞ্চালন করতে না পাই, তাহ'লে অমন ভোয়া রাজ্যপদ আমি চাহি না। আমি এমন কাপুরুষ নই যে, এতদূর হীনতা স্বীকার করবো। আমি বরং শুষ্ক কাষ্ঠ খণ্ডের ন্যায় ভগ্ন হইব, কিন্তু তথাপি লতিকার ন্যায় কাহার পদানত হইব না। সমস্ত বাধা বিঘ্নকে অগ্রাহ্য ক'রে জীবনের শেষ মূহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নিজের প্রতিজ্ঞা-পথে বিচরণ করবো।

দাওয়ানজি মহাশয় গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "ধর্ম্মাবতার! এ প্রকার বীরোচিত বাক্য আপনার মুখেই শোভা পায়, কিন্তু এ সাধনার সিদ্ধিলাভ যে কতদিন পরে হবে, তাহা ভবিষ্যতের অন্ধকার গর্ভে নিহিত।"

নবাববাহাদুর কহিলেন, "দাওয়ানজি! আমি সিদ্ধিলাভ কি জয় পরাজয়ের দিকে আদৌ লক্ষ্য না ক'রে কর্ত্তব্য পালনের জন্য নশ্বর জীবনকে উৎসর্গ করবো। কারণ এরূপভাবে অবস্থান করা আমার পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর ও অপমানজনক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আমি যে সঙ্কট-পথের পথিক হ'তে মনস্থ ক'রেছি, তাহা যদিও নিতান্ত বিপজ্জনক, কিন্তু আমার মতে আপাততঃ ইহা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। কারণ সামদান অবলম্বনে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে আর নিরস্ত করা নিতান্ত অসম্ভব; কাজেই এখন দণ্ড-

নীতি গ্রহণ ভিন্ন আর কোন উপায়ান্তর নাই। আমি এই তিন সুবার প্রধান প্রধান রাজা ও জমিদারদের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হ'য়ে পত্র লিখেছি এবং মুঙ্গেরের কেল্লা রীতিমত মেরামত করতে আজ্ঞা দিয়াছি। ইংরাজদের নজরের বাহিরে সেই মুঙ্গেরে গিয়া রীতিমত বল সংগ্রহ করবো এবং সৈন্যদের ইউরোপীয় প্রণালীতে শিক্ষিত করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিব। কারণ আমি মনে মনে বেশ বুঝিয়াছি যে, আমাদের সম্মান রক্ষার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে থাকা কর্ত্তব্য। কেমন, আমার এই অভিপ্রায় তুমি কি সঙ্গত ব'লে বোধ কর না? দাওয়ানজি মহাশয় কহিলেন, "জাহাপনা! আমি সর্ব্বান্তকরণে আপনার এই অভিমত সমর্থন করছি। কারণ উপস্থিত ক্ষেত্রে ইহা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। প্রবল বিকারে সর্প-বিষই একমাত্র মহৌষধ। তবে জোয়ার ভাঁটা, উত্থান পতন, সেই লীলাময় বিধাতার ইচ্ছার উপর নির্ভর, সেইজন্য ভয় হয় যে, না জানি ইহার পরিণাম ফল কিরূপ দাঁড়াইবে।

নবাববাহাদুর উত্তর করিলেন, "পরিণাম ভাবিবার ততো আবশ্যক বা অবসর আমার নাই। বর্ত্তমানে যাহা কর্ত্তব্য, আমি কেবল তাহা প্রতিপালনের জন্য প্রাণপণ করবো। এই সংসারে মানুষ মাত্রই মৃত্যুর অধীন, কালের পরাক্রমকে ব্যর্থ করবার যখন কাহার ক্ষমতা নাই, তখন কি জন্য তুচ্ছ জীবনের মায়ায় কাতর হ'য়ে কর্ত্তব্য পথ হ'তে বিচলিত হব? যে মূর্খ ভাগ্যের উপর নির্ভর ক'রে নিশ্চেষ্টতা অবলম্বন ক'রে, পণ্ডিতেরা তাকে কাপুরুষ ব'লে নিন্দা ক'রে থাকেন। উদ্যোগী সৎপুরুষেরা অধ্যাবসায়ের প্রভাবে অনেক সময়ে অসাধ্য সাধনে সমর্থ হ'য়ে থাকেন। হৃদয়ের একাগ্রতা না থাকলে, জীবনকে তুচ্ছ না ভাবলে সংসারক্ষেত্রে কেহই কীর্ত্তি-বৃক্ষ রোপণ করতে পারে না। মৃত্যুর পর যাহার নাম লোকের স্মৃতিমন্দিরে বিগ্রহরূপে বিরাজ করে, তাহারি ভবে আসা সার্থক। সেইজন্য আমি এই বীরব্রত গ্রহণ ক'রেছি, যতক্ষণ আমার দেহে এক বিন্দু

রক্ত থাক্‌বে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি আমার কার্য্যোদ্ধারের জন্য চেষ্টা কর্‌বো।

দাওয়ানজি মহাশয় বেশ গম্ভীরভাবে কহিলেন, "ধর্ম্মাবতার আপনি যে ভয়াবহ সঙ্কট পথের পথিক হ'তে মনস্থ ক'রেছেন, যথার্থ বীরপুরুষদের তাহাই একমাত্র গন্তব্য সুপথ, জগতে বিমল যশ লাভের ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। তবে রাজনীতি-বিশারদেরা নিজের অবস্থা ও বলাবল অগ্রে বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা ক'রে তবে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'য়ে থাকেন। সহসা কোন হট্‌কারিতার পরিচয় দেন না।

দাওয়ানজি মহাশয়ের কথায় বাধা দিয়ে নবাববাহাদুর কহিলেন,"রায়জি! তোমার কথার মর্ম্ম আমি বুঝেছি। তুমি আমা অপেক্ষা ইংরাজদের অধিক বলশালী বলিয়া বোধ কর, তাই তোমার অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার হ'য়েছে। আমি বেশ বুঝেছি যে, সমগ্র হিন্দুস্থান ইংরাজদের করতলগত হবে, কেহই তাহাদের উন্নতির-স্রোতকে রোধ কর্‌তে পার্‌বে না, কিন্তু তথাপি আমি আমার কর্ত্তব্য পথ হ'তে কিছুতেই বিন্দুমাত্র বিচলিত হব না। নশ্বর জীবনের বিনিময়ে সৎপুরুষ মাত্রের স্পৃহনীয় অবিনশ্বর যশ ও গৌরবলাভ কর্‌তে বিশেষরূপে চেষ্টিত হবো। ইংরাজদের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হ'য়ে গৌরবময় সুবেদারি পদের অপমান কর্‌তে ইচ্ছা করি না। কারণ তাহ'লে সকলেই আমাকে নিতান্ত কাপুরুষ বলে নিন্দা কর্‌বে। সেইজন্য দীপ্ত দীপ-শিখায় পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন কর্‌তে মনস্থ ক'রেছি। আমি বেশ জানি বিধাতা এক্ষণে ইংরাজদের প্রতি একান্ত সানুকুল, যে কেহ এক্ষণে তাহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, তাহারি জীবনরক্ষা করা নিতান্ত দুর্ঘট হবে। কিন্তু আমি সে সব বিঘ্ন বিপত্তিকে আদৌ গ্রাহ্য করি না; কেন না একদিন নিশ্চয় যখন সংসার ত্যাগ কর্‌তে হবে; কালের পরাক্রমকে ব্যর্থ করা যখন মানব ক্ষমতার অতীত, তখন রোগের অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ ক'রে, কাপুরুষের ন্যায় গৃহে মরা অপেক্ষা শত্রু হনন কর্‌তে কর্‌তে বীরশয্যায়

শায়িত হওয়া সহস্রাংশে শ্রেয়স্কর ও গৌরব-জনক। তোমাদের শাস্ত্রে বলে যে, সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ দিলে তার স্বর্গলাভ হ'য়ে থাকে। এ প্রকার হীনতা-স্বীকার পূর্ব্বক বিষহীন সর্পের ন্যায় নামে সুবেদার থাকা অপেক্ষা বীরের ন্যায় বীরশয্যায় শায়িত হওয়া সমধিক গৌরব-জনক, কারণ তাহ'লে আমার নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত থাকবে। কালের ভীম-তাড়নে তাহা বিন্দুমাত্র পরিম্লান হবে না।

দাওয়ানজি মহাশয় কহিলেন, "ধর্ম্মাবতার! আর আপনাকে আমি বাধা প্রদান করবো না, যদি উদ্যোগী-সৎপুরুষের অভিষ্ট সিদ্ধ হয়, পুরুষ-কারের জয় হ'য়ে থাকে, তাহ'লে নিশ্চয় আপনিও কৃতকার্য্য হবেন। এক্ষণে যাতে আপনার এই বীরব্রত উদ্‌যাপন হয়, তাহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করুন। তারপর সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের মনে যাহা আছে, কিছুতেই তাহার অন্যথা হবে না।

নবাববাহাদুর একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "সেই ইচ্ছাময়ের যাহা ইচ্ছা হয় তাহা কিছুতেই অন্যথা হয় না, তবে আমি একবার শেষ অবধি দেখবো, অলস প্রকৃতি ভীরুজনের ন্যায় কিছুতেই উদ্যমহীন হবো না।

সম্প্রতি আমি যা মনস্থ ক'রেছি তা শুন। আমি মুঙ্গেরের কেল্লার ভিতর সমরসাজে সজ্জিত হবো, চারিদিক হ'তে প্রচুর রসদ তথায় সংগ্রহ ক'রে রাখবো। আমি ইতঃমধ্যেই তাহার বিশেষ উদ্যোগ করিয়াছি এবং রাজধানী ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে আছি, অথচ আমার প্রাণের মতলব, তুমি রজবখাঁ, মির্জ্জাআলি ও দেবনারায়ণ সিং ব্যতীত জগতের মধ্যে যেন আর কেহ না জানে। আমি থাড়খণ্ডের জঙ্গলে শিকার করিতে যাইতেছিল এই কথাই প্রচার করিয়াছি। তাহ'লে তুমি এক্ষণে মুরশিদাবাদে থাক, আমি কিছু সৈন্য লইয়া স্থলপথে যাত্রা করবো, এ দিকে জলপথে দুই শত সৈন্য সহ রসদ বোঝাই লইয়া আঠারখানি

নৌকা জলপথে রওনা হবে। মির্জ্জাআলি কলিকাতায় গিয়া সেখানকার ডিরেক্টারদের নিকট আমার অভিযোগাদি আবেদনপত্র পেশ করিবে এবং তাহাদের উত্তর লইয়া বরাবর মুঙ্গেরে আমার সহিত মিলিত হইবে। যদি ইংরাজেরা আমার ন্যায়ানুমোদিত অভিযোগে কর্ণপাত না ক'রে, তাহ'লে আমি আমার সাধ্যমত তাদের দমন কর্‌তে চেষ্টা কর্‌বো, তাতে আমার অদৃষ্টে যা হয় তাই হবে। ইংরাজেরা দেখুক বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যার সুবেদার কাঠের পুতুল নয়, বীর-রক্ত তাহারও ধমনীতে প্রবাহিত হ'য়ে থাকে। যাই হোক্ আপাততঃ তোমার এই ছোক্‌রাকে মির্জ্জা-সাহেবের সহকারিপদে নিযুক্ত কর্‌লাম। ইনি কেবল সিপাহীদের রসদ বিলি করিয়া দিবেন ও আবশ্যকমত দ্রব্য বাজার কিম্বা জমীদারদের নিকট হ'তে যথামূল্যে ক্রয় করিবেন। তারপর কলিকাতা হ'তে মুঙ্গেরে আসিলে আমি ইহার বেতনাদি বন্দোবস্ত করিয়া দিব। ছোক্‌রাটির চেহারা দেখিয়া বেশ বুদ্ধিমান ও সুশীল ব'লে বোধ হ'চ্ছে, সুতরাং কোন দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার অনায়াসে ইহার উপর অর্পণ করা যেতে পারে। যাই হোক্ তুমি ইহাকে প্রস্তুত করিয়া রাখিবে, কারণ বোধ হয় এক সপ্তাহের মধ্যে মির্জ্জাসাহেব যাত্রা করিবে। তুমি একবার রাত্রে আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বে, তোমার সঙ্গে বিশেষ একটা পরামর্শ আছে।

দাওয়ানজি মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কেতামতন কুর্ণিস কর্‌তে কর্‌তে বাহিরে আসিলেন। আমিও তাঁহার অনুকরণ করিলাম ও ফটকের নিকট গাড়িতে আসিয়া উঠিলাম। কোচোয়ান চাবুকের শব্দ করিল, কাজেই গাড়িখানি নক্ষত্রবেগে দাওয়ানজি মহাশয়ের বাড়ীর দিকে ছুটিল।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

নীলমণি বসাক।

নবাববাহাদুরের মুখে ঈদৃশ বীরত্বব্যঞ্জক সারগর্ভ কথা শুনিয়া আমি মনে মনে নিতান্ত প্রীত হ'লাম এবং তাঁহাকে একজন তেজস্বী শাসনকর্ত্তা ব'লে বোধ করিলাম। যাহা হউক এক্ষণে বিজয় লক্ষ্মী যে কাহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন তাহা সাধারণ মনুষ্যের জ্ঞানাতীত বলিয়া আমি মনমধ্যে এ বিষয়ের আর আলোচনা করিলাম না।

এদিকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে সাতদিন বিস্মৃতির অতলতলে নিমজ্জিত হ'লো। আটদিনের দিন প্রাতঃকালে দাওয়ানজিমহাশয় আমাকে কহিলেন, "অদ্য আহারাদির পর তোমাকে যাত্রা কর্‌তে হবে, নৌকা প্রস্তুত হ'য়েছে। আমি তোমার যাত্রার সমস্ত উদ্যোগ করিয়া রাখিয়াছি। তুমি কলিকাতা হইয়া মুঙ্গেরে উপস্থিত হবে, নবাববাহাদুরও সসৈন্যে স্থলপথে যাত্রা করিবেন। তিনি তোমার ভাল করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তবে তুমি আমাকে একেবারে ভুলিও না, মাঝে মাঝে পত্রাদি লিখিও। আমি কৃতজ্ঞতাভরে কহিলাম, "আপনার ঋণ আমি এ জন্মে কিছুতেই পরিশোধ কর্‌তে পার্‌বো না। আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তিকে ঈদৃশ অনুগ্রহ প্রকাশ আপনার মহত্ত্বের পরিচায়ক। তবে আমি যদি কোন অপরাধ ক'রে থাকি, নিজগুণে এই অধমকে ক্ষমা করিবেন। আপনার শ্রীচরণে আমার এইমাত্র নিবেদন। দাওয়ানজিমহাশয় শশব্যস্তে নমস্কার করিয়া কহিলেন, "আরে বাপ্‌রে, অমন কথা ব'লো না। তোমার পদরজে আমার বাটী পবিত্র হ'য়েছে, আর আমিও সেই সঙ্গে ধন্য হ'য়েছি। বিপুল বলশালী

হস্তী নিজের বল না বুঝে যেমন ক্ষুদ্রপ্রাণ মাহুতের আনুগত্য স্বীকার করে, তেম্‌নি তুমি নিজের স্বরূপতত্ত্ব না বুঝে আমার ন্যায় হীনজনের নিকট ঈদৃশ বিনয় প্রকাশ কর্‌ছো। ফলকথা, এই জগতে তোমার ভাগ্য ভিন্ন উপকরণে গঠিত হ'য়েছে, আর আমি অভাগা ব'লে খেলাঘরের খেল্‌না হাতে দিয়ে বিধাতা বঞ্চিত ক'রেছেন। ফলকথা, ফুলের সঙ্গে থাক্‌লে তৈল যেমন সুরোভিত হয়, তেম্‌নি তোমার সদ্‌গুণে আমি অবধি কৃতার্থ হ'লাম। কেন না তোমার ন্যায় ভাগ্যবানের সেবা করিলে তাহার জীবনসার্থক হ'য়ে থাকে,এমন কিঁ তাহার মানবজন্ম ধারণ সফল হয়।

আমি এই সকল কথার প্রকৃত মর্ম্ম না বুঝে, নিতান্ত উদাসভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। দাওয়ানজিমহাশয় আমার ভাবগতিক দেখিয়া একটু হাসিলেন, কিন্তু প্রকাশ্যে আর কোন কথা বলিলেন না, কাজেই সে সম্বন্ধের কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে আমারও সাহসে কুলাইল না, আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তবে আমার প্রাণের মধ্যে একটা খট্‌কা রহিয়া গেল।

দাওয়ানজিমহাশয় চাকরকে আমার কাপড়চোপড় গুছাইয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন ও আমাকে প্রস্তুত থাকিতে বলিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

বেলা আন্দাজ দুটার সময় দাওয়ানজিমহাশয় বাহিরে আসিলেন এবং নবাববাহাদুরের সেই মোহরযুক্ত বাহালনামা পত্রখানি আমার হাতে দিলেন, আমি সেখানি সযত্নে আমার জামার জেবের মধ্যে রাখ্‌লাম। তারপর দাওয়ানজিমহাশয় কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে দুচারটি সময়োচিত উপদেশ দিয়া বিদায় দিলেন। আমার কাপড়চোপড় পরিপূর্ণ একটী বেতের পেট্‌রা ও শয্যাদি একজন চাকর মাথায় করিয়া চলিল, নিচে গাড়ি প্রস্তুত ছিল, আমি সেই চাকর সহ গাড়ীতে উঠিয়া গঙ্গাতীর উদ্দেশে গমন করিলাম।

আমি গঙ্গাতীরে আসিয়া দেখিলাম যে, পাশাপাশি আঠারখানি বড় নৌকা সজ্জিত রহিয়াছে এবং প্রত্যেকখানি হইতে ইসলামধর্ম্মের চিহ্নিত পতাকা পত্ পত্ শব্দে উড়িতেছে।

তীর হ'তে নৌকা অবধি কাঠের পাটাতন পাতা ছিল, আমি তাহার উপর দিয়ে নৌকায় উঠিলাম এবং অপার আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হ'লাম। আমি ইতঃপূর্ব্বে নবাববাহাদুরে মুখে মির্জ্জাআলি এই নাম শুনেছিলাম, কিন্তু আমার সেই উপকারী সহৃদয় কারাধ্যক্ষ মহাশয়কে যে রাজদূত করিয়া কলিকাতায় পাঠাইতেছেন, তাহা ঠিক বুঝিতে পারি নাই। এক্ষণে সেই উদারহৃদয় মহাত্মাকে প্রত্যক্ষে দেখে আমার আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না।

আমাকে দেখিয়া মির্জ্জাসাহেবের মুখমণ্ডলে বিস্ময়ে লক্ষণ সকল প্রকটিত হইল, আমি মুখে কিছু না ব'লে, আমার জামার জেব হ'তে সেই বাহাল-নামাখানি তাঁহার হাতে দিলাম। তিনি সেইখানি পাঠ ক'রে নিতান্ত প্রীতভাবে হাসি হাসি মুখে আমার হাতখানি ধরিয়া কহিলেন, "ধন্য সেই লীলাময়ের লীলা ধন্য, ক্ষীণবুদ্ধি মানবের কি সাধ্য যে তাহা উপলব্ধি করে। কখন স্বপ্নেও যাহা ভাবি নাই, এক্ষণে প্রত্যক্ষে তাহাই ঘটিল। পূর্ব্বে কয়েদিভাবে এ দীনকে দেখা দিয়েছিলে, এখন আবার আমার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ সহকারীরূপে এলে, আমার পক্ষে ইহার অপেক্ষা আর আনন্দের বিষয় কি হ'তে পারে? আমি তখুনি ব'লেছিলাম যে একদিন মেঘরাশি ভেদ ক'রে দিবাকর নিশ্চয় বিমল আভা বিতরণ করবেন; বস্ত্রাঞ্চলে অগ্নি কখন প্রচ্ছন্ন থাকবে না, কিন্তু এত শীঘ্র যে এরূপ অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হবে, নবাবসরকারে তুমি এমন দায়িত্বপূর্ণ সম্মানের পদ পাবে, আবার এই সঙ্কট সময়ে আমার সহকারী হবে, তাহা কখন ভাবি নাই। আজ সেই মহিমাময়ের অপার মহিমা দেখে আমি যারপর নাই বিস্মিত ও আনন্দিত হ'য়েছি। কারণ তোমার সঙ্গজনিত বিমল সুখলাভে কৃতার্থ হবার সুন্দর

অবসর পুনরায় প্রাপ্ত হ'লাম। ভাষায় এমন কোন কথা নাই যে, তার দ্বারায় আমার মনের আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকি। যাই হোক কিরূপে তুমি খোদ নবাবসাহেবের অনুগ্রহ লাভ করলে, আর তারপর তুমি কোথায় গেলে, এতদিন কোথায় কিরূপ অবস্থায় ছিলে, তাহা আমার নিকট প্রকাশ ক'রে বল। ভরসা করি বিধর্ম্মী যবন ব'লে কোন কথা গোপন করবে না।"

আমি নিতান্ত বিনীতভাবে কহিলাম, "অমন কথা বলিবেন না, এই জগতের মধ্যে আপনার তুল্য আত্মীয় আর আমার কেহই নাই। আপনি আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ ক'রে রেখেছেন। আপনার সেই সদ্ব্যবহার ও আশার অতীত অনুগ্রহ আমি এ জীবনে কিছুতেই বিস্মৃত হব না। আপনার মোহনমূর্ত্তিখানি চিরকালের জন্য স্মৃতি মন্দিরে বিগ্রহের ন্যায় বিরাজ করিবে।" আপনার ন্যায় উদারহৃদয় সমদর্শী মহাত্মার নিকট আমার কিছুই গোপন করিবার নাই।

আমি এই ব'লে খালাসের পর হ'তে আমার ক্ষুদ্র জীবনে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, যেরূপে দাওয়ানজিমহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লো, তাহা আমি অকপটে তাহার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলাম।

আমার কথা শুনিয়া মির্জ্জাসাহেব একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "ধর্ম্ম যে ধার্ম্মিকদের রক্ষা ক'রে থাকেন, তাহার শত শত প্রমাণ সংসারে প্রাপ্ত হওয়া যায়।" এখন দেখা যাক্, আমাদের নবীন সুবেদারের ভাগ্যে কি ঘটে? তিনি তো নিজের ধর্ম্মকে আলিঙ্গন ক'রে আছেন, পরিণামে ধর্ম্ম কি তাঁকে রক্ষা করবেন না?"

মির্জ্জাসাহেব আমাকে এই কথা ব'লে নৌকা ছাড়্‌তে অনুমতি দিলেন। কাজেই তখুনি নোঙ্গর তুলিয়া পাল খাটানো হইল, বায়ুর বলে নৌকাগুলি গঙ্গার তরঙ্গরাশি ভেদ ক'রে নক্ষত্রবেগে পশ্চিম মুখে ছুটিল।

নিঃসহায় কয়েদি অবস্থায় যে মহাত্মা আমার উপর অজস্র অনুগ্রহরাশি বরিষণ ক'রেছিলেন, আদর অপ্যায়নের ত্রুটী করেন নাই, আজ সহকারী-রূপে আমাকে পাইয়া তিনি যে আমার সঙ্গে সহোদর ভ্রাতার ন্যায় সদয় ব্যবহার কর্‌বেন, তাহার আর বিচিত্র কি ? যদিও আমার বাসের জন্য স্বতন্ত্র একখানি নৌকা নির্দ্দিষ্ট ছিল, কিন্তু এক আহারের সময় ব্যতীত আর এক দণ্ডের জন্য কখন আমরা পরস্পর পরস্পরের কাছ ছাড়া হইতাম না। দুজনে পরমসুখে একত্রে বাস করিতাম।

আমাদের সঙ্গে দুইশত সিপাহী ছিল, ভৃত্যেরা রসদ বাহির করিয়া দিত, আমি কেবল তাহার হিসাব রাখিতাম, ইহা ভিন্ন আর আমার বিশেষ কোন কাজ ছিল না। ফলকথা মির্জ্জাসাহেবের ন্যায় সহৃদয় ভদ্রলোককে সঙ্গী পাইয়া পরম সুখে বিবিধ সদালাপে সময় কাটাইতে লাগিলাম।

একদিন কথায় কথায় মির্জ্জাসাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নবাববাহাদুরের বাহাল নামায় "হরিদাস ঠাকুর" এই নাম লেখা আছে, তাহ'লে নিশ্চয় ঠাকুর তোমার উপাধি ?

আমি হাসিয়া উত্তর করিলাম, "আমি নিজে কুকুর অপেক্ষা অধম, তাহ'লে এই ঠাকুর উপাধি যে কোথা হ'তে আসিল, কে প্রদান করিল, তাহা আমি আদৌ জানি না। আমার সম্বন্ধে আমি যাহা জানিতাম, তাহা পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছি, তাহা ভিন্ন আর আমি কিছুমাত্র অবগত নহি। তবে ব্রহ্মচারী মহাশয়ের ঠাকুর বাড়ীতে একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হ'য়েছিল, কিন্তু কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই, কারণ সহসা তিনি সে স্থান হ'তে অদৃশ্য হ'লেন, তারপর ব্রহ্মচারী মহাশয়ের প্রমুখাৎ জ্ঞাত হ'লাম যে, এই মহাত্মাই আমাকে কৃষ্ণনাম গোস্বামী নামে শান্তিপুর নিবাসী একজন ভদ্রলোকের নিকট প্রতিপালনের জন্য রাখিয়াছিলেন। সেই কৃষ্ণনামবাবু কিষণজি বাজপাই নামে ছদ্মবেশে মুরশিদাবাদে বাস করিতেন।"

মির্জ্জা। কেন তিনি এরূপ নাম ভাঁড়িয়ে ছদ্মবেশে ছিলেন ?

আমি ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকট যে সকল কথা শুনিয়াছিলাম, তাহা অকপটে বর্ণনা করিলাম, একটী কথাও গোপন করিলাম না।

কৃষ্ণনামবাবুর গুণের কথা শুনে মির্জ্জাসাহেব কহিলেন, "এ সংসারে মানুষ চেনা ভার, মেষচর্ম্মাবৃত ব্যাঘ্রের ন্যায় অনেক কপট কপটতাজালে আচ্ছন্ন হ'য়ে বিচরণ ক'রে থাকে, তবে চিরকাল কেহ কখন পাপ ক'রে পরিত্রাণ পায় না। তোমাদের কর্ত্তার ন্যায় পাপীমাত্রেই সকলকার পরিণাম নিতান্ত শোচনীয় হয়। এই সংসারে সঙ্গদোষে নিতান্ত নির্ম্মল-চিত্ত সাধু ব্যক্তিরও পতন হ'য়ে থাকে। তুমি পাপীর পাপান্ন ভক্ষণ ক'রেছিল ব'লে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তোমাকে সেরূপ কর্ম্মভোগ করতে হ'য়েছিল। তা না হ'লে কোন অপরাধ না ক'রে তোমাকে এক বৎসরের জন্য কারাযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে কেন ?"

আমি। আপনার কৃপায় আমাকে বিন্দুমাত্র যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই, আমি পরমসুখে এক বৎসর কাল কাটাইয়াছিলাম। বিষম বন্যায় দেশ ভাসিয়া গেলে যেমন জমির উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি পায়, তেমনি আমার সেই বিপদকে এখন সৌভাগ্যের নিদান ব'লে বোধ করছি, কারণ তা না হ'লে তো আপনার ন্যায় মহাত্মাকে বন্ধুরূপে পাইতাম না।

এদিকে সুবাতাস পাওয়ায় আমাদের নৌকাগুলি পালভরে তীরবেগে ছুটিতে লাগিল। দাঁড়িদের আর পরিশ্রম করিতে হইল না, কেবল অলসভাবে বসিয়া গুড়ুকের বংশ ধ্বংস করিতে লাগিল।

পাঁচদিনের দিন প্রাতঃকালে আমরা কলিকাতায় পৌছিলাম, মিরবহরের ঘাটে আমাদের নৌকা নোঙ্গর করা হইল। মির্জ্জাসাহেব নবাববাহাদুরের আবেদন পত্র ও উপহার সহ কেল্লার ডিরেক্টারদের নিকট গমন করিলেন। আমি কলিকাতা কখন দেখি নাই, কাজেই সহর দেখিবার জন্য আমিও নৌকা হইতে নামিলাম।

অজানিত স্থানে কোথায় যে যাই, তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা নাই, পথঘাট চিনি নাই, কাজেই আমি গঙ্গাতীরের রাস্তা ধরিয়া বরাবর দক্ষিণদিকে চলিলাম।

বেলা তখন ন'টার অধিক হবে না, কাজেই রাস্তায় বেশ ভিড় হইয়াছে, ধুতি চাপকানে শোভিত পরামাণিকদের ন্যায় হাতে গড়া পাগ্‌ড়ি মাথায় শত শত বাবু ব্যতিব্যস্তভাবে কর্ম্মে যাচ্ছে, মোট মাথায় মুটেরা হৈ হৈ কর্‌তে কর্‌তে ছুটেছে, মাঝে মাঝে বোঝাই পূর্ণ গরুর গাড়ী গুরু-গম্ভীরচালে অগ্রসর হ'চ্ছে, দড়ির লাগামে শোভিত, ঘিয়ে ভাজা গোছের দুর্ব্বল অশ্বদ্বয়যোজিত ছক্করেরা ধূলা উড়াইয়া ও হেট হেট রব উত্থিত করিয়া চলিতেছে। ফলতঃ ঈদৃশ জনতাপূর্ণ রাজপথ আমি পূর্ব্বে কোথায় দেখি নাই, কাজেই বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চারিদিক দেখিতে দেখিতে মৃদুপদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

খানিক দূর গিয়া আমি একটা স্নানের ঘাটের নিকট উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম যে সহস্র সহস্র নরনারী তথায় স্নান করিতেছে। তীরের উপর বড় বড় গোলপাতার ছাতা পুতিয়া উড়ে বামুনেরা ঠাকুরের চরণামৃত ও চন্দনাদি নিয়ে ব'সে আছে। অনেক নরপ্রেত ও ডাকিনীরা গঙ্গাস্নানে গত রাত্রির সমস্ত পাপ ধুয়ে ফেলে, সর্ব্বাঙ্গে চন্দনের ছাপ মেরে একেবারে তুলসীবনের কেঁদোবাঘ সেজে, ধর্ম্মের সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে ঘরমুখো হ'তেছে। তবে পতিতপাবনী সুরধনীর দুর্দ্দশা দেখিয়া আমার প্রাণে বড় কষ্ট হইল। কারণ প্রায় প্রত্যেক স্নানার্থী নাকে কাপড় দিয়া গরু কি মানুষের শব ও বিষ্ঠারাশি সরাইয়া অতি কষ্টে ডুব দিতেছে। অনেকেই তীরে উঠিয়াও আবার স্নান করিতে বাধ্য হইতেছে।

আমি ঘাটের উপর দাঁড়াইয়া এই সকল দেখিতেছি, এমন সময় গামছা মাথায় স্নানার্থে একটি ভদ্রলোক আমার নয়নগোচর হইল। আমি তাহাকে চিনিতে পারিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে লক্ষ্য না ক'রে গঙ্গায় নেমে গেলেন।

তাহাকে দেখিয়া বিপুল কৌতূহলে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইল, আমি এই ভদ্রলোকের সঙ্গে দুই একটি কথা কহিবার জন্য সেইখানে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

স্নান করিয়া তিনি যেমন বাড়ীর দিকে ফিরিবেন, অমনি আমি তাঁহার সম্মুখে গিয়া একেবারে কহিলাম, "নীলমণিবাবু, ভাল আছেন তো?"

লোকটী উদাসভাবে অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষীণস্বরে কহিলেন, "কই মহাশয়, আপনাকে আমি তো চিনি না, আমার যে এই নাম, তাহা আপনাকে কে বলিল?"

আমি ঈষৎ হাস্তে কহিলাম, "আমি আপনাকে বিশেষভাবে চিনি, আপনিও আমাকে দেখিয়াছেন, তবে তখন মহাশয়ের কিঞ্চিৎ মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিয়াছিল ব'লে, আপনার স্মরণ হইতেছে না। আমি পূর্ব্বে আজিমগঞ্জে মাণিকলাল সরকারের বাটীতে ছিলাম।"

আমার এই কথা শুনিয়া নীলমণিবাবু অনেকটা ভীতভাবে কহিলেন, "বলি এখনো কি সাধ মিটে নাই, তাই আবার বিপদে ফেল্‌বার জন্য এতদূরেও অনুসরণ ক'রেছেন?"

আমি লজ্জিত ভাবে কহিলাম, "আপনি জগতে পাষণ্ডদের নিকট যেরূপ ভাবে নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন, তাহাতে আপনার মনে এ প্রকার সন্দেহ হইতে পারে; কিন্তু আমাকে আপনি একজন অকপট বন্ধু বলিয়া জ্ঞান করিবেন। মীরঘাটার ব্রহ্মচারী মহাশয় এক রকম আমার গুরুদেব, আমি তাহার প্রমুখাৎ আপনার সম্বন্ধের সকল কথা শুনিয়াছি। বোধ হয় আপনি জানেন না যে, পাপী মাণিকলালের পাপার্জ্জিত সেই ভিটায় এখন ঘুঘু চরিতেছে, তাহার পুত্রবধূ সর্ব্বস্ব লইয়া একটা খানসামার সঙ্গে কোথায় পলায়ন ক'রেছে, তারপর যা কিছু ছিল, ডাকাতে লুটে নিয়ে গেছে, কাজেই তাহার পুত্র মোহিতবাবু এখন একেবারে পথের

ভিখারী হইয়া পড়িয়াছেন। পাপকার্য্যের পরিণাম সর্ব্বত্র এইরূপই হইয়া থাকে, আর আপনি ধর্ম্মপথে অবস্থান ক'রেছিলেন ব'লে শেষকালে সুখ সূর্য্যের উদয় হ'লো; কিছুতেই পাপাত্মাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হ'লো না। যাই হোক্ আজ আপনাকে দেখিয়া আমি নিতান্ত প্রীত হ'লাম। ব্রহ্মচারী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, তিনি তাঁহার এক শিষ্যকে একখানি পত্র লিখিয়া আপনাকে কলিকাতায় পাঠাইয়াছেন, তিনি নাকি আপনার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিবেন।

নীলমণিবাবু আমার এই সকল কথায় অনেকটা আশ্বস্ত হ'য়ে কহিলেন, "সেই মহাত্মা চিরদিনের জন্য আমার দুঃখ মোচন করিয়া দিয়াছেন। আমি জীবনের মধ্যে ও প্রকার মুক্তহস্ত দাতা কদাচ দেখি নাই। বিপন্নের বিপদুদ্ধার সেই বদান্যবর মহাত্মার পুণ্যময় জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত। প্রত্যহ শত শত অভ্যাক্ত ব্যক্তি তাঁহার ঠাকুরবাড়ীতে পরিতোষে আহার ক'রে থাকে। ইহা ব্যতীত আমার ন্যায় কত অভাগা তাঁহাকে আশ্রয় ক'রে পরমসুখে দিনপাত করছে। দয়ারসাগর ব্রহ্মচারী মহাশয় আমাকে একেবারে কল্পতরু দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি আমাকে দুই শত টাকা পুঁজি দিয়া হাটখোলায় একটী আড়ত ক'রে দিয়াছেন। ঈশ্বরেচ্ছায় ইহার মধ্যে কারবারে উন্নতি হ'য়েছে। ফলতঃ সেই সব মহাত্মার পুণ্যফলে এখনও ধরণী ধ্বংস দশায় উপনীত হয় নাই। আমি এরূপ পরদুঃখকাতর উদারহৃদয় মহাত্মা কখন চক্ষে দেখি নাই।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সে মহাত্মার নাম কি? নীলমণিবাবু উত্তর করিলেন, "তাঁহার নাম গৌরিনাথ সেন।" এই সহরের মধ্যে তিনি একজন বিখ্যাত দাতা বলিয়া পরিচিত। শত শত দেনদারকে টাকা দিয়ে জেল হ'তে মুক্ত ক'রে দিয়েছেন। তাঁহার নিকট কেহ কখন কোন প্রার্থনা ক'রে বিমুখ হয় নাই। আমার নিকট আগাগোড়া আমার দগ্ধভাগ্যের

কথা শুনিয়া তিনি কাঁদিয়াই আকুল হইলেন, আমাকে আর কোন কথা বলিতে হইল না। আমি এক্ষণে আহিরীটোলায় একটী বাসা ভাড়া করিয়া পরিবার লইয়া বাস করিতেছি। বদান্যবর সেনজা মহাশয় চির-দিনের জন্য আমার দারিদ্রতা মোচন করিয়া দিয়াছেন। বোধ হয় ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সহিত এই মহাত্মার পূর্ব্ব হ'তে জানা শোনা ছিল। একমাত্র ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কৃপায় আমি এই সুখ ও উন্নতির মুখ দেখিতে পাইয়াছি। তিনিই আমার অভাগিনী পত্নীর জাতিকুল বাঁচাইয়া জীবিতা রাখিয়াছিলেন, কাজেই আমার মস্তক সেই মহাপুরুষের নিকট চিরদিনের জন্য বিক্রিত হ'য়ে আছে। আপনি যখন সেই মহাত্মার শিষ্য, তখন আপনি আমার সহোদর ভ্রাতার ন্যায় আত্মীয়। পূর্ব্বে না জানিয়া মহাশয়ের সঙ্গে অনেক কুব্যবহার করিয়াছিলাম, তাহার জন্য এক্ষণে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

আমি হাসিয়া উত্তর করিলাম, "ঘরপোড়া গরু সিঁন্দুরে মেঘ দেখ্‌লেই ভয় পেয়ে থাকে। আপনি জগতের পাষণ্ডদের নিকট হ'তে যে প্রকার নিপীড়িত হ'য়েছেন, তাতে এ প্রকার সন্দেহ মনে উদয় হওয়াই স্বাভাবিক। বড় রাগেই আপনি মহাপাপী মাণিকলালকে খুন ক'রেছিলেন, বোধ হয় বিধাতা একাজে মহাশয়ের সহায় ছিলেন, কারণ তা না হ'লে আপনার তুল্য নিঃসহায় ব্যক্তির দ্বারায় এরূপ দুরূহ কাজ সম্পন্ন করা কঠিন হইত। যাই হোক্ আর পূর্ব্ব কথা স্মরণ ক'রে মনকে ক্লিষ্ট করবার আবশ্যক নাই পরমেশ্বর আপনার প্রতি যে মুখ তুলে চেয়েছেন, ইহাই সমধিক আনন্দের বিষয়।

নীলমণিবাবু আমাকে এখানে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন আমি সংক্ষেপে তাঁহাকে নির্জ্জাসাহেবের সঙ্গে আসিবার প্রকৃত উদ্দেশ্য বর্ণনা করিলাম, কিন্তু আমার সম্বন্ধের কোন গুপ্তকথা তখন তাহাকে কিছুমাত্র বলিলাম না।

নীলমণিবাবু তাহার বাসায় আমাকে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ কর্‌লেন, আমিও তাহাতে সম্মত হ'লাম, কেন না সেই পরদুঃখ-কাতর বদান্যবর মহাত্মাকে দেখিবার সাধ আমার মনমধ্যে উদয় হ'য়েছিল।

আমি বসাকমহাশয়ের সঙ্গে খানিকটা আসিয়া পূর্ব্বদিকের একটা অল্প প্রশস্ত রাস্তা দিয়া যাইতে লাগিলাম এবং খানিকদূর আসিয়া বসাক-মহাশয়ের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

নীলমণিবাবু মাসিক সাত টাকা ভাড়ায় একটী ছোট একতলা বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন এবং একটী ঝি রাখিয়া পত্নীসহ তথায় পরমসুখে বাস করিতেছেন।

আমাকে তিনি যথেষ্ট আদর যত্ন করিলেন ও রসুই করিবার উদ্‌যোগ করিয়া দিলেন। আমি স্বপাকে রন্ধন করিয়া আহার করিলাম ও বাসক-মহাশয়ের বাহিরের ঘরে বিশ্রাম করিতে লাগিলাম।

বৈকালে নীলমণিবাবু আমাকে সঙ্গে করিয়া সেনজা মহাশয়ের বাটীতে লইয়া গেলেন। তিনি আমাকে দেখিয়াই নীলমণিবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ভদ্র সন্তানটি কে, কোনরূপ বিপদে পড়িয়া কি এখানে আসিয়াছেন? নীলমণিবাবু উত্তর করিলেন, "ইনি নবাব সরকারে চাক্‌রী করিয়া থাকেন, কেবল মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিয়াছেন। সেনজামহাশয় আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "বাবা, আমি অতি অধম, আমাকে আর কি দেখিবে? বরং দেখা দিয়ে আমাকে বিশেষরূপে অনুগৃহীত করলে।

আমি তাঁহার শিষ্টাচারে নিতান্ত পরিতুষ্ট হ'লাম, দেখিলাম তাঁহার বিমল অন্তরে গর্ব্বের লেশমাত্র নাই, সেইজন্য অপরের কোনপ্রকার দুঃখ দেখিলে, সহজে তাঁহার নয়নে অশ্রুধারা বিগলিত হ'য়ে থাকে। ফলতঃ যাহার হৃদিহ্রদ হ'তে দয়ার উৎস উৎসারিত হ'য়ে সমগ্র সংসারকে প্লাবিত

করে, এই পাপতাপময় সংসারে তিনিই যথার্থ ঈশ্বরের স্বরূপ, মানবজন্ম ধারণ তাহারি পক্ষে সার্থক হ'য়ে থাকে। এই মহাত্মা সেনজামহাশয় নিশ্চয় এইরূপ ধাতুর লোক। অতি শুভক্ষণে এই সংসারে প্রবেশ ক'রেছেন। যদি সৎকার্য্যের পুরস্কার থাকে, তাহ'লে কখনই এই মহাত্মাকে আর কঠোর জঠর যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না।

বেলা আন্দাজ পাঁচটার সময় আমি সেই মহাত্মার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম, বসাকমহাশয় খানিকদূর সঙ্গে এলেন, যদি থাকা হয়, তাহ'লে পুনরায় কল্য সাক্ষাৎ করিব, এই কথা ব'লে তাঁহাকেও বিদায় দিলাম এবং নৌকায় আসিবার জন্য পশ্চিমমুখে চলিলাম।

আমি সবেমাত্র দু'চার পা অগ্রসর হ'য়েছি, অমনি মির্জ্জাসাহেবের একজন আরদালির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইল। সেই লোকটা আমাকে দেখিয়াই কহিল, "খাঁসাহেব আপনাকে খুঁজিবার জন্য চারিদিকে লোক পাঠিয়েছেন, কারণ আজ রাত্রের জোয়ারে নৌকা ছেড়ে যেতে হবে।"

আমি এই কথা শুনে অনেকটা বিস্মিত হ'লাম, কারণ এত শীঘ্র যে আমাদের কলিকাতা ত্যাগ করতে হবে, তাহা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমি আর সেই লোকটাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না ক'রে দ্রুত পদ সঞ্চারে ঘাটের দিকে অগ্রসর হ'লাম।

আমি গিয়াই দেখি, প্রস্থানের উদ্‌যোগের ধূম পড়িয়া গিয়াছে। সকলেই পুনর্যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। আমাকে দেখিয়াই সকলে আনন্দিত হইল এবং তখনি বিগল বাজাইয়া স্বপক্ষীয়-লোকেদের আহ্বান করিল।

আমি বরাবর মির্জ্জাসাহেবের কামরায় গেলাম ও এত শীঘ্র প্রস্থানের কারণ কি তাহা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলাম।

মির্জ্জাসাহেব কহিলেন, "আর এখানে বিলম্ব করা নিরর্থক, এখন যত শীঘ্র মুঙ্গেরে নবাব বাহাদুরের সঙ্গে মিলিত হ'তে পারি, তাহাই

আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য। তুমি আমার নিকট বসে সব কথা শুন। তাহ'লে স্পষ্ট বুঝ্‌তে পার্‌বে যে, কেন আমি আজ এখন যেতে প্রস্তুত হ'য়েছি। এখন তুমি কোথায় সমস্ত দিনটা ছিলে, তাহা আমাকে বল, আমি তোমার জন্য বিশেষ উৎকণ্ঠিত হ'য়েছিলাম।

আমি আগাগোড়া সমস্ত সত্যকথা বলিলাম, মির্জ্জাসাহেব নিতান্ত বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "কি আশ্চর্য্য বাঙ্গালীর মধ্যে এমন কল্পতরু বিশেষ দাতা আছে! নিঃস্বার্থভাবে এককালীন দুই হাজার টাকা দান, একজন গৃহীর পক্ষে বড় সহজ কথা নহে। আহা তেমন মহাপুরুষকে দেখিলেও পুণ্য আছে, যাহা হউক তুমি সাধু দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছ। এক্ষণে এত শীঘ্র এখান হইতে যাইবার কারণ যে কি সন্ধ্যার পর তোমাকে বলিব, এখন প্রস্থানের উদ্‌যোগ করা যাক্‌।

মির্জ্জাসাহেব এই কথা বলিয়া বাহিরে গেলেন এবং জোয়ারের মুখে নৌকা খুলিতে মাঝিদের আজ্ঞা দিলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

উদ্‌যোগপর্ব্ব।

নৌকা ছাড়িয়া দিলে, আমি মির্জ্জাসাহেবের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখি যে, ধ্যানস্থ যোগীর ন্যায় চক্ষু মুদ্রিত ক'রে তিনি কি এক গভীর চিন্তাকূপে নিমগ্ন হ'য়েছেন; তখন বাহ্যিক-জগতের সহিত তাঁহার মনের কোন সম্বন্ধ আছে ব'লে আমার বোধ হ'ল না। কারণ আমার পদশব্দেও তাঁহার চমক ভাঙ্গিল না।

আমি প্রায় দশমিনিট দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় তিনি আমাকে দেখিলেন এবং একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বিষণ্ণভাবে কহিলেন, "বোস ভাই, বোস, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

আমি সেই গাল্‌চের একধারে বসিয়া তাঁহার এই চিন্তার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, "আমি কেবল নবাববাহাদুরের পরিণামটা ভাবিতেছি, যেরূপ গতিক দেখিলাম, তাহাতে আপোষে মিটবার আর কোন সম্ভাবনা নাই। এখন সমস্ত দেশটী উদরস্থ না করিলে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী নিরস্ত হইবেন না। এদিকে মিরকাসিমখাঁ পূর্ব্ব নবাবের ন্যায় অপদার্থ কাপুরুষ নহে, রাজার কর্ত্তব্য সাধনে, নিরপেক্ষভাবে প্রজারঞ্জনে, তাঁহার বিশেষ আগ্রহ আছে, নিজের যথার্থ প্রাপ্য বিষয় বুঝিয়া লইতেও তিনি জানেন, সুতরাং ইংরাজদের সঙ্গে কিছুতেই তাহার বনিবনাত হবে না। তিনি বিনা রক্তপাতে আপোষে গোলমাল মেটাবার জন্য যে সকল ন্যায়সঙ্গত সদুপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের অবিবেচনায় সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইল, কাজেই আর বৃথা কালহরণ যুক্তিসঙ্গত ব'লে বোধ করিলাম না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইংরাজেরা আপনাকে কি উত্তর দিলেন ?"

মির্জ্জা। তাহারা আমার সকল কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিল এবং বিদ্রূপের স্বরে কহিল, "নবাববাহাদুরের মতিভ্রম উপস্থিত হ'য়েছে। খৃষ্টানেরা মিথ্যাকথা কি প্রবঞ্চনা জানে না, ওসব এদেশের কালা আদ্‌মির নিজস্ব সম্পত্তি। ঈশ্বরের দশ আজ্ঞার মধ্যে মিথ্যা কথা বলা পাপ ব'লে উল্লেখিত হ'য়েছে, কাজেই খৃষ্টানেরা তাহা মানিয়া চলে। নবাববাহাদুর না বুঝিয়া ইংরাজদের উপর মিথ্যা দোষারোপ করিতেছেন। ফলকথা ইংরাজদের বিরুদ্ধাচরণ করিলে, তাহার ভাগ্যে কখনই শুভফল ফলিবে না। তাহারা যখন আমার সকল কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিল, নবাববাহাদুরের যুক্তিযুক্ত আবেদন গ্রাহ্যের মধ্যে আনিল না, অধিকন্তু ভয়

দেখাইয়া কথা কহিল, তখন তাহাদের অভিপ্রায় সুবিধাজনক নহে। তাহারা সুবেদারবাহাদুরকে বিষহীন সর্পের ন্যায় নিস্তেজ ব'লে জ্ঞান করিয়াছে।

আমি। তাহ'লে আপনি কি স্থির কর্‌লেন?

মির্জ্জা। যার রাজ্য তিনিই স্থির কর্‌বেন, তবে গতিক বড় ভাল নহে। তেজস্বী মিরকাসিমখাঁ এইরূপে অবজ্ঞাত হ'য়ে কখনই নীরবে এই অপমানরাশি সহ্য কর্‌বেন না। নিশ্চয় একটা যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হবে এবং তাহাতে মুসলমান রাজত্বের নাম পর্য্যন্ত ধরাপৃষ্ঠ হ'তে অপনীত হ'য়ে যাবে, আর কেউ সুবেদাররূপে বাঙ্গালার মসনদে বসিবে না।

মির্জ্জাসাহেবের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া, আমি মনে মনে বিশেষ দুঃখিত হইলাম। কারণ নবাব বাহাদুরের উপর আমাদের যথেষ্ট মমতার সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি যে, কিছুতেই প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরাজদের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইতে পার্‌বেন না, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম এবং তজ্জন্য বিশেষ চিন্তান্বিত হইলাম।

যাহা হউক অনুকূল বাতাস পাইয়া পালভরে আমাদের নৌকা চলিতে লাগিল এবং চৌদ্দদিনের দিন প্রাতঃকালে আমরা মুঙ্গেরে উপস্থিত হইলাম।

আমরা তীরে উঠিয়াই শুনিলাম যে, ৪।৫ দিন হইল নবাববাহাদুর এখানে আসিয়াছেন। কাজেই আমারা দুর্গমধ্যে গিয়া আগে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম।

মির্জ্জাসাহেবের নিকট কলিকাতার সংবাদ শুনিয়া তিনি ক্রোধকম্পিত স্বরে কহিলেন, "ইংরাজদের মনোগত অভিপ্রায় আমি পূর্ব্ব হ'তেই বুঝিয়াছি, কেবল আরও দিনকয়েক সময় লইবার জন্য এরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলাম। যাই হোক্ যখন ইংরাজদের সঙ্গে আমার বিবাদ অনিবার্য্য হইয়া পড়িল, তখন আর কাল বিলম্ব না ক'রে ভাবী-যুদ্ধের জন্য

প্রস্তুত হওয়া যাক্। তোমরা এখন বিশ্রাম করগে, তারপর রাত্রিতে আসিয়া পুনরায় সাক্ষাৎ করিও।"

দুর্গের মধ্যে একটী কক্ষ আমার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল, একজন কণোজি ব্রাহ্মণ রন্ধন করিয়া দিল। আহারাদি করিয়া ক্ষণেক বিশ্রামের পর দুর্গের চারিদিক দেখিবার জন্য বহির্গত হইলাম।

দেখিলাম, চারিদিকে খুব খরভাবে যুদ্ধের উদ্‌যোগ চলিতেছে। শত শত শিবির স্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে সৈন্যগণ বাস করিতেছে ও সেনানীদের নিদেশ ক্রমে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতেছে। একদিকে শতাধিক কর্ম্মকার বর্ষা তলোয়ার প্রভৃতি অস্ত্রে শাণ দিতেছে এবং রাশি রাশি নূতন অস্ত্রাদি ও গুলি গোলা প্রস্তুত করিয়া সঞ্চয় করিতেছে। সৈন্য ও অশ্বাদির জন্য রসদ সংগ্রহ করিয়া ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইতেছে ; ফলকথা দুর্গের চারিদিকেই ভাবী-যুদ্ধের জন্য খরভাবে উদ্‌যোগ আয়োজনের ধুম পড়িয়া গিয়াছে।

রসদ বিভাগের তত্ত্বাবধারণ ও সৈন্যদের বিলি করিবার ভার আমার উপর অর্পিত হইল এবং চারিজন মুহুরি হিসাব রাখিবার জন্য আমার অধীনে নিযুক্ত হইল, তখন চারিদিক হইতে সৈন্য মুঙ্গেরের দুর্গে জমায়াৎ হইতেছে, কাজেই আমার আর নিশ্বাস ফেলিবার সময় রহিল না, উদয়াস্ত সমানভাবে পরিশ্রম করিতে হইল।

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইয়া গেল। একদিন কথা প্রসঙ্গে আমি জানিতে পারিলাম যে, নদীয়ার রাজা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পুত্রের সহিত এই দুর্গমধ্যে বন্দীভাবে আছেন। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জ্ঞাত হইলাম যে, নবাববাহাদুর যুদ্ধের সাহায্যেয় জন্য বারলক্ষ টাকা দাবী করেন, কিন্তু মহারাষ্ট্রেরা পুনঃ পুনঃ দেশ লুণ্ঠন করায় প্রজাদের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়াছে, স্থতরাং অতো টাকা আদায়ের আর কোন সম্ভাবনা নাই বলিয়া তিনি স্বইচ্ছায় আসিয়া বন্দী

হইয়াছেন। তাঁহার কর্ম্মচারীরা টাকা আদায় করিয়া পাঠাইলে তিনি মুক্ত হইবেন।

পূর্ব্বে কিষণজি বাবুর বাড়ীতে জোয়া খেলার মজলিসে জালরাজাকে দেখিয়া ছিলাম, এখন প্রকৃত ব্যক্তিকে দেখিবার সখ আমার মন মধ্যে নিতান্ত প্রবল হইয়া উঠিল।

দুর্গের সম্ভ্রান্ত কয়েদিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা কাহার পক্ষে অনায়াসসাধ্য নহে, কিন্তু আমার উপর নবাব বাহাদুরের বিশেষ একটু অনুগ্রহ ছিল বলিয়া দুর্গস্থ সকল সেনানী ও রাজপুরুষেরা আমাকে একটু খাতির যত্ন করিতেন, বিশেষ কিল্লাদার রেয়েলদার হামিদ খাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব হইয়াছিল। সেই জন্য নবাবসাহেবকে না জানাইয়া এই ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইয়াছিলাম।

একদিন সন্ধ্যার পর হামিদ খাঁর সহায়তায় মহারাজ যে কক্ষে বাস করিতেছেন, তথায় উপস্থিত হইলাম। যদিও মহারাজা তথায় বন্দীভাবে অবস্থান ক'চ্ছেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার অবস্থা সাধারণ কয়েদির ন্যায় নহে। তিনি যে কক্ষে বাস করিতেছেন, তাহা বেশ সুসজ্জিত ও তাঁহার ন্যায় উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির উপযুক্ত। তা ছাড়া রসুইয়ের একজন ব্রাহ্মণ ও চারিজন খানসামা সেবার কার্য্যে নিযুক্ত আছে।

আমি সেই কক্ষ্যমধ্যে গিয়া দেখিলাম, মহারাজ একখানি উৎকৃষ্ট গাল্‌চের আসনের উপর বসিয়া সন্ধ্যা করিতেছেন, ও সম্মুখে রূপার কোশাকুশি শোভা পাইতেছে। আমি এই মহাত্মার প্রশান্তমূর্ত্তি, জ্ঞানগর্ব্বিত বদনমণ্ডল, সমুজ্জ্বল নয়নদ্বয় দেখিয়া তাঁহাকে একজন মহানুভব ব্যক্তি বলিয়া বোধ করিলাম। যদিও চিন্তায় মহারাজ ঈষৎ কৃশ এবং বর্ণ অনেকটা বিবর্ণ হইয়াছে, তথাপি বিভূতি আচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় এক প্রকার স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য তাঁহার দেহমধ্যে বিরাজ করিতেছে।

আমি গললগ্নিকৃতবাসে মহারাজকে প্রণাম করিলাম, তিনি ইঙ্গিত

দ্বারায় আমাকে বসিতে বলিলেন, কাজেই নিকটস্থ একখানি চৌকির উপর বসিয়া মহারাজের অনন্যসাধারণ সৌন্দর্য্যরাশি দেখিতে লাগিলাম।

প্রায় একঘণ্টা পরে মহারাজ সন্ধ্যা বন্দনাদি শেষ করিয়া, অতীব স্নেহস্বরে ও ধীর বচনে কহিলেন, "তুমি কে বাপু?"

আমি সবিনয়ে যুক্তকরে উত্তর করিলাম, "রাজন! নবাববাহাদুর এ দীনকে রসদবিভাগের দারোগার পদ দিয়া প্রতিপালন করিতেছেন।"

মহা। নবাববাহাদুর কি আমার নিকট তোমাকে পাঠাইয়াছেন?

আমি। আজ্ঞে না, তিনি এ সম্বন্ধের কোন কথা পরিজ্ঞাত নন, আমি স্বইচ্ছায় কেবলমাত্র আপনাকে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে আসিয়াছি।

মহারাজ ঈষদাস্যে উত্তর করিলেন, "কেন বাপু, এই দুঃসময় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে এলে? আমার দ্বারায় এখন ত তোমার কোন উপকার হ'তে পারে না।

আমি উত্তর করিলাম, "মহারাজ! আমি কোনরূপ প্রত্যাশাপন্ন হ'য়ে প্রভুর সমক্ষে আসি নাই। পূর্ব্বে মহারাজার গৌরবময় নাম ও অদ্ভুত কীর্ত্তিগাঁথা শুনিয়াছিলাম, তাই কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য নবাববাহাদুরের অজ্ঞাতসারে কিল্লাদারের সাহায্যে আপনার শ্রীচরণ দর্শন আশায় আসিয়াছি। কি আশ্চর্য্য যাহার দাতৃত্বগুণে লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ নিস্করে বাস করিতেছেন, যাঁহার দয়ার উৎস উৎসারিত হ'য়ে সহস্র সহস্র লোকের দারিদ্র জন্মের মতন ঘুচাইয়াছে, যাঁহার সুনাম সংসারাকাশে ধূমকেতুর ন্যায় সমুজ্জ্বল র'য়েছে, আজ সেই মহাত্মাকে কি না যবনের কারাগারে বন্দিভাবে অবস্থান কর্‌তে হ'লো! ইহাতেই স্পষ্টবোধ হ'চ্ছে, সৎকার্য্যের পুরস্কার এ জগতে নাই।

মহারাজ আমার কথা শুনিয়া ঈষদাস্যে কহিলেন, "বাপু, আমার

ভাগ্যের ফল আমাকেই ভোগ করতে হবে। এই কর্ম্মভূমিতে কেহই নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা দুঃখ ভাগ করে না। বিশেষ তোমাদের নবাববাহাদুর আমাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া নাই, আমি টাকা দিতে না পারায় স্বইচ্ছায় এখানে আসিয়া বন্দি হইয়াছি।

আমি। কেন আপনি স্বইচ্ছায় বন্দি হইলেন ?

মহা। বাপু, তোমাদের নবাববাহাদুর নজরানা বলিয়া আমার নিকট বার লক্ষ টাকা দাবী করেন এবং টাকা সংগ্রহের জন্য তিন মাস সময় দেন। আমি বুঝিয়া দেখিলাম যে, দস্যুর ন্যায় প্রজাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন না করিলে এই টাকা সংগৃহীত হইবে না, কারণ বর্গির হাঙ্গামায় সমগ্র বাঙ্গালাদেশ একপ্রকার নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। এ অবস্থায় আমি তাদের পিতৃসম ভূস্বামী হ'য়ে কি ক'রে তাদের বাটীতে ডাকাতের ন্যায় ডাকাতি করি। কাজেই টাকার প্রতিভূস্বরূপ আমরা পিতা পুত্রে এই মুঙ্গেরের দুর্গে আবদ্ধ আছি।

আমি। কতদিন আপনি এ অবস্থায় অবস্থান করবেন ?

মহা। তাহা জগদম্বাই জানেন, তবে আমার দাওয়ানজি টাকা সংগ্রহের চেষ্টায় আছে, কিন্তু কতদিনে যে এত টাকা সংগৃহীত হবে, তাহা বলিতে পারি না। বিশেষ আমি প্রজাপীড়ন করতে দাওয়ানকে নিষেধ করিয়াছি। কারণ প্রজাপীড়ন ক'রে ইহকাল পরকাল নষ্ট করা অপেক্ষা চিরকাল যবনের কারাগারে রুদ্ধ থাকাও শ্রেয়স্কর বোধ করি।

আমি মহারাজের শ্রীমুখের কথা শুনিয়া মনে মনে নিতান্ত পরিতুষ্ট হইলাম, কিন্তু ঈদৃশ ধর্ম্মভীরু প্রজারঞ্জক সদাশয় মহাত্মাকে কেন এরূপ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

মহারাজ আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির সহিত অতি সরলভাবে কর্ত্তাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন, আমি তাহার অকপট ব্যবহারে ও জ্ঞানগর্ভ কথা

শুনিয়া নিতান্ত পরিতুষ্ট হইলাম এবং রাত্রি প্রায় এগারটার সময় তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

ক্রমে রাজবাহাদুরের সহিত আমার বেশ সদ্ভাব হইল, আমি অবকাশ রঞ্জনের একটী প্রকৃষ্ট উপায় প্রাপ্ত হ'লাম, কাজেই কাজকর্ম্মের পর রাত্রিতে অবসর পাইলেই রাজাবাহাদুরের নিকট আসিতাম এবং বিবিধ সদালাপে পরমসুখে সময় কাটাইতাম। রাজাবাহাদুর আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, আমি যাহা জানিতাম বা যা শুনিয়াছিলাম তাহা অকপটে তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলাম এবং আমার ক্ষুদ্র জীবনের মধ্যে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহারও উল্লেখ করিলাম, একটী কথাও গোপন করিলাম না। কারণ এরূপ মহানুভব ব্যক্তির সঙ্গে মিথ্যা কথা বলা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত ব'লে বোধ করিলাম না।

মহারাজ অতীব মনযোগের সহিত আমার কথাগুলি শুনিলেন ও একবার আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত ক'রে কহিলেন, বাপু, তোমাকে পূর্ব্বে দেখিয়াই বোধ হইয়াছিল যে, তুমি কখনই সামান্য ব্যক্তি নও, কেন না, তোমার শ্রীঅঙ্গে ভাগ্যবান ব্যক্তির বিশেষ কোন লক্ষণ বিরাজমান আছে। প্রথম দর্শনে আমার মনে একটু সন্দেহ হইয়াছিল, এখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম যে, অতীব শুভক্ষণে তোমার জন্ম হইয়াছে। ভবিষ্যতে নিশ্চয় তুমি উন্নতির উচ্চশিখরে উঠিবে ও বহুকাল পর্য্যন্ত তোমার নাম লোকের স্মৃতিমন্দিরে বিরাজমান থাকিবে। আমাদের ন্যায় অধম বিষয়ী লোক অপেক্ষা তোমার অবস্থা সমধিক উন্নত। চিরকাল কখনই তোমাকে যবনের অধীনে চাকুরী করিতে হইবে না।

ফলকথা রাজাবাহাদুরের নিকট আমার আদর যত্ন খুব বাড়িয়া গেল, তিনি আমাকে দেখিলেই নিতান্ত প্রীত হইতেন এবং বালকের ন্যায় অতি সরলভাবে আমার সহিত কথাবার্ত্তা করিতেন, এইরূপে মহারাজার ন্যায় মহানুভব ব্যক্তিকে সঙ্গীরূপে পাইয়া পরমসুখে দিনপাত করিতে লাগিলাম।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আশা মিটিল

এক ভাদ্রমাসের শেষে আমরা মুঙ্গেরে আসিয়াছিলাম। দেখিতে দেখিতে আর এক ভাদ্র অতীত হইয়া আবার শ্রাবণ মাস আসিয়া পড়িল। দুই বৎসর পরে আমার জীবনের যে একটা ভয়ানক পরিবর্ত্তন ঘটিবে, তাহা আমি একদিনের তরেও ভুলি নাই। ব্রহ্মচারীমহাশয়ের সেই কথাগুলি আমার স্মরণপথে রাত্রদিন জাগরুক ছিল। কাজেই দুই বৎসর পূর্ণ হয় দেখিয়া আমি মনে নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইলাম।

এদিকে আমার কাজকর্ম্ম খুব বাড়িয়া উঠিল, কেন না সে সময় সকল রকমে প্রায় ষোল হাজার লোক দুর্গমধ্যে উপস্থিত হইয়াছিল। আমাকে এই সকলের রসদ বিলি করিতে হইত। বাজার হইতে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি কিনিবার ভার আমার উপর ছিল। যদিও এ কাজে বেশ দশ টাকা আয়ের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু আমি এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিতাম না, কিসে নবাববাহাদুরের মঙ্গল হইবে এই চিন্তাই আমার মনমধ্যে প্রবল ছিল। এইজন্য তীক্ষ্ণবুদ্ধি নবাবসাহেবের নিতান্ত বিশ্বাসভাজন হইয়া পড়িয়াছিলাম।

শ্রাবণ মাসের শেষভাগে একদিন আমি আমার সেরেস্তায় বসিয়া দৈনিক হিসাবপত্র দেখিতেছি, এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে, জটা-জুটধারী একজন সন্ন্যাস আমার সহিত সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, কথাটা শুনিয়া যে কিরূপ আনন্দ হইল, তাহা বর্ণনা করিতে পারিতেছি না। কাজেই তখনি উঠিয়া দ্রুতপদ-সঞ্চারে বাসার দিকে অগ্রসর হইলাম।

বাসায় আসিয়া দেখি যে, পূর্ব্বে মীরঘাটার কালীবাড়ীতে একবারমাত্র যে মহাত্মাকে দেখিলাম এবং যিনি কৃষ্ণনামবাবুর ওরফে কিষণজিবাবুর করে আমার প্রতিপালনের ভার অর্পণ ক'রেছিলেস; সেই মহাপুরুষ মেজের উপর একখানি মৃগছাল পাতিয়া বসিরা আছেন। আমি বিপুল আনন্দে আত্মহারা হইয়া তখনি তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইলাম এবং নিতান্ত আবেগভরে কহিলাম; দয়াল প্রভো! আজ কয়েক বৎসর আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ভাবে অবস্থান কর্‌ছি। একবার মীরঘাটার কালীবাড়ীতে দেখা দিয়ে বঞ্চিত ক'রেছিলেন; আজ যখন ভাগ্যক্রমে পুনরায় কৃপা কর্‌লেন তখন আর শ্রীচরণ ছাড়িতেছি না। আমার সন্দেহ আপনাকে মিটাইতে হইবে।

সদানন্দ সন্ন্যাসীমহায়য় কহিলেন, "বৎস! উঠ, তোমার সকল সন্দেহ মেটাবার জন্যই আমি আসিয়াছি। বামাচরণ তোমাকে তো ব'লেছিল যে, আর দুই বৎসর পরে তোমার জীবনের মহান্ পরিবর্ত্তন ঘটিবে। এতদিনের পর সেই পরিবর্ত্তনের সময় সমাগত হ'য়েছে।" আমি নিতান্ত পুলকিতভাবে কহিলাম, "তাহ'লে কৃপা ক'রে বলুন, আমার পিতা মাতা কে, আমাকে কোথায় কি অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়াছেন?"

ঈষদাস্যে সেই মহাপুরুষ উত্তর করিলেন, "বৎস! যখন এতদিন অপেক্ষা করিয়া আছ, তখন আর দিনকয়েক তোমার কৌতুহলকে দমন করিয়া রাখ। অল্পদিনের মধ্যে তোমাকে সকল কথা বুঝাইয়া দিব। এক্ষণে আমার আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হও।" আমি করযোড়ে কহিলাম, "আজ্ঞা করুন?" সন্ন্যাসীমহাশয় কহিলেন, কাহাকেও কিছু না বলিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিবে; পরশ্ব রাত্রে আমি এম্‌নি সময় আসিব, আমার সঙ্গে তোমাকে কাশীধামে যাইতে হইবে। আমি ঈষৎ ক্ষুণ্ণভাবে কহিলাম, "নবাববাহাদুর আমাকে যথেষ্ট বিশ্বাস ক'রে থাকেন, তাঁকে কি কোন কথা না ব'লে গোপনে দুর্গ ত্যাগ কর্‌বো।" গম্ভীরস্বরে

সন্ন্যাসীমহাশয় কহিলেন, "না তাতে বিশেষ কোন আবশ্যক নাই। কারণ এই দু-দিনের মধ্যে নবাবসাহেবের ভয়ানক অবস্থা বিপর্য্যয় ঘটিবে, সে নিজেই মাথার ঘায়ে কুকুর পাগলের ন্যায় অবস্থায় প'ড়বে এবং সেই সঙ্গে তাহার মনুষ্যত্বটুকুও উবে গিয়ে পিশাচ অপেক্ষা নিষ্ঠুর ও কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হবে, সুতরাং তার সঙ্গে আর সাক্ষাতের কোন আবশ্যক থাকিবে না। অচিরকাল মধ্যে তাহার রাজমুকুট স্খলিত হ'য়ে প'ড়বে এবং নিজেই ভিখারীর অধম হবে।"

আমি এই সকল কথার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, নিতান্ত উদাসভাবে সেই মহাপুরুষের মুখেরদিকে চাহিয়া রহিলাম। তিনি আমার মনের ভাব বুঝিয়া পুনরায় কহিলেন, "তোমার মনের সন্দেহ অপনয়ন করবার অভিপ্রায়ে মিরকাসিমের পরিণামটা তোমার নিকট বলিতেছি, তাহ'লে তুমি স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারবে যে, আর সেই হতভাগ্য বঙ্গের শেষ নবাবের সহিত সাক্ষাতের কোন ফল নাই।

চতুর ইংরাজ কোম্পানীরা নবাবের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছেন, সেইজন্য তাহারা নয় শত গোরা, আড়াই হাজার এদেশীয় সিপাহী ও পাঁচটা কামান লইয়া বক্সারে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছেন; অদ্য রাত্রি প্রভাত হ'লেই নবাববাহাদুর এই সংবাদ জ্ঞাত হইবেন, কাজেই যুদ্ধযাত্রার ধুম পড়িয়া যাইবে। নবাব নিজে এই ব্যাপারে নিতান্ত বিব্রত হইয়া পড়িবেন, সুতরাং আর কোন কথা তাহার মনে থাকিবে না। তারপর এই যুদ্ধে পরাস্ত হ'য়ে হিংস্র পশু তুল্য নিষ্ঠুর হইয়া উঠিবে এবং দুর্গে আসিয়া বাঙ্গালী ও সাহেব কয়েদীদের স্বহস্তে নিহত ক'রে নেপাল রাজ্যে পলায়ন করবে এবং রাজ্যের ভাবনা ভেবে' ভেবে শেষে উন্মাদ হ'য়ে প'ড়বে।

গুণগ্রাহী নবাববাহাদুরের ঈদৃশ শোচনীয় পরিণাম শুনিয়া মনে মনে নিতান্ত দুঃখিত হ'লাম; অধিকন্তু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জন্য বিশেষ চিন্তিত

হ'লাম, কারণ সন্ন্যাসীমহাশয়ের প্রমুখাৎ জ্ঞাত হ'লাম যে, মিরকাসিম যুদ্ধে পরাস্ত হ'য়ে রাগের বশে সমস্ত বন্দিদের নিহত ক'রে পলায়ন করবে।

আমাকে বিমনা দেখিয়া সেই মহাপুরুষ কহিলেন, "তুমি মনে মনে কি ভাবিতেছ?" আমি মনের ভাব গোপন না ক'রে কহিলাম, এই দুর্গে নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বার লক্ষ টাকার জন্য আবদ্ধ আছেন, আমি এ জন্মে তাঁহার তুল্য মহানুভব ব্যক্তি দেখি নাই, আমি মনে মনে সেই মহাত্মার বিষয় ভাবিতেছি।

অল্পক্ষণ মুদ্রিত নেত্রে ভাবিয়া মহাপুরুষ উত্তর করিলেন, "স্বকীয় পুণ্য ফলে পুণ্যশ্লোক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন। তবে তুমি তাহাকে কহিবে, পরশ্ব দিন পলায়নের উপযুক্ত সুসময়। তিনি যেন এই শুভ অবসর পরিত্যাগ না করেন। ঐ দিন নবাবসাহেবের অনুমতিক্রমে সৈন্যরা যুদ্ধযাত্রা করিবে, কাজেই সেই সময় দুর্গ মধ্যে ভয়ানক গোলমাল ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে, সকলেই স্ব স্ব কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়িবে, কাজেই সেই সময় কেহ তাহাকে লক্ষ করিবে না। তিনি সেই গোলযোগের সময় অবলীলাক্রমে দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে সক্ষম হইবেন। আর তুমিও তোমার হাতের সমস্ত কাজ শেষ করিয়া রাখিবে ও প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিবে, কারণ আমি আসিয়া আর অধিকক্ষণ বিলম্ব করিব. না। নিকটে নৌকা প্রস্তুত থাকিবে, আমরা তখনি কাশীধামে যাত্রা করিব। আর নবাবসাহেব সসৈন্যে বক্সারে যাইবে, সম্ভবতঃ এই বিষম গোলযোগের সময় তোমার কথা তাহার স্মরণ থাকিবে না। তারপর নিজের সেনানীদের বিশ্বাসঘাতকতায় এক দিনের যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হবেও নিজেই প্রাণভয়ে পলায়ন করবে,; কাজেই জগতে আর কাহার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ থাকিবে না; সুতরাং তার ভাবনা আর না ভেবে, আমার আদেশমত প্রস্তুত হ'য়ে থাকবে।"

সন্ন্যাসীঠাকুর এই কথা ব'লে আর কোনরূপ উত্তরের জন্য অপেক্ষা না ক'রে সে স্থান হ'তে প্রস্থান করিলেন, আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে দুর্গের সদর ফটক অবধি আসিলাম এবং পদধূলি লইয়া তখনকার মতন গমন করিলাম।

সেই রাত্রেই নবাবসাহেবের গুপ্তচরেরা আসিয়া সংবাদ দিল যে, ইংরাজেরা সসৈন্যে বক্সারে আসিয়া ছাউনি করিয়াছেন। কাজেই রজনী প্রভাত হইলেই দুর্গ মধ্যে মহা হুলুস্থুল উপস্থিত হইল।

নবাববাহাদুর সেনানীদের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, হঠাৎ অতর্কিতভাবে গিয়ে আক্রমণ করতে হবে, তাহ'লে সহজে ইংরাজেরা ছত্রভঙ্গ হ'য়ে প'ড়বে। আর যদি আমরা সসৈন্যে দুর্গের মধ্যে থাকি, আর শত্রুরা আসিয়া যদি দুর্গ অবরোধ ক'রে ফেলে, তাহ'লে একমাত্র রসদ অভাবে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। কাজেই আর কালবিলম্ব না ক'রে দুর্গ হ'তে বহির্গত হওয়া আবশ্যক।

অমনি দুর্গ মধ্যে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল, সৈন্যেরা রণক্ষেত্রে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগ্‌লো, খোদ নবাব সাহেব চারিদিক পরিদর্শন করতে লাগ্‌লেন, কাজেই বাত্যাবিক্ষোভিত রত্নাকরের ন্যায় দুর্গটি নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিল।

আমারও খুব কাজ পড়িল, আমি বড় বড় বয়েলগাড়ি ও উটে সৈন্যদের তাঁবু আবশ্যকীয় তৈজসাদি ও ঘি আটা ঘোড়ার দানা প্রভৃতি রসদ বোঝাই দিতে লাগিলাম। এইরূপে নিতান্ত ব্যস্তভাবে সমস্ত দিনটা অতিবাহিত হইল।

রাত্রিতে মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলিলাম, মহারাজ নিতান্ত প্রীতভাবে কহিলেন, "জগদম্বা যে এমন সুদিন দিবেন, তাহাতো বোধ হয় না। যাই হোক্, এই শত্রুপুরী মধ্যে তোমার ন্যায় সদাশয় ব্যক্তিকে যে বন্ধুরূপে পাইব তাহা কখন স্বপ্নেও ভাবি

নাই। আমার প্রতি তোমার ঈদৃশ অনুগ্রহে নিতান্ত বাধিত হ'লাম।" আমি নিতান্ত মিনতির সহিত উত্তর করিলাম, মহারাজার ন্যায় মহানুভব ব্যক্তির কোন সামান্য উপকার করিতে পারিলে নিজের জীবনকে সার্থক জ্ঞান করিব। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির নিকট কোনরূপ বিনয় প্রকাশ ক'রে আমাকে লজ্জা দিবার আবশ্যক নাই। কাল সসৈন্যে নবাববাহাদুর ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবেন, সুতরাং কল্য দুর্গ মধ্যে আদৌ শৃঙ্খলা থাকিবে না, সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে ব্যস্ত থাকিবে, আপনার উপর আর কাহারো লক্ষ থাকিবে না। আপনি কল্যকার শুভ অবসর কিছুতেই পরিত্যাগ করিবেন না। আমি আপনাকে দুটো আর্‌দালির পাগ্‌ড়ি ও চাপকান দিয়া যাইব, আপনারা পিতা পুত্রে তাই পরিধান ক'রে নিরাপদে দুর্গ হ'তে বাহির হইতে পারিবেন, কাহার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ হইবে না।

মহারাজ আমার এই কথা যুক্তিসঙ্গত ব'লে বোধ কর্‌লেন এবং আমাকে শত শত ধন্যবাদ দিলেন। আমি তাঁহাকে প্রণাম ক'রে সেই রাত্রের মতন বিদায় গ্রহণ করিলাম।

সেই দেবপ্রতিম ত্রিকালজ্ঞ সন্ন্যাসীমহাশয়ের একটী কথাও আমার অবিশ্বাস হয় নাই, সুতরাং অচিরকাল মধ্যে যে, মিরকাসিমখাঁর পতন হইবে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু তখন অপরের বিষয় ভাবিবার আমার তেমন অবসর ছিল না, কেন না আমি নিজের চিন্তায় একান্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

ব্রহ্মচারীমহাশয় আমাকে যে সময় অবধি অপেক্ষা কর্‌তে ব'লেছিলেন এতদিনের পর সেই সুসময় সমাগত হইল। সম্ভবতঃ এইবার আমার মনের সন্দেহ মিটিবে এবং আমি কে, কাহার পুত্র, কেন সন্ন্যাসীমহাশয় পাপিষ্ঠ কৃষ্ণনামবাবুর করে আমার প্রতিপালনের ভার অর্পণ ক'রেছিলেন, তাহা জানিতে পারিব, এই ভাবিতে ভাবিতে বিছানায় শুইয়া পড়িলাম।

সেই রাত্রে কত অভিনব আশা কত উৎকট বাসনা আমার হৃদয়-সমুদ্রে খেলিতে লাগিল, কাজেই সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রাদেবী আমার নিকটস্থা হইলেন না। আমি সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় সেই নিশা অতিবাহিত করিলাম, তবে আমার হৃদয়ক্ষেত্র একপ্রকার অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব আনন্দের প্লাবনে প্লাবিত হইয়া উঠিল।

পরদিন প্রাতঃকাল হ'তেই দলে দলে সৈন্য রণক্ষেত্রাভিমুখে ছুটিল। আমিও রসদাদিপূর্ণ গাড়ি তাহাদের সঙ্গে প্রেরণ করিলাম, কাজেই কেল্লামধ্যে বিষম গোলমাল উপস্থিত হইল।

যদিও আমি কাজ কর্ম্মে নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম, কিন্তু তথাপি অন্যের অলক্ষে খুব গোপনে মহারাজকে দুটো আরদালির পোষাক দিয়া আসিলাম। আমার নিকটে সৈনিক বরকন্দাজ ও আরদালিদের নূতন পোষাক প্রচুর পরিমাণে ছিল, সেইজন্য সহজে সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম, অথচ কেহই ঘুণাক্ষরেও আমার অভিপ্রায় জানিতে পারিল না।

নবাববাহাদুর তখন নিজের জ্বালায় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন এবং সৈন্য প্রেরণের বন্দোবস্তে নিতান্ত ব্যস্ত হইয়াছেন, কাজেই আমার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল না। আমিও জানিতে পারিয়াছিলাম যে, এই উদ্যম তাহার শেষ উদ্যম, কারণ রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে জন্মের মতন ত্যাগ করিয়া ইংরাজদের অঙ্কশায়িনী হইবেন; কাজেই তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যুক্তিযুক্ত ব'লে বোধ করিলাম না। মনে ঠিক বুঝিলাম যে, এ জীবনে আর কখন নবাববাহাদুরের সঙ্গে আমার দেখা হইবে না।

আমি সমস্ত দিন কাজকর্ম্মে ব্যস্ত রহিলাম বটে, কিন্তু তলে তলে প্রস্থানের যোগাড় করিয়া রাখিলাম। সরকারি হিসাবে বাজারে যাহার যা পাওনা ছিল, তাহা মিটাইয়া দিলাম এবং খাতার জমা খরচ ঠিক করিয়া দেখাইয়া দিলাম।

সন্ধ্যার পর এক রকম প্রস্তুত হইয়া নিজের সেই কক্ষে বসিয়া আছি ও কতক্ষণে সন্ন্যাসীমহাশয় আসিবেন মনে মনে ভাব্‌ছি, এমন সময় সহসা একজন সিপাহী আসিয়া কহিল, "দুর্গের বাহিরে নিমগাছের তলায় একজন লোক আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।"

কে যে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে, তাহা যদিও আমি বুঝিতে পারিলাম, তথাপি ব্যাপারখানা দেখিবার জন্য, আমি যে অবস্থায় ছিলাম সেই অবস্থায় বহির্গত হইলাম, এক উত্তরীয় ভিন্ন আর কিছুই সঙ্গে লইলাম না।

আমি দ্রুতপদসঞ্চারে সেই গাছতলায় গিয়াই সেই দীর্ঘকার সৌম্যমূর্ত্তি সন্ন্যাসী মহাশয়কে দেখিতে পাইলাম। আমি তাঁহার পদতলে প্রণত হইলে, "আমার সঙ্গে এসো" কেবলমাত্র তিনি এই কথা বলিলেন। আমি সবিস্ময়ে আস্তে আস্তে কহিলাম, এই কি শেষ যাওয়া ?

সন্ন্যাসী। হাঁ, কেন, তোমার কি কোন প্রতিবন্ধক আছে না কি ?

আমি। কিছুমাত্র না, তবে পরিধেয় বস্ত্র ও সামান্য তৈজসাদি আমার যা আছে, তাকি সঙ্গে লইব না ?

সন্ন্যাসীমহাশয় ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "না বৎস, আর কিছুই তোমাকে নিতে হবে না, কেন না লজ্জা নিবারণের জন্য পরিধেয় বসনখানি ভিন্ন পার্থিব আর কোন বস্তুতে তোমার বিন্দুমাত্র অধিকার নাই।"

সন্ন্যাসীমহাশয়ের শ্রীমুখের এই কথা শুনে, সহসা আমার সর্ব্বশরীর যেন কণ্টকিত হইয়া উঠিল, প্রাণের মধ্যে কেমন এক প্রকার অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব বিমল আনন্দের লহরী ক্রীড়া করিতে লাগিল। আর আমার কোন কথা বলিতে সাহস হইল না। কাজেই কলের পুতুলের ন্যায় নীরবে তাঁহার পশ্চাদগামী হইলাম।

আমরা সেই গঙ্গাতীর ধরিয়া প্রায় ক্রোশটাক পথ অতিক্রম করিলাম

এবং ঠিক বাঁকের মুখে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা বাঁধা রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম।

সন্ন্যাসীমহাশয়ের ইঙ্গিতক্রমে, আমি সেই নৌকায় উঠিলাম এবং অপার আনন্দনীরে নিমগ্ন হইলাম, কারণ সেই ক্ষুদ্র নৌকাখানির মধ্যে মহারাজ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শিবচন্দ্র বসিয়া আছেন।

মহারাজা স্বপুত্র সন্ন্যাসীমহাশয়ের পদপ্রান্তে পতিত হইলেন এবং সেই সঙ্গে আমার পদধূলি লইলেন। আমি ইহাতে নিতান্ত কুণ্ঠিত হইয়া মহারাজার পদধূলি লইবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলাম, কিন্তু মহারাজা তাতে বাধা দিয়া কহিলেন, "বাপ্‌রে, তাকি কখন হয়, ওতে যে আমার অপরাধ হবে। তুমি তো বাবা বড় সাধারণ ব্যক্তি নও, তোমার ঐ পদপ্রান্তে মুকুটধারী মহারাজার মুকুট পর্য্যন্ত নমিত হ'য়ে পড়্‌বে ও লক্ষ লক্ষ মানব ভক্তিভাবে পূজা করবে। যাই হোক্, আপনাদের কৃপায় এ যাত্রা আশু মৃত্যুমুখ হ'তে রক্ষা পাইলাম, নিঃস্বার্থভাবে পরোপকার সাধনের জন্য মহাপুরুষেরা যে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তাহা বেশ এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম।

কেন যে পরমজ্ঞানী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আমার ন্যায় বালকের পদধূলি লইলেন ও আমাকে ওরূপ কথা বলিলেন তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না; কাজেই কেবল উদাসভাবে চাহিয়া রহিলাম। সন্ন্যাসীমহাশয় আমার গতিক দেখিয়া হাসি হাসি মুখে মস্তক অবনত করিলেন, কিন্তু মুখে আমাকে কোন কথা বলিলেন না।

আমাদের নৌকা ছাড়িয়া দিল, অনুকুল বাতাস পাইয়া পাল তুলিয়া দিল, কাজেই ভাগীরথীর তরঙ্গরাশি ভেদ করিয়া সেই ক্ষুদ্র ছিপের ন্যায় নৌকাখানি তীরবেগে ছুটিতে লাগিল।

সন্ন্যাসীমহাশয়ের পূর্ব্বকথা মত আমার বিশ্বাস হইল যে, আমরা সকলে ৺কাশীধামে যাইতেছি। সেইজন্য কথাপ্রসঙ্গে সন্ন্যাসীমহাশয়কে জিজ্ঞাসা

করিলাম, "আচ্ছা প্রভো, কয়দিনে আমরা কাশীধামে পৌছিব ?" সন্ন্যাসী-মহাশয় উত্তর করিলেন, "কাশীতে যাইবার সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু মহারাজার অনুরোধে একবার ওঁর রাজত্বটা বেড়িয়ে স্থলপথে কাশী যাইব। সেইজন্য পুনরায় বাঙ্গালা দেশের দিকে যাইতেছি।" মহারাজ নিজে যুক্তকরে অতীব মিনতির সহিত কহিলেন, "এ দীনের প্রতি প্রভুদের কৃপার ইয়ত্তা নাই। কেবল ঐ পদরজে দীনের পুরী পবিত্র হবে ব'লে নিয়ে যাচ্ছি। তারপর স্থলপথে কাশী যাইবার সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়া দিব, প্রভুদের বিন্দুমাত্র কষ্ট হইবে না। দশ বার দিনের মধ্যে সচ্ছন্দে কাশীতে পৌছিতে সক্ষম হবেন।"

আমি মনে মনে বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, ইতঃপূর্ব্বে সন্ন্যাসীমহাশয়ের সহিত মহারাজার এ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হ'য়েছিল, সম্ভবতঃ উভয়ের পরিচয়ও পূর্ব্ব হ'তে ছিল, কারণ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বাংশে একজন মহৎ ব্যক্তি, তাহার সহিত এই সন্ন্যাসীমহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষের পরিচয় থাকা কিছুতেই বিচিত্র নহে। যাই হোক্ এতদিনের পর যখন খোদ অভয়ানন্দ স্বামীকে পাইয়াছি, আর তিনি যখন আমাকে অভয় দিয়াছেন, তখন নিশ্চয় এইবার আমার মনের উৎকণ্ঠা, প্রাণের আশা মিটিবে। তিনি যেখানেই যান না, তাতে আমার বিশেষ কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কারণ আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, উত্তরকালে এই মহাপুরুষই আমার জীবনের প্রভু হইবেন। আমার যখন বাইশ বৎসর বয়স প্রায় পূর্ণ হইয়াছে, তখন বোধ হয় আর আমাকে পরের আশ্রয়ে থাকিতে হইবে না; এইবার হ'তে হয়তো এই মহাত্মার সঙ্গে, আর নয়তো ইহার নিয়োগক্রমে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে হবে। তাহ'লে আমার তৈজসপত্র ও সৎ উপায়ে সঞ্চিত অর্থাদি সঙ্গে আনিতে কেন নিষেধ করিলেন? আমি যেমন শূন্য হাতে উত্তরীয় মাত্র কাঁদে, দুর্গ হইতে বাহির হইলাম, অমনি আমাকে অনুসরণ করতে আজ্ঞা করিলেন। আমি স্মরণ করিয়া দিলেও গ্রাহ্য করিলেন না।

কেবল আমাকে বল্‌লেন "লজ্জা নিবারণের জন্য পরিধেয় একখানি বস্ত্র ব্যতীত পার্থিব আর কোন বস্তুতে বিন্দুমাত্র আবশ্যক নাই। জীবন ধারণ করতে হ'লেই তো সে সব দ্রব্যের প্রয়োজন, কাজেই অর্থেরও আবশ্যক, কিন্তু সন্ন্যাসীমহাশয় আমাকে একেবারে শূন্য হাতে আসিতে কহিলেন কেন? সত্য সত্য কি এই পরিধেয় বসনখানি ভিন্ন আর কোন দ্রব্যে আমার আবশ্যক নাই? নিশ্চয় তাহার এই সব কথার কোন নিগূঢ় রহস্য আছে। যাই হোক্ আর অধিকদিন আমাকে এরূপ উৎকণ্ঠিত অবস্থায় অবস্থান করিতে হইবে না। যে কথা জানবার জন্য এতদিন ব্যগ্র হ'য়ে আছি; রাত্রিতে সুনিদ্রা হয় না, ঘোর অশান্তির ক্রোড়ে শয়ন করিয়া থাকি, সেই প্রাণের কৌতুহল এতদিনে মিটিবে। এখন দেখা যাক্, সন্ন্যাসীমহাশয় আমাকে নিয়ে কি করেন।

রাত্রি প্রভাত হ'লে দেখিলাম যে, আমাদের নৌকার দাঁড়ি মাঝি ইতর জাতীয় নহেন। যদিও তাঁহারা হীনজনের ন্যায় হীনবেশ ধারণ করিয়াছেন; কিন্তু তথাপি তাহাদের আকার প্রকার দেখিলে ও কথাবার্ত্তা শুনিলে, তাঁহারা যে ভদ্রসন্তান প্রকৃত দাঁড়ি মাঝি নহেন, তাহা সকলে বুঝিতে পারিয়া থাকেন। কাজেই এই কৃতজ্ঞ ভদ্রসন্তানেরা যে মহারাজার কোন বিশ্বস্ত অনুচর, প্রভুর উদ্ধারের জন্য এতদূর কষ্ট স্বীকার করিতেছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম।

বাস্তবিক মহারাজার দাওয়ান কালিকাদাস রায় হাল ধরিয়াছেন, আর পেস্কার মদনগোপাল মুখোপাধ্যায় ও কাননগুই রতিকান্ত রায় দাঁড়ি হইয়াছেন। দাওয়ানজি মহাশয় ছয় লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া, মহারাজার উদ্ধারের জন্য আসিয়াছিলেন। তারপর ঘটনাস্রোত ভিন্ন দিক দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় তাহারা সে অভিপ্রায় ত্যাগ করিলেন এবং লোকজনকে স্থলপথ দিয়ে যেতে অনুমতি দিয়া, তারা মহারাজকে নিয়ে জলপথে প্রস্থান করলেন, কেবল খোসালখাঁ নামে একজন জমাদার তাহাদের সঙ্গে রহিল।

কোন সহরের নিকট আমাদের নৌকা থামিত না, গঙ্গার কোন নির্জ্জন চরে নৌকা লাগাইয়া আমাদের রন্ধনাদি হইত এবং অধিকাংশ সময় রাত্রিতে নৌকা চলিত। এইরূপে নয় দিনে আমরা মহারাজার রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

মহারাজার অতুলকীর্ত্তি দেবালয় পরিবেষ্টিত ভূস্বর্গবিশেষ শিবনিবাস নামক স্থানে আমরা আসিলাম। মহারাজের আগমন বৃত্তান্ত প্রকাশ হওয়ায় রাজধানী হইতে দলে দলে আম্‌লাবর্গ ও প্রধান ব্যক্তিগণ আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। কাজেই মহারাজার শুভাগমনে অনেক দিনের পর শিবনিবাস লোকারণ্য হইয়া উঠিল।

মহারাজার দ্বিতীয় রাণীর গর্ভজাত পুত্র শম্ভূচন্দ্র পিতার ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দীর্ঘ-কারাবাসে মনে মনে স্থির করিয়াছিল যে, তাঁহারা সেই যবন কারাগারেই প্রাণত্যাগ করিবেন, এ জন্মে আর ফিরিয়া আসিবেন না, কাজেই তিনি শূন্যসিংহাসনে বসিবার জন্য নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহাতে দাওয়ানজি প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজপুরুষেরা নিতান্ত বিরক্ত হ'য়ে, ছয় লক্ষ টাকা সংগ্রহ ক'রে মুঙ্গেরে যাত্রা করিয়াছিলেন.; কিন্তু দৈবানুগ্রহে টাকাও দিতে হইল না, অথচ মহারাজা মুক্ত হইয়া দেশে আসিলেন। এক্ষণে শম্ভূচন্দ্র লজ্জিতভাবে আসিয়া পিতৃপদে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, কাজেই বিশেষ কোন গোলযোগ হইল না, অল্পেই মিটিয়া গেল।

আমরা তিন, চারিদিন সেইখানে বিশ্রাম করিলাম। মহারাজা আমাদের রাজধানীতে লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী মহাশয় তাঁহার কথায় প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, "মহারাজ ক্ষমা করিবেন, সময়ে কুলাইলে আমি নিশ্চয় মহাশয়ের অনুরোধ রক্ষা করিতাম। কি কর্‌বো, এই বালকের জন্য আমাকে খুব শীঘ্র কাশী যেতে হবে। কারণ ইহার সময় উপস্থিত হবার আর অধিক বিলম্ব নাই, ধার্য্য দিনে আমাকে সে কার্য্য শেষ কর্‌তে হবে।"

মহারাজ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "তাহ'লে আর একে অন্ধকারে রাখেন কেন? স্পষ্ট করিয়া সব কথা খুলিয়া বলিবার আর হানি কি?"

সন্ন্যাসীমহাশয় গম্ভীরভাবে কহিলেন, "হাঁ আজ আপনার সমক্ষে ইহাকে প্রকৃত কথা খুলিয়া বলিব এবং তাহার জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিব। কারণ নিজের অবস্থা বুঝিতে পারিলে, পূর্ব্ব হ'তেই সাবধান হ'তে পার্‌বে, প্রমত্ত মনকে বোঝাবার অবসর পাবে, কাজেই আর বিলম্ব কর্‌বো না। বিশেষ পূর্ব্ব হ'তে জমি প্রস্তুত থাক্‌লে বীজ পাড়্‌বামাত্র অঙ্কুরিত হবার সম্ভাবনা। তারপর সন্ন্যাসী মহাশয় আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস হরিদাস! ইতঃপূর্ব্বে রামাচরণ ব্রহ্মচারীর নিকট কপট কিষণজিবাবুর প্রকৃত বিবরণ শুনিয়াছ, এক্ষণে তোমার নিজের আত্মকাহিনী শ্রবণ কর। তুমি যে সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছে, সেই সময় সমাগত হবার আর অধিক বিলম্ব নাই। এক্ষণে তুমি কে, কি কর্ত্তব্যের গুরুভার মস্তকে লইয়া এই ধরাক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছ তাহা শ্রবণ কর।

রাজা তোডরমল্ল আকবর সাহের আমলে যখন রাজস্ব বন্দোবস্তের জন্য বাঙ্গালাদেশে আসিয়াছিলেন, সেই সময় ফুলিয়া গ্রাম নিবাসী বিষ্ণুচরণ মুখোপাধ্যায় নামক একজন কুলীন ব্রাহ্মণ কোন সূত্রে তাহার সঙ্গে অতি সুলগ্নে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রথমে টোলে ব্যাকরণাদি কিঞ্চিৎ পড়িয়াছিলেন, তারপর রাজমহলে থাকিয়া উত্তমরূপে পারশী পড়িয়াছিলেন। তোডর মল্ল তাহার গুণের পরিচয় পাইয়া মোগল সরকারের রাজস্ব বিভাগে একটা চাক্‌রী প্রদান করিয়াছিলেন।

অল্পদিনের মধ্যে মুখোপাধ্যায় মহাশয় রাজা তোডরমল্লের এরূপ প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িল যে, দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন সময় তাহাকেও সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিলেন এবং তাহার পরিবার ও জিনিষ পত্রের জন্য দুখানি বয়েল গাড়ী বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

সুচতুর মুখোপাধ্যায় মহাশয় এমন সুবিধা ত্যাগ করিলেন না, কাজেই জন্মভূমির মায়া কাটাইয়া নিজের স্ত্রী পুত্র পুত্রবধূ ও আর তিনজন আত্মীয়ের সঙ্গে দিল্লী যাত্রা করিলেন।

দিল্লী আসিয়া তোডরমল্লের কৃপায় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাগ্য-লক্ষ্মী প্রসন্না হইলেন, কাজেই দিল্লীর মধ্যে একখানি বাড়ী কিনিয়া দাসদাসী সহ সুখে বাস করিতে লাগিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় এখানে আসিয়া রাজস্ব বিভাগের সহকারী কাননগুইয়ের পদ পাইয়াছিলেন। সুতরাং অল্পদিনের মধ্যে তিনি বড়লোক বলিয়া পরিগণিত হইলেন। বাজারে নামডাক জাহির হইয়া পড়িল, এমন কি খোদ সম্রাটের সঙ্গে পর্য্যন্ত জানাশোনা হইল।

ত্রিশ বৎসর সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া বিষ্ণুচরণ মুখোপাধ্যায় সাতাইশ বৎসর বয়সে ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন, তিনি প্রায় দশ বার লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন, কাজেই তাঁহার পুত্র কীর্ত্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এত টাকা হাতে পাইয়া শয়তানের শিষ্যত্ব স্বীকার করিল এবং বিলাস সাগরে গা ভাসাইয়া দিল।

নিজে উপার্জ্জন না কর্‌লে কেহ কখন টাকার যত্ন বোঝে না, কীর্ত্তিচন্দ্র কখন এক পয়সাও উপার্জ্জন ক'রে নাই, চিরকাল আলালের ঘরের দুলালের ন্যায় পিতৃ-অন্ন ধ্বংস করিয়া আসিতেছিল, সে এখন এতো টাকা হাতে পাইয়া যে দুহাতে অপব্যয় কর্‌বে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

নিয়ত অপব্যয় কর্‌লে কুবেরের ভাণ্ডারও শূন্য হ'য়ে যায়, সুতরাং অল্পদিনের মধ্যে হাতের নগদ টাকাও ফুরাইয়া গেল এবং দেনার দায়ে জমিদারীগুলিও বিক্রয় হইল। কাজেই একমাত্র তাহার দোষে বিষ্ণুচণের সুখের সংসারে কষ্টের ছায়া পতিত হইল।

কীর্ত্তিচন্দ্রের ভাগ্যে একটী পুত্র সন্তান জন্মিয়াছিল, তাহার নাম হরমোহন মুখোপাধ্যায়। হরমোহন বাল্যকাল হইতেই অতি সুশীল তীক্ষ্ণবুদ্ধি

ও মেধাবী ছিলেন, লেখা পড়ায় তাহার বিশেষ আগ্রহ ছিল, সেইজন্য অল্প বয়সে সংস্কৃত ও পারশীতে বিশেষ কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন। তাহার পিতামহের নামডাক ছিল, সকলে তাহাকে একজন ধনী লোক বলিয়া জানিতেন; সেই জন্য উপনয়নের অল্পদিন পরে কানপুর প্রবাসী একজন শোত্রিয় ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল, সেই কন্যাটীর নাম বামাসুন্দরী দেবী।

হরমোহনবাবু দুঃখের সংসারে প্রবেশ করিলেন, কারণ তখন তাহার পিতার অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, কাজেই হরমোহন নিজের ভাগ্য পরীক্ষার জন্য বাটী হইতে বহির্গত হইলেন এবং মুসলমানদের অধিকার ছাড়াইয়া পঞ্জাবে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেই সময় সমগ্র পাঞ্জাব প্রদেশ ভিন্ন ভিন্ন সর্দ্দারের দ্বারা শাসিত হইত। রণজিৎ সিংহের অভ্যুদয়ে যেরূপ এক রাজার শাসনাধীন হইয়াছিল, তখন সেরূপ ছিল না।

হরমোহনবাবু পঞ্জাবে আসিয়া ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ধ্যানসিংহের পিতামহ সর্দ্দার সমরসিংহের অধীনে একটী চাকরী গ্রহণ করিলেন। হরমোহনবাবু নিতান্ত সুশীল ধর্ম্মভীরু ও কার্য্যদক্ষ ছিলেন, তাহার উপর সংস্কৃত ও পারশী উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন, স্বধর্ম্মের উপর প্রগাঢ় আস্থা ছিল, কখন অসৎ উপায়ে একটী পয়সাও গ্রহণ করিতেন না; কাজেই অল্প দিনের মধ্যে তিনি সর্দ্দারবাহাদুরের নিতান্ত বিশ্বস্ত ও প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন এবং তিন বৎসরে মধ্যে সামান্য মুন্সীগিরি হইতে একেবারে তাহার বিস্তৃত জমীদারির সদর-নায়েবি পদ প্রাপ্ত হইলেন।

যদিও এই পদের মাসিক বেতন চল্লিশ টাকা মাত্র, কিন্তু নজর প্রভৃতিতে প্রচুর লাভ হইয়া থাকে। কাজেই হরমোহনবাবুর এক্ষণে প্রচুর আয় হইতে লাগিল। তিনি এক্ষণে লাহোরের প্রকাণ্ড সরকারি বাড়ীতে বড়মানুষি চালে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

এই সময় তাহার পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয় দিল্লীতে আসিয়া অতি ধূমধামের সহিত পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিলেন এবং বিধবা মাতা ও স্ত্রীকে লইয়া লাহোরে আসিলেন।

সাত আট বৎসর এই চাকরী করিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রায় লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়া ফেলিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার নামডাক ও পসার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হইল। কিন্তু এই সংসারে বিধাতা কাহাকেও সর্ব্বসুখী করেন না। কোন না কোন বিষয়ে একটা এমনি ভয়ানক অভাব রাখিয়া দেন যে, তার জন্য তার সমস্ত বিভব যেন ঘোর বিড়ম্বনায় পর্য্যবসিত হ'য়ে থাকে।

মুখোপাধ্যায়মহাশয়ের ভাগ্যে এই অকাট্য ঐশ্বরিক নিয়মের অন্যথাচরণ হইল না। নিজের গুণে ও ভাগ্যের প্রসাদে তিনি এক্ষণে একজন কমলার প্রিয়পুত্র হ'য়েছিলেন, কিন্তু সংসারের সার কান পুত্র কি কন্যা না হওয়ায়, তাহার এই ঐশ্বর্য্য ভোগ নিতান্ত তিক্তবোধ হইয়াছিল। শেষে তিনি গুরু নানকের মঠে আসিয়া তত্রস্থ মোহন্তের নিকট মানসিক করিলেন যে, বাবা যদি আমাকে দুটী পুত্র দেন, তাহ'লে জ্যেষ্ঠটিকে আমি বাবার চরণে সমর্পণ করিব, সে পুত্রের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ থাকিবে না।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা হইলেন এবং যথাকালে একটী পুত্র প্রসব করিলেন। কাজেই হরমোহন বাবুর নিরানন্দময় পুরী আনন্দ প্লাবনে প্লাবিত হইয়া উঠিল।

বাবার মহিমায় পরবৎসরেই তাহার আর একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। ধর্ম্মভীরু সত্যবাদী মুখোপাধ্যায় মহাশয় অতি কষ্টে স্নেহপাশ ছিন্ন করিয়া নয়নপুতলি সদৃশ দেড় বৎসরের পুত্রটীকে মঠে সেই মোহান্তমহাশয়ের করে সমর্পণ করিলেন।

আমি সেই মহান্তমহারাজের নিকট হ'তে মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছিলাম, তিনি

আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া মুদ্‌কিসহরে গুরু নানকের যে মঠ আছে, সেই মঠের কর্তৃত্ব ভার প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সময় তীর্থ ভ্রমণে যাইবার জন্য গুরুদেবের সকাশে আসিয়াছিলাম। তিনি আমাকে আজ্ঞা করিলেন, "বৎস অভয়ানন্দ! এই বালককে এক্ষণে তোমার করে দিলাম। আমি জানি বঙ্গদেশে তোমার অনেক শিষ্য আছে, তুমি তাদের মধ্যে তোমার বিশেষ অনুগত কোন শিষ্যের করে এই বালকের প্রতিপালনের ভার অর্পণ করবে। তারপর যখন ইহার বয়ক্রম বাইশ বৎসর হইবে সেই সময় কাশীতে লইয়া যাইবে এবং সন্ন্যাসের মন্ত্র প্রদান করিবে। তারপর তোমার যখন কালপূর্ণ হইবে, সেই সময় মুদ্‌কির মঠের ভার ইহার করে দিয়া যোগধামে গমন করবে। তবে সন্ন্যাসী হইয়া যেন দ্বাদশবর্ষ ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থ পরিভ্রমণ করে, কারণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানের প্রাকৃতিক শোভা নিরীক্ষণ করলে হৃদয় উন্নত ও মন সেই সৃষ্টিকর্ত্তার দিকে প্রধাবিত হইবে।

বৎস তুমিই সেই সত্যবাদী রামমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র, পুণ্যবতী বামাসুন্দরীদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। আমিই তোমাকে প্রতিপালনের জন্য কৃষ্ণনামবাবুর বাটীতে রাখিয়াছিলাম ও গুরুদেব তোমার নাম হরিদাস রাখিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন। এক্ষণে তোমার বাইশ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে, কাজেই এইবার কাশীতে গিয়া তোমাকে সন্ন্যাসের মহামন্ত্র দান করিব।

সন্ন্যাসীমহাশয়ের শ্রীমুখ-নিসৃত এই সকল কথা শুনিয়া আমার মনের সন্দেহ অপনীত হইল এবং আমি যে কে, কি উদ্দেশে এই ভবধামে আসিয়াছি, তাহা বুঝিতে পারিলাম, কাজেই এতদিনের পর আমার আশা মিটিল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

দীক্ষা।

বাস্তবিক সম্পূর্ণরূপে আজ আমার আশা মিটিল। কেন না অনেক দিন হ'তে যে কথা জানিবার সাধ আমার মনমধ্যে প্রবল ছিল, যার জন্য এমন সুখের অবস্থায় পতিত হইয়াও যথার্থ সুখী হইতে পারি নাই, নিয়ত নিতান্ত উৎকণ্ঠিত অবস্থায় কালাতিপাত করিতে হইত, আমার জীবনের এই গুপ্তকথা আজ জানিলাম। কিন্তু এখনও একটা কথা বলেন নাই, সেই কথাটা এইবার শুনিতে হইবে।

আমি মনে মনে এই স্থির করিয়া বাষ্পগদগদ স্বরে কহিলাম, "প্রভো, আমার সেই পিতা মাতা কি এখনো জীবিত আছেন?" সন্ন্যাসীমহাশয় ঈষৎহাস্যে কহিলেন, "হাঁ তাঁহারা উভয়েই জীবিত আছেন। সম্প্রতি তোমার ভ্রাতা নানকদাস মুখোপাধ্যায় উক্ত সর্দ্দারের পুত্রের নিকট চাক্‌রী করিতেছে এবং লাহোরে আছে ও তোমার পিতা মাতা এলাহাবাদের মুটিগঞ্জে একটী বাড়ী কিনিয়া বাস করিতেছেন। এলাহাবাদে গঙ্গা আছে ব'লে আর দেশে না গিয়ে এইখানেই অন্তিমকালের বাসস্থান স্থির করিয়াছেন।' তুমি আমার নিকট মন্ত্র লইয়া তাহাদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে সাক্ষাৎ করিবে, কিন্তু আশ্রমে রাত্রিবাস করিতে পারিবে না। কারণ তাহ'লে তোমার জীবনের ব্রতভঙ্গ হইবে, কাজেই তাদের সঙ্গে চোখের দেখা ছাড়া একত্রে বাস কর্‌তে পার্‌বে না। আমি যাহা তোমায় প্রদান করিব তাহাতে তুমি চিরকাল প্রফুল্ল-চিত্ত বিহঙ্গের ন্যায় স্বাধীনভাবে বিচরণ কর্‌তে পারবে, কখন কাহার মায়ার ফাঁসে, আবদ্ধ হইতে হইবে না। পাপিষ্ঠ কৃষ্ণনাম এসকল কথা জানে, সেইজন্য তার মেয়ের সঙ্গে তোমার

বিবাহ দিতে সাহস করিল না। তবে তোমার উপর সেই অভাগিনীর অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল, জগতের আর কাহাকেও সে হৃদয় দান করিতে কিছুতেই সম্মতা নহে। কিন্তু এদিকে কিছুতেই তাহার আশা পূর্ণ হইবার নহে, কাজেই এ জন্মে তাহাকে অতৃপ্ত বাসনায় ফিরিতে হইবে।

আমি সলজ্জভাবে কহিলাম, "সেই অভাগিনীর পরিণাম কি হবে?" ঈষৎ হাস্যে সন্ন্যাসীঠাকুর কহিলেন, "পরের কথা জানিয়া তোমার কি লাভ হবে? তবে তাকে একেবারে পর বল্‌তে তোমার মন সরবে না। কিন্তু বৎস, তোমার অবস্থা স্মরণ ক'রে মনকে সংযত কর। যদিও সে এখনো জীবিত আছে, তথাপি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেও তোমায় অনুমতি দিতে পারি না। কারণ প্রলোভনের বস্তু হ'তে দূরে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। বিশেষ সে এক প্রকার তোমার জন্যই সংসারে নির্য্যাতন রাশি নিয়ত সহ্য করছে। কেন না এখন সে বয়স্থা হ'য়েছে, অথচ বিবাহ করিতে কিছুতেই স্বীকৃতা হয় না। তাহার মাতুল কোন সম্বন্ধ ঠিক করিলে আত্মহত্যা করিবার ভয় দেখায়, কাজেই এখনও অবিবাহিত অবস্থায় আছে। তবে এইজন্য তাকে সকলের নিকট হ'তে অশেষ প্রকার লাঞ্ছনা সহ্য করতে হ'চ্ছে। সুতরাং এ অবস্থায় তোমাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হওয়া কিছুতেই যুক্তিযুক্ত নহে। তবে তোমার কৌতূহল তৃপ্তির জন্য তোমাকে এইমাত্র বল্‌ছি যে, সেই অসীম সহিষ্ণুতা-গুণে ভূষিতা ধর্ম্মপ্রাণা বালিকার কুমারীধর্ম্ম অব্যাহত থাকিবে, তাহার পবিত্র অঙ্গ কেহ স্পর্শ করিতে পারিবে না। কুসুম বিকসিত হবার আগে বিশুষ্ক হইবে। অর্থাৎ যে দিন তুমি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, সেই দিন সেই বালিকার প্রাণপাখী তাহার দেহপিঞ্জর ফেলিয়া পলাইবে। সুতরাং সেই কুমারীর পবিত্রতা যে অক্ষুণ্ণ থাকিবে তাহা বলাই বাহুল্য।"

আমি কহিলাম, আমি নিজে তাহার মনের কথা জানিতাম, তবে

এক দিনেরতরে কখন কাহার নিকট ঘুণাক্ষরেও সে কথা প্রকাশ করি নাই, কিন্তু এই অধমকে নির্ম্মলা যে গোপনে এতদূর ভালবাসিয়াছিল, তাহার প্রণয় যে এরূপ গভীর, তাহা জানিতাম না। এক্ষণে এই কথা শুনিয়া আমার•হৃরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল ও মানসিক কষ্টের নিদর্শন স্বরূপ একটী দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

সর্ব্বজ্ঞ সন্ন্যাসীমহাশয় আমার মনের ভাব বুঝিয়া হাসি হাসি মুখে কহিল, "বাবা কাজটা বড় শক্ত, সেইজন্য তোমারও প্রাণে একটা ধাক্কা লাগ্‌লো, তবে অন্যে না পারুক তুমি নিশ্চয় সহ্য করতে সমর্থ হবে। যাঁর চরণে তোমার মস্তক বিক্রিত হ'য়েছে তুমি যাঁর দাস হ'য়ে এই সংসারে এসেছো, তিনিই তোমাকে এমন হৃদয়বল প্রদান কর্‌বেন যে, তুমি অনায়াসে পার্থিব প্রলোভন রাশিকে উপেক্ষা করতে সমর্থ হবে। বিশেষ তুমি যখন নিয়ত বিভুর বিমল বিভা উপভোগ কর্‌বে. তখন সামান্য খদ্যোতের ক্ষীণ আলোক তোমার পক্ষে যে একান্ত অকিঞ্চিৎকর তাহা বলাই বাহুল্য। তবে তুমি সর্ব্বপ্রযত্নে মনকে সংযত কর। কারণ কোন বৃহৎ জলপূর্ণ পাত্রে একটী সামান্য ছিদ্র হ'লে যেমন সেই পথ দিয়ে সমস্ত জল নিঃশেষ হ'য়ে যায়, তেম্‌নি মন সামান্য মাত্র দুর্ব্বল হ'লে একেবারে তার অধঃপতন ঘটে থাকে। সেইজন্য পূর্ব্ব হ'তেই তোমাকে সাবধান কর্‌ছি যে, সেই নিত্যপুরুষের চিন্তা ব্যতীত আর কোন পার্থিব অনিত্য চিন্তাকে তোমার হৃদয়পুরে প্রবেশ কর্‌তে দিও না। চঞ্চল মনকে সুদৃঢ় করিতে সাধ্যমত চেষ্টা কর। ইতঃপূর্ব্বে মুঙ্গেরের দুর্গ হ'তে সব ত্যাগ ক'রে একমাত্র কাপড় সম্বলে তোমাকে কেন যে আমার সঙ্গে আসিতে বলিয়াছিলাম তাহা বোধ হয় এক্ষণে বুঝিয়াছ ?

আমি ঘাড় নাড়িয়া তাঁহার কথার উত্তর দিলাম, তবে মুখে কিছু বলিলাম না, কারণ সে সময় আমার অন্তর মধ্যে যে কি বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা আমি কিছুতেই বর্ণনা করিতে পারিতেছি না;

তবে সন্ন্যাসীমহাশয়ের উপদেশমত মনকে সংযত করতে ও পূর্ব্বকথা সম্পূর্ণরূপে ভুলতে সাধ্যমত চেষ্টা করিলাম। কারণ পিতৃসত্য পালনের জন্য সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা আমাকে ভিন্ন ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে হবে। আপাতঃমধুর মনুষ্যের ক্ষণিক প্রেম তুচ্ছ ক'রে যাঁর প্রেমের বিচ্ছেদ নাই, সেই প্রেমিকের প্রেম প্রার্থনা করতে হবে। কাজেই এখনকার সকল সাধ আহ্লাদ ও আশা আশঙ্কা, চিরদিনের মতন বিস্মৃতির অতলতলে জন্মের মতন বিসর্জ্জন দেওয়া এক্ষণে আমার পক্ষে প্রধান কর্ত্তব্য। তা না হ'লে আমার দুই কুল নষ্ট হবে, সুতরাং পরিণামে অনন্ত নরক যন্ত্রণা আমার এই সকল জ্ঞানকৃত পাপের উপযুক্ত দণ্ড হইবে। কাজেই এখন হ'তে চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করতে চেষ্টা করিব।

আমরা পাঁচদিন সেই শিবনিবাসে রহিলাম, ষষ্ঠ দিন কাশী উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। মহারাজ আমাদের জন্য শিবিকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসীমহাশয় তাহাতে আপত্তি তুলিয়া কহিলেন, "রাজন আপনার আদর অপ্যায়নে নিতান্ত প্রীত হইলাম, কিন্তু সন্ন্যাসীর জন্য শিবিকার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, নিদাঘের প্রচণ্ড আতপ তাপ, বরষার প্রবল বরিষণ, শীতের ভীষণ প্রকোপ, যাদের অনাবৃত দেহে উলঙ্গ মস্তকে সহ্য করিতে হবে, তাদের পক্ষে এ বিড়ম্বনা কেন? এ জগতে সকল বস্তুই অভ্যাসসাপেক্ষ, সুতরাং অভ্যাস না করিলে কেহ কখন শ্রমসহিষ্ণু হ'তে পারে না। সুতরাং আমাদের পদব্রজেই কাশীধামে যাইতে হইবে। আমাদের জন্য শিবিকায় কোন আবশ্যক নাই। আমরা সচ্ছন্দে পদব্রজে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে মনের আনন্দে অগ্রসর হইব।

সন্ন্যাসীমহাশয় শিবিকা কি লোকজন সঙ্গে লইতে যদিও নিতান্ত অনিচ্ছুক হইলেন, কিন্তু তথাপি মহারাজ দুজন ভৃত্য ও জিনিষ পত্রাদি বহিবার জন্য একটি টাট্টু ঘোড়া ও উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্যাদি নিতান্ত জেদ

করিয়া সঙ্গে দিলেন। কাজেই সন্ন্যাসীমহাশয় আর অসম্মত হইতে পারিলেন না। কাজেই আমরা মহারাজ প্রদত্ত এই সকল সরঞ্জাম সহ পশ্চিমে যাত্রা করিলাম।

উনিশ দিন পর্য্যটনের পর আমরা বারাণসিধামে উপস্থিত হইলাম এবং গণেশমহল্লায় তাঁহার এক শিষ্যের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

আশ্বিন মাসের প্রথম সপ্তাহে আমরা কাশীতে উপস্থিত হইলাম ও সেই বাটীতে বাস করিতে লাগিলাম। সন্ন্যাসী মহাশয়ের প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইলাম যে, কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমার দিন আমার দীক্ষা হইবে।

তবে প্রায় এই একমাসকাল আমাকে আলস্যে অতিবাহিত করিতে হইল না। এখানে পৌঁছিবার পর দিন হইতে সন্ন্যাসীমহাশয় নিজে আমাকে সংস্কৃত শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। কাজেই আমি চিত্তবিনোদনের একটা প্রকৃষ্ট উপায় প্রাপ্ত হইলাম।

আমি অতি মনোযোগের সহিত এই বেদভাষা শিখিতে লাগিলাম। এক স্নানের সময় ব্যতীত আর আমি বাসার বাহির হইতাম না। পুঁথি লইয়া কেবল পাঠাভ্যাস করিতাম। এইরূপে ক্রমে ক্রমে একমাস অনন্ত-কালসাগরে গিয়া মিশিল।

এই সময়ের মধ্যে আমি অনেকটা আমার অস্থির অন্তরকে সুস্থির ক'রেছি, চঞ্চল মনকে কর্ত্তব্য পথে এনেছি, হৃদিভাণ্ডারে সন্তোষরূপ মহারত্ন সঞ্চিত ক'রেছি এবং পার্থিব মায়াপাশ বিচ্ছিন্ন ক'রে কেবলমাত্র আমার গুরুদেব সন্ন্যাসী মহাশয়ের আজ্ঞার অপেক্ষায় আছি। আমি ৺কাশীধামে আসিয়া কাহারও সঙ্গে আলাপ করি নাই, কি কোন প্রকার আমোদ আহ্লাদে যোগদান করি নাই। দেওয়ালির সময় সমগ্র নগরী উৎসবে মত্ত হইয়া থাকে, সকলে নানাপ্রকার রুচীভেদে বিবিধপ্রকার প্রমোদ প্রমত্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু আমি কোথাও কোন উৎসব দেখিতে যাই

নাই বা কাহার সঙ্গে মিশি নাই। সন্ন্যাসীঠাকুর আমার ঈদৃশ আচরণে ও সকল বিষয়ে নিস্পৃহতা সন্দর্শনে আমার উপর যে প্রীত হইয়াছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য।

কার্ত্তিক পূর্ণিমার দিন খুব প্রাতঃকালে সন্ন্যাসীমহাশয় আমাকে সঙ্গে ক'রে মণিকর্ণিকার ঘাটে লইয়া গেলেন। সেখানে প্রায় ৫০।৬০ জন নানকপন্থি সন্ন্যাসী একত্রিত হইয়াছে। তাঁহারা আমাদের দেখিয়াই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল ও "গুরু নানককি-জয় বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

সেইখানে আমি মস্তক মুণ্ডন ক'রে পবিত্র গেরুয়াবাস পরিধান করিলাম, সেই সন্ন্যাসীরা সকলে গোল হইয়া দাঁড়াইলেন, তাহার মধ্যস্থলে দুইখানি কুশাসন পাতা হইল, স্বামীজি আমাকে লইয়া সেইখানে উপবেশন করিলেন।

সকলে নিস্তব্ধ হইলে স্বামীজি আমার কর্ণমূলে সন্ন্যাসের মহামন্ত্র প্রদান করিলেন। সহসা আমার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল এবং তাড়িত-শক্তির প্রভাবে যেমন জড় বস্তু সঞ্চালিত হয়, তেমনি আমার দুর্ব্বল হৃদয় যেন একপ্রকার অভূতপূর্ব্ব বলে মণ্ডিত হইল, প্রাণ কেমন অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আনন্দের প্লাবনে প্লাবিত হইয়া উঠিল।

এইরূপে আমার দীক্ষা শেষ হইল। আজ আমি মহাগুরু নানকের মতে সন্ন্যাসী হইলাম, কাজেই সংসারের সঙ্গে আর আমার কোন সম্পর্ক রহিল না। গুরুদেব পূর্ব্ব হ'তেই উদ্‌যোগ করিয়া রাখিয়াছিলেন, কাজেই এই সকল সন্ন্যাসীরা আমাদের বাসায় আসিয়া সকলে আহার করিলেন ও সন্ধ্যার সময় সকলে যে যার স্থানে প্রস্থান করিলেন।

রাত্রিতে সন্ন্যাসীমহাশয় আমাকে সস্নেহে কহিলেন, "বৎস হরিদাস! আজ হ'তে তুমি নূতন জীবন লাভ করিলে, সংসারে আর কাহার সহিত তোমার কোন সম্পর্ক রহিল না। এখন হ'তে তোমাকে তাঁর উপর

সম্পূর্ণ নির্ভর কর্‌তে হবে, কারণ তারি সেবক হ'য়ে তুমি জন্মগ্রহণ ক'রেছো। জগতের উপকার সাধন ব্যতীত তোমার জীবনে আর কোন কর্ত্তব্যকর্ম্ম নাই। তুমি কল্য এখান হইতে যাত্রা করিবে ও এলাহাবাদে পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া লাহোরে আমার সহিত মিলিত হইবে। আমি সেই সময় তোমার তীর্থযাত্রার বন্দোবস্ত করিয়া দিব। বৎস, এই সংসারে সম্পূর্ণরূপে সম্বলশূন্য হ'লে তবে সেই পরাৎপর পরমপুরুষ তাহার সম্বল হ'য়ে থাকেন। তুমি এইবার আমার এই কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হাতে হাতে প্রাপ্ত হবে ও সেই মহিমাময়ের অদ্ভুত মহিমা প্রত্যক্ষ করবে। তুমি এক কপর্দ্দক মাত্র সঙ্গে না নিয়ে যাত্রা করবে, দেখ্‌বে যখনি তোমার যা অভাব হবে, সেই অভাবমোচনকারী কোন না কোন সূত্রে তাহা মোচন করিয়া দিবেন। তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন বস্তু গ্রহণ করিবে না, যদি পাও তখনি দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া দিবে। কারণ সম্পূর্ণরূপে নিঃসম্বল না হ'লে সেই কৃপাময়ের কৃপা লাভ কর্‌তে পার্‌বে না। কেন না তিনি কেবলমাত্র নিরুপায়ের উপায় ও অসহায়ের সহায় হ'য়ে থাকেন। একান্ত মনে তাঁর উপর যে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর কর্‌তে পারে তার কখন কোন বিষয়ে বিন্দুমাত্র অভাব হয় না। সুতরাং তুমি একাকী পদব্রজে কি ক'রে এই সুদূর-পথ অতিক্রম কর্‌বে তা একবারও ভেবো না। প্রভুর নাম স্মরণ ক'রে বহির্গত হও, দেখ্‌বে সকল বিষয়ে তোমার সুবিধা হবে। ক্ষুধা পেলেই খাদ্য পাবে, কিন্তু কি ভাবে কে যে এনে দিবে তা পূর্ব্ব হ'তে স্থির কর্‌বার কাহার ক্ষমতা নাই।

এই কথার পর পরদিন প্রাতঃকালে দণ্ড ও কমণ্ডলু ল'য়ে, সম্পূর্ণ নিঃসম্বলে, ঈশ্বরের নাম স্মরণ ক'রে কাশী হ'তে বহির্গত হ'লাম এবং প্রশস্ত রাজপথ ধরিয়া এলাহাবাদের দিকে অগ্রসর হইলাম।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু।

মানব চক্ষুর অগোচর সেই পরাৎপর পরমপুরুষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে একেবারে রিক্ত হস্তে বহির্গত হইয়াছিলাম। প্রকৃতপক্ষে একগাছি বংশ দণ্ড, অলাবুর একটী কমণ্ডলু, পরিধেয় বসন ও একখানি কম্বল ভিন্ন আর আমার কাছে কিছুই ছিল না। পাছে কোন দ্রব্য সঞ্চয় করিবার ইচ্ছা হয়, এই আশঙ্কায় ঝুলি পর্য্যন্ত সঙ্গে লই নাই। সন্ন্যাসী মহাশয়ের উপদেশ মত একমাত্র তাঁর উপর আমার সমস্ত ভার অর্পণ করিলাম।

প্রথম দিনেই আমার মনের সাহস বাড়িয়া গেল, কেন না সেই মহিমাময়ের মহিমার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমি প্রাপ্ত হ'লাম এবং মনে মনে বুঝিলাম যে, সেই কৃপাময়ের উপর অকপটে নির্ভর করলে তার কখন কোন বিষয়ের অভাব হয় না।

প্রাতঃকালে কাশী হ'তে বহির্গত হইলাম এবং প্রায় সাত আট ক্রোশ পথ পর্য্যটন ক'রে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম এবং রাস্তার ধারে একটা গাছের তলায় বিশ্রাম করিতে বসিলাম।

আমি যেখানে বসিলাম তাহার ভুধারেই মাঠ, নিকটে কোন গ্রাম ছিল না। আমি সে সময় যদিও ক্ষুধা তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলাম, কিন্তু তথাপি তিনি যদি খেতে দেন তো খাব, নইলে উপবাসে থাক্‌বো, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হ'য়ে সেই লোকালয় পরিশূন্য স্থানে কম্বল পাতিয়া শয়ন করিয়া রহিলাম।

বেলা আন্দাজ তিনটার সময় সেই মাঠ পার হ'য়ে এক ভাঁড় দুগ্ধ

হাতে ক'রে একটা লোক আমার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং প্রণাম করিয়া কহিল, "বাবা, আমার গাই বিয়াইয়াছে, আমি মানসিক করিয়াছিলাম যে, কোন সাধুকে দুগ্ধপান করাইয়া তবে আমরা সেই দুগ্ধ ব্যবহার করিব। কপালক্রমে আজ আপনাকে পাইয়াছি, আপনি দুগ্ধটুকু পান করুন।

সেই লোকটি এই কথা ব'লে দুগ্ধের ভাঁড়টি আমার কাছে রেখে তখনি প্রস্থান করিল।

সেই নির্জ্জন মাঠে আমি যে কোন দ্রব্য পাইব, এরূপ আশা ছিল না, কাজেই এ ব্যাপারে আমি যারপরনাই বিস্মিত হইলাম এবং প্রাণ খুলিয়া সেই পরাৎপর পরমপুরুষকে ধন্যবাদ দিলাম। মনে করিলাম যে, তাঁহার উপর নির্ভর করিলে কখন কাহাকেও উপবাসে থাকিতে হয় না। তাঁর পদানত ভক্তদের জন্য পাষাণের মধ্য দিয়াও যে স্নিগ্ধ বারিধারা বাহির হইয়া থাকে ও নিতান্ত পাষণ্ডের নিরস অন্তরও যে করুণা-রসে আর্দ্র করিয়া দেন তাহা যথার্থ, কেন না, তা না হ'লে এই ত্রিপান্তর মাঠে কখনই এমন খাঁটী দুগ্ধ পাইতাম না।

অধম জীবের উপর বিশ্বকর্ত্তার করুণার স্পষ্ট প্রমাণ পাইয়া বিমল ভক্তিরসে আমার হৃদয় উথলিয়া উঠিল, কাজেই তখন আমার আর ক্ষুধা তৃষ্ণা বলিয়া কিছু রহিল না, কেবল একমনে সেই ভাবময়ের বিষয় ভাবিতে লাগিলাম।

সন্ধ্যার সময় সেই দুগ্ধটুকু পান করিয়া সম্পূর্ণ অনাথ অবস্থায় সেই নির্জ্জন বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া রহিলাম। তখন কেমন এক প্রকার সাহসে হৃদয় পূর্ণ হইয়াছিল, কাজেই এরূপ স্থানে একাকী থাকিতে মনে বিন্দুমাত্র ভয়ের সঞ্চার হইল না। পরমসুখে নিরুদ্বেগে সেইখানেই নিদ্রা গেলাম। পূর্ব্বে দাওয়ানজির সুসজ্জিত কক্ষে গদি আঁটা পালংয়ের উপর শয়ন করিয়াও আমার এমন সুনিদ্রা হইত না। কারণ তখন মনের

মধ্যে বিষম উৎকণ্ঠা পূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করিত, এখনকার ন্যায় হৃদয় শান্ত হয় নাই, কি প্রাণের পিপাসা মেটে নাই।

প্রভাতে গাছতলা হ'তে যাত্রা ক'রে মৃজাপুরে গিয়া উপস্থিত হইলাম এবং পাহাড়ের উপর দেবীকে দর্শনার্থ গমন করিলাম। দেবীকে দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিতেছি, এমন সময় একখানি ক্ষুদ্র দোকানে বাঙ্গালীর ন্যায় বেশভূষায় ভূষিত একটী ভদ্রলোককে দেখিতে পাইলাম। সেই লোকটীকে দেখিয়া আমার প্রাণটা ঝাং করিয়া উঠিল, যেন কোথায় দেখিয়াছি ব'লে বোধ হইল, কাজেই একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম, তিনিও নিতান্ত বিস্মিতভাবে একদৃষ্টে আমাকে দেখিতে লাগিলেন।

আমরা উভয়েই সম্পূর্ণরূপে পূর্ব্বরূপ ত্যাগ করিয়াছিলাম, নূতন ভোলে নূতন বেশভূষায় ভূষিত হ'য়ে একপ্রকার নূতন মানুষ হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাতেই পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে আমার সেই ভ্রম অপনীত হইল, আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম যে, ইনিই সেই হাবুজখানার দারোগা লছমীপ্রসাদ বাবু, যিনি আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তবে সে সময় হিন্দুস্থানীর ন্যায় ঢং ও কাপড় চোপড় পরা ছিল, কিন্তু এখন একটী বাঙ্গালী সাজিয়াছেন।

আমি প্রথমে তাঁহার সহিত কথা কহিতেই তিনি নিতান্ত উল্লাসিতভাবে আমার পদতলে প্রণত হইলেন ও আনন্দে অধীর হ'য়ে কহিলেন, "ঠিক কথা, আমি পূর্ব্বেই মনে ক'রেছিলাম যে, আপনি এ পৃথিবীর লোক নন, কেবল কর্ম্মসূত্রের জন্য দিন-কয়েক সংসারক্ষেত্রে বিচরণ ক'রেছিলেন, যাই হোক্, এ অবস্থায় আপনাকে যে দেখিতে পাইব, তাহা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমার নিতান্ত সৌভাগ্য-প্রযুক্ত আজ আপনার চরণ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। কাজীসাহেবের অদ্ভুত বিচারে আপনার এক

বৎসরের জন্য কারাবাস হইয়াছিল, কিন্তু তারপর কি হইল, এই নবীন বয়সে কেন সন্ন্যাসী সজিলেন তাহা জানি না। অতএব কৃপা ক'রে আমাকে সেই সকল কথা বলুন।

আমি অকপটে আমার আত্মকাহিনী তাহার নিকট বর্ণনা করিলাম, কাজেই কথা প্রসঙ্গে মুর্শিদাবাদে আমার প্রতিপালক কিষণজিবাবু প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিটা যে কে, কি জন্য ছদ্মবেশ ধার করিয়াছিল, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল।

আমার এই সকল কথা শুনিয়া তিনি নিতান্ত পুলকিতভাবে কহিলেন, কি আশ্চর্য্য আপনি সেই নরাধমের আশ্রয়ে ছিলেন, আমি পূর্ব্ব হ'তে জানিতাম যে পশ্চিমে তার বাপ যে গুরু ক'রেছিলেন, সেই গুরু প্রতিপালন করবার জন্য একটী ছেলে ঐ নরাধমের করে অর্পণ ক'রেছিলেন। কিন্তু আপনি যে সেই ছেলে, তাহা আমি কিছুতেই চিনিতে পারি নাই।

লছমীপ্রসাদ বাবুর এই কথায় আমি নিতান্ত বিস্মিত হইয়া কহিলাম, "আপনি কি কৃষ্ণনামবাবুকে চিনিতেন নাকি?" একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি উত্তর করিলেন, "চিনা অদূরের কথা, আমি এই নরাধমকে ধরিবার জন্য নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি। শেষে সন্ধান পাইলাম যে, পাপাত্মা মুর্শিদাবাদে আছে। সহজে কার্য্যসিদ্ধি হবে ব'লে আমিও আত্মগোপন করলাম, বাঙ্গালী হ'য়ে হিন্দুস্থানী সাজলাম, মুসলমান্ রাজসরকারে চাক্‌রী যোগাড় করলাম। পাকা পাকা বদ্‌মাইসদের আড্ডায় গোপনে সন্ধান নিলাম, তথাপি কিন্তু পাপাত্মাকে কিছুতেই ধরিতে পারিলাম না। কেন না নরাধম নাম ভাঁড়াইয়া নূতন মানুষ হইয়া পড়িয়াছিল। সেইজন্য এত চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। কিন্তু সেই মঙ্গলময়ের মঙ্গলময় সংসারে কেহ কখন চিরকাল পাপ করিয়া পরিত্রাণ পায় না। কাল পূর্ণ হ'লে

নিশ্চয় তার সাবধানতার জাল ছিন্ন হ'য়ে যায়। নরাধম কৃষ্ণনামের ভাগ্যে এই অকাট্য নিয়মের অন্যথা হয় নাই। যে পাপাত্মা এতদিন সে সকল করিয়াছিল, এতদিনের পর তাহার প্রায়শ্চিত্তের কাল সমাগত হ'য়েছে। আমি সুদারুণ প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি নিবৃত্তি করবার অভিপ্রায়ে এতদূর আসিয়াছি। লছমীপ্রসাদ আমার কাল্পনিক নাম, আমার প্রকৃত নাম লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। প্রভো, আপনাকে আর অধিক কি বল্‌বো, সেই পাপিনী হরিনামবাবুর সহধর্ম্মিণী আমার সহোদরা ভগ্নী। বিধবা হবার পর কুলে কালি দিয়ে, সমাজে আমাদের উচ্চ মাথা হেঁট করিয়ে, ঐ পাপাত্মা নরাধমের সঙ্গে পালিয়েছিল। প্রায় সতেরো বৎসরের পর আমি সন্ধান পেয়ে ধরিলাম বটে, কিন্তু পাপিনী লজ্জায় তার পাপমুখ আর দেখালে না; আত্মহত্যা ক'রে সকল যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনার কবল হ'তে মুক্তিলাভ করিল। তবে সকল পাপের নায়ক, সয়তানের প্রতিরূপতুল্য নরাধম কৃষ্ণনাম কোন গতিকে সংবাদ পেয়ে পলায়ন ক'রেছিল, সেইজন্য সে যাত্রায় রাজদণ্ড হ'তে নিষ্কৃতি লাভ ক'রেছিল। কিন্তু এবার আর রক্ষা নাই, নিশ্চয় ফাঁসিকাষ্ঠে পাপাত্মার পাপজীবনের অবসান হবে। মানুষ চেষ্টা ক'রে মানুষকে ফাঁকি দিতে পারে, কিন্তু রাতদিনের কর্ত্তা সেই ভগবানের চক্ষে ধূলা দেওয়া কাহারও ক্ষমতার অধীন নহে।"

আমি তখন প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিলাম। 'সম্ভবতঃ নির্ম্মলা ইহার আশ্রয়ে বাস করিতেছে। এক্ষণে কৌশলে সেই কথা জানিবার চেষ্টা করি।' আমি মনে মনে এই কথা স্থির ক'রে কহিলাম, "গিন্নির সহস্র দোষ থাক, কিন্তু তিনি আমাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন, আমিও মা বলিয়া জানিতাম, সুতরাং তাহার এরূপ শোচনীয় মৃত্যুতে নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। তিনি দেবীর উচ্চাসন হ'তে পরিভ্রষ্ট হ'য়ে একেবারে শূকরীর অধম হ'য়েছিলেন বটে, কিন্তু তথাপি রমণীজনসুলভ

অনেক সদ্‌গুণাবলী প্রচুর পরিমাণে তাহার হৃদয়ভাণ্ডারে সঞ্চিত ছিল। সেইজন্য আমি ও ভৃত্যাদি সকলে তাঁহাকে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা বলিয়া জ্ঞান করিতাম, কারণ স্নেহময়ী জননীর ন্যায় তিনি সকলকে আদর যত্ন করিতেন। সেই গুণবতী উদারস্বভাবা রমণীর কেন যে এমন ভয়ানক ভ্রম হইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। পাপাত্মা যে ঘোর ভণ্ড নরপ্রেত সদৃশ কুৎসিতকর্ম্মা ও সয়তানের সহোদর ছিল, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। মুর্‌শিদাবাদে আসিয়া ও জুচ্চুরি ক'রে অর্থ উপার্জ্জন কর্‌তেন, সহরের যাবতীয় বিখ্যাত বদ্‌মাইসদের সঙ্গে তাহার জানা শুনা ছিল। বাড়ীতে জুয়াখেলা হইত, তাহার অধীনে কতকগুলো পাকা বদ্‌মাইস দালাল ছিল, তারা লোভ দেখিয়ে মূর্খ বড়মানুষের ছেলেদের ভুলিয়ে আন্‌তো এবং যে কোন উপায়ে হোক্‌, তাহাদের সঙ্গে যাহা কিছু থাকিত তাহাই হস্তগত করিত।

এইরূপে একদিন মোহিতলাল সরকার নামে এক বথা বড় মানুষের ছেলেকে এক বেটা দালাল নিয়ে আসে, তাকে বিশেষরূপে ঠকাবার জন্য পূর্ব্ব হ'তে একটা ষড়যন্ত্র হ'য়েছিল। সেই দালাল বেটা বলে যে নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং খেলিতে আসিবেন, কাজেই কিছু বেশী থাকিলে অনেক টাকা জিতিতে পারা যাবে।

মূর্খ মোহিতবাবু একজন কৃপণ নরাধম ধনীর সন্তান, কিন্তু হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ঘোর উচ্ছৃঙ্খল ও ভয়ানক নির্ব্বোধ। সে বেটা এই সকল কথা সত্য ব'লে বিশ্বাস করিল ও কিছু দাঁও মারিবার অভিপ্রায়ে দুইশত মোহর সঙ্গে লইয়া খেলিতে আসিয়াছিল।

নির্ব্বোধ যুবককে ঠকাবার উদ্দেশে ঠাকুরসাহেব নামে একবেটা বৃদ্ধ বদ্‌মাইস জালরাজা সাজিল ও বৈঠকখানার মধ্যে খেলা আরম্ভ হইল।

রহমন খাঁ নামে একবেটা মুসলমান্ পাকা বদ্‌মাইস খোট্টা সেজে,

দেবীপ্রসাদ নাম নিয়ে কোতোয়ালির ভয়ে লুকিয়েছিল; সেই বেটাই দালাল হ'য়ে এই শীকার যোগাড় ক'রে ফাদে এনে ফেলেছিল। তা ছাড়া জালরাজার সঙ্গে আর একটা গুণ্ডাগোচের নেড়ে রাজপারিষদ হ'য়ে এসেছিল।

খানিক রাত্রে বোধ হয় যুবকের কাছ হ'তে মোহর কেড়ে নেবার যোগাড় হয়, কাজেই যুবক আত্মরক্ষার জন্য পিস্তল দ্বারায় রহিমোল্লা নামক সেই রাজপারিষদকে খুন ক'রে পলায়ন করে। শেষকালে আমি কিনা রহিমমোল্লার খুনদায়ে অভিযুক্ত হ'লাম এবং আগাগোড়া মিথ্যা প্রমাণের উপর নির্ভর ক'রে নিরপেক্ষ বিচারকমহাশয় আমাকে এক বৎসরের জন্য জেল দিলেন। যেরূপ অদ্ভুত প্রমাণের বলে আমার সাজা হইল, তাহা শুনিলে আপনি কিছুতেই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না।

হাসি হাসি মুখে লক্ষ্মীনারায়ণবাবু কহিলেন, "আমি সব শুনিয়াছি, তবে বুঝিবার যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা অদ্য প্রভুর কৃপায় মিটিয়া গেল। আমি ঈষৎ হাস্যে কহিলাম, "আমি আপনার অপেক্ষা বয়সে ছোট, তার উপর কৃতজ্ঞ, সুতরাং আমাকে প্রভু ব'লে সম্বোধন করলে আমার লজ্জাবোধ করে। সেই বিপন্ন অবস্থায় আপনি আমার যে উপকার ক'রেছিলেন, তাহা আমি এ-জীবনে কখনই বিস্মৃত হইব না; আপনার সেই সকল অনন্যসাধারণ স্বর্গীয় গুণাবলী আমার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মনে অক্ষুণ্ণভাবে জাগরূক থাকিবে। নিতান্ত অনুগত কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় আমাকে স্নেহ সম্বোধন করিলে অধিক বাধিত হইব।

লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু একটু ব্যস্তভাবে কহিলেদ, "বাপুরে, তাকি কখন হয়! ছোট সাপ কি সাপ নয়, বরং বড় সাপ অপেক্ষা ছোট সাপের বিষ অধিক, একবার দংশন করলে, আর কোন রোজার বাবাও আরোগ্য করতে পারবে না। আপনি আমার বয়সে ছোট সত্য, কিন্তু তথাপি

আমার পক্ষে আপনি সর্ব্বাংশে পূজনীয় ব্যক্তি। যাই হোক্, আপনি এক্ষণে কোথায় যেতে সঙ্কল্প ক'রেছেন ?

আমি। আমি একবার এলাহাবাদে যাইব। কারণ সেখানে আমার পিতামাতা বাস করিতেছেন। তাঁহাদের শ্রীচরণ দর্শন করিয়া গুরুদেবের আজ্ঞায় লাহোর উদ্দেশে যাত্রা করিব।

লক্ষ্মীনারাণ বাবু নিতান্ত পুলকিতভাবে কহিলেন, "তাহ'লে বেশ হ'য়েছে, আমিও এলাহাবাদে যাইব। কারণ সেই নরাধম মুরশিদাবাদ হইতে পলায়ন করিয়া পিণ্ডারি নামক বিখ্যাত ডাকাতদলে মিশিয়াছে। সম্প্রতি নর্ম্মদা-তীরে ইংরাজদের সহিত সেই ডাকাতদলের ক্ষুদ্র যুদ্ধ হ'য়ে গেছে, তাতে অনেক ডাকাত ম'রেছে, বাকী ধরা পড়েছে, এলাহাবাদে তাদের বিচার হবে। শুনিয়াছি সেই নরাধমও সেই সঙ্গে ধরা পড়িয়াছে। সম্প্রতি তাহাদের বিচার হবে; আমি সেইজন্য সেইখানে যাইতেছি। কারণ সে বেটা যে কিরূপ দরের লোক, তাহা বিচারকের কাছে প্রকাশ করিয়া দিব। কাজেই তাহ'লে দণ্ডের মাত্রা নিশ্চয় বৃদ্ধি হবে। আমি সেই উদ্দেশের বশবর্ত্তী হ'য়ে এলাহাবাদে যাইতেছি।

আমি। আচ্ছা, আপনি কি একাকী দেশ হ'তে আসিতেছেন ?

লক্ষ্মী। না, আমি আর একটা বিষম ঝঞ্ঝাটে পড়িয়াছি। বোধ হয় আপনার স্মরণ আছে যে, নির্ম্মলা নামে ঐ নরাধমের একটী কন্যা ছিল। ঘটনাক্রমে সেই কন্যাটী এখন আমার হাতে পড়িয়াছে, কিন্তু তাহাকে লইয়া আমি মহা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। বোধ হয় সেই মেয়েটার ঘাড়ে কোন ভূত আশ্রয় লইয়াছে। কেন না, তাহার বয়স হইয়াছে কিন্তু সে বিবাহ করিতে কিছুতেই স্বীকৃতা নহে, অথচ তাহার মনের প্রকৃত ভাব কাহার নিকট প্রকাশ করে না। আজ প্রায় ছয়মাস অতীত হইল সে কঠিন রোগে আক্রান্তা হইয়া পড়িয়াছে, দেশের কবিরাজেরা রোগ নিতান্ত দুঃসাধ্য ব'লে প্রকাশ করিয়াছেন, এবং বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য

উপদেশ দিয়াছেন। আমি তাই আমার বৃদ্ধ মাতা ও তাহাকে সঙ্গে লইয়া দেশ হইতে পশ্চিমে আসিয়াছি এবং তাহাদের কাশীতে রাখিয়া পাপাত্মা কৃষ্ণনামের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার জন্য এলাহাবাদে যাইতেছি। আমি নির্ম্মলার যে প্রকার অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছি, তাহাতে আর ফিরিয়া গিয়া যে তাহাকে দেখিতে পাইব, এরূপ বিশ্বাস আমার নাই।

ত্রিকালজ্ঞ সন্ন্যাসীমহাশয় আমাকে সেই অভাগিনীর পরিণাম বলিয়াছিলেন। কাজেই আমি মনে মনে বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, যে দিন আমি দীক্ষিত হইয়াছি, সেই দিনই নির্ম্মলার প্রাণপক্ষী তাহার দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিয়াছে। বোধ হয় লক্ষ্মীনারায়ণবাবু তাহার পূর্ব্বে কাশী হইতে বহির্গত হ'য়েছিলেন, সেইজন্য এখনও জানিতে পারেন নাই। তবে সে সম্বন্ধের কোন কথা আমি তাহার নিকট প্রকাশ করিলাম না, বা আমার চিত্তচাঞ্চল্যের কোন লক্ষণ দেখাইলাম না। সাধ্যমতে আত্মসংযম ক'রে শান্তভাবে সব কথা শুনিলাম। কাঁটাগাছে যেমন গোলাপ ফুল ফোটে, সাপের মাথায় যেমন মাণিক থাকে, তেম্‌নি সেই সরলা বালিকা ওপ্রকার নরপ্রেত তুল্য পাষণ্ডের ঔরসে জন্মগ্রহণ ক'রেছিল, কিন্তু সংসারে এসে একদিনের তরেও সুখী হ'তে পার্‌লে না। বিধির কঠোর বিধিতে বিকশিত হবার পূর্ব্বে বিশুষ্ক হইল। ফলতঃ এই অভাগার জন্য যে সেই ধর্ম্মপ্রাণা গুণবতী অকালে কাল-কবলে নীত হ'লো তাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আহা, মন্দভাগিনী মনের কষ্ট প্রাণের জ্বালা অন্তর মধ্যে লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছিল, কাহার নিকট ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করে নাই। হায়! নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, অন্তিমকালে তাহার সঙ্গে আমার একবার শেষ দেখা হইল না। আহা, অভাগিনী কুসুমমালা জ্ঞানে কালসর্পকে কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিল, সেই জন্য অকালে অতৃপ্ত-বাসনায় এই ভবলীলা শেষ করিতে বাধ্য হইল।

নির্ম্মলার ন্যায় আমি আমার মনের ভাবকে প্রচ্ছন্ন ক'রে রাখিলাম, কাজেই লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু ভিতরের কোন কথা জানিতে পারিলেন না। আমি সেই দোকানেই সে দিন অতিবাহিত করিলাম ও প্রভাতে লক্ষ্মী-নারায়ণ বাবুর সঙ্গে এলাহাবাদ উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

উপসংহার।

—০:*:০—

লক্ষ্মীনারায়ণ বাবুর সঙ্গে এলাহাবাদে পৌঁছিলাম বটে, কিন্তু তাঁহার বাসার মধ্যে না গিয়া বরাবর গঙ্গা স্নানের দিকে যাত্রা করিলাম।

বেলা আন্দাজ আটটার সময় মুন্সীগঞ্জে গিয়া পৌঁছিলাম এবং এক দোকানিকে জিজ্ঞাসা ক'রে হরমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটী ঠিক করিলাম। আমি সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ ক'রে, "মা, ক্ষুধিত অতিথীকে ভিক্ষা দাও" ব'লে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লাম।

অল্পক্ষণ পরে অনুমানিক ৫০।৫৫ বৎসর বয়স্কা একটী সধবা স্ত্রীলোক ভিক্ষা দেবার জন্য বাহিরে আসিলেন, কিন্তু তাঁহার ভিক্ষাপাত্র হাতেই রহিল, তিনি আসিয়াই কেবল উদাসভাবে আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

এই গরীয়সী রমণীকে দেখিবামাত্র আমার সর্ব্বশরীর যেন কণ্টকিত হইয়া উঠিল, মন প্রাণ যেন একপ্রকার সন্তোষসাগরে সাঁতার দিতে আরম্ভ করিল, কাজেই এই রমণী যে কে তাহা আমি অনেকটা অনুমানে বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু মুখে কিছু বলিলাম না, কেবল একদৃষ্টে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম, তবে সহসা বর্ষাকালের সরোবরের ন্যায় আমার চক্ষু দুটী অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

অনেকক্ষণ পরে সেই রমণী ছল ছল নেত্রে বাষ্পগদ্‌গদস্বরে কহিলেন, "বাবা কোন অভাগিনীর বুকে ছুরি মেরে তুমি বাড়ী হ'তে বেরিয়েছ? আহা আমার সে এতদিনে বোধ হয় এত বড় হ'তো। এই কথা ব'লে রমণী অজস্র অশ্রুজল বিসর্জ্জন করতে লাগ্‌লো।

আমার ধৈর্য্যের-বাঁধ ভেঙ্গে গেল, আমি আর স্থির থাকৃতে

পারলাম না, মনের আবেগ ভরে তাঁহার পদতলে প্রণত হ'য়ে কহিলাম, "মাগো আমিই তোমার ছেলে, দেড় বৎসর বয়সের সময় লাহোরে সন্ন্যাসীর করে আমাকেই আপনারা সমর্পণ করেছিলেন।"

মা আমাকে কোলে তুলে নিয়ে "বাপ্‌রে তুই কি আমার হারানিধি।" এই কথা ব'লে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। মার কান্না শ্রবণে উপর হ'তে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিলেন এবং বলিলেন, "আরে অভাগিনী, আর কেন মায়া বাড়াও, ওতে আর তো আমাদের কোন অধিকার নাই ; জন্মের মতন প্রভুপদে উৎসর্গ ক'রেছি, তোমার নানকদাস হ'তে দুঃখ দূর হবে, সেই তোমার যথার্থ পুত্র" তারপর তিনি আমার দিকে ফিরে কহিলেন, "বাবা এতদিনের পর কি আমাদের মনে পড়িল ?"

ইনিই যে আমার পিতা তাহা বুঝিতে আমার বিলম্ব হইল না, কাজেই আমি তাঁহার পদধূলি লইলাম, কিন্তু তিনি পুনঃ প্রণাম ক'রে ঈষৎ কুণ্ঠিতভাবে কহিলেন, "বাবা তোমার প্রণাম গ্রহণ করবার আর আমার সাধ্য নাই। তোমাকে জন্মের মত প্রভুপদে দান ক'রেছি, বোধ হয় সব কথা তুমি সন্ন্যাসী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছ। তাহ'লে তোমাকে আর কি বল্‌বো। মাঝে মাঝে এসে দেখা দিয়ো, ইহা ভিন্ন তোমাকে আর কিছু বল্‌বার আমার আর কোন অধিকার নাই।

সেই দিন সেই বাটীতে রহিলাম, সমস্ত দিন রাত মার সঙ্গে কথা ক'য়েও সব কথা শেষ হইল না, কিন্তু আমি তার পরদিন কিছুতেই রহিলাম না, কাজেই মার চোখের জল দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাটী হইতে বহির্গত হইলাম।

আমি লক্ষ্মীনারায়ণ বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম, "পাপাত্মা কৃষ্ণনাম এখানে জহরলাল শেঠ নামে পিণ্ডারিদলে গুপ্তচরের কর্ম্ম করিত, সম্প্রতি আরো ৬০ জন পিণ্ডারি ডাকাতের সঙ্গে সে ধরা পড়িয়াছে। শীঘ্র তাদের বিচার হবে। দুইজন ইংরাজ সৈনিক ও একজন মৌলবী বিচারক নিযুক্ত

হ'য়েছেন। সরকার পক্ষ হ'তে আমাকে সাক্ষ্য মান্য করিয়াছে, এই বেনামদার জহরলাল প্রকৃতপক্ষে লোকটা কে, তাহা আমি আদালতে প্রমাণ করিয়া দিব এবং পূর্ব্ব গুণের কথা বলিব।

কৃষ্ণনামের পরিণামটা দেখাবার সাধ আমার মনমধ্যে প্রবল হইল, কাজেই আমি কয়েক দিন এলাহাবাদে রহিলাম, কিন্তু পিতা কি মাতার সঙ্গে আর একদিনও সাক্ষাৎ করিলাম না।

সাতদিনের পর বিচার শেষ হইয়া গেল। ডাকাতদলের গোয়েন্দা ব'লে কৃষ্ণনামের চৌদ্দ বৎসরের জন্য দীপান্তর বাসের আজ্ঞা হইল। ইতঃমধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু পত্রদ্বারায় জ্ঞাত হ'লো যে নির্ম্মলার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি আমাকে এই কথা বলিলেন। আমি তারিখ মিলাইয়া দেখিলাম যে দিন আমি মন্ত্রগ্রহণ ক'রেছি সেই দিন নির্ম্মলার মৃত্যু হইয়াছে।

আমি আর সেখানে একদিনও অপেক্ষা করিলাম না, পরদিন প্রভাতে গুরুদেবের পাদ চিন্তা করিয়া লাহোর উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

সমাপ্ত